তৃতীয় খণ্ড

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার ঃ--

উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী

(বঙ্গানুবাদ সহ)

[তৃতীয় খণ্ড]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ

১৩৬১
আষাঢ়

বসুমতী - - সাহিত্য - - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মূল্য—দুই টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস,
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মা আনন্দময়ী আশ্রম, ১৪/১২/৫৮

শ্রীরামেশ্বর ...

সূচীপত্র

ও সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

(শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া)

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ ১॥

জগতে যাহা কিছু [প্রপঞ্চভূত] চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদায়কে পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে (অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়, এরূপ জানিয়া বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে)। সেই ত্যাগদ্বারা (অর্থাৎ বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া) [পরমাত্মাকে] সম্ভোগ কর; কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না॥ ১॥

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২॥

[ব্রহ্মযোগে অসমর্থ ব্যক্তি] কর্ম্ম করিয়াই ইহ লোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেক। হে মনুষ্য! এরূপ [জীবনেচ্ছা থাকিলে] তোমার পক্ষে ইহা ব্যতীত এমন অন্য পথ নাই, যদ্দ্বারা [অশুভ] কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না॥ ২॥

অস্থর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

আলোকবিহীন (বা অসুরাবাসভূত), অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ [আছে]। যাহারা আত্মঘাতী (অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে), তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে ॥ ৩ ॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

[ব্রহ্ম] এক এবং অচল [হইলেও] মন হইতে বেগবান্; তিনি অগ্রগামী; ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। তিনি স্থির থাকিয়াও [মন ও বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি] দ্রুতগামী অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান; তিনি [পরমাত্মারূপে] থাকাতেই বায়ু প্রাণীদিগের দেহ-চেষ্টাসকল বিধান করিতেছেন ॥ ৪ ॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন। তিনি এই সমুদায়ের অন্তরে আছেন। তিনি এই সমুদায়ের বাহিরেও আছেন ॥ ৫ ॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

যিনি আত্মাতে (অর্থাৎ পরমাত্মাতে) সমুদায় বস্তু দেখেন, এবং সমুদায় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে [কাহাকেও] ঘৃণা করেন না ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

যখন জ্ঞানীর আত্মাই সমুদায় ভূত হয় (অর্থাৎ তাঁহার একাত্মপ্রত্যয় প্রকাশিত হয়), তখন [এরূপ] একত্বদর্শী ব্যক্তির মোহ ও শোক সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৭ ॥

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

তিনি (অর্থাৎ পরমাত্মা) সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, অশরীরী, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূঃ, তিনি সর্ব্বকালে [প্রজাদিগের ভোগের জন্য] যথোপযুক্ত বস্তুসকল বিধান করিতেছেন ॥ ৮ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

যাহারা অবিদ্যার (অর্থাৎ কেবল কর্ম্মের) অনুসরণ করে, তাহারা [অজ্ঞানরূপ] গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল জ্ঞানে রত, তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০ ॥

[জ্ঞানীরা] জ্ঞান ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন। যাঁহারা আমাদিগের নিকট ইহা (অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মতত্ত্ব) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা এরূপ শুনিয়াছি॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১ ॥

যিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কে একত্র (অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া) জানেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন॥ ১১ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২ ॥

যাহারা [কেবল] অসম্ভূতি (অর্থাৎ প্রকৃতির) উপাসনা করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা [কেবল] সম্ভূতি (অর্থাৎ কারণাত্মক ব্রহ্মে) অনুরক্ত, তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে॥ ১২ ॥

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩ ॥

জ্ঞানীরা সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন। যাঁহারা আমাদিগের নিকট ইহা (অর্থাৎ এই

উভয়বিধ উপাসনাতত্ত্ব) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা এরূপ শুনিয়াছি ॥ ১৩ ॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ (অর্থাৎ প্রকৃতি) উভয়কে একত্র (অর্থাৎ একই পুরুষের অনুসরণীয় বলিয়া) জানেন, তিনি প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সম্ভূতির উপাসনা দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হে জগতের পোষক সূর্য্য! তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের (অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্থিত ব্রহ্মের) মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর (অর্থাৎ আমার) দৃষ্টির জন্য তাহা আবরণশূন্য কর ॥ ১৫ ॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

হে জগতের পোষক সূর্য্য! হে একাকী গমনশীল! হে সকল প্রাণীর সংযমকর্ত্তা! হে প্রজাপতি-তনয়! তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর এবং তোমার তেজ সংবরণ কর। তোমার যে অতিশোভন রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে দেখি। ঐ যে (সূর্য্যমণ্ডলস্থিত) পুরুষ, তিনিই আমি ॥ ১৬ ॥

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

এখন [মৃত্যুকালপ্রাপ্ত আমার] প্রাণবায়ু [সর্ব্বব্যাপী] বায়ুরূপ অমৃতে [মিশ্রিত হউক।] আর এই শরীর ভস্মসাৎ হউক। ওঁ (ব্রহ্মস্মরণ) হে মন। নিজকৃত কার্য্য স্মরণ কর, হে মন। নিজকৃত কার্য্য স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নি! আমাদিগকে ধনের (অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের) নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও; হে দেব। তুমি সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

ইতি ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

সামবেদীয়া তলবকারোপনিষৎ
বা
কেনোপনিষৎ

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১ ॥

মন কাঁহা কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? [শরীরের অভ্যন্তরে] প্রধান [রূপে বর্ত্তমান] প্রাণ কাঁহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাঁহার চালনায় লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন?। ১।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য (অর্থাৎ এই সমুদায়ের শক্তির কারণ), [তিনিই মন আদির প্রবর্ত্তক]; তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু; [এই জ্ঞান দ্বারা শ্রোত্রাদির আত্মত্ব ধারণা] পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানিগণ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া অমর হয়েন। ২।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্‌ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩ ॥

তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন, আমরা [তাঁহাকে] জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তাবৎ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব [আচার্য্যেরা] আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা এইরূপ শুনিয়াছি। ৩।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয়েন না, যাঁহা কর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশিত (অর্থাৎ উচ্চারিত) হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; [লোকে] এই যে [পরিমিত] বস্তুর উপাসনা করে, তাহা [ব্রহ্ম] নহে। ৪।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্‌।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

[লোকে] যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারে না, [কিন্তু] যিনি মনকে জানেন বলিয়া [ব্রহ্মবিদেরা] বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; [লোকে] এই যে [পরিমিত] বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। ৫।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

যাঁহাকে [লোকে] চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিতে [লোকে] চক্ষুর্গোচর বস্তুসমূহকে দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ; [লোকে] এই যে [পরিমিত] বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। ৬।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

যাঁহাকে [লোকে] কর্ণদ্বারা শুনিতে পায় না, যিনি কর্ণকে শ্রবণ করেন (অর্থাৎ জানেন), তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ; [লোকে] এই যে [পরিমিত] বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। ৭।

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

যাঁহাকে লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আঘ্রাণ করে না, কিন্তু যাঁহার শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে, তাঁহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ; [লোকে] এই যে [পরিমিত] বস্তুর উপাসনা করিতেছে, তাহা ব্রহ্ম নহে। ৮।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥ ৯ ॥

যদি তুমি মনে কর যে, তুমি ব্রহ্মকে [নিজ আত্মায় প্রত্যক্ষ করিয়া] উত্তমরূপে জানিয়াছ, তবে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয়ই

অতি-অল্প জানিয়াছ। দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ যতটুকু [জানিয়াছ তাহাও অল্প], অতএব ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য। [এই কথা শুনিয়া শিষ্য ব্রহ্মকে বিচার ও অনুভব করণানন্তর আচার্য্য-সমীপে আসিয়া বলিলেন] আমার বোধ হয় [এখন আমি ব্রহ্মকে] জানিয়াছি। ৯।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ১০ ॥

আমি মনে করি না যে, আমি [ব্রহ্মকে] সুন্দররূপে জানিয়াছি ; আমি যে তাঁহাকে জানি না, এমন নহে, জানি যে, এমনও নহে। 'আমি যে তাঁহাকে জানি না, এমন নহে, জানি যে এমনও নহে'— এই বাক্যের অর্থ আমাদিগের মধ্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন। ১০।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ১১ ॥

যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, (অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস যে, তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন নাই) ; কিন্তু অসম্যগ্‌দর্শীদিগের নিকট তিনি বিজ্ঞাত (অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিরা মনে করেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন)। ১১।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে জানিলেই প্রকৃতরূপে জানা হয়ঃ এরূপ জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয়। আত্মস্বরূপ জ্ঞানে শক্তি লাভ হয়, এবং আত্মবিষয়ক জ্ঞানে অমরত্ব লাভ হয়। ১২।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

যদি মনুষ্য ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিতে পারে, তবেই জন্ম সফল হয়, ইহলোকে জানিতে না পারিলে মহান্ বিনাশ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানিগণ সমুদায় বস্তুতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হয়েন। ১৩।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মই দেবতাদিগের জন্য জয় করিলেন (অর্থাৎ দেবাসুরসংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাদিগকে জয় ও তৎফল প্রদান করিলেন), সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই। ১৪।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥

তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) ইহা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু এই পূজ্যস্বরূপ কে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। ১৫।

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ১৬ ॥

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন,—হে জাতবেদঃ। (সর্ব্বজ্ঞ!), এই পূজনীয় স্বরূপ কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস; [অগ্নি বলিলেন] তাহাই হউক ॥ ১৬ ॥

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবী-জ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি। ১৭ ॥

অগ্নি তাঁহার নিকট গমন করিলেন; [তখন তিনি বলিলেন] 'তুমি কে?' অগ্নি বলিলেন 'আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা'। ১৭।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ১৮ ॥

[ব্রহ্ম বলিলেন] 'এমন (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত) যে তুমি, তোমাতে কি শক্তি আছে?' [অগ্নি উত্তর করিলেন] পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্ত দগ্ধ করিতে পারি। ১৮।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং, স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১৯ ॥

'ইহা দগ্ধ কর' এই বলিয়া ব্রহ্ম একটি তৃণ দিলেন; অগ্নি সেই তৃণের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন [এবং বলিলেন] এই পূজনীয় স্বরূপ কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। ১৯।

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি ॥ ২০ ॥

তৎপর দেবতারা বায়ুকে বলিলেন, হে বায়ো! এই পূজনীয় স্বরূপ কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস; বায়ু [বলিলেন] তাহাই হউক। ২০।

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবী-ন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ২১ ॥

বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন; [তখন তিনি বলিলেন] 'তুমি কে?' বায়ু বলিলেন 'আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা' (আকাশে যাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ গমনাগমন)। ২১।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ২২ ॥

[ব্রহ্ম বলিলেন] এমন (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত) যে তুমি, তোমাতে কি শক্তি আছে? [বায়ু উত্তর করিলেন] পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদায়ই গ্রহণ করিতে পারি। ২২।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন

শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৩ ॥

'ইহা গ্রহণ কর' এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন; বায়ু সেই তৃণের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমুদাই বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। [তখন] তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন [এবং বলিলেন] এই পূজনীয় স্বরূপ কে, আমি তাহা জানিতে পারিলাম না। ২৩।

অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ২৪ ॥

তৎপর [দেবতারা] ইন্দ্রকে বলিলেন, 'হে মঘবন্! (ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট!) এই পূজনীয় স্বরূপ কে তাহা তুমি জানিয়া আইস। [তিনি বলিলেন] 'তাহাই হউক।' [এই বলিয়া] তিনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন; [কিন্তু ব্রহ্ম] তাঁহার সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইলেন। ২৪।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৫ ॥

তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিণী অতিসৌন্দর্য্য-শালিনী হৈমবতী উমাকে [আবির্ভূত দেখিয়া তাঁহার] নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পূজনীয় স্বরূপ কে'? । ২৫।

ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৬ ॥

তিনি বলিলেন, ইনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের (অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রদত্ত) বিজয়েই তোমরা এরূপ মহিমান্বিত হইয়াছ। তাহা হইতেই (উমার বাক্য হইতেই) ইন্দ্র জানিতে পারিলেন যে ইনি ব্রহ্ম। ২৬।

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ॥

যে হেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র এই দেবতারা তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এবং যে হেতু তাঁহারাই তাঁহাকে প্রথমে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু এই দেবতারা নিশ্চয় অন্যান্য দেবতা হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ হইলেন। ২৭।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৮ ॥

যে হেতু তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু ইন্দ্র নিশ্চয় অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন। ২৮।

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২৯ ॥

সেই ব্রহ্মের এই প্রকাশ এই যে বিদ্যুৎ-প্রকাশ তাহার ন্যায়, দেবতাদের সমীপে ব্রহ্মের এই প্রকাশ চক্ষুর নিমেষের ন্যায় ॥ ২৯ ॥

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৩০ ॥

তৎপর আত্মবিষয়ক উপদেশ এই যে মন যেন তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) নিকটে যায় (অর্থাৎ তাঁহাকে জ্ঞাত হয়) এবং ইহাদ্বারা (অর্থাৎ মনের দ্বারা) তাঁহাকে বার বার স্মরণ করে, [ইহাই সাধকের] সঙ্কল্প। ৩০।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৩১ ॥

তিনি সম্ভজনীয় নামে প্রখ্যাত, তিনি সম্ভজনীয়রূপে উপাসিতব্য। যিনি তাঁহাকে এইরূপে জানেন, তাঁহাকে সকল প্রাণী বিশেষরূপে [পাইতে] ইচ্ছা করে। ৩০।

উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৩২ ॥

[আচার্য্য শিষ্যকে বলিলেন, তুমি বলিয়াছিলে] 'হে ভগবন! আমাকে উপনিষৎ বলুন।' [সেই হেতু] তোমাকে উপনিষৎ বলা হইল, নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষৎ বলিলাম। ৩২।

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥ ৩৩ ॥

তপস্যা (অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান), দম (অর্থাৎ চিত্তের স্থৈর্য্য), কর্ম্ম, বেদ ও সমুদায় অঙ্গ (অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ) ইহার (অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার) প্রতিষ্ঠা বা পাদস্বরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের উপায়)। সত্য ইহার আশ্রয়। ৩৩।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥

যিনিই এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়েন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। (শেষ বাক্যের পুনরুক্তি নিশ্চয়তা-প্রকাশক ও গ্রন্থসমাপ্তি-জ্ঞাপক)। ৩৪।

ইতি কেনোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ওঁ তৎ সৎ। হরিঃ ওঁ ॥

প্রশ্নোপনিষৎ

(অথর্ব্ববেদীয়া)

প্রথমঃ প্রশ্নঃ

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে॥ হরিঃ ওঁ॥ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এব হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ॥ ১॥

ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশা, শিবি-পুত্র সত্যকাম, সৌর্য্য-পুত্র গার্গ্য, অশ্বল-পুত্র কৌশল্য, ভৃগু-পুত্র বৈদর্ভি (বিদর্ভে জাত), কত্য-পুত্র কবন্ধী, ইঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন; ইঁহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণ-পর হইয়া 'ইনি আমাদিগকে সেই সমস্ত বলিবেন' এই [ভাবিয়া] ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকটে সমিৎ-হস্তে উপস্থিত হইলেন। ১।

তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি॥ ২॥

সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্ব্বক সংবৎসর যাপন কর, তৎপর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করিও, যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদায় বলিব। ২।

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

তৎপর কত্য-পুত্র কবন্ধী, ঋষির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্ এই প্রাণীসকল কোথা হইতে [জন্মে ?]'। ৩।

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪ ॥

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, প্রজাপতি প্রজাকাম (অর্থাৎ প্রাণীদের উৎপত্তি বিষয়ে ইচ্ছুক) হইয়া তপস্যা করিলেন (অর্থাৎ সঙ্কল্প করিলেন); তিনি তপস্যা করিয়া 'ইহারা আমার জন্য বহুবিধ প্রাণী উৎপাদন করিবে' এই [ভাবিয়া] রয়ি (অর্থাৎ আদি ভূত) এবং প্রাণ (অর্থাৎ চৈতন্য), এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। ৪।

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা এতৎ সর্ব্বং যন্ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫ ॥

আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত [সংশ্লিষ্ট] যাহা কিছু এই সমস্তই রয়ি; [তন্মধ্যগত] মূর্ত্তবস্তু ত রয়ি বটেই। । ৫।

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্ দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো

যদূর্দ্ধং যদন্তরা দিশো যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬ ॥

যখন আদিত্য উদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তদ্দারা (অর্থাৎ স্বপ্রকাশব্যাপ্তিদ্বারা) পূর্ব্বদিকৃস্থ প্রাণসমূহকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন। যখন দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, ঊর্দ্ধ এবং অবান্তর দিক্‌সকল, এই সমুদায় প্রকাশ করেন, তখন তদ্দারা সমুদায় প্রাণকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন। ৬।

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

এই সেই বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ, প্রাণ ও অগ্নিরূপ [সূর্য্য] উদিত হইতেছেন। ঋক্ মন্ত্র দ্বারা এইরূপ (অর্থাৎ নিম্নলিখিতরূপ) কথিত হইয়াছে। ৭।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্, জ্ঞানবান্, পরম-আশ্রয়, অদ্বিতীয় জ্যোতি ও তাপক্রিয়াকারী [সূর্য্য] কে [ব্রহ্মবিদেরা জানেন]। এই সহস্ররশ্মি [প্রাণিভেদে] শতধা বর্ত্তমান এবং প্রাণীদিগের প্রাণ সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ৮।

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে। তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষঃ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯ ॥

সংবৎসরই প্রজাপতি, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অয়ন (অর্থাৎ পথ) আছে। যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তকে কার্য্য বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কেবল চন্দ্রলোকই প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন, অতএব সন্তানার্থী ঋষিরা দক্ষিণমার্গে গমন করেন। এই রয়িই পিতৃযাণ (অর্থাৎ পিতৃগণের পথ)। ৯।

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে এতদ্ বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

কিন্তু [অন্যেরা] ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তরমার্গ দ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করেন ; ইহা (অর্থাৎ সূর্য্যলোক)ই সমুদায় প্রাণের আশ্রয়, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহা পরম আশ্রয়, ইহা হইতে [কেহ] পুনরাবর্ত্তন করে না, অতএব ইহা শেষ গতি। এতদর্থে এই ঋগ্বেদোক্ত (১।১৬৪।১২) মন্ত্র [কথিত হইয়াছে]। ১০।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি ॥ ১১ ॥

[কালবিদেরা এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যকে] পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতি পিতা এবং দ্যুলোকের পরার্দ্ধে উদকবৃষ্টিকারী বলিয়া থাকেন। কিন্তু অন্যেরা জ্ঞানী [আদিত্য]কে সপ্তচক্র ও ষড়্-অর যুক্ত রথে স্থাপিত বলিয়া বলেন। ('পঞ্চপাদ'—হেমন্ত ও শিশিরকে এক ধরিয়া, পঞ্চঋতু যাঁহার পাদ স্বরূপ। 'দ্বাদশাকৃতি'—দ্বাদশ মাস যাঁহার আকৃতি স্বরূপ)। ১১।

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্লঃ প্রাণস্তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টিং কুর্ব্বন্তীতর ইতরস্মিন্ ॥ ১২ ॥

মাসই প্রজাপতি, কৃষ্ণপক্ষই [ইহার] রয়ি, এবং শুক্লপক্ষ প্রাণ। অতএব এই ঋষিরা শুক্লপক্ষে যাগ করেন, এবং অন্যেরা অপর পক্ষে [করেন]। ১২।

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি। যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩ ॥

অহোরাত্রই প্রজাপতি, ইহার অহঃই প্রাণ এবং রাত্রিই রয়ি। যাহারা দিবসে রতিক্রিয়া করে, তাহারা [স্বীয়] প্রাণকে ক্ষরিত করায়; আর যাহারা রাত্রিতে রতিক্রিয়া করে, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যই [আচরণ করে]। ১৩।

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪ ॥

অন্নই প্রজাপতি, তাহা হইতে সেই রেত (অর্থাৎ নৃবীজ) [উৎপন্ন হয়] এবং ইহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মে। ১৪।

তদ্ যে হ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

অতএব যাঁহারা সেই প্রজাপতি-ব্রত (ঋতুকালে ভার্য্যাগমন) অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মিথুন (অর্থাৎ পুত্র কন্যা) উৎপাদন করেন। যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আছে, এবং যাঁহাদিগের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, এই ব্রহ্মলোক (অর্থাৎ পিতৃযাণ রূপ চন্দ্রলোক) তাঁহাদেরই। ১৫।

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া চেতি ॥ ১৬ ॥

সেই শুদ্ধ ব্রহ্মলোক (অর্থাৎ দেবযানরূপ সূর্য্যলোক) তাঁহাদের, যাঁহাদের মধ্যে কৌটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই। ১৬।

ইতি প্রথমঃ প্রশ্নঃ।

অথ দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি ॥ ১ ॥

তৎপর তাঁহাকে (অর্থাৎ পিপ্পলাদ ঋষিকে) ভৃগু-পুত্র বৈদর্ভি

বলিলেন, "ভগবন্, কত সংখ্যক শক্তি প্রাণি-শরীরকে ধারণ করে, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ শক্তি স্বমাহাত্ম্য প্রকাশ করে, এবং ইহাদের মধ্যে কোন্ [শক্তিই] বা শ্রেষ্ঠতম ?" । ১ ।

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ২ ॥

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "সেই সকল শক্তি আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র। ইঁহারা [একদা নিজ নিজ মাহাত্ম্য] প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, 'আমরা [প্রত্যেকে] এই বীণা (অর্থাৎ শরীর) কে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি' । ২ ।

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

[তখন] শ্রেষ্ঠতম প্রাণ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মোহ প্রাপ্ত হইও না (অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ মিথ্যাভিমান করিও না) ; আমিই আপনাকে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি'। তাঁহারা [এই কথা] প্রত্যয় করিলেন। ৩ ।

সোঽভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইব তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্ব এব প্রতিষ্ঠন্তে। তদ্যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুবন্তি ॥ ৪ ॥

[তাহাতে] তিনি অভিমান বশতঃ যেন উৎক্রান্ত (অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকে বহির্গত) হইলেন। তিনি উৎক্রান্ত হওয়াতে অন্য সকলেই উৎক্রান্ত হইলেন, তিনি স্থির হওয়াতে সকলেই স্থির হইলেন। যেমন মধুকররাজ উড্ডীন হইলে সমুদয় মধুমক্ষিকাই উড্ডীন হয়, এবং সে স্থির হইলে সকলেই স্থির হয়, বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্রও [তাহাই করিলেন]। [অতঃপর] তাঁহারা প্রীত হইয়া প্রাণের স্তব করিতে লাগিলেন। ৪।

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫ ॥

ইনি অগ্নি [রূপে] প্রজ্জ্বলিত হ'ন, ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ), ইনি ইন্দ্র, ইনি বায়ু, [এই] দেব রয়ি (অর্থাৎ চন্দ্র), যাহা সৎ (অর্থাৎ আকারযুক্ত), অসৎ (অর্থাৎ আকারশূন্য) এবং অমৃত [তাহাও তিনি]। ৫।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংসি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬ ॥

যেমন রথচক্রের নাভিতে অর সমূহ [সংলগ্ন থাকে] তেমনি সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋক্, যজু, সাম, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণ [সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত]। ৬।

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ৭ ॥

[তুমিই] প্রজাপতি, তুমিই গর্ত্ত মধ্যে বিচরণ কর, এবং [পিতা মাতার] প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ! যিনি

[চক্ষুরাদি] ইন্দ্রিয়গণ সহ বাস করিতেছ, তোমার জন্যই এই প্রাণিসমূহ [চক্ষুরাদি যোগে] বলি (অর্থাৎ দৃশ্যাদি ভোগ্য বস্তু) আহরণ করে। ৭।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাঞ্চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮ ॥

তুমি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠতম বাহক, তুমি পিতৃদিগের প্রথম স্বধা * (অর্থাৎ স্বধা-বাহক)। তুমি ঋষিদিগের সত্যাচরণ স্বরূপ (অর্থাৎ সত্যাচরণের কারণ) এবং অঙ্গিরস ঋষিদিগের মধ্যে তুমিই অথর্ব্বা। ৮।

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ৯ ॥

হে প্রাণ! বলে তুমি ইন্দ্র, তুমি রক্ষকরূপে রুদ্র। তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমি সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পতিস্বরূপ সূর্য্য। ৯।

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজা।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০ ॥

যখন তুমি [পর্জ্জন্য হইয়া বারি] বর্ষণ কর, তখন তোমার সৃষ্ট এই প্রাণিসমূহ ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে [এই ভাবিয়া] আনন্দিত হয়। ১০।

---

* নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নকে স্বধা কহে। দেবতাদিগের পূজার পূর্ব্বেই তাহা প্রদত্ত হয়।

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকর্ষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ॥ ১১॥

হে প্রাণ! তুমি ব্রাত্য (অর্থাৎ অসংস্কৃত,—প্রথমজাত বলিয়া অন্য সংস্কার-কর্ত্তার অভাবে অসংস্কৃত,—অর্থাৎ স্বভাবতই শুদ্ধ), তুমি একর্ষি (অর্থাৎ অথর্ব্ববিদিগের একর্ষি নামক অগ্নি), সমুদয়ের (অর্থাৎ সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যের) ভক্ষক, এবং সৎপতি। আমরা তোমার ভক্ষদ্রব্যের দাতা, তুমি বায়ুর পিতা, (অথবা,—পাঠান্তরে) হে বায়ু! তুমি আমাদের পিতা। ১১।

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥ ১২॥

তোমার যে তনু বাক্যে, শ্রোত্রে ও চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাহা মনে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই তনুকে শান্ত কর, তুমি উৎক্রান্ত হইও না। ১২।

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি॥ ১৩॥

এই সমস্ত, এবং যাহা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সমস্তই প্রাণের বশে আছে। [হে প্রাণ!] মাতা যেমন পুত্রদিগকে [রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে] রক্ষা কর। আমাদিগকে শ্রী ও প্রজ্ঞা প্রদান কর, এই [সমুদায় কথা ইন্দ্রিয়গণ প্রাণকে বলিলেন]। ১৩।

ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মমিতি ॥ ১ ॥

তৎপর অশ্বল-পুত্র কৌসল্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্, এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মে? এই শরীরে কিরূপে আইসে? আপনাকে বিভাগ করিয়া কিরূপেই বা থাকে? কোন্ [বৃত্তি-বিশেষ] দ্বারা [এই শরীর হইতে] উৎক্রমণ করে? কিরূপে বাহ্য বস্তু (অর্থাৎ অধিভূত ও অধিদৈব) এবং আধ্যাত্মিক বস্তুকে ধারণ করে?" । ১ ।

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি ॥ ২ ॥

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ, সুতরাং আমি তোমাকে বলিতেছি" । ২ ।

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥ ৩ ॥

প্রাণ আত্মা হইতে জন্মে। যেমন মনুষ্যের এই ছায়া তেমনি ইহাঁতে (অর্থাৎ আত্মাতে) ইহা বিস্তৃত (অর্থাৎ আশ্রিত) রহিয়াছে। মনের সঙ্কল্প বশতঃ ইহা এই শরীরে আইসে। ৩ ।

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক পৃথগেব সন্নিধত্তে॥ ৪॥

যেমন সম্রাট্ কর্ম্মচারীদিগকে 'এই সকল গ্রাম শাসন কর, এই সকল গ্রাম শাসন কর' এই [বলিয়া] আদেশ করেন, তেমনি এই প্রাণ অন্যান্য প্রাণসমূহকে পৃথক পৃথক সন্নিবেশিত করেন। ৪।

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি॥ ৫॥

মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ে আপনাকে [সন্নিবেশিত করিয়াছেন;] প্রাণ স্বয়ং মুখ ও নাসিকা দ্বারা [নির্গত হইয়া] চক্ষু ও কর্ণে বাস করেন। মধ্যে সমান [অবস্থিত]। ইনিই [জঠরাগ্নিতে] হুত (অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত) অন্ন সমান করেন (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশে সমানভাবে বহন করেন), তাহা হইতেই (অর্থাৎ উদরস্থ অন্নরূপ ইন্ধন হেতুক উদরাগ্নির উত্তাপ বশতঃ) সপ্ত দীপ্তি হয়। (সপ্তদীপ্তি —চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, ঘ্রাণদ্বয় ও মুখ)। ৫।

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি॥ ৬॥

হৃদয়েই এই আত্মা [আছেন]। এখানে (অর্থাৎ হৃদয়ে) এই একোত্তর শত নাড়ী [আছে], সেই নাড়ীসমূহের এক একটীতে এক শত করিয়া [শাখা-নাড়ী আছে, আবার তাহাদের

মধ্যে] এক একটী শাখা-নাড়ী প্রতি দ্বাসপ্ততি সহস্র (বাহাত্তর হাজার) করিয়া [নাড়ী] আছে ; এই সকল নাড়ীতে ব্যান (অর্থাৎ যিনি সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি) বিচরণ করেন। ৬।

অথৈকয়োর্দ্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥ ৭ ॥

তন্মধ্যে একটি নাড়ী (অর্থাৎ উৰ্দ্ধগামী 'সুষুম্না' নাড়ী) দ্বারা উদান উৰ্দ্ধগত হইয়া [জীবকে] পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে, পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপলোকে, এবং [পাপপুণ্য] উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারাই মনুষ্যলোকে লইয়া যান। ৭।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮ ॥

আদিত্যই বাহ্য প্রাণ। ইনি এই চক্ষুঃস্থিত প্রাণকে সাহায্য করতঃ (অর্থাৎ রূপোপলব্ধির জন্য চক্ষুতে আলোক প্রদান করতঃ) উদিত হইতেছেন। পৃথিবীতে যে দেবতা আছেন (অর্থাৎ যে দেবতা 'আমি পৃথিবী' এরূপ মনে করেন), তিনি মনুষ্যের অপানকে ধারণ করিয়া [আছেন] (অর্থাৎ অপানকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া সাহায্য করিতেছেন)। মধ্যে যে আকাশ, তিনি সমান (অর্থাৎ সমানকে সাহায্য করতঃ বর্ত্তমান আছেন। আকাশ ও সমান উভয়ই মধ্যবর্ত্তী, এই সাদৃশ্যেই উভয়ের একত্ব)। বায়ু ব্যান (অর্থাৎ ব্যানকে সাহায্য করতঃ

বর্ত্তমান আছেন। ব্যাপ্তি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকাতেই বায়ু ও ব্যানের একত্ব)।৮।

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ।
পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯ ॥

তেজ (অর্থাৎ বাহ্য তেজ)ই উদান, (অর্থাৎ বাহ্য তেজ উদান বায়ুকে সাহায্য করতঃ বর্ত্তমান আছেন)। সেই জন্য যে মনুষ্যের তেজ উপশান্ত হইয়াছে, (অর্থাৎ আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে), সে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ সহ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়। ৯।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ।
সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০ ॥

[মরণকালে] এই জীবের চিত্ত যেরূপ থাকে, সেরূপ চিত্তের সহিত তিনি প্রাণকে প্রাপ্ত হ'ন (অর্থাৎ ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া কেবল প্রধান প্রাণবৃত্তির সহিত অবস্থিতি করেন)। প্রাণ তেজের (অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়া) আত্মার (অর্থাৎ জীবাত্মার) সহিত [পুণ্য পাপ কর্ম্ম বশতঃ] যথা-সঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যান। ১০।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ।
ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১ ॥

যে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণকে এইরূপে জানেন, তাঁহার সন্তান বিনষ্ট হয় না, [এবং] তিনি অমর হয়েন। এই [উদ্দেশ্যে সংক্ষেপাভিধায়ক] এই শ্লোক [কথিত হইতেছে]। ১১।

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ইতি ॥ ১২ ॥

প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, কর্ত্তৃত্ব, পঞ্চ প্রকার [বিভাগ] ও অভ্যন্তরত্ব জানিয়া [লোকে] অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ১২।

ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ চতুর্থঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি কান্যস্মিন্ জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি কস্যৈতৎ সুখং ভবতি কস্মিন্ নু সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ১ ॥

তৎপর সৌর্য-পুত্র গার্গ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! এই পুরুষে (অর্থাৎ জীবদেহে) কোন্ কোন্ [ইন্দ্রিয়] নিদ্রিত হয় (অর্থাৎ নিজকার্য্য হইতে উপরত হয়)? ইহাতে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগরিত থাকে (অর্থাৎ নিজ কার্য্য করে)? কোন্ শক্তি স্বপ্ন দেখে? এই (অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্নাদিতে অনুভূত) সুখ কাহার হয় (অর্থাৎ কে অনুভব করে)? কাহাতে সকলে সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে"? ১।

তস্মৈ স হোবাচ। যথা গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ

প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"হে গার্গ্য! যেমন সূর্য্য অস্তমিত হইলে সমুদায় সূর্য্যরশ্মি এই তেজোমণ্ডলে (অর্থাৎ সূর্য্যে) একীভূত হয়, [এবং] পুনরায় [সূর্য্য] উদিত হইলে [সেই রশ্মিসমূহ] পুনর্ব্বার বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ তৎসমস্ত (অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) [তাহাদিগ অপেক্ষা] শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে একীভূত হয়। সেই জন্য তখন এই পুরুষ শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, অভিবাদন, গ্রহণ, আনন্দানুভব, বিসর্জন (মলত্যাগ), গমন, কিছুই করেন না, [তখন ইনি] নিদ্রিত, [লোকে] এই কথা বলে। ২।

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনো যদ্ গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩ ॥

তখন এই [শরীররূপ] পুরীর মধ্যে কেবল প্রাণাগ্নিসমূহ (অর্থাৎ গৃহরক্ষিত অগ্নিসমূহের ন্যায় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু) জাগরিত থাকে। [তন্মধ্যে] এই অপানই গার্হপত্য (যজ্ঞীয় প্রধান অগ্নি), ব্যান অন্বাহার্য্যপচন (অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি,—ব্যান দক্ষিণ ছিদ্র দ্বারা হৃদয় হইতে নির্গত হন, এইরূপ দক্ষিণদিকের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ থাকাতে দুয়ের সমত্ব)। যে হেতু প্রণয়ন (অর্থাৎ যাহা হইতে

অন্যান্য অগ্নি প্রণীত হয় সেই) গার্হপত্য হইতে আহবনীয় প্রণীত হয়, [অতএব] প্রাণ আহবনীয়, (অর্থাৎ যেরূপ আহবনীয় অগ্নি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত হইয়া থাকে, সুষুপ্তিকালে প্রাণও সেইরূপ অপান হইতে প্রণীত হইয়া থাকে)। ৩।

যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪ ॥

যে হেতু [সমান অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রধান] আহুতিদ্বয় [স্বরূপ এই] উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে [শরীর রক্ষার্থ] সমভাবে বহন করেন, সেই জন্য সমান তিনি (অর্থাৎ হোতা)। মনই যজমান (যে হেতু তিনি কর্ত্তা ও ফলভোক্তা)। উদানই যজ্ঞফল [যে হেতু] তিনি [মন নামক] যজমানকে প্রতিদিন [সুষুপ্তিকালে] ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান (সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চ উপশান্ত হয় ও পরমানন্দ অনুভূত হয়, এই জন্য ইহার ব্রহ্মভাব)। ৪।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চানুভূতঞ্চ সচ্চাসচ্চ সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

এই অবস্থায় এই দেবতা (অর্থাৎ মন) [স্বপ্নে] মহিমা (অর্থাৎ বিষয়-বৈচিত্র্যরূপ বিভূতি) অনুভব করেন। যাহা [পূর্ব্বে] দৃষ্ট হইয়াছে [তাহা] দৃষ্ট বলিয়া দেখেন, শ্রুত বিষয় শ্রুত বলিয়া শুনেন, এবং নানা দেশ ও দিকে অনুভূত বস্তু পুনঃ পুনঃ অনুভব

করেন ;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ, এই সমস্ত, মন দর্শন করেন ;—[মনই] সর্ব্বরূপ [হইয়া] দর্শন করেন। ৫।

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যত্যথ তদৈতস্মিঞ্ছরীরে এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬ ॥

তিনি যখন তেজে অভিভূত হয়েন, তখন (অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে), সেই দেব স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে এই সুখ অর্থাৎ) সুষুপ্তি-লব্ধ সুখ) হয়। ৬।

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

হে সৌম্য, সেই [বিষয়ক দৃষ্টান্ত এই—] যেমন পক্ষিগণ বাস-বৃক্ষ আশ্রয় করে, সেইরূপ সেই (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ) সমস্তই পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭।

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্য-ঞ্চাহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ। ৮ ॥

[যথা—] পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা (অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত পৃথ্বীতত্ত্বমাত্র, পৃথিবীর মূলোপকরণ) জল ও জলমাত্রা, তেজ ও

তেজোমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা, আকাশ ও আকাশমাত্রা, চক্ষু ও দ্রষ্টব্য, শ্রোত্র ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণ ও ঘ্রাতব্য, আস্বাদেন্দ্রিয় ও আস্বাদয়িতব্য, ত্বক্ ও স্পর্শয়িতব্য, বাক্ ও বক্তব্য, হস্ত ও গ্রহীতব্য, উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও বিসর্জ্জয়িতব্য, পাদ ও গন্তব্য, মন মন্তব্য, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য, অহংবোধও তদ্বিষয়, চিত্ত ও চেতব্য (অর্থাৎ চিন্তার বিষয়) আলোক ও প্রকাশয়িতব্য, প্রাণ ও [প্রাণ দ্বারা] সংগ্রহনীয় (সমুদয় কার্য্যকারণ, নাম-রূপাত্মক বস্তু) [এ সমস্ত সুষুপ্তিকালে আত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে] । ৮ ।

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

এই যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা (অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব) পুরুষ, তিনি অক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ৯ ॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমালোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

হে সৌম্য, যিনি সেই তমোবর্জ্জিত, অশরীর, অলোহিত (অর্থাৎ লোহিতাদি-সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত), উজ্জ্বল অক্ষরকে জানেন, তিনি পরম অক্ষরকে প্রাপ্ত হয়েন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরূপ [ব্রহ্মই] হয়েন। সেই [বিষয়ে] এই শ্লোক [উক্ত হইতেছে] ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥ ১১ ॥

হে সৌম্য, যাঁহাতে বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণসমূহ ও ভূতসমূহ দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত [রহিয়াছে], সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ [হইয়া] সমুদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন। ১১।

ইতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ।

অথ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ। স যো হ বৈ তদ্‌ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

তৎপরে শিবি-পুত্র সত্যকাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি মরণকাল পর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করেন, তিনি তদ্দ্বারা কোন্ লোক প্রাপ্ত হয়েন?"। ১।

তস্মৈ স হোবাচ। এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২ ॥

তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, সুতরাং এই উপায় দ্বারাই জ্ঞানী ব্যক্তি এই দুয়ের একককে প্রাপ্ত হয়েন।২।

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩ ॥

যদি তিনি [কেবল] একমাত্রা (অর্থাৎ অকারমাত্র) ধ্যান করেন, তবে তিনি তদ্দারাই সম্বোধিত হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে [পুনরায়] জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাকে ঋঙ্‌মন্ত্র সমূহ মনুষ্যলোকে আনয়ন করে, তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন। ৩।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে স রুন্নীয়তে স সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

যদি তিনি দ্বিতীয় মাত্রা (অর্থাৎ উকার) মনে [অভিধ্যান করেন, তবে] তিনি অন্তরীক্ষে গমন করেন। তিনি যজুর্মন্ত্র সমূহ দ্বারা সোমলোকে উন্নীত হয়েন। সোমলোকে মহিমা অনুভব করিয়া তিনি [মনুষ্যলোকে] ফিরিয়া আসেন। ৪।

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫ ॥

পুনশ্চ, যিনি ওঁ এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অক্ষর দ্বারা এই পরম পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে (অর্থাৎ সূর্য্যলোকে) উপনীত

হয়েন। যেমন সর্প ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। তিনি সামমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মলোকে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্যলোকে) উন্নীত হয়েন। সেই জীবঘন (অর্থাৎ সর্ব্বজীবাধার হিরণ্যগর্ভ) হইতে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপদ হইতে) তিনি পরাৎপর পুরি-শয় (অর্থাৎ সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্ট) পুরুষকে দর্শন করেন। সেই [বিষয়ে] এই শ্লোকদ্বয় [উক্ত] হইতেছে। ৫।

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥৬॥

তিন মাত্রা (অর্থাৎ ওঁকারের অকার, উকার, মকার এই মাত্রা-ত্রয়) [স্বতন্ত্ররূপে এবং ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যতীত] মৃত্যুগোচর (অর্থাৎ তদুপাসকগণ তদ্দারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন না)। [কিন্তু এই মাত্রাত্রয়] সম্যক্ রূপে সম্পাদিত বাহ্য অভ্যন্তর ও মধ্যম (অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের অভিধ্যানরূপ) ক্রিয়াসমূহে পরস্পর-সম্বদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানী (অর্থাৎ ওঁকার-তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি) বিচলিত হয়েন না *। ৬।

ঋগ্‌ভি রেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেনৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥ ৭ ॥

তিনি (অর্থাৎ জ্ঞানী) ঋঙ্‌মন্ত্র দ্বারা এই লোক [প্রাপ্ত হয়েন],

---

* মাণ্ডুক্যোপনিষৎ পাঠে উপরোক্ত ধ্যানক্রিয়া বোধগম্য হইবে।

যজুর্মন্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষ প্রাপ্ত হয়েন, এবং সামমন্ত্র দ্বারা সেই লোক প্রাপ্ত হয়েন যাহা জ্ঞানিগণ জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই [ব্রহ্মলোক] ওঁকাররূপ সাধন দ্বারাই লাভ করেন। যিনি শান্ত, অজর, অমর ও অভয়, তাঁহাকেও [জ্ঞানী ব্যক্তি সেই সাধন দ্বারাই লাভ করেন] । ৭ ।

ইতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ।

অথ ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত। ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ তমহং কুমারমব্রুবং নাহমিমং বেদ যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোহনৃতমভিবদতি তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুং স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি ক্বাসৌ পুরুষ ইতি ॥ ১ ॥

তৎপরে ভরদ্বাজ-পুত্র সুকেশা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! কোসল-বাসী হিরণ্যনাভ নামক রাজপুত্র আমার নিকটে আসিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন'—'হে ভরদ্বাজ-পুত্র! তুমি ষোড়শকল * পুরুষকে জান কি?' আমি সেই কুমারকে বলিলাম,

* 'ষোড়শকল'—পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অহঙ্কার, এই ষোড়শ অবয়বযুক্ত।

'আমি তাঁহাকে জানি না, যদি আমি তাঁহাকে জানিতাম, তবে তোমাকে বলিব না কেন? যে মিথ্যা কথা কহে, সে সমূলে শুষ্ক হয়। সুতরাং আমি কখনই মিথ্যা বলিব না'। [এই কথা শুনিয়া] তিনি নীরবে রথারোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। আপনাকে তাঁহার (অর্থাৎ সেই পুরুষের) বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই পুরুষ কোথায়?"। ১।

তস্মৈ স হোবাচ। ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২ ॥

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "হে সৌম্য, যাঁহাতে এই ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এখানেই অন্তঃশরীরে (অর্থাৎ হৃদয়ে) [বর্ত্তমান আছেন]। ২।

স ঈক্ষাঞ্চক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৩ ॥

তিনি চিন্তা করিলেন, '[দেহ হইতে] কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হই, আর কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি?'। ৩।

স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ম্ মনোঽন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্মলোকেষু চ নাম চ ॥ ৪ ॥

[তৎপরে] তিনি প্রাণ (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে [সর্ব্বপ্রাণির শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু] শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন; তাহা হইতে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, ও মন [উৎপন্ন হইল] তৎপর অন্ন [সৃষ্টি

করিলেন]; অন্ন হইতে বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম ও লোকসমূহ এবং লোকসমূহে নাম [উৎপন্ন হইল]। ৪ ।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫ ॥

সেই [বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] যেমন প্রবহমাণা ও সমুদ্রাভিমুখিনী নদীসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অস্ত যায় (অর্থাৎ বিলীন হয়) এবং তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, [তখন] কেবল সমুদ্রই বলা যায়, তদ্রূপ এই [জীবরূপ] পরিদ্রষ্টার [পরম] পুরুষের প্রতি গমনশীল এই ষোড়শ কলা [সেই] পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া [তাঁহাতে] বিলীন হয়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, [তখন] কেবল পুরুষমাত্রই বলা যায়; এবং তিনি কলারহিত ও অমর হয়েন। সে বিষয়ে এই শ্লোক [উক্ত হইতেছে—]। ৫ ।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥ ৬ ॥

রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ যেরূপ [আশ্রিত থাকে], সেইরূপ কলাসমূহ যাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জ্ঞাত হও, যাহাতে [হে শিষ্যগণ,] মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে। ৬।

তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি ॥ ৭ ॥

[পিপ্পলাদ ঋষি] তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এই পরব্রহ্মকে আমি এই পর্য্যন্ত জানি। ইহাঁ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই"। ৭।

তে তমর্চ্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরম ঋষিভ্যোঃ নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ॥ ৮ ॥

তাঁহারা তাঁহাকে [প্রণামাদি দ্বারা] পূজা করিয়া [বলিলেন]; "আপনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিলেন, আপনি আমাদের পিতা।" (ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়-কর্ত্তা) পরম-ঋষিদিগকে নমস্কার,—পরম-ঋষিদিগকে নমস্কার। ৮।

ইতি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ।

ইতি প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

(অথর্ব্ববেদীয়া)

প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন। ১।

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে যাহা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা পূর্ব্বে সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরকে বলিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবাহকে বলিয়াছিলেন; ভারদ্বাজ (সত্যবাহ) পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ হইতে অশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক প্রাপ্ত (অথবা শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ সমুদায় বিদ্যার বিষয়ে ব্যাপ্ত) [এই ব্রহ্মবিদ্যা] অঙ্গিরসকে [বলিয়াছিলেন]। ২।

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

মহা গৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত জানা হয় ? । ৩ ।

তস্মৈ স হোবাচ । দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

তিনি তাঁহাকে বলিলেন । ব্রহ্মবিদেরা ইহা বলেন, দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য, পরা [বিদ্যা] ও অপরা [বিদ্যা] । ৪ ।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চারণাদিবোধক বেদাঙ্গ), কল্প (অর্থাৎ বৈদিকক্রিয়া-কলাপবোধক বেদাঙ্গ), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (অর্থাৎ বেদব্যাখ্যার নিয়মাদিবোধক বেদাঙ্গ), ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ইহারা অপরা [বিদ্যা] ; পক্ষান্তরে, যদ্দ্বারা সেই অক্ষর [পুরুষকে] জানা যায়, তাহাই পরা [বিদ্যা] । ৫ ।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম্ ।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য (অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগোত্র (অর্থাৎ অমূল, কারণান্তর-নিরপেক্ষ), অবর্ণ, অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র ; সেই হস্তপদরহিত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম ও অব্যয় ভূতযোনিকে জ্ঞানিগণ দর্শন করেন । ৬ ।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭ ॥

যেমন উর্ণনাভ [নিজ শরীর হইতে তন্তু] বাহির করে এবং [পুনরায়] গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম [জন্মে], তেমনি এখানে (অর্থাৎ সংসার-মণ্ডলে) অক্ষর [পুরুষ] হইতে সমুদায় উৎপন্ন হয়। ৭।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥ ৮ ॥

জ্ঞান (অর্থাৎ উৎপত্তিবিধিজ্ঞতা) দ্বারা ব্রহ্ম প্রবৃদ্ধ হইলেন (অর্থাৎ এই জগৎ উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইলেন), তাঁহা হইতে (অর্থাৎ উপচিত ব্রহ্ম হইতে) অন্ন (অর্থাৎ জগদুৎপত্তির বীজ) জন্মিল। অন্ন হইতে প্রাণ (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ), মন, সত্য (অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত), [ভূরাদি] লোকসমূহ, এবং কর্ম্মজ অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইল। ৮।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯ ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ সাধারণতঃ সমুদায় জানেন), সর্ব্ববিৎ [অর্থাৎ বিশেষরূপে সমুদায় জানেন], যাঁহার তপ জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে [হিরণ্যগর্ভাখ্য] ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অন্ন জন্মিয়াছে। ৯।

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অথ প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যম্,—

মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥

ইহা সত্য,— [বেদ] মন্ত্রে জ্ঞানিগণ যে সকল কর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, সে সকল ত্রেতাতে (অর্থাৎ ত্রেতাযুগে, অথবা হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা, এই ত্রিবিধ ঋত্বিক্‌গণের কার্য্যস্থানে,—যজ্ঞে) নানাপ্রকারে বিস্তৃত (অর্থাৎ প্রবৃত্ত) হইয়াছে। তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই সমস্ত আচরণ কর, ইহাই তোমাদের নিজকৃত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির পথ। ১।

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরে ণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েচ্ছ্রদ্ধয়া হুতম্ ॥ ২ ॥

অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যখন অগ্নিশিখা কম্পিত হইতে থাকে, তখন যাগসাধন ঘৃতাদির দুই অংশের * মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত উপহার স্বরূপ আহুতিসমূহ প্রদান করিবে [এরূপ যাগসাধনই কর্ম্মফল প্রাপ্তির পথ,—পূর্ব্বশ্লোকের সহিত এই সম্বন্ধ]। ২।

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥

---

* শাঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার আনন্দজ্ঞানের মতে বেদীর দক্ষিণোত্তর পার্শ্বে স্থাপিত দুই অংশের ; কিন্তু পূজনীয় সামশ্রমী মহাশয়ের মতে অন্য প্রকার।

যাহার অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ, দর্শযাগ [অমাবস্যাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম], পৌর্ণমাস যাগ, [শরদাদি ঋতুতে নবান্ন দ্বারা কর্ত্তব্য] আগ্রয়ণ যাগ, এবং অতিথিবর্জ্জিত হয়, [অথবা] অকালে অনুষ্ঠিত হয়, বৈশ্বদেব অনুষ্ঠান বর্জ্জিত হয়, [কিংবা] অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, [এরূপ অসম্যক্ অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র] তাহার সপ্তলোক বিনাশ করে। ৩।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

কালী, করালী, মনোজবা মনের ন্যায় বেগবতী), সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, এবং দীপ্তিশালিনী বিশ্বরুচী (অর্থাৎ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী), অগ্নির এই ইতস্ততঃ বিচাল্যমান সপ্ত জিহ্বা। ৪।

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

এই সকল [অগ্নিশিখা] দীপ্যমান হইলে এবং যথাকালে যে [অগ্নিহোত্রাদির] অনুষ্ঠান করে, এই আহুতিসকল সূর্য্যরশ্মি হইয়া (অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া) তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যায়, যে স্থানে দেবতাদিগের একমাত্র রাজা সর্ব্বোপরি বাস করেন। ৫।

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥৬॥

দীপ্তিমান্ আহুতিসকল সেই যজমানকে "এসো এসো, এই তোমাদের পুণ্যকর্ম্ম-লব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক" [এই সকল] প্রীতিকর

বাক্য বলিয়া এবং অর্চ্চনা করিয়া সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া লইয়া যান। ৬।

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দতি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

এই অষ্টাদশাঙ্গ (অর্থাৎ ষোড়শ পুরোহিত, যজমান ও তৎপত্নী, এই অষ্টাদশাশ্রয়) যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে [শাস্ত্র কর্ত্তৃক] অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ৭।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮ ॥ *

যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, [অথচ] আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা [জরা রোগাদি অনর্থ সমূহ দ্বারা] অতিশয় পীড্যমান হইয়া অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে। ৮।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

নানা প্রকারে অজ্ঞানতায় অবস্থিত থাকিয়া (অর্থাৎ অজ্ঞানতা-প্রসূত নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকিয়া) অজ্ঞানীরা 'আমরা কৃতার্থ' এরূপ অভিমান করে। যে হেতু কর্ম্মীরা কর্ম্মফলে আসক্তি

---

* কঠোপনিষদি দ্বিতীয়বল্ল্যাং পঞ্চমঃ শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ।

বশতঃ [ব্রহ্মতত্ত্ব] সবিশেষ জানিতে পারে না, সেই জন্য তাহাদের কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে তাহারা দুঃখার্ত্ত হইয়া [স্বর্গলোক হইতে] পতিত হয়। ৯।

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বাবিশন্তি ॥ ১০ ॥

অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট (অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্ম) ও পূর্ত্ত (অর্থাৎ বাপী-কূপ-খননাদি কর্ম্ম) কে প্রধান মনে করে এবং অন্য শ্রেয়ঃ জানে না। তাহারা নিজপুণ্যকর্ম্ম-লব্ধ স্বর্গের উপরি স্থানে [কর্ম্মফল] অনুভব করিয়া [পুনরায়] এই লোক কিংবা [ইহা অপেক্ষা] হীনতর লোকে প্রবেশ করে। ১০।

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে [থাকিয়া] তপস্যা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন, তাঁহারা বিরজ (অর্থাৎ বাসনাশূন্য) হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া [সেই স্থানে] যান, যে স্থানে সেই অবিনাশী অব্যয়াত্মা পুরুষ হিরণ্যগর্ভ আছেন। ১১।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১২ ॥

কর্ম্মলব্ধ লোকসকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন ; কর্ম্মদ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না। তাহা

(অর্থাৎ নিত্যবস্তু) জানিবার জন্য তিনি সমিধ্‌ (অর্থাৎ হোমাগ্নি জ্বালনার্থ কাষ্ঠ) হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবেন। ১২।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্‌ ॥ ১৩ ॥

সেই বিদ্বান্‌ সম্যক্‌রূপে প্রশান্তচিত্ত, শমগুণান্বিত, তদীয় সমীপগত ব্যক্তিকে যদ্দারা সেই অক্ষর, সত্য পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন। ১৩।

ইতি প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তম্‌।

অথ দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যম্‌—
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ১ ॥

ইহা সত্য,—যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। ১।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২ ॥

সেই দিব্য পুরুষ নিরাকার, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্মরহিত, অপ্রাণ (অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু-বর্জ্জিত), [ইন্দ্রিয়-প্রধান] মন-বিবর্জ্জিত, শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ-অক্ষর পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) হইতে শ্রেষ্ঠ ।২।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, আলোক, জল এবং সমুদায়ের আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ৩।

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪ ॥

অগ্নি (অর্থাৎ দ্যুলোক) ইঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সকল কর্ণদ্বয়, উদ্ঘাটিত [বা প্রকাশিত] বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, [ইঁহার] পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্না হইয়াছে। ইনি সমুদায় প্রাণীর অন্তরাত্মা। ৪।

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥৫॥

সূর্য্য যাহার প্রকাশক, সেই দ্যুলোক তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সোম [রস] হইতে বৃষ্টি জন্মে, পৃথিবীতে ওষধিসমূহ

উৎপন্ন হয়। পুরুষ স্ত্রীতে বীর্য্যপাত করে, [এইরূপে] পুরুষ হইতে বহু প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। ৫।

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ॥ ৬॥

তাঁহা হইতে ঋক্, সাম ও যজু [এই ত্রিবিধ মন্ত্র], দীক্ষা, সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞ, ক্রতু (যুপ নামক পশুবন্ধন-কাষ্ঠ বিশিষ্ট যজ্ঞ), দক্ষিণা, সংবৎসর, যজমান এবং যেখানে সূর্য্য ও চন্দ্র [পুণ্যকিরণ দ্বারা] পবিত্র করেন, সেই [পৃথিব্যাদি] লোক সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ৬।

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥ ৭॥

তাঁহা হইতেই [বসু রুদ্রাদি] নানা প্রকার দেবতা, সাধ্য (অর্থাৎ দেবতাবিশেষ), মনুষ্য, পশু, পক্ষি, প্রাণ (অর্থাৎ উর্দ্ধগামী বায়ু), অপান (অর্থাৎ অধোগামী বায়ু), ব্রীহি (অর্থাৎ ধান্য), যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বিধি উৎপন্ন হইয়াছে। ৭।

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥ ৮॥

সপ্ত ইন্দ্রিয়, সপ্ত দীপ্তি (অর্থাৎ বিষয়-প্রকাশরূপ ইন্দ্রিয়-)কার্য্য সপ্ত সমিধ্ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়), সপ্ত হোম (অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞান) আর এই সপ্ত লোক, যাহাতে [নিদ্রাকালে] হৃদয়-নিহিত এবং প্রতি [প্রাণীতে] সপ্ত সপ্ত [ক্রমে] স্থাপিত প্রাণ সকল কার্য্য করে। ৮।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥

ইহাঁ হইতে সমুদ্র এবং সমুদায় পর্ব্বত [উৎপন্ন হইয়াছে], ইহাঁ হইতে সর্ব্ব প্রকার নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহাঁ হইতেই সমুদয় ওষধি এবং যে রস দ্বারা অন্তরাত্মা (অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর) [পঞ্চ স্থূল] ভূত দ্বারা [পরিবেষ্টিত হইয়া] স্থিতি করিতেছে, সেই রস সম্ভূত হইয়াছে। ৯।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০ ॥

কর্ম্ম, তপ, শ্রেষ্ঠ ও অমৃত ব্রহ্ম (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ) এই সমস্ত সেই পুরুষই। হে সৌম্য, যিনি পুরুষকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি এখানে [থাকিতেই নিজ] অবিদ্যাগ্রন্থি বিক্ষিপ্ত (অর্থাৎ ছিন্ন) করেন। ১০।

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরঃ বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১॥

[ব্রহ্ম] প্রকাশমান, প্রাণীদিগের অন্তরস্থ, গুহাচর (অর্থাৎ হৃদয়বাসী) এই নামধারী, এবং মহৎ আশ্রয় ; চলনশীল, প্রাণাপান-বিশিষ্ট [মনুষ্যপশ্বাদি] এবং নিমিষ-ক্রিয়াযুক্ত এই [সমস্ত] ইহাঁতে আশ্রিত রহিয়াছে। যিনি সৎ-অসৎ (অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপ, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বস্তুর কারণরূপ) ; প্রার্থনীয় (বা পূজনীয়), শ্রেষ্ঠতম, এবং প্রাণীদিগের জ্ঞানের অতীত, ইহাঁকে তোমরা জ্ঞাত হও। ১।

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্ মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২॥

যিনি দীপ্তিমান্ যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, যাঁহাতে লোকসমূহ এবং লোকবাসিসমূহ স্থিতি করিতেছে, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনি প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন। তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে [মনের দ্বারা] বিদ্ধ করিতে হইবে (অর্থাৎ তাঁহাতে মনঃ-সমাধান করিতে হইবে), হে সৌম্য। [তাঁহাকে] বিদ্ধ কর (অর্থাৎ তাঁহাতে মনঃ-সমাধান কর)। ২।

ধনুগৃ হীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

উপনিষৎ-নিহিত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে। হে সৌম্য, তাঁহাতে (অর্থাৎ ব্রহ্মেতে) ভাবনাগত চিত্ত দ্বারা [ধনু] আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যরূপ সেই ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর। ৩।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

প্রণব (অর্থাৎ ওঁকার) ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলা যায়। একাগ্রচিত্ত হইয়া [সেই লক্ষ্য] বিদ্ধ করিতে হইবে, এবং শরের ন্যায় তন্ময় হইবে। (অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন হয়, তেমনি সাধক ব্রহ্মে মগ্ন হইবেন। ৪।

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥

যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও আকাশ এবং সমুদায় প্রাণ সহ মন ধৃত রহিয়াছে, সেই আত্মাকেই জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর, ইনি অমৃতভাবের সেতু (অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়)। ৫।

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥

যেখানে (অর্থাৎ হৃদয়ে) নাড়ীসকল রথনাভিতে অরার * ন্যায় সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেখানে সেই আত্মা [দর্শক, শ্রোতা মননকারী এরূপ] বহুরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ওঁ, এইরূপে আত্মাকে চিন্তা করিবে ; [অবিদ্যা]-অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের স্বস্তি (অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্ন) হউক। ৬।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, ভূলোকে যাঁহার এই মহিমা [প্রকাশিত রহিয়াছে], সেই আত্মা [জ্ঞান দ্বারা] দীপ্ত ব্রহ্মপুরে (অর্থাৎ হৃদয়ে), আকাশে (অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে) প্রতিষ্ঠিত আছেন। [তিনি] মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা ; [তিনি] অন্ন মধ্যে বুদ্ধিকে স্থাপনা করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ গভীর জ্ঞান দ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করেন। ৭।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮ ॥

সেই পরাবর (অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ) [ব্রহ্মকে] দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি (অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য বিষয়বাসনা)

---

* নাভি হইতে চক্রনেমিতে সংলগ্ন কাষ্ঠদণ্ডগুলিকে অরা কহে।

ভেদ হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং ইহার (অর্থাৎ সাধকের), কর্ম্মসমূহও (অর্থাৎ মোক্ষ প্রতিরোধক সকামকর্ম্মসমূহও) ক্ষয় হয়। ৮।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥

হিরণ্ময় (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানালোকিত) শ্রেষ্ঠ [আত্মা রূপ] কোষমধ্যে নির্ম্মল, অখণ্ড ব্রহ্ম [প্রকাশিত আছেন]। তিনি শুদ্ধ, জ্যোতিষ্মদ্-বস্তুসমূহের জ্যোতি, তিনি [সেই বস্তু] যাঁহাকে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন। ৯।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥ *

সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না (অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না,) চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কোথায়? (অর্থাৎ এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে?) সমুদায় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে। ১০।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

* কঠোপনিষৎ ৫। ১৫।

এই অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে এবং উত্তরে। [তিনি] অধঃ এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া আছেন, এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই এই সমস্ত [জগৎ]। ১১।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্॥

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ ১॥ *

দুই পরস্পর-সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর এক জন অনশন থাকিয়া [কেবল] দর্শন করেন। ১।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ২॥

পুরুষ (অর্থাৎ জীব) একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া (অর্থাৎ দেহকে আত্মা মনে করিয়া) শক্তিহীনতা [বা দীনতা] বশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত হয়। [কিন্তু সে] যখন [সাধকদিগের]

---

* ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৬৪তম সূক্ত, ২১শ ঋক্।

সেবিত অপরকে [অর্থাৎ] ঈশ্বরকে [এবং] ইহাঁর এই মহিমা দেখে, [তখন সে] বিগত-শোক [হয়]। ২।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥

যখন দ্রষ্টা (অর্থাৎ জ্ঞানী) স্বর্ণবর্ণ (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়) কর্ত্তা, [এবং] অপর ব্রহ্মরূপী হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান [পরম] পুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপ পুণ্য (অর্থাৎ বন্ধনভূত সকাম উভয়বিধ কর্ম্ম) পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন। ৩।

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

যিনি সমুদায় ভূতের আত্মা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ ; [তাঁহাকে] যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ অতিবাদী হয়েন না (অর্থাৎ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না।) তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হয়েন (অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হয়েন) ক্রিয়াবান্ (অর্থাৎ সৎকার্য্যশীল) হয়েন। ইনি ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ৪।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌-জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥

[যে] জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ আত্মা শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান, এবং নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ যাঁহাকে দর্শন করেন, ইনি সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লভ্য। ৫।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্। ৬ ॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার [জয় হয়] না ; সত্য দ্বারা দেবযান [নামক] পথ বিস্তীর্ণ (অর্থাৎ অনাবৃত-দ্বার) হয়, যদ্দ্বারা আপ্তকাম (অর্থাৎ কামনাবর্জ্জিত) ঋষিগণ সত্যের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) সেই পরম ধাম যে স্থানে আছে, সে স্থানে গমন করেন। ৬।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) বৃহৎ, দিব্য (অর্থাৎ স্বয়ম্প্রভ); এবং অচিন্ত্যরূপ ; তিনি সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি দূর হইতে সুদূরে এবং এই খানে নিকটেও আছেন, এবং এখানেই জ্ঞানবান্ পদার্থসমূহের [বুদ্ধিরূপ] গুহাতে নিহিত রহিয়াছেন। ৭।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥

পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন ; তপস্যা ও কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা [অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা] বিশুদ্ধান্তঃকরণ [হইয়া সাধক] অতঃপর ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ৮।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৯॥

এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্ঞান দ্বারা [সেই শরীর মধ্যে] জানিতে হইবে, যেখানে প্রাণবায়ু [প্রাণ-অপানাদি ভেদে] পঞ্চ প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রাণীদিগের সমগ্র চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে*, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই এই আত্মা প্রকাশিত হয়েন। ৯।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ॥১০॥

বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি যে যে লোক মনে মনে সঙ্কল্প করেন, এবং যে যে ভোগ্য বস্তু কামনা করেন, সেই সেই লোক এবং সেই সেই ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রাপ্ত হয়েন; অতএব ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আত্মজ্ঞের পূজা করিবেন। ১০।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

---

* ভাষ্য অনুসারে এই স্থলের অর্থ কিছু ভিন্ন ;—"ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত প্রাণীদিগের সমুদায় চিত্ত আত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।"

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥

তিনি (অর্থাৎ আত্মজ্ঞ) এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন, যাঁহাতে সমস্ত আশ্রিত রহিয়াছে, [এবং যিনি] শুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যে অকাম জ্ঞানিগণ [সেই] পুরুষের * উপাসনা করেন, তাঁহারা এই শুক্র অতিক্রম করেন, (অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না)। ১।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্ত ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি কাম্য বস্তুসমূহের চিন্তা করিয়া [সেই সেই বিষয়] আকাঙ্ক্ষা করে, সে ব্যক্তি [সেই সকল] কামনা সহ সেই সেই [কামভোগোপযোগী] লোকে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বাসনাবর্জ্জিত ও প্রকাশিত-স্বরূপ ব্যক্তির সমুদায় কামনা এখানেই বিলীন হয়। ২।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ৩ ॥ †

এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা (অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণশক্তি) বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে ইনি (অর্থাৎ

---

* ভাষ্যকারের মতে এস্থলে 'পুরুষ' শব্দ আত্মজ্ঞকে বুঝাইতেছে।
† কঠোপনিষৎ, দ্বিতীয়া বল্লী, ২৩তম শ্লোক।

আত্মা) [আত্মদর্শনার্থ] বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাই ইনি লভ্য ; তাঁহার নিকটে ইনি স্বকীয়া তনু (অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ) প্রকাশ করেন। ৩।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥

[আত্ম-নিষ্ঠা-জনিত] বীর্য্য যাহার নাই, সে এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ঔদাস্য এবং সন্ন্যাসরহিত জ্ঞান দ্বারাও [তাঁহাকে লাভ করা যায়] না। কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে (অর্থাৎ বীর্য্য, অপ্রমাদ এবং সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞান সহ) যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে। ৪।

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫ ॥

ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত, প্রকাশিত-স্বরূপ ও প্রশান্ত [হয়েন]। সেই সমাহিতচিত্ত জ্ঞানীরা সর্ব্বব্যাপী [ব্রহ্ম]কে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে [তাঁহাতে] প্রবেশ করেন। ৫।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৬ ॥

বেদান্ত-বিজ্ঞানের বিষয় [ব্রহ্মকে] যাঁহারা উত্তমরূপে জানিয়াছেন, সন্ন্যাসযোগ দ্বারা যাঁহারা শুদ্ধস্বভাব হইয়াছেন, যাঁহারা পরম অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যতিগণ মহৎ অন্তকালে (অর্থাৎ মৃত্যুকালে) ব্রহ্মলোকসমূহে সম্যক্‌রূপে মুক্ত হয়েন। ৬।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥ ৭ ॥

[তাঁহাদের] পঞ্চদশ কলা (অর্থাৎ প্রাণাদি দেহভাগ) [তাহাদের] কারণে চলিয়া যায়, সমুদয় ইন্দ্রিয় আপন আপন দেবতার (অর্থাৎ আদিত্যাদিতে) চলিয়া যায়। [তাঁহাদের] কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা, সমুদয়, শ্রেষ্ঠ অব্যয় [ব্রহ্মের] সহিত একীভূত হয়। ৭।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮ ॥

যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অদৃষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে প্রবেশ করেন। ৮।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥

যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়েন। তাঁহার কুলে [কেহ] অব্রহ্মবিৎ হয় না। তিনি শোক ও পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং [অবিদ্যাবাসনাময়] হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমর হয়েন।৯।

তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥১০॥

ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইয়াছে—"যে ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একর্ষি [নামক অগ্নিতে] আহুতি দান করেন, এবং যাঁহারা যথাবিধি শিরোব্রত (অর্থাৎ যাহাতে মস্তকে অগ্নিধারণ প্রভৃতি করিতে হয় সেই ব্রত) অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। ১০।

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥

ঋষি অঙ্গিরা পূর্ব্বে এই সত্য [বিজ্ঞান] কহিয়াছিলেন; যে ব্রত অনুষ্ঠান করে না, সে ইহা অধ্যয়ন করিবে না। (যাঁহাদিগের হইতে এই ব্রহ্মবিদ্যা পারম্পর্য্যক্রমে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই) পরম ঋষিগণকে নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার। ১১।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা। ওঁ তৎ সৎ। হরিঃ ওঁ ॥

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

(অথর্ব্ববেদীয়া)

ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্—
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥ ১॥

ওঁ এই অক্ষরই এই সমুদয়। ইহার (অর্থাৎ ওঁকারের) স্পষ্ট ব্যাখ্যা [এই যে] ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এই সমুদায়ই ওঁকার। ১।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥ ২॥

এই সমুদায়ই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই আত্মা চতুষ্পাৎ (অর্থাৎ পশ্চাৎ বর্ণনীয় চারি-অবস্থা-বিশিষ্ট)। ২।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-
মুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ॥ ৩॥

জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, বহিঃপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা বহির্ব্বিষয়-অবভাসক), সপ্তাঙ্গ (অর্থাৎ স্বর্গ মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, অন্ন ও জল উদর, আকাশ মধ্যদেশ, পৃথিবী পা, এই সপ্তাঙ্গ যাঁহার) একোনবিংশতিমুখ (অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ-অপানাদি পঞ্চ বায়ু মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই উনবিংশতি উপলব্ধিদ্বার যাঁহার), স্থূলভুক্ (অর্থাৎ শব্দাদি স্থূলবিষয়ভোগী) বৈশ্বানর (অর্থাৎ বিশ্বরূপ পুরুষ) প্রথম পাদ। ৩।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-
মুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা অন্তঃপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ মনোমাত্র-গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা), সপ্তাঙ্গ (অর্থাৎ মনে বিলীনাবস্থায় বর্ত্তমান সপ্তাঙ্গযুক্ত), একোনবিংশতিমুখ (অর্থাৎ মনে বিলীনাবস্থায় বর্ত্তমান উনবিংশতি মুখযুক্ত), সূক্ষ্মবিষয়ের ভোক্তা, তৈজস (অর্থাৎ তেজো নামক বিষয়শূন্যা বাসনাময়ী প্রজ্ঞাতে যিনি বিষয়ী রূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি) দ্বিতীয় পাদ। ৪।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞাঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

যে অবস্থায় সুপ্ত হইয়া [লোকে] কোন কাম্যবস্তু কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না, তাহা সুষুপ্তি। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, একীভূত (অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব যাঁহাতে একীভূত হয়), প্রজ্ঞানঘন (অর্থাৎ বিবিধ বস্তুর বিবিধ জ্ঞান ঘনীভূতের ন্যায় হইয়া যাহাতে বর্ত্তমান থাকে), আনন্দময়, আনন্দভুক্ এবং চেতোমুখ (অর্থাৎ জ্ঞানই যাঁহার মুখ বা অনুভবদ্বার, সেই) প্রাজ্ঞ (অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত যিনি, তিনিই) তৃতীয় পাদ। ৫।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সমুদায়ের উৎপত্তিস্থান, এবং ভূতসমূহের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ। ৬।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়-প্রজ্ঞ (অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নের অন্তরালাবস্থাযুক্ত) নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ (অর্থাৎ দ্বৈতভাবাত্মক জ্ঞানযুক্ত) নহেন, অপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ অচেতন) নহেন, যিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য (অর্থাৎ অবিষয়ত্ব-নিবন্ধন ব্যবহারাতীত), অগ্রাহ্য (অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অলক্ষণ (অর্থাৎ দ্বৈত সম্বন্ধ না থাকা হেতুক বর্ণনাতীত), অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, যিনি একাত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ে [অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থায় এই এক আত্মাই আছেন, এই প্রত্যয়-গম্য), [রূপ-রসাদি] পঞ্চ বিষয়ের অতীত, শান্ত [অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি রহিত], মঙ্গল-স্বরূপ, এবং অদ্বৈত [তাঁহাকে জ্ঞানিগণ] চতুর্থ বলিয়া জানেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। ৭।

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

এই আত্মা [ওঁ এই] অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন (অর্থাৎ এই অক্ষররূপে বর্ণ্যমান), তিনি ওঁকার, তিনি [পশ্চাৎ কথিতব্য]

মাত্রা অধিকার করিয়া আছেন। [আত্মার যে সমস্ত] পাদ [তাহাই ওঁকারের] মাত্রা; এবং [ওঁকারের] অকার, উকার, মকার এই মাত্রাসমূহই [আত্মার] পাদ॥ ৮॥

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ ব্যাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ৯॥

জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার; তাহার কারণ ব্যাপ্তি ও আদিমত্ত্ব (অর্থাৎ যেমন অকার দ্বারা সমুদায় বাক্য ব্যাপ্ত আছে, তেমনি বৈশ্বানর-কর্ত্তৃক সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত আছে; আর যেমন অকার সমুদায় বর্ণের আদি, তেমনি বৈশ্বানর পাদসমূহের আদি, এই সাধারণত্ব হেতুতেই অকার ও বৈশ্বানরের একত্ব)। যিনি এরূপ জানেন, তিনি সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং [মহৎদিগের মধ্যে] প্রথম হয়েন॥ ৯॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবং বেদ॥ ১০॥

স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার; তাহার কারণ উৎকর্ষ বা মধ্যবর্ত্তিত্ব (অর্থাৎ যেমন অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট এবং যেমন উকার অকার ও মকারের মধ্যস্থ, তেমনি তৈজস বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যস্থ; এই সাধারণত্ব হেতুতে তৈজস ও উকারের একত্ব)। যিনি এরূপ জানেন তিনি স্বকীয় জ্ঞানসমূহ বৃদ্ধি করেন, [শত্রু-মিত্রের সম্বন্ধে] সমান হয়েন এবং তাঁহার কুলে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না॥ ১০॥

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ তৃতীয় মাত্রা মকার; তাহার কারণ পরিমাণ বা একীভাব (অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে প্রবেশ করেন এবং জাগ্রদবস্থায় তাহা হইতে বহির্গত হয়েন, এই প্রবেশ নির্গমের দ্বারা প্রাজ্ঞ যেন বৈশ্বানর ও তৈজসকে পরিমাণ করেন; তেমনি, ওঁকারের উচ্চারণান্তে অকার ও উকার মকারে প্রবেশ করে, এবং উচ্চারণারম্ভে পুনরায় বহির্গত হয়, এস্থলেও পরিমাণক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে; আর যেমন সুষুপ্তিতে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে একীভূত হয়েন, তেমনি ওঁকারোচ্চারণান্তে অকার ও উকার যেন মকারে একীভূত হয়,—এই সাধারণত্ব বশতঃ প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব)। যিনি এরূপ জানেন, তিনি নিশ্চয়ই এই সমুদায় [জগৎ] যথার্থরূপে জানেন এবং জগৎ-কারণাত্মা (অর্থাৎ জগৎকারণের সহিত একীভূত) হয়েন ॥ ১১ ॥

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

মাত্রাশূন্য, চতুর্থ, অব্যবহার্য্য, পঞ্চবিষয়াতীত, মঙ্গল-স্বরূপ ও অদ্বৈত, এরূপ ওঁকারই আত্মা। যিনি এরূপ জানেন, তিনি আত্মাতে (অর্থাৎ পরমাত্মাতে) প্রবেশ করেন ॥ ১২ ॥

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ। হরিঃ ওঁ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

(কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া)

প্রথমা বল্লী বা শিক্ষাধ্যায়ঃ

হরিঃ ॥ ওঁ ॥

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। *

হরিঃ। ওঁ। (প্রাণবৃত্তি ও দিবসের অভিমানী দেবতা †) মিত্র আমাদের কল্যাণকারী [হউন], (অপানবৃত্তি ও রাত্রির অভিমানী দেবতা বরুণ [আমাদের] কল্যাণকারী [হউন], (চক্ষু বা আদিত্যের অভিমানী দেবতা) অর্য্যমা আমাদের কল্যাণকারী হউন।

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১ ॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ ॥

(বলাভিমানী দেবতা) ইন্দ্র এবং (বাক্য ও বুদ্ধির অভিমানী দেবতা) বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণকারী হউন। উরুক্রম (অর্থাৎ

---

* ঋক্ ১। ৯০। ৯।

† 'আমি প্রাণবৃত্তি', 'আমি দিবস' এই অভিমান অর্থাৎ অহংবোধ যাঁহার।

বিস্তীর্ণ-পাদক্ষেপকারী) বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকারী হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ো, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর) ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব। ঋত (অর্থাৎ যথাবক্তব্য) ঘোষণা করিব। সত্য ঘোষণা করিব। তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) আমাকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে (অর্থাৎ আচার্য্যকে) রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। বক্তাকে রক্ষা করুন (পুনর্ব্বচন আদরার্থ)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধী, আধিভৌতিক অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি-ভূত-জনিত, ও আধিদৈবিক অর্থাৎ ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতাকৃত ;—বিদ্যালাভের এই ত্রিবিধ বিঘ্ন উপশমার্থ তিনবার শান্তিবাচন ॥ ১ ॥ ইতি প্রথম অনুবাক (অর্থাৎ প্রথম বেদাংশ) ॥

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

ওঁ। শিক্ষা (অর্থাৎ বর্ণাদি উচ্চারণ বা বর্ণাদি) ব্যাখ্যা করিব। [ব্যাখ্যার বিষয়—] বর্ণ (অর্থাৎ অকারাদি), স্বর (অর্থাৎ উদাত্ত প্রভৃতি কণ্ঠধ্বনি), মাত্রা (অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত), বল (অর্থাৎ শব্দরচনায় প্রযত্ন), সাম (অর্থাৎ মধ্যম বৃত্তিতে বর্ণোচ্চারণের সমতা) এবং সন্তান (অর্থাৎ বর্ণসংযোগ)। এই শিক্ষাধ্যায় বলা হইল। ('শীক্ষা' শব্দের দীর্ঘ ঈকার ছন্দের অনুরোধে ॥ ২ ॥ ইতি দ্বিতীয় অনুবাক ॥

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধি-

জ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্। অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজ্যোতিষম্। অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তে-বাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্। অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্। অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তররূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্। ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন ॥ ৩ ॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥

আমাদের উভয়ের (অর্থাৎ শিষ্য ও আচার্য্যের) যশ [হউক] আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ [হউক]। তৎপর সংহিতার উপনিষৎ (অর্থাৎ সংযোগের বিশেষ জ্ঞান) পঞ্চবিষয়ানুসারে ব্যাখ্যা করিব। [যথা] লোকসম্বন্ধী [দর্শন] (অর্থাৎ লোকসমূহের অভিমানী দেবতাদিগের ধ্যেয়ত্ব]। জ্যোতিষ্কসম্বন্ধী [দর্শন] (অর্থাৎ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অভিমানী দেবতাদিগের ধ্যেয়ত্ব;—এইরূপে নিম্নলিখিত সমুদায় স্থলেই দেবতাধ্যান অভিপ্রেত)। বিদ্যাবিষয়ক [দর্শন [অর্থাৎ বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ আচার্য্যাদির ধ্যান)। সন্তান-সম্বন্ধী [দর্শন] (অর্থাৎ সন্তান-সম্বন্ধ পিত্রাদির ধ্যান)। দেহ-সম্বন্ধী [দর্শন] (অর্থাৎ জিহ্বাদির ধ্যান)।

উহাদিগকে [বেদবিদেরা] "মহাসংহিতা" বলেন। এখন লোক সম্বন্ধী দর্শন [কথিত হইতেছে—] পৃথিবী পূর্ব্বরূপ (অর্থাৎ সংহিতায় পূর্ব্ববর্ণে পৃথিবী-দৃষ্টি করিতে হইবে)। দ্যুলোক উত্তররূপ (তাৎপর্য্য পূর্ব্ববৎ)। আকাশ সংযোগ-স্থান। বায়ু সংযোগকর্ত্তা। এই লোকসম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইল]। এখন জ্যোতিষ্কসম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইতেছে—]। অগ্নি পূর্ব্বরূপ। আদিত্য উত্তররূপ। জল সংযোগস্থান। বিদ্যুৎ সংযোগ-কর্ত্তা। এই জ্যোতিষ্ক-সম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইল]। এখন বিদ্যাসম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইতেছে—]। আচার্য্যপূর্ব্বরূপ। শিষ্য উত্তররূপ। বিদ্যা সংযোগ-স্থান। বেদাধ্যয়ন সংযোগের কারণ। এই বিদ্যা-সম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইল]। এখন সন্তানসম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইতেছে—]। মাতা পূর্ব্বরূপ। পিতা উত্তররূপ। সন্তান সংযোগ-স্থান। সন্তানোৎপাদন সংযোগের কারণ। এই সন্তান-সম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইল]। এখন দেহ-সম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইতেছে—]। নিম্ন হনু পূর্ব্বরূপ। উপরিস্থ হনু উত্তররূপ। বাক্য সংযোগ-স্থান। জিহ্বা সংযোগের কারণ। এই দেহ-সম্বন্ধী ধ্যান [কথিত হইল]। এই সমুদায়কেই মহাসংহিতা [বলে]। এই ব্যাখ্যাত মহাসংহিতা-সমূহকে যিনি এইরূপে জানেন (বা ধ্যান করেন), তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, অন্নাদি এবং স্বর্গলোকের সহিত যুক্ত হয়েন (অর্থাৎ সন্তান প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হয়েন)॥ ৩॥ ইতি তৃতীয় অনুবাক॥

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসম্। শরীরং

মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়। আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্ব্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্‌ৎ-সহস্রশাখে। নিভগাঽহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা য়ন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ৪ ॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥

বেদবাক্যের মধ্যে প্রধান, বিশ্বরূপ (অর্থাৎ সমুদায় বাক্যে ব্যাপ্ত থাকা বশতঃ সর্ব্বরূপ) [ওঁকার], যিনি অমৃত (অর্থাৎ অমৃতত্বের হেতুভূত), তিনি বেদসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী) আমাকে প্রজ্ঞাদ্বারা বলবান্ করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃতত্বের (অর্থাৎ অমৃতত্বের হেতুভূত ব্রহ্মজ্ঞানের) ধারয়িতা হই। আমার শরীর বিচক্ষণ (অর্থাৎ যোগ্য) হউক। আমার জিহ্বা অতিশয় মধুরভাষিণী হউক। আমি যেন কর্ণে বহু শ্রবণ করি। তুমি [লৌকিক] প্রজ্ঞাদ্বারা আচ্ছাদিত (অর্থাৎ সামান্য প্রজ্ঞার অবিদিত) ব্রহ্মের কোশ (অর্থাৎ প্রতিমা। তাৎপর্য্য এই যে, তোমাতে ব্রহ্ম উপলব্ধ

হন)। আমার শ্রবণদ্বারা উপার্জ্জিত জ্ঞানকে রক্ষা কর। [সুখদাত্রী শ্রী] সর্ব্বদা ও শীঘ্র্ আমার বস্ত্র নির্ম্মাণ করেন, আনয়ন করেন, ও বিস্তার করেন, এবং গো ও অন্নপান [আনয়ন করেন]। অতএব আমার নিকটে লোমযুক্তা (অর্থাৎ লোমজবস্ত্র-প্রদা) শ্রীকে পশু সহ আনয়ন কর, স্বাহা*। ব্রহ্মচারিগণ (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী শিক্ষার্থীরা) আমার নিকটে আসুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শীঘ্র শীঘ্র আমার নিকটে আসুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ সমুদায় দিক্ হইতে আমার নিকটে আসুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ দম (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) সাধন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শম (অর্থাৎ মনঃ-স্থৈর্য্য) লাভ করুক, স্বাহা। আমি যেন লোকে যশস্বী হই, স্বাহা। আমি যেন ধনবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই, স্বাহা। হে ঐশ্বর্য্য, সেই (অর্থাৎ ব্রহ্মের কোশভূত) তোমাতে আমি যেন প্রবেশ করি, স্বাহা। হে ঐশ্বর্য্য, সেই তুমি আমাতে প্রবেশ কর, স্বাহা। হে ঐশ্বর্য্য, সহস্রশাখা (অর্থাৎ বহুরূপ) যে তুমি, তোমাতে আমি আপনাকে পবিত্র করি, স্বাহা। জল যেরূপ নিম্নস্থানে যায়, মাসসমূহ যেরূপ সংবৎসরে যায়, হে বিধাতঃ, সেরূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার সমীপে আসুক, স্বাহা। তুমি আশ্রয়, আমাকে আলোকিত (অর্থাৎ জ্ঞানবান্) কর, আমাকে অধিকারী কর (অর্থাৎ তন্ময় কর)॥ ৪ ॥ ইতি চতুর্থ অনুবাক ॥

---

* দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি নিক্ষেপ-সূচক বাক্য। এস্থলে কামনা-জ্ঞাপক।

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুব ইত্যসৌ লোকঃ। মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি। মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৫ ॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥

ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ এই তিন ব্যাহৃতি (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত মন্ত্র)। তন্মধ্যে [মহাচমস্যের পুত্র] মহাচমস্য 'মহঃ' এই চতুর্থ ব্যাহৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহা ব্রহ্ম। তিনি আত্মা। অন্য দেবতাগণ [তাঁহার] অঙ্গ। ভূঃ এই লোক। ভুবঃ অন্তরীক্ষ। সুবঃ ঐ লোক (অর্থাৎ দ্যুলোক)। মহঃ আদিত্য। আদিত্যদ্বারা সমুদায় লোক বর্দ্ধিত হয়। ভূঃ অগ্নি। ভুবঃ বায়ু। সুবঃ আদিত্য। মহঃ চন্দ্রমা। চন্দ্রদ্বারা সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বর্দ্ধিত হয়। ভূঃ ঋক্-মন্ত্র। ভুবঃ সাম। সুবঃ যজুঃ। মহঃ ব্রহ্ম। ব্রহ্মদ্বারা সমুদায় বেদ বর্দ্ধিত হয়। ভূঃ প্রাণ। ভুবঃ অপান। সুবঃ ব্যান। মহঃ অন্ন।

অন্নদ্বারা সমুদায় প্রাণ বর্দ্ধিত হয়। এই চারি চারি প্রকার চারিটী ব্যাহৃতি হইল। যিনি এই সমুদায় জানেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন। সমুদায় দেবতারা তাঁহাকে উপহার দেন ॥ ৫ ॥ ইতি পঞ্চম অনুবাক।

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ। সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞান-পতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীন-যোগ্যোপাস্ব ॥ ৪ ॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥

ঐ যে হৃদয়স্থ আকাশ, তন্মধ্যে এই মনোময়, অমৃত ও হিরণ্ময় (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়) পুরুষ আছেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে যাহা স্তনের ন্যায় লম্বমান আছে, তাহা ইন্দ্রযোনি। যেখানে কেশান্তভাগ খণ্ডিত হইয়াছে, সেখানে * মনোময় আত্মদর্শী বিদ্বান্ মস্তকের কপালদ্বয় (অর্থাৎ উর্দ্ধভাগদ্বয়) বিদীর্ণ করিয়া [মূর্দ্ধা হইতে বাহির হয়েন এবং ভূঃ এই [ব্যাহৃতিরূপ] অগ্নিতে প্রবেশ করেন। ভুবঃ এই [ব্যাহৃতিরূপ] বায়ুতে [প্রবেশ করেন]। মহঃ এই [ব্যাহৃতিরূপ] ব্রহ্মে [প্রবেশ করেন। তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া] স্বারাজ্য (অর্থাৎ

---

* এখানে ভাষ্যের সহিত কিঞ্চিৎ প্রভেদ ঘটিল। প্রভেদ গুরুতর নহে, সুতরাং ভাষ্য উদ্ধৃত করা হইল না।

অঙ্গভূত দেবতাদিগের আধিপত্য) লাভ করেন। [তিনি] মনের স্বামীকে লাভ করেন। তিনি বাক্‌পতি, চক্ষুপতি, শ্রোত্রপতি ও বিজ্ঞানপতি [হয়েন]। তদপেক্ষাও [অধিকতর] এই [হয়েন যে তিনি] আকাশশরীর (অর্থাৎ আকাশ যাঁহার শরীর) সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, মনের আনন্দকর, শান্তিপূর্ণ ও অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে [প্রাপ্ত হয়েন]। হে প্রাচীনযোগ্য, এই রূপ [ব্রহ্মের] উপাসনা কর ॥ ৬ ॥
ইতি ষষ্ঠ অনুবাক ॥

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্। প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি ॥ ৭ ॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥

[এখন পৃথিব্যাদি পঞ্চস্বরূপে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় বলিতেছেন—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গলোক, দিক্‌সমূহ, [ঈশান-নৈর্ঋতাদি], অবান্তর দিক্ [এই পঞ্চ লোক]। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রসমূহ [এই পঞ্চ দেবতা]। জল, ওষধি, বনস্পতি (অর্থাৎ পুষ্প ব্যতিরেকে ফলোৎপাদক বৃক্ষ), আকাশ, আত্মা, (অর্থাৎ জগদাত্মা বিরাট্‌পুরুষ) [এই পঞ্চ ভূত]। ভূত সম্বন্ধে এই [বলা হইল]। তৎপর আত্মা (অর্থাৎ শরীর) সম্বন্ধে [বলা যাইতেছে—]। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান [এই পঞ্চ বায়ু]। চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্, ত্বক [এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়]। চর্ম্ম,

মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা [এই পঞ্চ ধাতু]। এই [পঞ্চ বিভাগ] বিধান করিয়া (কোন] ঋষি বলিলেন এই সমস্ত পঞ্চ বিভাগযুক্ত। [উপাসক আধ্যাত্মিক] পাঙ্‌ক্ত দ্বারা [বাহ্য অর্থাৎ ভূতরূপ] পাঙ্‌ক্তকে পূরণ করেন ॥ ৭ ॥ ইতি সপ্তম অনুবাক ॥

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হস্ম বা অপ্যোৎশ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নুবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ৮ ॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ ॥

[এখন সর্ব্বোপাসনার অঙ্গভূত ওঁকারোপাসনার বিধান করিতেছেন—] ওঁ ইহা ব্রহ্ম। ওঁ ইহা এই সমুদায়। ওঁ ইহা অনুকরণ [অর্থাৎ 'এই কার্য্য কর' অন্য ব্যক্তিকে এই কথা বলিলে সে ওঁ বলিয়া আদেশের অনুসরণ করে। আরও 'ওঁ বল', [এই কথা বলিলে অন্যেরা] বলেন। ওঁ ইহা [উচ্চারণ করিয়া সামবেদের গায়কগণ] সামগান করেন। 'ওঁ শোং' এইরূপে [শাস্ত্র-উচ্চারণকারিগণ] শাস্ত্র (অর্থাৎ গীতরহিত ঋক্) উচ্চারণ করেন। ওঁ [ইহা উচ্চারণ করিয়া] অধ্বর্য্যু (অর্থাৎ যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্) ['ওঁ শোং সামো দৈব' ইত্যাদি বাক্য হোতার উচ্চারণের পর] প্রত্যুচ্চারণ করেন। ওঁ ইহা [উচ্চারণ করিয়া] ঋত্বিক্ অনুজ্ঞা প্রদান করেন। ওঁ ইহা [উচ্চারণ করিয়া] যজমান অগ্নিহোত্র [সম্পাদনের] আদেশ করেন। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যাপনে

প্রবৃত্ত হইয়া বলেন,—'ওঁ আমি যেন ব্রহ্মকে (অর্থাৎ বেদ বা পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হই।' [এই বলিয়া] ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥ ইতি অষ্টম অনুবাক ॥

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়-প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ৯ ॥ ইতি নবমোঽনুবাকঃ ॥

[কি কি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন,—] ন্যায়ানুগত কার্য্য এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। সত্য এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। তপস্যা এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। দম (অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপশম) এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। শম অর্থাৎ (অন্তরিন্দ্রিয়ের উপশম) এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। অগ্নি (অর্থাৎ দক্ষিণ প্রভৃতি পঞ্চাগ্নিতে আহুতি দান) এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। অগ্নিহোত্র [নামক যজ্ঞানুষ্ঠান] এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। অতিথি-[সেবা] এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। লৌকিক ব্যবহার এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। প্রজা (অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন) এবং অধ্যয়নও অধ্যাপন। প্রজন (অর্থাৎ ভার্য্যার গর্ভোৎপাদন) এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। প্রজাতি (অর্থাৎ পৌত্রোৎপত্তি কার্য্যে পুত্রের নিয়োগ) এবং অধ্যয়ন

ও অধ্যাপন। ('এই সমুদায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অধ্যয়ন ও অধ্যাপন যত্নের সহিত করিতে হইবে; এই জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের উল্লেখ করা হইয়াছে। অধ্যয়ন না করিলে অর্থজ্ঞান হয় না। অর্থজ্ঞান আয়ত্ত করাই পরম শ্রেয়ঃ। অর্থজ্ঞান স্মরণ রাখিবার জন্য এবং ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য অধ্যাপনের প্রয়োজন। অতএব অধ্যয়ন অধ্যাপনের আদর করা কর্ত্তব্য।"—ভাষ্যকার)। সত্যবচা রাথীতরের মতে কেবল সত্যই অনুষ্ঠেয়। তপোনিত্য পৌরুশিষ্টির মতে কেবল তপস্যাই কর্ত্তব্য। নাক মৌদ্গল্যের মতে কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই অনুষ্ঠেয়। যেহেতু তাহাই তপস্যা, তাহাই তপস্যা। (পুনরুক্তি আদরার্থ)॥ ৯॥ ইতি নবম অনুবাক॥

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সুবর্চ্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্॥ ১০॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ॥

[ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বজ্ঞ ঋষি ত্রিশঙ্কু ব্রহ্মযোগদ্বারা আপনার কৃতকৃত্যতা প্রকাশার্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—] আমি [সংসাররূপ] বৃক্ষের প্রেরয়িতা, [আমার] কীর্ত্তি গিরিশৃঙ্গের ন্যায় [উত্থিত হইয়াছে]। [আমি] ঊর্দ্ধপবিত্র (অর্থাৎ উন্নত ও পবিত্র জ্ঞানজ্যোতির্বিশিষ্ট; [আমি] সূর্য্যে বর্ত্তমান স্বমৃতের ন্যায় স্বমৃত (অর্থাৎ শোভন আত্মতত্ত্ব)। [আমি] দীপ্তিমৎ ধন [স্বরূপ]। আমি শোভন মেধাযুক্ত, অমৃত এবং অব্যয়। ইতি [ঋষি] ত্রিশঙ্কুর বেদার্থকথন॥ ১০॥ ইতি দশম অনুবাক॥

বেদমনুচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যন-বদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছে্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥ ১১॥ ইত্যেকাদশোঽনুবাকঃ॥

বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। সত্য বলিবে। ধর্ম্মাচরণ করিবে। বেদাধ্যয়নে ঔদাস্য করিবে না। আচার্য্যকে উপযুক্ত ধন [দক্ষিণা স্বরূপ] দান করিয়া (অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা-দানান্তে গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া) সন্তানসূত্র কর্ত্তন

করিবে না (অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানোৎপত্তির উপায়াবলম্বন করিবে)। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। কুশল হইতে বিচলিত হইবে না। মহত্ত্ব [লাভে] ঔদাস্ত করিবে না। বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ঔদাস্ত করিবে না। দেব ও পিতৃকার্য্যে ঔদাস্ত করিবে না। মাতাকে দেববৎ পূজা করিবে। পিতাকে দেববৎ পূজা করিবে। আচার্য্যকে দেববৎ পূজা করিবে। অতিথিকে দেববৎ পূজা করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সেই সকল কর্ম্ম করিবে; অন্য (অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম্ম) করিবে না। আমাদের যে সকল কর্ম্ম সৎ, সে সকলই [তোমার] কর্ত্তব্য, অন্য (অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম) কর্ত্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কোন ব্রাহ্মণ আছেন, আসন [দানাদি] দ্বারা তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। বুদ্ধির সহিত দান করিবে। লজ্জার (অর্থাৎ বিনয়ের) সহিত দান করিবে। ধর্ম্মভয়ের সহিত দান করিবে। মিত্রভাবের সহিত দান করিবে। যদি তোমার কর্ম্ম বা আচার বিষয়ে সংশয় হয়, তবে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রূরমতি, ধর্ম্মকাম, [অন্য কর্ত্তৃক যাগাদি কার্য্যে] নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, [তুমিও] সেই বিষয়ে তদ্রূপ আচরণ করিবে। [কোন কোন ব্যক্তি দ্বারা] অভিযুক্ত [কর্ম্ম বা আচরণ] সম্বন্ধে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রূরমতি, ধর্ম্মকাম, [অন্য কর্ত্তৃক যাগাদি কার্য্যে] নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, [তুমিও সেই সকল বিষয়ে

সেরূপ আচরণ করিবে। ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ। ইহাই বেদরহস্য (বেদার্থ বা) ইহাই অনুশাশন। এরূপ আচরণ কর্ত্তব্য। এইরূপে ইহা পালন করিবে॥ ১১ ॥ ইতি একাদশ অনুবাক ॥

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো॥ ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্ আবীদ্বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ১২ ॥ ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ॥ ইতি শিক্ষাধ্যায়নাম-প্রথমবল্লী।

মিত্র * আমাদের কল্যাণকারী হউন। বরুণ আমাদের কল্যাণকারী হউন। অর্য্যমা আমাদের কল্যাণকারী হউন। ইন্দ্র এবং বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণকারী হউন। উরুক্রম বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকারী হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ো, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিয়াছি। ঋত ঘোষণা করিয়াছি। সত্য ঘোষণা করিয়াছি। তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। বক্তাকে রক্ষা করিয়াছেন॥ ১২ ॥ ইতি দ্বাদশ অনুবাক ॥

ইতি শিক্ষাধ্যায় নামক প্রথম বল্লী ॥

---

* প্রথমানুবাক দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মানন্দবল্লী-নাম-দ্বিতীয়বল্লী

হরিঃ ॥ ওঁ ॥

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হরিঃ ওঁ। [ব্রহ্ম] আমাদের উভয়কে অর্থাৎ (আচার্য্য ও শিষ্যকে) রক্ষা করুন। [তিনি] আমাদের উভয়কে সম্ভোগ করুন। আমরা উভয়ে যেন সামর্থ্য লাভ করি। আমাদের দুজনকার জ্ঞান বর্দ্ধিত হউক। আমরা দুজনে যেন কলহ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।

ওঁ। ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে এই [ঋক্] উক্ত হইয়াছে। যিনি সত্যস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে [বুদ্ধিরূপ] গুহাতে স্থিত বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম সহ সমুদায় কাম্য বস্তু ভোগ করেন। ('ইতি' শব্দ মন্ত্রের সমাপ্তি প্রকাশ করিতেছে)।

এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, এবং রেত হইতে মনুষ্য (হইয়াছে)। এই মনুষ্য অন্নরসের বিকার।

তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ॥

এই তাহার শির। এই দক্ষিণ বাহু। এই বামবাহু। এই মধ্যম দেহভাগ। এই (অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত অঙ্গ) পুচ্ছ (অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ। এবং প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ স্থিতিহেতু)। তদ্বিষয়ে এই শ্লোক উক্ত হইতেছে॥ ১॥ ইতি প্রথম অনুবাক॥

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে।
সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। অস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি।

পৃথিবীতে যত প্রাণী বাস করিতেছে, সেই সমুদায়ই অন্ন হইতে জন্মে। তৎপরে অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করে। তৎপর অন্তকালে ইহাতেই প্রতিগমন করে, যেহেতু অন্ন সকল ভূতের

জ্যেষ্ঠ (অর্থাৎ প্রথমজ)। সেইজন্য [অন্নকে] সর্ব্বৌষধি (অর্থাৎ সমুদায় প্রাণীর দেহ-দাহ-নিবারক) বলে।

যাঁহারা অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা সমুদায় অন্ন লাভ করেন। যেহেতু অন্ন সমুদায় প্রাণীর জ্যেষ্ঠ। সেই জন্য [ইহাকে] সর্ব্বৌষধি বলে। অন্ন হইতে সমুদায় প্রাণী জন্মে। জন্মিয়া তাহারা অন্ন দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়। [উহা প্রাণিগণকর্ত্তৃক] ভক্ষিত হয় এবং [উহা স্বয়ং প্রাণীদিগকে] ভক্ষণ করে, সেইজন্য অন্নকে তাহা (অর্থাৎ অন্ন) বলে। ইতি ('ইতি' শব্দ দ্বারা প্রথম কোশের পরিসমাপ্তি বুঝাইতেছে)।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

এই অন্নরসময় কোশ হইতে ভিন্ন আর একটী অন্তর (অভ্যন্তর) আত্মা (অর্থাৎ আত্মা রূপে পরিকল্পিত কোশ) [আছে, সেটী] প্রাণময়। তদ্দ্বারা (অর্থাৎ প্রাণময় কোশ দ্বারা) ইহা (অর্থাৎ অন্নময় কোশ) পূর্ণ। ইহাও (অর্থাৎ প্রাণময় কোশও) [অন্নময় কোশবৎ শির বাহু প্রভৃতি সংযুক্ত] মনুষ্যাকার। ইহার (অর্থাৎ প্রাণময় কোশের) মনুষ্যাকার উহার (অর্থাৎ অন্নময় কোশের) মনুষ্যাকারের ন্যায়। প্রাণই উহার মস্তক। ব্যান দক্ষিণ বাহু। অপান বাম বাহু। আকাশ আত্মা (অর্থাৎ মধ্যভাগ)

পৃথিবী পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। তদ্বিষয়েও এই শ্লোক [উক্ত] হইতেছে ॥ ২ ॥ ইতি দ্বিতীয় অনুবাক ॥

প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণোহি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥

দেবতারা প্রাণশক্তি দ্বারা প্রাণন কর্ম্ম করেন। মনুষ্য এবং পশুরাও [প্রাণশক্তি দ্বারাই প্রাণন কর্ম্ম করে]। প্রাণই প্রাণীদিগের আয়ু। এই জন্য প্রাণকে সকলের আয়ু বলা হয়। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়েন ; যেহেতু প্রাণ প্রাণীদিগের আয়ু। সেই জন্য ইহাকে সর্ব্বায়ু বলে। ইতি ('ইতি' শব্দে শ্লোকের সমাপ্তি বুঝাইতেছে)। পূর্ব্বোক্ত [অন্নময়কোশের] শারীর (অর্থাৎ শরীরস্থ) আত্মা যিনি, ঐ [প্রাণময় কোশের শারীর আত্মা] ও তিনি (অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় উভয় শরীরে একই আত্মা বর্ত্তমান)।

এই প্রাণময় আত্মা হইতে ভিন্ন আর একটি অন্তর্-আত্মা

[আছে, সেটী] মনোময়। তদ্দারা (অর্থাৎ মনোময় কোশ দ্বারা ইহা (অর্থাৎ প্রাণময় কোশ) পূর্ণ। ইহাও (অর্থাৎ মনোময় কোশও) মনুষ্যাকার। ইহার (অর্থাৎ মনোময় কোশের) মনুষ্যাকার উহার (অর্থাৎ প্রাণময় কোশের) মনুষ্যাকারের ন্যায়। যজুই উহার শির। ঋক্ দক্ষিণ বাহু। সাম বাম বাহু। আদেশ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশ) আত্মা (অর্থাৎ মধ্যভাগ)। অথর্ব্বাঙ্গিরস (অর্থাৎ অথর্ব্বমন্ত্রসকল) পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। তদ্‌বিষয়েও এই শ্লোক [উক্ত] হইতেছে ॥ ৩ ॥ ইতি তৃতীয় অনুবাক ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌। ন বিভেতি কদাচনেতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্‌। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৪ ॥ ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

মনের সহিত বাক্য [যাঁহাকে] না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কদাচ ভয় প্রাপ্ত হয়েন না, ইতি। যিনি পূর্ব্বোক্ত [প্রাণময়] শরীরস্থ আত্মা, তিনিই ঐ [মনোময় শরীরের] ও [আত্মা]।

এই মনোময় আত্মা হইতে ভিন্ন আর একটি অন্তর্‌-আত্মা [আছে, সেটি] বিজ্ঞানময় (অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ যে

বিজ্ঞান, তন্ময়]। তদ্দারা (অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ দ্বারা) ইহা (অর্থাৎ মনোময় কোশ) পূর্ণ। ইহাও (অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশও) মনুষ্যাকার। ইহার (অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশের) মনুষ্যাকার উহার (অর্থাৎ মনোময় কোশের) মনুষ্যকারের ন্যায়। শ্রদ্ধাই উহার শির॥ ঋত (অর্থাৎ যথাকর্ত্তব্য) দক্ষিণ বাহু। সত্য বাম বাহু। যোগ আত্মা। মহঃ (অর্থাৎ বুদ্ধি) পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। তদ্বিষয়েও এই শ্লোক [উক্ত] হইতেছে॥ ৪ ॥ ইতি চতুর্থ অনুবাক॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি।

তস্যৈব এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৫ ॥ ইতি পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

বিজ্ঞান যজ্ঞ করে, কর্ম্মও করে। সমুদায় দেবতারা বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম ও জ্যেষ্ঠরূপে উপাসনা করেন। যদি কেহ বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে এবং তাঁহা হইতে (অর্থাৎ বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে) বিচ্যুত না হয়, তবে সে [সমুদায় শরীর-জাত] পাপ শরীরে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত [মনোময়

কোশের] শরীরস্থ আত্মা যিনি, ঐ [বিজ্ঞানময় কোশের] শরীরস্থ আত্মাও তিনি।

এই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে ভিন্ন আর একটি অন্তর্-আত্মা [আছে, সেটি] আনন্দময়। তদ্দারা (অর্থাৎ আনন্দময় কোশ দ্বারা) ইহা (অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ) পূর্ণ। ইহাও মনুষ্যাকার। ইহার মনুষ্যাকার উহার মনুষ্যাকারের ন্যায়। প্রীতি বা হর্ষই উহার মস্তক। মোদ (অর্থাৎ সুখ) দক্ষিণ বাহু। প্রমোদ বাম বাহু। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। তদ্বিষয়েও এই শ্লোক [উক্ত] হইতেছে॥ ৫॥ ইতি পঞ্চম অনুবাক॥

অসন্নেব ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতি। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্নুতাউ। সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ-ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চা-বিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্য-মিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৬॥ ইতি ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥

যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ মনে করে, তবে সে অসৎই হয়। যদি কেহ মনে করে যে, ব্রহ্ম আছেন, তবে [জ্ঞানিগণ] তাহাকে

সৎ বলিয়া মনে করেন ॥ ইতি ॥ পূর্ব্বোক্ত [বিজ্ঞানময় কোশের] শারীর আত্মা যিনি, ঐ [আনন্দময় কোশের] শারীর আত্মা তিনিই। তৎপর [শিষ্য আচার্য্যোক্তির পর] প্রশ্ন করিতেছেন। কোন অজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া ঐ লোকে যায় কি না? কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া ঐ লোক প্রাপ্ত হয়েন কি না? [উত্তর—] তিনি [অর্থাৎ পরমাত্মা] ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। তিনি তপস্যা করিলেন (অর্থাৎ সৃজ্যমান জগৎ-রচনাদিবিষয়ে আলোচনা করিলেন)। তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু আছে, সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত), সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য, যাহা কিছু আছে,—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তৎসমুদায় হইলেন। সেই জন্যই ব্রহ্মকে সত্য বলে। তদ্বিষয়েও এই শ্লোক [উক্ত] হইতেছে ॥ ৬ ॥ ইতি ষষ্ঠ অনুবাক ॥

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য

ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৭ ॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥

(বিশেষ বিশেষ নামরূপবৎ প্রকাশিত) এই জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নামরূপবৎ প্রকাশের বিপরীত অবিকৃত ব্রহ্মরূপ ছিল)। সেই (অসৎ-শব্দ-বাচ্য ব্রহ্ম) হইতে সৎ (অর্থাৎ প্রকাশিত নামরূপাত্মক জগৎ) উৎপন্ন হইল। তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করিলেন (অর্থাৎ আপনাকে জগৎ রূপে প্রকাশ করিলেন)। সেই জন্য তাঁহাকে সুকৃত (অর্থাৎ স্বয়ং কর্ত্তা) বলে। ইতি। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ। এই [জীব] রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই সুখী হয়। যদি আকাশে (অর্থাৎ হৃদয়াকাশে) এই আনন্দস্বরূপ না থাকিতেন, তবে কে বা অপান চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণন কার্য্য করিত? (অর্থাৎ কেহই নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা প্রাণধারণ করিতে পারিত না) ইনিই জীবকে আনন্দদান করেন। যখন এই [সাধক] এই অদৃশ্য, নির্ব্বিশেষ ও অনাধার ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন। যখন ইনি ইহাঁতে অল্পমাত্রও দর্শন করেন, তখন তাঁহার ভয় হয়। [ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব] যিনি জানেন না, সেই বিদ্বানের (অর্থাৎ বিদ্যাভিমানীর) পক্ষে তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) ভয়ের কারণ। তদ্বিষয়েও এই শ্লোক [উক্ত] হইতেছে ॥ ৭ ॥ ইতি সপ্তম অনুবাক ॥

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।

ইহাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি, চন্দ্র এবং পঞ্চমতঃ মৃত্যু ধাবমান হইতেছে। (অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে) ইতি। [কঠোপনিষদের ষষ্ঠ বল্লীর তৃতীয় শ্রুতি দ্রষ্টব্য]।

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধু যুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকাম-হতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবানপি যন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য তে যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্র-স্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। স যশ্চায়ং পুরুষে।

যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৮॥ ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ॥

[সেই ব্রহ্মের] আনন্দের এই মীমাংসা (অর্থাৎ বিচার) করা যাইতেছে। [মনে কর যেন] এক জন বেদজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, দ্রঢ়িষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ যুবক আছে, এবং এই বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী তাহার। ইহা (অর্থাৎ এরূপ যুবকের আনন্দ) এক [পূর্ণমাত্রা মানবীয় আনন্দ। এরূপ মানবীয় আনন্দের শতগুণ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের এক [পূর্ণমাত্রা] আনন্দ (অর্থাৎ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের আনন্দ] মানবীয় আনন্দের শতগুণ। বিশেষ কর্ম্ম বা জ্ঞান বশতঃ গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত মনুষ্যকে মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব বলে) কামনা-মুক্ত শ্রোত্রিয় (অর্থাৎ বেদজ্ঞ) পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ]। মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের শতগুণ আনন্দ এক [পূর্ণমাত্রা] দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ। (দেবগন্ধর্ব্ব একজাতীয় জীব)। কামনা-মুক্ত শ্রো'ত্রয় পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ]। দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দের শতগুণ চিরলোকবাসী পিতৃদিগের এক [পূর্ণমাত্রা] আনন্দ। (যাঁহাদের লোক অর্থাৎ বাসস্থান চিরকালস্থায়ী, অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাঁহাদিগকে চিরলোকবাসী বলে)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয়পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ] চিরলোকবাসীদিগের আনন্দের শতগুণ আজানজ দেবতাদিগের এক [পূর্ণমাত্রা] আনন্দ। (বিশেষ বিশেষ স্মৃতিবিহিত কর্ম্মবশতঃ আজানে অর্থাৎ দেবলোকে জাত দেবতাদিগকে আজানজ দেবতা বলে)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয়

পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ]। আজানজ দেবতার আনন্দের শতগুণ [সেই] কর্ম্মদেবতাদিগের এক [পূর্ণমাত্রা] আনন্দ, যাঁহারা [শ্রুতিবিহিত অগ্নিহোত্রাদি] কর্ম্ম দ্বারা দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ]। কর্ম্মদেবতাদিগের আনন্দের শতগুণ দেবতাদিগের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ জন বৈদিক দেবতা)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ]। [অপর] দেবতাদিগের আনন্দের শতগুণ (দেবরাজ) ইন্দ্রের এক [পূর্ণমাত্রা] আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ]। ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ [দেবগুরু] বৃহস্পতির এক [পূর্ণমাত্রা] আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ]। বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ প্রজাপতির এক [পূর্ণমাত্রা] আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ]। প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ ব্রহ্মের এক [পূর্ণমাত্রা] আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষেরও [সেই পরিমাণ আনন্দ]। এই যে [আত্মা] মনুষ্যে এবং ঐ যে [আত্মা] আদিত্যে, তিনি একই। যিনি ইহা জানেন, তিনি এই লোক হইতে অপসৃত হইয়া এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। এ বিষয়েও এই শ্লোক [উক্ত] হইতেছে ॥ ৮ ॥ ইতি অষ্টম অনুবাক ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ৯॥ ইতি নবমোঽনুবাকঃ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দনাম-দ্বিতীয়বল্লী।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কোন বস্তু হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়েন না, ইতি। "আমি কেন সাধু কর্ম্ম করি নাই, আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিয়াছি?" এই [চিন্তা] তাঁহাকে (অর্থাৎ জ্ঞানীকে) সন্তপ্ত করে না। যিনি এরূপ জানেন, তিনি ইহাদিগকে (অর্থাৎ পাপপুণ্যকে) আত্মভাবে [দেখিয়া] আপনাকে পরিতৃপ্ত করেন। যিনি এরূপ জানেন, তিনি এই উভয়কে আত্মভাবে [দেখিয়া] আপনাকে পরিতৃপ্ত করেন। এই উপনিষৎ [উক্ত হইল]॥ ৯॥ ইতি নবম অনুবাক॥

ইতি ব্রহ্মানন্দ নামক দ্বিতীয় বল্লী।

———

ভৃগুবল্লী-নাম-তৃতীয়বল্লী

হরিঃ ॥ ওঁ ॥

সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা॥ ১ ॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ ॥

বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন; তাঁহাকে তিনি এই বলিলেন,—অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্য [এই সমুদায় ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার]। তাঁহাকে বরুণ [আরও] বলিলেন,—যাঁহা হইতে এই প্রাণিসমূহ জন্মে, জন্মিয়া যাঁহাতে জীবন ধারণ করে, [এবং প্রলয়কালে] যাঁহাতে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে চেষ্টা কর, ইতি। তিনি (অর্থাৎ ভৃগু) তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ইতি প্রথম অনুবাক ॥

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা॥ ২॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

জানিতে পারিলেন যে অন্ন ব্রহ্ম। যেহেতু অন্ন হইতেই এই সকল প্রাণী জন্মে, জন্মিয়া অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করে এবং অন্নেতেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। ইহা জানিয়া তিনি পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধন)।" তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ২॥ ইতি দ্বিতীয় অনুবাক॥

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা॥ ৩॥ ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥

জানিতে পারিলেন যে, প্রাণ ব্রহ্ম। যেহেতু প্রাণ হইতেই এই প্রাণিসমূহ জন্মে, জন্মিয়া প্রাণ দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং প্রাণে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। তাহা জানিয়া তিনি পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের

সাধন)।" তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ৩ ॥
ইতি তৃতীয় অনুবাক ॥

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥ ৪ ॥ চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥

জানিতে পারিলেন যে, মন ব্রহ্ম। যেহেতু মন হইতেই এই প্রাণিসমূহ জন্মে, জন্মিয়া মনে জীবন ধারণ করে এবং মনে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। তাহা জানিয়া তিনি পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন)।" তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ৪ ॥
ইতি চতুর্থ অনুবাক ॥

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥ ৫ ॥ পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥

জানিতে পারিলেন যে, বিজ্ঞান ব্রহ্ম। যেহেতু বিজ্ঞান হইতেই এই প্রাণিসমূহ জন্মে, জন্মিয়া বিজ্ঞানে জীবন ধারণ করে এবং

বিজ্ঞানে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। তাহা জানিয়া তিনি পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধন)।" তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া— ॥ ৫ ॥ ইতি পঞ্চম অনুবাক ॥

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশ-ন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৬ ॥ ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥

জানিতে পারিলেন যে আনন্দ ব্রহ্ম। যে হেতু আনন্দ হইতেই এই প্রাণিসমূহ জন্মে, জন্মিয়া আনন্দে জীবন ধারণ করে এবং আনন্দে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। এই ভার্গবী বারুণী (অর্থাৎ ভৃগুকর্ত্তৃক বিদিত এবং বরুণকর্ত্তৃক উক্ত) বিদ্যা উচ্চতম [হৃদয়-রূপ] আকাশে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এরূপ জানেন, তিনি [ব্রহ্মে] প্রতিষ্ঠিত হয়েন, অন্নবান্ এবং অন্নভোক্তা (অর্থাৎ সুস্থকায়) হয়েন, এবং পুত্রাদি, পশু, ব্রহ্মতেজ ও কীর্ত্তি বিষয়ে মহান্ হয়েন ॥ ৬ ॥ ইতি ষষ্ঠ অনুবাক ॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ

প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভি-র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৭ ॥ ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥

অন্নের নিন্দা করিবে না। তাহা ব্রত। প্রাণ অন্ন। শরীর অন্ন-ভোক্তা। প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত। শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি [ব্রহ্মে] প্রতিষ্ঠিত হয়েন, অন্নবান্ ও অন্ন-ভোক্তা এবং পুত্রাদি, পশু, ব্রহ্মতেজ ও কীর্ত্তি বিষয়ে মহান্ হয়েন ॥ ৭ ॥ ইতি সপ্তম অনুবাক ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতি-রন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতি-তিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভি-র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৮ ॥ ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥

অন্নকে পরিত্যাগ করিবে না। তাহা ব্রত। জল অন্ন। জ্যোতিঃ অন্নভোক্তা। জলে জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি [ব্রহ্মে] প্রতিষ্ঠিত হয়েন, অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা এবং পুত্রাদি, পশু, ব্রহ্মতেজ ও কীর্ত্তি বিষয়ে মহান্ হয়েন ॥ ৮ ॥ ইতি অষ্টম অনুবাক ॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশো-ঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতি-ষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং

বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৯ ॥ ইতি নবমোঽনুবাকঃ ॥

বহু অন্ন [অর্জ্জন] করিবে। তাহা ব্রত। পৃথিবী অন্ন। আকাশ অন্নভোক্তা। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি [ব্রহ্মে] প্রতিষ্ঠিত হয়েন, অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা এবং পুত্রাদি পশু, ব্রহ্মতেজ ও কীর্ত্তিবিষয়ে মহান্ হয়েন ॥ ৯ ॥ ইতি নবম অনুবাক ॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্ বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্ বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতি-রমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। তন্নম ইত্যুপাসীত নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স

একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মান মুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়-মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দ-ময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হাবু হাবু হাবু। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহংশ্লোককৃদহংশ্লোক-কৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতাস্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য নাভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মাবাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমদ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাম্। সুবর্ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥১০॥ ইতি দশমোঽনুবাকঃ॥

সহনাববতু ইত্যাদিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-নাম-তৃতীয়বল্লী।

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সম্পূর্ণা।

বাসের জন্য [আগত] কাহাকেও ফিরাইয়া দিবে না। তাহা ব্রত। সেইজন্য যে কোন প্রকারে হউক, বহু অন্ন সংগ্রহ করিবে। [সাধু গৃহস্থগণ] তাঁহাকে (অর্থাৎ অভ্যাগত ব্যক্তিকে) বলেন,— "আমরা অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি।" যিনি শ্রেষ্ঠরূপে (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপচারের সহিত) এই অন্ন নিবেদন করেন, তাঁহার নিকট অন্ন শ্রেষ্ঠরূপে উপস্থিত হয়েন। যিনি মধ্যমরূপে (অর্থাৎ মধ্যম উপচারের সহিত) এই অন্ন নিবেদন করেন, তাঁহার নিকট অন্ন মধ্যমরূপে উপস্থিত হয়েন। যিনি এই অন্ন নীচভাবে (অর্থাৎ) অবজ্ঞার সহিত) নিবেদন করেন, তাঁহার নিকট অন্ন নীচভাবে উপস্থিত

হয়েন। যিনি এরূপ জানেন [তিনি পশ্চাদুক্ত প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা করেন,—] বাক্যে ক্ষেম (অর্থাৎ প্রাপ্তরক্ষণ) [রূপে] (অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্যে ক্ষেমরূপে প্রতিষ্ঠিত, এই ভাবে উপাস্য)। প্রাণ অপানে যোগক্ষেম (অর্থাৎ অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত-বস্তুর রক্ষণ) রূপে। হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে। পাদদ্বয়ে গতিরূপে। মলদ্বারে নির্গমনরূপে। এই হইল [ব্রহ্মের] মনুষ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান (বা উপাসনা) তৎপর দেবতা সম্বন্ধীয় [জ্ঞান উক্ত হইতেছে।] বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে। বিদ্যুতে বলরূপে। পশুতে যশোরূপে। নক্ষত্রে জ্যোতিঃস্বরূপে। জননেন্দ্রিয়ে সন্তানোৎপত্তি, অমরত্ব ও আনন্দ-রূপে। আকাশে সর্ব্বরূপে। যে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠারূপে উপাসনা করে, সে প্রতিষ্ঠাবান্ হয়। যে তাঁহাকে মহত্বরূপে উপাসনা করে, সে মহান্ হয়। যে তাঁহাকে মননরূপে উপাসনা করে, সে মনন-সমর্থ হয়। যে তাঁহাকে নমনরূপে উপাসনা করে তাঁহার নিকট ভোগ্যবিষয় সমূহ নত হয়। যে তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্রহ্মবান্ হয়। যে তাঁহাকে ব্রহ্মের পরিমর (অর্থাৎ) আকাশ *-রূপে উপাসনা করে, তাহার দ্বেষকারী শত্রুগণ চারিদিকে মরিয়া যায়। যাহারা তাহার অপ্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী [তাহারাও] মরিয়া যায়। এই যে [আত্মা] মনুষ্যে এবং ঐ যে [আত্মা] আদিত্যে, তিনি একই। যিনি ইহা জানেন, তিনি এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত

---

* "ব্রহ্মের পরিমরঃ" অর্থ—যাহাতে বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্রমা, আদিত্য ও অগ্নি এই পঞ্চ দেবতার মৃত্যু অর্থাৎ লয় হয়। অতএব বায়ু পরিমর; কারণ অন্য এক শ্রুতিতে তাহাই বলা হইয়াছে। এই বায়ু আকাশের সহিত অভিন্ন, অতএব আকাশ ব্রহ্মের পরিমর, ইতি ভাবার্থ।

হইয়া, এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ অন্নবান্ এবং ইচ্ছানুরূপ রূপবান্ হইয়া (অর্থাৎ যে-যে রূপ পাইতে ইচ্ছা, সেই-সেই রূপ পাইয়া), এই সকল লোক উপভোগ করিয়া এই সাম গাহিতে থাকেন,— "অহো, আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা। আমি শ্লোক-রচয়িতা, আমি শ্লোক-রচয়িতা, আমি শ্লোক-রচয়িতা (ত্রিরুক্তি বিস্ময় বুঝাইতেছে)। আমি সত্যের (অর্থাৎ এই মূর্ত্তামূর্ত্ত জগতের) প্রথমজ (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ)। আমি দেবতাদিগের পূর্ব্বে [সর্ব্বপ্রাণীর] অমরত্বের নাভি (অর্থাৎ কারণ) ছিলাম। [অন্নার্থীকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং] যে ভোজন করে, আমি তাহাকে ভোজন করি। আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্যুক্ত আমি সমস্ত ভুবনকে উপসংহার করি। যিনি ইহা যানেন [তিনি যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়েন]। এই উপনিষৎ ॥ ১০ ॥ ইতি দশম অনুবাক ॥

ইতি ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় বল্লী।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'প্রবোধক' নামক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পাশুপতব্রহ্মোপনিষৎ

১। হরিঃ ওঁ অথ হ বৈ স্বয়ম্ভুর্ব্রহ্মা প্রজাঃ সৃজানীতি কামকামো জায়তে কামেশ্বরো বৈশ্রবণঃ। বৈশ্রবণো ব্রহ্মপুত্রো বালখিল্যঃ স্বয়ম্ভুবং পরিপৃচ্ছতি জগতাং কা বিদ্যা কা দেবতা জাগ্রত্তুরীয়য়োরস্য কো দেবো যানি তস্য বশানি কালাঃ কিয়ৎপ্রমাণাঃ কস্যাজ্ঞয়া রবিচন্দ্রগ্রহাদয়ো ভাসন্তে কস্য মহিমা গগনস্বরূপ এতদহং শ্রোতুমিচ্ছামি নান্যো জানাতি ত্বং ব্রূহি ব্রহ্মন্। স্বয়ম্ভূরুবাচ কৃৎস্নজগতাং মাতৃকা বিদ্যা দ্বিত্রিবর্ণসহিতা দ্বিবর্ণমাতা ত্রিবর্ণসহিতা। চতুর্মাত্রাত্মকোঙ্কারো মম প্রাণাত্মিকা দেবতা। অহমেব জগত্রয়স্যৈকঃ পতিঃ। মম বশানি সর্ব্বাণি যুগান্যপি। অহোরাত্রাদয়ো মৎসংবর্দ্ধিতাঃ কালাঃ। মম রূপা রবেস্তেজশ্চন্দ্রনক্ষত্রগ্রহতেজাংসি চ। গগনো মম ত্রিশক্তিমায়াস্বরূপঃ নান্যো মদস্তি। তমোমায়াত্মকো রুদ্রঃ সাত্ত্বিকমায়াত্মকো বিষ্ণু রাজসমায়াত্মকো ব্রহ্মা। ইন্দ্রাদয়স্তামসরাজসাত্মিকা ন সাত্ত্বিকঃ কোঽপি অঘোরঃ সর্ব্বসাধারণস্বরূপঃ।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয়-বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্য পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন, তিনি অনাদি মায়া এবং অনন্ত প্রাণিগণের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-স্বর্গীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানজন্য সংস্কাররূপ সূক্ষ্ম নামরূপাত্মক অবিদ্যারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া মায়াবৃত্তিদ্বারা "আমি দেবমনুষ্যাদি প্রজা সৃষ্টি করিব" এইরূপ

সৃষ্টিবিষয়ে অভিলাষী হইলেন। ইঁহার কোনও কারণ হইতে উৎপত্তি হয় নাই, এই জন্য তিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রজাপতি বা ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। ইনি সকল প্রকার কামনার ঈশ্বর, যেহেতু ইনি অনাদি মিথ্যাভূত মায়াকে আশ্রয় করিয়া কেবল কামনা বা সঙ্কল্পের দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির নিমিত্ত বাহ্য কোনও উপাদান বা নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা নাই, স্বয়ংই মায়া আশ্রয় করিয়া উপাদান এবং স্বয়ং নিমিত্ত কারণ। ইনি বৈশ্রবণনামেও প্রসিদ্ধ। ("কামেশ্বরো বৈশ্রবণঃ" এই অংশের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে) প্রজাপতির সঙ্কল্পানন্তর বৈশ্রবণনামে প্রসিদ্ধ কাম অর্থাৎ ধনের অধিপতি উৎপন্ন হইলেন। তদনন্তর প্রজাপতির পুত্র বৈশ্রবণ বালখিল্য ঋষি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জগৎ অর্থাৎ প্রপঞ্চসমূহের বিদ্যা কি? অর্থাৎ কোন্ বিদ্যা লাভ করিলে এই প্রপঞ্চের যথার্থ স্বরূপ জানা যাইতে পারে? এই প্রপঞ্চের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? এই প্রপঞ্চের অন্তর্গত জীব-চৈতন্যের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ ত্রিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, এই অবস্থাত্রয়ের অতীত স্বাভাবিক তুরীয় অবস্থা ও শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায়, এই অবস্থা সকল যে দেবতার বশীভূত সেই দেবতা কে? কালসমূহের পরিমাণ কিরূপ? সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্য গ্রহসমূহ কাহার আজ্ঞায় দীপ্তিশালী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে? কাহার মহিমা আকাশের ন্যায় ব্যাপক? আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, হে ব্রহ্মন্! আপনি ভিন্ন আর কেহ ইহা জানে না, অতএব আপনি এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন।

সমস্তযাগানাং রুদ্রঃ পশুপতিঃ কর্ত্তা। রুদ্রো যাগদেবো বিষ্ণুরধ্বর্যুর্হোতেন্দ্রো দেবতা যজ্ঞভুগ্‌ মানসং ব্রহ্ম মাহেশ্বরং ব্রহ্ম মানসং হংসঃ সোঽহং হংস ইতি। তন্ময়যজ্ঞো নাদানুসন্ধানম্‌। তন্ময়বিকারো জীবঃ। পরমাত্মস্বরূপো হংসঃ। অন্তর্বহিশ্চরতি হংসঃ। অন্তর্গতোঽনবকাশান্তর্গতসুপর্ণস্বরূপো হংসঃ। ষণ্ণবতিতত্ত্ব-তন্তুবদ্ব্যক্তং চিৎসূত্রত্রয়চিন্ময়লক্ষণং নবতত্ত্বত্রিরাবৃতং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা-ত্মকমগ্নিত্রয়কলোপেতং চিদ্‌গ্রন্থিবন্ধনম্‌। অদ্বৈতগ্রন্থিঃ যজ্ঞসাধারণাঙ্গং বহিরন্তর্জ্বলনং যজ্ঞাঙ্গলক্ষণব্রহ্মস্বরূপো হংসঃ। উপবীতলক্ষণসূত্রব্রহ্মগা যজ্ঞাঃ। ব্রহ্মাঙ্গলক্ষণযুক্তো যজ্ঞসূত্রম্‌। তদ্‌ব্রহ্মসূত্রম্‌। যজ্ঞসূত্র-সম্বন্ধী ব্রহ্মযজ্ঞঃ। তৎস্বরূপোঽঙ্গানি মাত্রাণি। মনো যজ্ঞস্য হংসো যজ্ঞসূত্রম্‌। প্রণবং ব্রহ্মসূত্রং ব্রহ্মযজ্ঞময়ম্‌। প্রণবান্তর্ব্বর্ত্তী হংসো ব্রহ্মসূত্রম্‌। তদেব ব্রহ্মযজ্ঞময়ং মোক্ষক্রমম্‌। ব্রহ্মসন্ধ্যাক্রিয়া মনোযাগঃ। সন্ধ্যাক্রিয়া মনোযাগস্য লক্ষণম্‌। যজ্ঞসূত্রপ্রণবব্রহ্ম-যজ্ঞক্রিয়াযুক্তো ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণ চরন্তি দেবাঃ। হংসসূত্রচর্য্যা যজ্ঞাঃ। হংসপ্রণবয়োরভেদঃ। হংসস্য প্রার্থনাস্ত্রিকালাঃ। ত্রিকালাস্ত্রিবর্ণাঃ। ত্রেতাগ্ন্যনুসন্ধানো যাগঃ। ত্রেতাগ্ন্যাকৃতিবর্ণোঙ্কারহং-সানুসন্ধানোঽন্তর্যাগঃ। চিৎস্বরূপবত্তন্ময়ং তুরীয়স্বরূপম্‌। অন্তরাদিত্যে জ্যোতিঃস্বরূপো হংসঃ। যজ্ঞাঙ্গং ব্রহ্মসম্পত্তিঃ। ব্রহ্মপ্রবৃত্তৌ তৎ-প্রণবহংসসূত্রেণৈব ধ্যানমাচরন্তি। প্রোবাচ পুনঃ স্বয়ম্ভুবং প্রতিজানীতে ব্রহ্মপুত্রো ঋষির্ব্বালখিল্যঃ। হংসসূত্রাণি কতিসংখ্যানি কিয়দ্বা প্রমাণম্‌। হৃত্যাদিত্যমরীচীনাং পদং ষণ্ণবতিঃ। চিৎসূত্র-ঘ্রাণয়োঃ স্বর্নির্গতা প্রণবধারা ষড়ঙ্গুলদশাশীতিঃ। বামবাহুদক্ষিণকট্যো-রন্তশ্চরন্তি হংসঃ পরমাত্মা ব্রহ্মগুহ্যপ্রকারো নান্যত্র বিদিতঃ। জানন্তি

তেঽমৃতফলকাঃ। সর্ব্বকালং হংসং প্রকাশকম্। প্রণবহংসান্তর্ধ্যান-প্রকৃতিং বিনা ন মুক্তিঃ। নবসূত্রান্ পরিচর্চিতান্। তেঽপি যদ্‌ব্রহ্ম চরন্তি। অন্তরাদিত্যং ন জ্ঞাতং মনুষ্যাণাম্। জগদাদিত্যো রোচত ইতি জ্ঞাত্বা তে মর্ত্ত্যা বিবুধাস্তপনপ্রার্থনাযুক্তা আচরন্তি। বাজপেয়ঃ পশুহর্ত্তা অধ্বর্যুরিন্দ্রো দেবতা অহিংসা ধর্ম্মযাগঃ পরমহংসোঽধ্বর্যুঃ পরমাত্মা দেবতা পশুপতিঃ ব্রহ্মোপনিষদো ব্রহ্ম। স্বাধ্যায়যুক্তা ব্রাহ্মণাশ্চরন্তি। অশ্বমেধামহোযজ্ঞকথা। তদ্রাজ্ঞা ব্রহ্মচর্য্যমাচরন্তি। সর্ব্বেষাং পূর্ব্বোক্তব্রহ্মযজ্ঞক্রমং মুক্তিক্রমমিতি ব্রহ্মপুত্রঃ প্রোবাচ। উদিতো হংস ঋষিঃ। স্বয়ম্ভুস্তিরোদধে। রুদ্রো ব্রহ্মোপনিষদো হংসজ্যোতিঃ পশুপতিঃ প্রণবস্তারকঃ স এবং বেদ।

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ স্বয়ম্ভু বলিলেন,—এই জগতের জননীরূপা দুই-তিন বর্ণযুক্ত মাতৃকাবিদ্যার স্বরূপ বলিতেছি, এই বিদ্যা সর্ব্বপ্রধান, ইহাতে অন্য সকল বিদ্যাই অন্তর্ভূত। হংসাত্মিকা বিদ্যা বর্ণদ্বয় দ্বারা পরিমিত, এবং প্রণবাত্মিকা বিদ্যা আকার, উকার ও মকাররূপ বর্ণত্রয় যুক্তা। মাত্রা-চতুষ্টয়যুক্ত ওঁকার আমার প্রাণস্বরূপা দেবতা। (অভিধানাত্মক মন্ত্র অভিধেয় দেবতা হইতে ভিন্ন নহে, এইজন্য প্রণব ও ব্রহ্মরূপ দেবতার অভেদ কথিত হইল। প্রণবের মাত্রা যে চারিটী, তাহা নাদবিন্দু উপনিষদে কথিত হইয়াছে। যথা,—আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা, দ্বিতীয় মাত্রা বায়বী, তৃতীয় মাত্রা সূর্য্যমণ্ডলবৎ দীপ্তিশালিনী এবং চতুর্থী অর্দ্ধমাত্রা বারুণী। আমিই ত্রিলোকের একমাত্র অধিপতি সকল যুগাত্মক কালও আমারই বশীভূত। অহোরাত্রপ্রভৃতি কাল আমা হইতে সম্বর্দ্ধিত। রবির

তেজঃ চন্দ্র নক্ষত্রাদির প্রভা আমারই রূপ। এই মহৎ গগন আমার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত ত্রিশক্তি মায়ার পরিণাম। আমা হইতে পৃথক্ কোন বস্তুই নাই। রুদ্রদেব তমোগুণ-প্রধান মায়া আশ্রয় করিয়া সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন, বিষ্ণু সত্ত্বগুণ-প্রধান মায়া অবলম্বন করিয়া পালন এবং ব্রহ্মা (আমি মায়ার উদ্ভূত রজোগুণ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকি। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মায়ায় উদ্রিক্ত রজঃ ও তমোগুণ আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ফলতঃ এক আমিই পূর্ব্বোক্তরূপ উপাধি-ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকি, কেহই আমা হইতে ভিন্ন নহে। বিষ্ণুব্যতীত কেহই সত্ত্বগুণাশ্রিত নহেন। অঘোরাখ্য শিব সকলের সাধারণ স্বরূপ অর্থাৎ সকল উপাধিনির্মুক্ত তুরীয় শিব-চৈতন্যই তৎ তৎ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া অনন্ত জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন, এইজন্য শিব-চৈতন্যই সকলের সাধারণ স্বরূপ।

পশুপতি রুদ্রদেব সমস্ত যাগের কর্ত্তা, তিনিই সমস্ত জীবে অন্তর্যামি-রূপে অবস্থিত হইয়া সমস্ত যাগাদি ক্রিয়াতে প্রেরণ করিয়া তৎ তৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যদিও পরমেশ্বর সমস্ত কার্য্যেরই প্রযোজক, তথাপি এ স্থলে মানস যাগ প্রস্তাবে সমস্ত যাগের কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রুদ্রদেবই সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু যাগের অধ্বর্য্যু, দেবরাজ ইন্দ্র হোতা, অন্যান্য দেবগণ যজ্ঞীয় হবির ভোক্তা। অন্তর্যাগে পূর্ব্বোক্তরূপে রুদ্রদেবকে অধিষ্ঠাতৃরূপে, বিষ্ণুকে অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় পুরোহিতরূপে; ইন্দ্রকে হোতা (ঋগ্‌বেদীয় পুরোহিত-রূপে) ও

অন্যান্য দেবগণকে হবির্ভোক্তৃরূপে চিন্তা করিবে। (এখন হংসবিদ্যা ও পরব্রহ্মের অভেদ বলা হইতেছে), হংসমন্ত্র পরব্রহ্মের অভিধায়ক, অভিধান ও অভিধেয়ের অভেদ শাস্ত্রসম্মত। এই অভেদসাধনের নিমিত্ত হংস ও পরব্রহ্মের সমান ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্ম মানস অর্থাৎ মনেতে পরব্রহ্মের স্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে এবং মনের দ্বারাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, এইজন্য পরমব্রহ্ম মানস, এই ব্রহ্মই মহেশ্বরের স্বরূপ। হংসমন্ত্রও মানস অর্থাৎ মনের দ্বারাই ইহার ধ্যানাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে, অথচ হংসমন্ত্র 'সোঽহং' স্বরূপ। "সোঽহং" বাক্যের অর্থ আমি সেই। "সঃ" শব্দের বাচ্য সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমেশ্বর এবং লক্ষ্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিশূন্য চৈতন্যমাত্র। এইরূপ অহংশব্দের বাচ্য অল্পজ্ঞত্ব, অজ্ঞত্ব ও দুঃখিত্বাদিধর্ম্মযুক্ত জীবাত্মা, লক্ষ্য এই অল্পজ্ঞত্বাদিধর্ম্মবিহীন চৈতন্যমাত্র। অতএব "সঃ" ও "অহং" শব্দের লক্ষ্য অর্থ শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র। "হংস" এই "সোঽহং" শব্দের লক্ষ্য চৈতন্যস্বরূপ, এইজন্য হংস ও ব্রহ্ম অভিন্ন; অপিচ ব্রহ্মে পূর্ব্বোক্তরূপে মানসত্ব ও মহেশ্বররূপতা আছে, হংসেও সেইরূপ মানসত্ব ও মহেশ্বরাত্মক চৈতন্যস্বরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং উভয়ের অভেদ সিদ্ধ হইল। ব্রহ্মস্বরূপ নাদাত্মক ঘোষবিশেষের চিন্তাই হংসাভিন্ন ব্রহ্মোপাসনারূপ অন্তর্যাগ। হংসাত্মক ব্রহ্মের অন্তঃকরণাদিরূপ উপাধিকল্পিত চৈতন্যের বিকার বা অংশই জীব। অভিধান ও অভিধেয়ের অভেদবশতঃ "হংস" পরমাত্মার স্বরূপ। হংসাত্মক ধ্বনি দেহাভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে বিচরণ করে। জীবগণের শ্বাসরূপ

প্রাণবায়ু "লুঃ" ধ্বনির সহিত নাসিকা হইতে দ্বাদশাঙ্গুল্যাদিপর্য্যন্ত বহির্দ্দেশে এবং নিশ্বাস গ্রহণ কালে "স" ধ্বনিতে সেইরূপ হৃদয়াদিতে প্রবেশ করিয়া দেহাভ্যন্তরদেশে বিচরণ করিয়া থাকে। এই "হংস"মন্ত্র হৃদয়াকাশে সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষিতুল্য। মানবগণের দেহ ষণ্ণবতি (৯৬) অঙ্গুলি-পরিমিত, এই নিমিত্ত দেহ ষণ্ণবতি তত্ত্বনামে কথিত হয়, সেই দেহে ধারণীয় বাহ্য যজ্ঞসূত্রের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়াত্মক উপাধিত্রয়ভেদে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই চিৎসূত্রত্রয়রূপে অভিব্যক্ত হয়। ব্রহ্মচৈতন্যে আরোপিত পৃথিব্যাদি নয়টী তত্ত্ব সাত্ত্বিক রাজস ও তামসভেদে ত্রিগুণিত হইয়া ত্রিগুণিত নবগুণ বাহ্যযজ্ঞসূত্রতুল্য। এই কারণেও ব্রহ্ম বাহ্য যজ্ঞসূত্র তুল্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সন্ন্যাসিগণ বাহ্য যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মেই যজ্ঞসূত্রত্ব ধ্যান করিবে। গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক যজ্ঞীয় অগ্নিত্রয়ের কলাযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণরূপ উপাধিভেদে সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবই চিৎগ্রন্থির বন্ধন। সূক্ষ্ম-স্থূল শরীরের সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদিতে সর্ব্বপ্রথমতঃ আহার্য্য সমষ্টি অবিদ্যা দ্বারা চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইহাঁরা চিৎগ্রন্থির বন্ধন। ইহাই অদ্বৈতগ্রন্থি; যেহেতু অবিদ্যাবশতঃ বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধ দ্বারা দ্বৈত ও অদ্বৈতের সম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ অবিদ্যা ও তাহার সম্বন্ধাদি ব্রহ্মেই আরোপিত, এইজন্য ব্রহ্মই দ্বৈত ও অদ্বৈতের গ্রন্থিস্বরূপ। এই হংসাত্মক ব্রহ্মই সাধারণ যজ্ঞের অঙ্গ। সাধারণ যজ্ঞের স্বর্গাদি ফল সাধ্য, হবিস্ত্যাগাদিরূপ যাগ স্বর্গাদিফলের সাধন যজ্ঞোপবীত

ও দধি প্রভৃতি আহুতিদ্রব্য যাগের সাধন, ব্রাহ্মণাদিবর্ণ ও গৃহস্থাদি আশ্রম-বিশিষ্ট মানব কর্ত্তা। ব্রহ্মেতে এই সকল আরোপিত, ব্রহ্মসত্তাব্যতিরেকে এই সকলের পৃথক্ সত্তা নাই। এই হেতু ব্রহ্মই সাধারণ যাগের অঙ্গ। হংসমন্ত্র হংকার ও সাকাররূপে বাহ্যদেশে ও আন্তরদেশে প্রকাশ পায়; ব্রহ্মও বাহ্য জগৎরূপে ও অন্তের বুদ্ধ্যাদিরূপে প্রকাশিত হন, অতএব হংসযজ্ঞের সাধারণ অঙ্গ ব্রহ্মের স্বরূপ। অগ্নিহোত্রাদি বাহ্যযাগ যজ্ঞোপবীতস্বরূপ সূত্রাত্মক ব্রহ্মে আশ্রিত। যজ্ঞরূপ পরমাত্মার সূত্র অর্থাৎ তাহার সহিত অভিন্ন বলিয়া চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মের সূচক জীবাত্মা পরব্রহ্মের উপাধি-পরিচ্ছিন্ন অঙ্গের লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্ন অংশস্বরূপ। সেই জীবাত্মাই ব্রহ্মসূত্র। পরব্রহ্মের সূচক বলিয়া জীবাত্মাতে ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বাহ্য যজ্ঞোপবীত দৃষ্টি করিবে। এই জীবাত্মরূপ যজ্ঞসূত্র-কর্ত্তৃকই জীবব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদনীয়। এইজন্য জীবাত্মক যজ্ঞসূত্রের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের সম্বন্ধ আছে। ফলতঃ প্রথমতঃ অবিদ্যাদি উপাধিযুক্ত জীবের স্বরূপ জানিতে হয়, তৎপর সেই সেই উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত জীবচৈতন্যের অভেদ-জ্ঞানরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের উপাধি-পরিচ্ছন্ন অঙ্গস্বরূপ জীব, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ও তাহার বিষয় সকল ব্রহ্মেরই স্বরূপ, যেহেতু তাহা ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানেই আরোপিত। মানস জীবব্রহ্মাভেদ-জ্ঞানরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের হংসই যজ্ঞ-সূত্র, যেহেতু হংসমন্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। ওঁকাররূপ প্রণবকে পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপের সূচক ব্রহ্ম জ্ঞানাত্মক জানিবে। প্রণবের অন্তর্ব্বর্ত্তী হংসও ব্রহ্মসূত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সাধন এবং তাহাকেই

ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক মোক্ষের ক্রম বা হেতু বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মের সম্যক্ ধ্যানরূপ কার্য্যই মনোযোগ। পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অভেদরূপে সম্যক্‌প্রকার ধ্যানরূপ যে মানস ব্যাপার তাহাই মানস ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ। যিনি জীবাত্মাতে যজ্ঞসূত্র-দৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রণবদ্বারা ব্রহ্মধ্যানরূপ ক্রিয়াযুক্ত, তিনি ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য। ইন্দ্রাদি দেবগণও শ্রবণ মননাদি জ্ঞানসাধন এবং প্রণব-হংসের ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠানাত্মক ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিয়া থাকেন। হংসাত্মক ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন মন্ত্রের ধ্যানাদির অনুষ্ঠানই ব্রহ্মযজ্ঞ। হংস ও প্রণবের ভেদ নাই। হংসমন্ত্রের প্রধানতঃ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংরূপ কালত্রয়ে ধ্যান করিতে হয়। উক্ত কালত্রয়ে সোপাধিক ব্রহ্ম উপাসনাকালে রক্ত কৃষ্ণ ও শ্বেত এই তিন বর্ণের ধ্যান করিবে। অগ্নিহোত্রাদি যাগসাধন গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক অগ্নিত্রয়ে হংসদৃষ্টিতে উপাসনা আত্মজ্ঞান সাধন যজ্ঞ। অগ্নিহোত্রাদি যাগে গার্হপত্যাদি অগ্নির যেইরূপ আকৃতি উক্ত হইয়াছে তদ্রূপে বর্ণাত্মক হংস ও প্রণবের উপাসনা অন্তর্যাগ। নিরুপাধিক চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মের ন্যায় হংস ও প্রণবাত্মক জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ উপাধিত্রয়াতীত তুরীয় চৈতন্যাত্মক আত্মস্বরূপের ধ্যান করিবে। ফলতঃ হংস ও প্রণব দ্বারা যেরূপ সোপাধিক সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিবে যেমন নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনাও করিবে ইহাই তাৎপর্য্য। সূর্য্যমণ্ডলে জ্যোতিঃস্বরূপ হংসাত্মক পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মের সম্পৎরূপ উপাসনা ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের অঙ্গ। এইস্থলে আদিত্যাদি নিকৃষ্টালম্বনের তিরস্কারপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ব্রহ্মরূপে উপাসনাই ব্রহ্মের সম্পৎরূপ উপাসনা। সাধকগণ আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত প্রণব ও হংসরূপ সূত্রদ্বারাই উপাসনা করিয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্র বালখিল্য ঋষি জানিতে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় স্বয়ম্ভূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যজ্ঞসূত্ররূপে ধ্যেয় অথবা ব্রহ্মজ্ঞানসাধন হংসমন্ত্রের সংখ্যা কত ? তাহার পরিণাম কিরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ স্বয়ম্ভু বলিলেন,—হৃদয়ে সূর্য্যকিরণসমূহের ষণ্ণবতিসংখ্যক স্থান আছে ; পূর্ব্বে হংসকে আদিত্যের জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হইয়াছে, সুতরাং সূর্য্যরশ্মির স্থানসংখ্যাই হংসের সংখ্যা। হংসে যজ্ঞসূত্রত্বের আরোপের নিমিত্ত এই সংখ্যা কল্পিত হইয়াছে। চিৎসূত্র ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে নির্গত স্বর্গস্থানপর্য্যন্তগামী প্রণবপ্রবাহের পরিমাণ ৯৬ ষণ্ণবতি অঙ্গুলি। স্বভাবতঃ মানবদেহের পরিমাণ ৯৬ ষণ্ণবতি অঙ্গুলি, এইজন্য দেহব্যাপী প্রণবধারার পরিমাণ ৯৬ ষণ্ণবতি অঙ্গুলি। হংসরূপপরমাত্মা বামবাহুর মূল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কটিপর্য্যন্ত দেহাভ্যন্তরে বিচরণ করে। ইহা গূঢ় ব্রহ্মের স্বরূপ। এই ব্রহ্ম হংস ও প্রণবব্যতিরেকে অন্যত্র বিদিত হয় না। যাহারা ইহা জানে তাহারা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। তাহারা হংসকে সর্ব্বদা ধ্যেয় এবং আত্মস্বরূপপ্রকাশক বলিয়া জানে। প্রণব ও বুদ্ধির দ্বারা স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানব্যতিরেকে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। সন্ন্যাসিগণ বাহ্যযজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মযাগের আচরণ করিয়া থাকে। তাহারা ব্রহ্মেরই আচরণ করে। আকাশস্থ সূর্য্য যেমন বাহ্যবস্তুসমূহের প্রকাশক, আন্তর হংস আর প্রণবও সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশক, কিন্তু বাহ্যবিষয় পরায়ণ মানবগণের এই আন্তর সূর্য্য বিদিত নহে। বাহ্য জগতের আদিত্যই তাহাদের প্রীতিকর হয়। এইজন্য মর্ত্ত্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও সূর্য্যের উপাসনাপরায়ণ হইয়া সন্ধ্যাদি ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান করেন।

বাজপেয় প্রভৃতি যাগে অধ্বর্যু পশুহিংসা করিয়া থাকে। ইন্দ্র প্রভৃতি মন্বন্তরাদি অল্পকালস্থায়ী দেবতা উপাস্য, কিন্তু শ্রবণ-মননাদি কেবল মানস-ব্যাপার-সাধ্যত্বহেতু হিংসাদিদোষশূন্য চিত্ত-শুদ্ধ্যাদিজনক ব্রহ্মযাগে পরমহংস সন্ন্যাসী অধ্বর্য অর্থাৎ পুরোহিত। পশুপতি পরমাত্মা দেবতারূপে ধ্যেয়। উপনিষদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যার ব্রহ্মই দেবতা। বেদাধ্যয়নপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অশ্বমেধযাগ মহাযজ্ঞ বলিয়া কথিত আছে, উহাও ব্রহ্মযজ্ঞেরই অন্তর্ভূত এইজন্য জনকপ্রভৃতি রাজগণ ব্রহ্মযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন। পূর্বোক্ত ব্রহ্ম-যজ্ঞক্রমই সকলের মুক্তির পথ। ভগবান স্বয়ম্ভু ইহা বলিলে ব্রহ্মপুত্র বালখিল্য ঋষি বলিলেন, আপনি হংসঋষির স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইলাম। উপনিষদ্ বিদ্যার রুদ্রাত্মক ব্রহ্মদেবতা, হংসজ্যোতিঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রকাশক। পশুপতিস্বরূপ প্রণব সংসার নিবর্ত্তক। ব্রহ্মপুত্র বালখিল্য ইহা জানিলেন॥

১। হংসাত্মমালিকাবর্ণব্রহ্মকালপ্রচোদিতা।
পরমাত্মা পুমানিতি ব্রহ্মসম্পত্তিকারিণী।

২। অধ্যাত্মব্রহ্মকল্পস্যাকৃতিঃ কীদৃশী কথা।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাসন্ধ্যাকালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
হংসাখ্যো দেবমাত্মাখ্যমাত্মতত্ত্বপ্রজা কথম্।

৩। অন্তঃপ্রণবনাদাখ্যো হংসঃ প্রত্যয়বোধকঃ।
অন্তর্গতপ্রমাগূঢ়ং জ্ঞাননালং বিরাজিতম্॥

৪। শিবাশক্ত্যাত্মকং রূপং চিন্ময়ানন্দবেদিতম্।
নাদবিন্দুকলা ত্রীণি নেত্রং বিশ্ববিচেষ্টিতম্॥

৫। ত্রিযজ্ঞানি শিখা ত্রীণি দ্বিত্রাণাং সাংখ্যমাকৃতিঃ।
অন্তর্গূঢ়প্রমা হংস প্রনণান্নির্গতং বহিঃ॥

৬। ব্রহ্মসূত্রপদং জ্ঞেয়ং ব্রাহ্মং বিধ্যুক্তলক্ষনম্।
হংসার্কপ্রণবধ্যানমিত্যুক্তো জ্ঞানসাগরে॥

৭। এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ জ্ঞানসাগরপারগঃ।
স্বতঃ শিবঃ পশুপতিঃ সাক্ষী সর্ব্বস্য সর্ব্বদা॥

৮। সর্ব্বেষাং তু মনস্তেন প্রেরিতং নিয়মেন তু।
বিষয়ে গচ্ছতি প্রাণশ্চেষ্টতে বাগ্বদত্যপি॥

৯। চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি শ্রোত্রং সর্ব্বং শৃণোত্যপি।
অন্যানি খানি সর্ব্বাণি তেনৈব প্রেরিতানি তু॥

১০। স্বং স্বং বিষয়মুদ্দিশ্য প্রবর্ত্তন্তে নিরন্তরম্।
প্রবর্ত্তকত্বং চাপ্যস্য মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥

হংসরূপ অজপ-জপমালা হকারসকারাত্মক বর্ণ, ব্রহ্মচৈতন্য ও অহোরাত্ররূপ কালকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া আত্মজ্ঞান-সাধন হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই, মানবগণের নাসিকাদ্বারা প্রতিনিয়ত "হং"শব্দে প্রাণবায়ু প্রশ্বাসরূপে বহির্গত হইতেছে এবং "স"শব্দে শ্বাসরূপে হৃদয়াদি দেশে প্রবেশ করিতেছে, এই প্রাণকার্য্য, ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে, চৈতন্যহীন মৃতদেহে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। মানবের প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে ২॥০ দণ্ড কাল করিয়া বাম ও দক্ষিণ নাড়িতে বায়ু প্রবাহিত হয়, প্রতি ঘণ্টায় (২॥ দণ্ডকালে) ৯০০ শত-প্রশ্বাস হইয়া থাকে, সুতরাং প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টাতে ২১৬০০ বার অজপামন্ত্র জপ হয়।

এইরূপ গুরূপদিষ্ট প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই হংসমালিকা পরমাত্মা পুরুষের সহিত অভিন্ন। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পাদিকা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতব্যক্তিগণের অধ্যাত্ম বুদ্ধি, মনঃ, অহঙ্কার, দেহ, ইন্দ্রিয়প্রভৃতি, ব্রহ্ম ও অনন্ত প্রপঞ্চ স্বষ্ট্যাদি বিষয়ের কথাও আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মাকারবৃত্তিরূপ জ্ঞানপ্রভাযুক্ত ব্রহ্মধ্যানের কাল অতিবাহিত হয়। এই অনাদি অবিদ্যাকল্পিত জগৎ প্রপাতে সেই ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে নামরূপাত্মকরূপে বিকাশ পাইয়াছে, পরমাত্মনামে প্রসিদ্ধ দ্যোতনাত্মক সেই পরব্রহ্ম হংসবিদ্যাদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুষুম্না নাড়ী হইতে উদানবায়ু প্রেরিত হইয়া হৃদয়াদি দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী স্থানে যে নাদাখ্য ধ্বনি উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা হইতে অভিন্ন হংস পরমাত্মজ্ঞানজনক হয়। অন্তর গুহজ্ঞানরূপ, জ্ঞানাত্মক নালে প্রতিষ্ঠিত পদ্মস্বরূপে বিরাজমান, মায়াশক্তিসহকৃত চিন্ময় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা এই পরমাত্মা এই বিদ্যাদ্বারা প্রকাশিত হয়। নাদবিন্দুকলাত্মিকা শক্তি তাঁহার নেত্রত্রয়। এই পরমাত্মা হইতে অনন্ত বিশ্বমণ্ডল চেষ্টালাভ করিয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাতে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার অকার উকার ও মকার রূপ তিনটী অঙ্গ, নাদ বিন্দু ও শক্তিরূপ তিনটী শিক্ষা। বর্ণত্রয়বিশিষ্ট হংস ও প্রণব-মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ সংখ্যাবিশিষ্ট আকার। হংসবিদ্যা আন্তর গুহজ্ঞান-বেদ্য। হংসাত্মক প্রাণ দ্বাদশাঙ্গুলাদি পরিমিত বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া থাকে। পরমাত্মসম্বন্ধী সূত্রাত্মকব্রহ্মের স্বরূপ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যানুসারে বুঝিতে হইবে। সাগরসদৃশ সর্ব্বজ্ঞানের আকর বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, হংসাত্মক সূর্য্য ও প্রণবের উপাসনায় মুক্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান-সাগরের পারগামী সকল উপনিষদের

অর্থতত্ত্বসাধক স্বতঃ মঙ্গলময় সাক্ষী অর্থাৎ উদাসীন ভাবে প্রপঞ্চের দ্রষ্টা পশুপতিরূপে বিরাজমান হইয়া থাকেন। ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই জীবগণের মনঃ সর্ব্বদা নিয়তভাবে স্ববিষয়ে অর্থাৎ আন্তর সুখাদি ও বাহ্যরূপাদি বিষয়ে গমন করিয়া থাকে। মুখনাসাদি স্থানবর্ত্তী ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন মুখ্য প্রাণও ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই প্রাণনরূপ ব্যাপার করে। এইরূপ বাগিন্দ্রিয় বাক্যের উচ্চারণ, চক্ষুঃ রূপগ্রহণ, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দশ্রবণ করিয়া থাকে। ফলতঃ সকল ইন্দ্রিয়ই পরমাত্মপ্রেরিত হইয়া স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ব্যাপারবান্ হয়। ব্রহ্ম স্বভাবতঃ ক্রিয়াদিশূন্য হইলেও মায়ারূপ শক্তির আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তক হন। তিনি স্বভাবতঃ প্রবর্ত্তক নহেন।

১১। শ্রোত্রমাত্মনি-চাধ্যস্তং স্বয়ং পশুপতিঃ পুমান্।
অনুপ্রবিশ্য শ্রোত্রস্য দদাতি শ্রোত্রতাং শিবঃ॥

১২। মনঃ স্বাত্মনি চাধ্যস্তং প্রবিশ্য পরমেশ্বরঃ।
মনস্ত্বং তস্য সত্ত্বস্থো দদাতি নিয়মেন তু॥

১৩। স এব বিদিতাদন্যস্তথৈবাবিদিতাদপি।
অন্যেষামিন্দ্রিয়াণাং তু কল্পিতানামপীশ্বরঃ॥

১৪। তত্তদ্রূপমনুপ্রাপ্য দদাতি নিয়মেন তু।
ততশ্চক্ষুশ্চ বাক্ চৈব মনশ্চান্যানি খানি চ॥

১৫। ন গচ্ছন্তি স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাবে পরমাত্মনি।
অকর্ত্তৃবিষয়প্রত্যক্ প্রকাশং স্বাত্মনৈব তু॥

১৬। বিনা তর্কপ্রমাণাভ্যাং ব্রহ্ম যো বেদ বেদ সঃ।
প্রত্যগাত্মা পরংজ্যোতির্ম্মায়া সা তু মহত্তমঃ॥

শ্রবণেন্দ্রিয় পরমাত্মাতেই অধ্যস্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অধ্যাসজন্ত মিথ্যাজ্ঞান-জন্য সংস্কাররূপ অবিদ্যাবশতঃ বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও শুক্তিতে রূপ্যের ন্যায় জড় দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি ব্রহ্মেই আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই জড় ইন্দ্রিয়াদি নিজে চৈতন্যাত্মক আত্মার অধ্যাসভিন্ন স্বীয় স্বীয় ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য পুনরায় চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদিতে তাদাত্ম্য ও সংসর্গাধ্যাসরূপ অনুপ্রবেশ হয়। স্বয়ং সর্ব্বজীবের অধিপতি পুরুষ পরমাত্মা শিব পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রোত্রেতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শ্রোত্রের শ্রোত্রতা অর্থাৎ শব্দগ্রহণসামর্থ্য প্রদান করেন। ত্রিগুণাত্মক মায়ার সত্ত্বগুণের বিকার মনঃ, পরমাত্মাতে অধ্যস্ত অর্থাৎ অনাদিসংস্কারক্রমে আরোপিত, সেই সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান পরমাত্মা পরমেশ্বর মনে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রবেশ করিয়া তাহার মনস্ত্ব অর্থাৎ মননশক্তি সর্ব্বদা প্রদান করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা বিদিত ও অবিদিত হইতে অন্য অর্থাৎ তিনি আত্মাকারবৃত্তিজন্য প্রকাশশালী হয় না বলিয়া জ্ঞানের অবিষয় এবং অবিদ্যানাশের নিমিত্ত তাহাতে তাদৃশ বৃত্তির বিষয়তা থাকে বলিয়া অজ্ঞাত হইতে ভিন্ন কেহ কেহ বলে পরমাত্মা শম-দমাদিসাধন-সম্পৎ সংস্কৃত মনের অবিষয় নহেন, পরন্তু অসংস্কৃত মনের অবিষয়। এইরূপ অন্য সকল ইন্দ্রিয়ই পরমাত্মাতে অধ্যস্ত ও পরমাত্মা তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ে স্ব স্ব বিষয়গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করেন। সেইজন্য চক্ষুঃ, বাগিন্দ্রিয়, মনঃ ও অন্য সকল ইন্দ্রিয় স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্মাকে বিষয় করিতে পারে না, পরন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয়গণ পরমাত্মকর্ত্তৃক বিষয়ে প্রেরিত হয়। পরমাত্মা নিজেই কর্ত্তৃতা-বিষয়তাশূন্য সর্ব্বান্তরপ্রকাশস্বরূপ, তাঁহার

প্রকাশের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। তর্ক ও প্রমাণব্যতিরেকে যিনি স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানেন তিনিই বাস্তবিক ব্রহ্মবিৎ। পরমাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ হইলে তাহার স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ সকলের হয় না কেন? তাহার উত্তর—অনাদি-সংসার চক্রপ্রবর্ত্তিকা যে মায়া তাহা ঘোর অন্ধকারস্বরূপ, সেই মায়া বা অবিদ্যার আবরণবশতই সকল জীবের সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশ হয় না।

১৭। তথা সতি কথং মায়াসম্ভবঃ প্রত্যগাত্মনি।
তস্মাত্তর্কপ্রমাণাভ্যাং স্বানুভূত্যা চ চিদ্‌ঘনে॥
১৮। স্বপ্রকাশৈকসংসিদ্ধে নাস্তি মায়া পরাত্মনি।
ব্যবহারিকদৃষ্ট্যেয়ং বিদ্যাবিদ্যা ন চান্যথা॥
১৯। তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু নাস্ত্যেব তত্ত্বমেবাস্তি কেবলম্।
ব্যবহারিকদৃষ্টিস্তু প্রকাশাব্যভিচারতঃ॥
২০। প্রকাশ এব সততং তস্মাদদ্বৈত এব হি।
অদ্বৈতমিতি চোক্তিশ্চ প্রকাশাব্যভিচারতঃ॥
২১। প্রকাশ এব সততং তস্মান্মৌনং হি যুজ্যতে।
অয়মর্থো মহান্ যস্য স্বয়মেব প্রকাশিতঃ॥
২২। ন স জীবো ন চ ব্রহ্মা ন চান্যদপি কিঞ্চন।
ন তস্য বর্ণা বিদ্যন্তে নাশ্রমাশ্চ তথৈব চ॥

পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, এই যদি হইল তবে তাহাতে আবরণরূপ মায়ার অবস্থিতি কিরূপে সম্ভবে? প্রকাশরূপ সূর্য্যে অন্ধকারের সত্তা কখনই থাকিতে পারে না, এইরূপ বিদ্যাস্বরূপ

পরমাত্মাতে অবিদ্যার সত্তাও অসম্ভব। বেদান্তাচার্য্যগণ কেহ ব্রহ্মকে কেহ বা জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়াছেন, উহা কেবল ব্যবহারিক অবস্থার অনুবাদ করিয়া অজ্ঞপ্রবোধের নিমিত্ত। অতএব প্রমাণানু-গ্রাহক তর্ক, অনুমানাদি প্রমাণ ও স্বকীয় অনুভব দ্বারা সিদ্ধ কেবল স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে মায়া কোন প্রকারেই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অজ্ঞ জীবগণের ব্যাবহারিক জ্ঞান অনুসারে এই বিদ্যা ও অবিদ্যা কল্পিত হইয়াছে, পরমার্থস্বরূপে নহে। তত্ত্ব-দৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে ইহাদের কোন সত্তাই নাই, কেবল যথার্থ আত্মতত্ত্বই বিদ্যমান থাকেন। ব্যাবহারিক জ্ঞানেও প্রকাশের ব্যভিচার নাই। 'ঘট জানি' 'পট জানি' ইত্যাদি সকল প্রকার জ্ঞানেই ঘটপটাদির প্রকাশ প্রতিভাত হয়। সুতরাং পরস্পরব্যভিচারী ঘটপটাদি মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত, তাহারা আত্মসত্তাদ্বারাই সত্তাবিশিষ্ট; সর্ব্বানুগত প্রকাশাত্মক আত্মসত্তাব্যতিরেকে ঘট-পটাদি বিষয়ের পৃথক্ কোন সত্তাই নাই, এইজন্য সর্ব্বত্র প্রকাশরূপ নিত্য আত্মসত্তাই সিদ্ধ হইতেছে, অতএব অদ্বৈতই যথার্থ তত্ত্ব। অদ্বৈত এই কথাতেও প্রকাশের ব্যভিচার নাই, সুতরাং তাহাও প্রকাশরূপই, এইজন্য বাক্যদ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা না করিয়া মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বপ্রতিপাদিত বিষয় যে বিদ্বান্ ব্যক্তির দৃঢ়রূপে স্বয়ং প্রতিভাত হইয়াছে তিনি জীব নহেন, কারণ তাঁহার জ্ঞানদ্বারা জীবের উপাধিভূত অবিদ্যা, অন্তঃকরণপ্রভৃতি বাধিত হওয়ায় অবিদ্যাকল্পিত জীবভাব বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ তিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদিও নহেন, কারণ ব্রহ্মার উপাধিও তদীয় জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রপঞ্চের অন্তর্গত অন্য কোন পদার্থও

নহেন, যেহেতু সকল প্রপঞ্চের মূল কারণ অবিদ্যার বিনাশে প্রপঞ্চ বাধিত হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মণাদি বর্ণের অন্তর্ভূত নহেন এবং তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমভেদও নাই।

২৩। ন তস্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মশ্চ ন নিষেধো বিধির্ন চ।
যদা ব্রহ্মাত্মকং সর্ব্বং বিভাতি তত এব তু॥

২৪। তদা দুঃখাদিভেদোঽয়মাভাসোঽপি ন ভাসতে।
জগজ্জীবাদিরূপেণ পশ্যন্নপি পরাত্মবিৎ॥

২৫। ন তৎ পশ্যতি চিদ্রূপং ব্রহ্মবস্ত্বেব পশ্যতি।
ধর্ম্মধর্ম্মিত্ববার্ত্তা চ ভেদে সতি হি ভিদ্যতে॥

২৬। ভেদাভেদস্তথা ভেদোঽভেদঃ সাক্ষাৎ পরাত্মনঃ।
নাস্তি স্বাত্মাতিরেকেণ স্বয়মেবাস্তি সর্ব্বদা॥

২৭। ব্রহ্মৈব বিদ্যতে সাক্ষাদ্ বস্তুতোঽবস্তুতোঽপি চ।
তথৈব ব্রহ্মবিজ্ঞানী কিং গৃহ্ণাতি জহাতি কিম্॥

২৮। অধিষ্ঠানমনৌপম্যমবাঙ্মনসগোচরম্।
যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রং রূপবর্জ্জিতম্॥

২৯। অচক্ষুঃশ্রোত্রমত্যর্থং তদপাণিপদং তথা।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং চ তদব্যয়ম্॥

৩০। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং তৎপুরস্তাদ্ ব্রহ্মানন্দং পরমং চৈব পশ্চাৎ।
ব্রহ্মানন্দং পরমং দক্ষিণে চ ব্রহ্মানন্দং পরমং চোত্তরং চ॥

সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নাই। ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানীব্যক্তির প্রারব্ধ অর্থাৎ যে কর্ম্মের দেহারম্ভরূপ ফল উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা বর্ত্তমান দেহ বিধৃত হইয়া

পরিচালিত হইতেছে, সেই কর্ম্মব্যতীত যে অতীত সঞ্চিত কর্ম্ম এবং বর্ত্তমান দেহে অনুষ্ঠিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্ম, তাহার বিনাশ হয়। এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান উৎপত্তির উত্তরকালে কোন কর্ম্মই ফলদান করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নাই। কেবল প্রারব্ধকর্ম্মজনিত ফল দেহপাত পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, প্রারব্ধকর্ম্মের ফলশেষ হইলে বিদেহকৈবল্য হইয়া থাকে। তাঁহার বিধি বা নিষেধ-শাস্ত্রে অধিকার নাই। জ্ঞানদ্বারা দ্বৈত বিমর্দ্দ হয় বলিয়া, শ্রদ্ধার অভাববশতঃ সাধ্যসাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা-সম্পাদ্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে বিধি বা নিষেধ নাই। যেহেতু তাঁহার সকল পরিদৃশ্য প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশ পায়, এইজন্য দুঃখ-কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট জীবাত্মাও প্রকাশ থাকে না। জীবের উপাধি অবিদ্যা ও অন্তঃকরণাদির বাধ হইলে জীবের প্রকাশ কিরূপে হইবে? যেমন ঘটাকাশের উপাধি ঘট বিনষ্ট হইলে আর ঘটাকাশের ভান হয় না, কেবল মহাকাশই স্বরূপতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন ঐন্দ্রজালিক স্বয়ং ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া নানাবিধ পদার্থের সৃষ্টি করে এবং তাহা দ্বারা দর্শকদিগের মনঃ মুগ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বয়ং ঐ সকল পদার্থ দেখিয়াও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয় না, কারণ ঐ সকল পদার্থের বাস্তবিক সত্তা নাই ইহা তাঁহার জানা আছে, এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিকের মায়াসৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জাগতিক বস্তু অবলোকন ও তদ্দ্বারা প্রারব্ধসমাপ্তিপর্য্যন্ত অনাদি-অবিদ্যাজনিত সংস্কারের অনুবৃত্তিবশতঃ স্নানাহার ভিক্ষার্চ্চনাদি ব্যবহার করিলেও সেই সকল পদার্থের মিথ্যাত্ব জানিয়া শ্রদ্ধাহীন

হইয়া থাকেন। এইজন্য বিদ্বান্ এই জীব ও জগৎ দেখিয়াও দেখেন না। কেবল যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্বই অবলোকন করিয়া থাকেন। ঘট ও ঘটত্ব ইত্যাদিরূপে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব অর্থাৎ ঘট ধর্ম্মী ও ঘটত্ব ধর্ম্ম ইত্যাদি ব্যবহার ভেদসত্ত্বেই হইয়া থাকে, ব্রহ্মে পরমার্থতঃ কোনও ভেদ না থাকায় তাহাতে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবও নাই। দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করেন। জগৎ সত্য এবং উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। আবার কেহ কেহ জগৎ ও ব্রহ্মের কেবল ভেদই অঙ্গীকার করেন, এই মতেও জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সত্য। আবার কেহ জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদই বলিয়া থাকেন। এই সকলের কোন মতই যথার্থ নহে। পরমাত্মাতে সাক্ষাৎ-রূপে আত্মস্বরূপব্যতিরেকে ভেদাভেদ, ভেদ অথবা অভেদ কিছুই নাই। তবে অবিদ্যা দ্বারা অজ্ঞানের ব্যবহার কালে ভেদাদি কল্পিত হইয়া থাকে। তিনি সৃষ্টি, প্রলয় ও মোক্ষাদিকালে স্বয়ং স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত আছেন। যথার্থ আত্মস্বরূপে ও অযথার্থ জগৎরূপে ব্রহ্মই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান আছেন। ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানী ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত হেয় বা উপাদেয় কোন বস্তুরই সত্তা নাই, সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তি কোন বস্তুর গ্রহণ বা পরিত্যাগ করেন না। সেই ব্রহ্ম জগৎরূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ব্রহ্মেই জগৎ-প্রপঞ্চের আরোপ হইয়া থাকে। তাঁহার কোন বস্তুর সহিতই তুলনা হয় না। তিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তাঁহার কারণ বা কোনও রূপ নাই। তাঁহার চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই। তিনি জাগতিক সকল

আরোপিত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছেন। তাঁহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র অবস্থিত। সর্ব্বব্যাপক হইলেও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বলিয়া অতিশয় সূক্ষ্ম, তাঁহার কোনওরূপ পরিণাম নাই। এই অমৃতাত্মক নিত্য মোক্ষস্বরূপ পরমানন্দরূপ ব্রহ্ম পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সর্ব্বত্রই অবস্থিত।

৩১। স্বাত্মন্যেব স্বয়ং সর্ব্বং সদা পশ্যতি নির্ভয়ঃ।
তদা মুক্তো ন মুক্তশ্চ বদ্ধস্যৈব বিমুক্ততা॥

৩২। এবংরূপা পরা বিদ্যা সত্যেন তপসাপি চ।
ব্রহ্মচর্য্যাদিভির্ধর্ম্মৈর্লভ্যা বেদান্তবর্ত্মনা॥

৩৩। স্বশরীরে স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং পারমার্থিকম্।
ক্ষীণদোষাঃ প্রপশ্যন্তি নেতরে মায়য়া বৃতাঃ॥

৩৪। এবং স্বরূপবিজ্ঞানং যস্য কস্যাস্তি যোগিনঃ।
কুত্রচিদ্ গমনং নাস্তি তস্য সম্পূর্ণরূপিণঃ॥

৩৫। আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্ন হি গচ্ছতি।
তদ্বদ্ব্রহ্মাত্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি॥

৩৬। অভক্ষ্যস্য নিবৃত্ত্যা তু বিশুদ্ধং হৃদয়ং ভবেৎ।
আহারশুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধির্ভবতি স্বতঃ॥

৩৭। চিত্তশুদ্ধৌ ক্রমাজ্, জ্ঞানং ত্রুট্যন্তি গ্রন্থয়ঃ স্ফুটম্।
অভক্ষ্যং ব্রহ্মবিজ্ঞানবিহীনস্যৈব দেহিনঃ॥

৩৮। ন সম্যগ্‌জ্ঞানিনস্তদ্বৎস্বরূপং সকলং খলু।
অহমন্নং সদান্নাদ ইতি হি ব্রহ্মবেদনম্॥

৩৯। ব্রহ্মবিদ্ গ্রসতি জ্ঞানাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাত্ম নৈব তু।
ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং সর্ব্বং যস্য স্যাদোদনং সদা ॥

৪০। যস্যোপসেচনং মৃত্যুস্তং জ্ঞানী তাদৃশঃ খলু।
ব্রহ্মস্বরূপবিজ্ঞানাজ্জগদ্ভোজ্যং ভবেৎ খলু ॥

জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বিতীয় বস্তুর যথার্থ জ্ঞান না থাকায় তাঁহার কখনও ভয় বা শোক-দুঃখাদি হয় না, কারণ দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা থাকিলেই তন্নিবন্ধন ভয় বা শোকাদি হইয়া থাকে। আত্মা ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলে বিষয়ে রাগদ্বেষাদির অভাববশতঃ শোক-দুঃখাদি হইতে পারে না, এইজন্য সর্ব্বদা নির্ভয়। তিনি নিজের ব্রহ্মাত্মক আত্মস্বরূপে অনন্ত জগৎপ্রপঞ্চ কল্পিত দেখেন। সেই ব্রহ্মস্বরূপতাবস্থায় তাঁহাকে মুক্ত বা বদ্ধ কিছুই বলা যায় না; যেহেতু যাহার বন্ধন থাকে, তাহারই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। ব্রহ্মের বাস্তব বন্ধন নাই, এইজন্য তাঁহার মুক্তিও আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। জীব নিজের মিথ্যাভূত অবিদ্যাবশতঃ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিরূপ বন্ধনের কল্পনা করিয়া থাকে, অতএব তাহার জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভও কল্পিত। পরমার্থতঃ বন্ধ বা মোক্ষ উভয়ই অসৎ। বাক্য ও মনঃ দ্বারা যথার্থ আচরণ, চান্দ্রায়ণাদির তপস্যার অনুষ্ঠান, অষ্টবিধ মৈথুনত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞদানাদি ও যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের মালিন্য নাশ হইলে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তৎপর সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (১) শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান ও শ্রদ্ধা (২) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (৩) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ এবং (৪) মুমুক্ষুত্ববিশিষ্ট অধিকারী শ্রবণ,

মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ আমিই ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ ব্রহ্ম-আকারে পরিণত চিত্তবৃত্তিরূপ ব্রহ্মপ্রকাশক পরাবিদ্যা লাভ করেন। যাহাদের চিত্তের মালিন্য দূর হইয়াছে তাহারা স্বীয় শরীরে হৃদয়পুণ্ডরীকাদিতে আত্মার যথার্থ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু যাহারা মায়া-দ্বারা আবৃত, সেই অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন জীবগণ আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। যে সাধক যোগী ব্যক্তির পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মস্বরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী আত্মার স্বরূপতা লাভ করেন, সর্ব্বব্যাপক পূর্ণ বস্তুর অন্যত্র গমন সম্ভবে না, যেহেতু তাঁহার স্বব্যতিরিক্ত গন্তব্য স্থানই নাই, অপূর্ণ একদেশে অবস্থিত ব্যক্তিরই দেশান্তরে গমন সম্ভাবিত হয়। এইজন্য তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদিমার্গে অথবা ধূমাদিমার্গে স্বর্গাদি লোকান্তরে গমন হয় না, তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি ইহলোকেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং তিনি স্বয়ং ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। যেমন এক ব্যাপক আকাশ কোথাও যাইতে পারে না, তেমনি সেই শ্রেষ্ঠ পরমাত্মবিৎ কোথায়ও গমন করেন না। তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির অভক্ষ্য কিছুই নাই, অভক্ষ্য-ভক্ষণ দ্বারাই চিত্ত অবিশুদ্ধ হয়, তাঁহার অভক্ষ্য-ভক্ষণের অভাববশতঃ চিত্ত বিশুদ্ধ। আহারের (ভোজনের অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের) বিশুদ্ধিদ্বারাই স্বভাবতঃ চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বাহ্যরূপাদিবিষয়ে আসক্ত হইয়া চিত্ত মলিন হয়, জ্ঞানীব্যক্তির বিষয়সমূহ স্বীয় আত্মাতে লীন হয় বলিয়া তাঁহাতে চিত্তের দোষ উৎপন্ন হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধি হইলে শ্রবণমননাদিক্রমে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, জ্ঞান হইলে অবিদ্যা কামকর্ম্মাদিরূপ গ্রন্থি অর্থাৎ বন্ধন নাশ হয়। যাহার ব্রহ্মবিজ্ঞান হয় নাই, তাহারই অভক্ষ্যাদি

বিচার করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক আহারগ্রহণ ও বাহ্যবিষয় হইতে অন্তঃকরণের নিবৃত্তিদ্বারা চিত্তসংযম অজ্ঞদিগের কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির দ্বিতীয় বস্তুর অভাববশতঃ তাদৃশ অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তাঁহার সকলই আত্মস্বরূপ। সর্ব্বদা আমি অন্ন ও আমিই অন্নভোক্তা এইরূপ সর্ব্বাত্মকতাজ্ঞানই ব্রহ্মবিজ্ঞান। ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানদ্বারা আত্মস্বরূপেই সকল বস্তুর অর্থাৎ আরোপিত জগৎপ্রপঞ্চের গ্রাস করেন। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিবিশিষ্ট সকল জগৎই যাঁহার অন্ন এবং বিনাশ অর্থাৎ লয়রূপ মৃত্যুই যাঁহার ব্যঞ্জন তিনি ব্রহ্ম; জ্ঞানী ব্যক্তিও তাদৃশ ইহা জানিবে, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান হইলে অনন্ত জগৎই ভোজ্য হয়, যেহেতু জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যারূপ কারণের ধ্বংস হইলে কল্পিত জগতের ব্রহ্মেতেই লয় হইয়া থাকে।

৪১। জগদাত্মতয়া ভাতি যদা ভোজ্যং ভবেত্তদা।
ব্রহ্মস্বাত্মতয়া নিত্যং ভক্ষিতং সকলং তদা॥

৪২। যদাভাসেন রূপেণ জগদ্ভোজ্যং ভবেত তৎ।
মানতঃ স্বাত্মনা ভাতং ভক্ষিতং ভবতি ধ্রুবম্॥

৪৩। স্বস্বরূপং স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে নাস্তি ভোজ্যং পৃথক্ স্বতঃ।
অস্তি চেদস্তিতারূপং ব্রহ্মৈবাস্তিত্বলক্ষণম্॥

৪৪। অস্তিতালক্ষণা সত্তা সত্তা ব্রহ্ম ন চাপরা।
নাস্তি সত্তাতিরেকেণ নাস্তি মায়া চ বস্তুতঃ॥

৪৫। যোগিনামাত্মনিষ্ঠানাং মায়া স্বাত্মনি কল্পিতা।
সাক্ষিরূপতয়া ভাতি ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধিতা॥

৪৬। ব্রহ্মবিজ্ঞানসম্পন্নঃ প্রতীতমখিলং জগৎ।
পশ্যন্নপি সদা নৈব পশ্যতি স্বাত্মনঃ পৃথক্ ॥

ইত্যুপনিষৎ ॥ ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥

হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

ইতি পাশুপতব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্তা।

পরমব্রহ্ম যখন মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া অনন্ত জগৎরূপে প্রকাশ পায়, তখনই ভোগ্য, ভোক্তা ইত্যাদি রূপ বিজ্ঞান হয়, এইজন্য সেই অবস্থায়ই ইহা ভোক্ষ্য এবং ইহা অভক্ষ্য ইত্যাদি বিচার আবশ্যক, আর জ্ঞানদ্বারা প্রপঞ্চের লয় হইলে স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাই ভাসমান থাকেন, তখন সকল প্রপঞ্চ ভক্ষিত অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়। যখন অভ্যাসরূপে অর্থাৎ মিথ্যা অজ্ঞানবশতঃ জগৎ প্রকাশ পায়, তখনই ভক্ষ্য হইয়া থাকে এবং যখন জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মরূপে বিকাশ পায়, তখন নিশ্চয়ই উহা ভক্ষিত হয়। পরমাত্মা নিজের স্বরূপই নিজে ভক্ষণ করেন, নিজ হইতে ভক্ষ্য পদার্থের পৃথক্ সত্তা নাই। যদি বল আমরা অন্নাদিরূপে ভক্ষ্য পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা দেখিতে পাইতেছি 'ঘটঃ সন্' অন্নং সৎ' ইত্যাদি রূপে সেই সেই বস্তু স্বীয় সত্তাবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে বলিব ঐ সকল বস্তুর সত্তা, সর্ববিলক্ষণ-স্বভাব আত্মার সত্তা হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, সর্ব্বানুগত ব্রহ্মসত্তাদ্বারাই জগতের সকল বস্তু সত্তাবিশিষ্ট হয়, যেমন,—শুক্তির সত্তাই তাহাতে কল্পিত রজতের সত্তা, রজ্জুর সত্তাই ঐ রজ্জুতে আরোপিত সর্পের সত্তা, তদ্ব্যতিরেকে রজত বা সর্পের তথায় পৃথক্ স্বীয় সত্তা কিছুই নাই, সেইরূপ জগতের ও ব্রহ্মের সত্তা

ব্যতিরেকে পৃথক্ সত্ত নাই। ফলতঃ সর্ব্বানুগত এক ব্রহ্মসত্তা ব্যতিরেকে প্রত্যেক বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা কল্পনা করিতে গেলে গৌরবদোষই হয়। ভেদ প্রপঞ্চের জ্ঞানও ভ্রমকল্পিত, কারণ জানিতে হইলে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ আবশ্যক, কিন্তু অনন্তভেদের অনন্ত প্রতিযোগীর জ্ঞান সম্ভব হয় না, এইজন্য ভেদ প্রপঞ্চের সত্তা কল্পিত, উহাতে অনুগত ব্রহ্মসত্তাই যথার্থ। অস্তিতাই সত্তার স্বরূপ, ঐ সত্তা ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। সত্তা ব্যতিরেকে প্রপঞ্চের পৃথক্ বিদ্যমানতা নাই, মায়াও বস্তুতঃ সতী নহে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ মায়া ও আত্মাতে কল্পিত বলিয়া জানেন। সাক্ষী অর্থাৎ উদাসীন-ভাবে দ্রষ্টা ব্রহ্মেতে বিলীন হয়। জ্ঞানদ্বারা বাধিতরূপে প্রকাশ পাইয়া আত্মশক্তিসম্পন্ন বিদ্বান্‌গণ মিথ্যা অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত জগৎ দেখিয়া তাহা যথার্থ বলিয়া কখনও অবলোকন করেন না এবং উহা আত্মাতে প্রতিভাত হইয়া আত্মসত্তা দ্বারাই সত্তাবিশিষ্ট-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহার পৃথক্ সত্তা নাই, জানেন। এই রহস্য-উপনিষদ্ বিদ্যা সমাপ্ত হইল।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

পাশুপতব্রহ্ম উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শাট্যায়নীয়োপনিষৎ

পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ।

১। হরি ওঁ মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥

মনই মানুষের বন্ধ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ; পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের এই মন বিষয়ে আসক্ত হইলে বন্ধন এবং সেই আসক্তি চলিয়া গেলে, তাহার মুক্তি হইয়া থাকে।

২। সমাসক্তং সদা চিত্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে।
যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎকো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

জীবের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়ে অনুরক্ত। যদি পরমাত্মায় এইরূপ হইত, তবে কে না বন্ধন হইতে মুক্ত হইত?

৩। চিত্তমেব হি সংসারস্তৎপ্রযত্নেন শোধয়েৎ।
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো ভবতি গুহ্যমেতৎ সনাতনম্॥

চিত্তই সংসার; অতএব বিশেষ যত্ন করিয়া ইহারই শুদ্ধিসম্পাদন করিতে হইবে। কারণ, মানুষের মন যেরূপ, মানুষও সেইরূপই হইয়া থাকে, এইটী হইতেছে চিরন্তনের গোপনীয় সত্য॥ ৩॥

৪। নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং নাব্রহ্মবিৎ পরমং প্রৈতি ধাম।
বিষ্ণুক্রান্তং বাসুদেবং বিজানন্ বিপ্রো বিপ্রত্বং গচ্ছতে তত্ত্বদর্শী।

সেই মহান্ পরমাত্মাকে অজ্ঞলোকেরা জানিতে পারে না এবং পরমাত্মাকে না জানিলে পরমাশ্রয়ও লাভ করিতে পারা যায় না; তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণে বিষ্ণুভাব অবগত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন।

৫। অথাহ যৎ পরং ব্রহ্ম সনাতনং যে শ্রোত্রিয়া অকামহতা অধীয়ুঃ। শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুর্য্যোঽনূচানো হ্যভিজজ্ঞৌ সমানঃ॥

৬। ত্যক্তৈষণো হ্যনৃণস্তং বিদিত্বা মৌনী বসেদাশ্রমে যত্র কুত্র। অথাশ্রমং চরমং সংপ্রবিশ্য যথোপপত্তিং পঞ্চমাত্রাং দধানঃ॥

৭। ত্রিদণ্ডমুপবীতং চ বাসঃ কৌপীনবেষ্টনম্।
শিক্যং পবিত্রমিত্যেতদ্বিভৃয়াদ্‌যাবদায়ুষম্॥

৮। পঞ্চৈতাস্তু যতের্ম্মাত্রাস্তা মাত্রা ব্রহ্মণে শ্রুতাঃ।
ন ত্যজেদ্‌যাবদুৎক্রান্তিরন্তেঽপি নিখনেৎ সহ॥

ঋষিগণ যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলেন, সেই 'সনাতন পরমাত্মাকে যে সকল বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ কামনাশূন্য হইয়া শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি অন্তরে ও বাহিরে ইন্দ্রিয়নিচয়কে জয় করিয়া বিষয়বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সুখে ও দুঃখে বিচলিত হন না; সর্ব্বত্র সমদর্শী সেই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণই তাঁহাতে জ্ঞাত হন। প্রথমে সংসারে ঋণগুলি পরিশোধ করিয়া জীবনের ঈষণাকে ত্যাগ করিতে হইবে; তাহার পর পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে তখন মৌনী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি যে কোন আশ্রমে বাস করিতে পারা যায়। কিন্তু শেষে যথাবিধি সন্ন্যাস

গ্রহণ করিয়া তাহার পাঁচটী চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। ত্রিদণ্ড উপবীত, দর্ভনির্মিত মেখলা, কৌপীন এবং এক খণ্ড শুক্ল বস্ত্র— সন্ন্যাসী এইগুলি যাবজ্জীবন ধারণ করিবেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে শোনা গিয়াছে যে, এই পাঁচটীই সন্ন্যাসীর পরিচায়কচিহ্ন। মৃত্যু না হইলে ইহা ত্যাগ করিতে নাই এবং মৃত্যু হইলেও শবদেহের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ভূমিতে প্রোথিত করিতে হয়।

৯। বিষ্ণুলিঙ্গং দ্বিধা প্রোক্তং ব্যক্তমব্যক্তমেব চ।
তয়োরেকমপি ত্যক্ত্বা পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

১০। ত্রিদণ্ডং বৈষ্ণবং লিঙ্গং বিপ্রাণাং মুক্তিসাধনম্।
নির্বাণং সর্বধর্ম্মাণামিতি বেদানুশাসনম্ ॥

ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে বিষ্ণুলিঙ্গ দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়। তাহাদের মধ্যে একটীকেও ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসী পতিত হইবেন নিঃসন্দেহ। বেদের অনুশাসন অনুসারে ব্রাহ্মণদিগের মুক্তির উপায় ত্রিদণ্ড এবং সর্ব্বধর্ম্মে নির্ব্বাণ লাভই এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবলিঙ্গ।

১১। অথ খলু সৌম্য কুটীচকো বহূদকো হংসঃ পরমহংস ইত্যেতে পরিব্রাজকাশ্চতুর্বিধা ভবন্তি। সর্ব এতে বিষ্ণুলিঙ্গিনঃ শিখিনোপবীতিনঃ শুদ্ধচিত্তা আত্মানমাত্মনা ব্রহ্ম ভাবয়ন্তঃ শুদ্ধ-চিদ্রূপোপাসনরতা উপয়মবন্তো নিয়মবন্তঃ সুশীলিনঃ পুণ্যশ্লোকা ভবন্তি। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। কুটীচকো বহূদকশ্চাপি হংসঃ পরমহংস ইতি বৃত্ত্যা চ ভিন্নাঃ। সর্ব এতে বিষ্ণুলিঙ্গং দধানা বৃত্ত্যা ব্যক্তং বহিরন্তশ্চ নিত্যম্। পঞ্চযজ্ঞা বেদশিরঃ প্রবিষ্টাঃ ক্রিয়াবন্তোঽমী সংগতা ব্রহ্মবিদ্যাম্। ত্যক্ত্বা বৃক্ষং বৃক্ষমূলং শ্রিতারঃ সংন্যস্তপুষ্পা

রসমেবাশ্নুবানাঃ। বিষ্ণুক্রীড়া বিষ্ণুরতয়ো বিমুক্তা বিষ্ণ্বাত্মকা বিষ্ণুমেবাপিয়ন্তি ॥

হে সৌম্য, কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস এই চারি প্রকারের পরিব্রাজক আছেন। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুলিঙ্গ শিখা। এবং উপবীতধারী। এই পুণ্যশ্লোক, শান্তস্বভাব, জপ-যম-নিয়মাভ্যাসী পরিব্রাজকগণ, আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিয়া শুদ্ধচিত্তে পরমাত্মার কেবলমাত্র চিন্ময় সত্তারই উপাসনা করিয়া থাকেন। ঋক্ মন্ত্রেও একথা বলা হইয়াছে যে কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস এই চারি প্রকারের পরিব্রাজক যে কেবল নামতঃ ভিন্ন, তাহা নহে—জীবন নির্ব্বাহের প্রণালীও ইঁহারা সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় প্রকার বিষ্ণুলিঙ্গই ধারণ করেন। বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্যাতেই অনুরক্ত; অথচ গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় পঞ্চবিধ যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানও যথারীতি পালন করিয়া থাকেন। ইঁহারা ব্রহ্মের বহুত্বকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার একত্বকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাই নামরূপের উপাসনা ত্যাগ করিয়া রসস্বরূপ পরমাত্মারই আরাধনা করিয়া থাকেন। এই সকল পরিব্রাজক—বিপুল এই বিশ্বকে যিনি ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই পরমাত্মার সঙ্গেই খেলা করিতে ভালবাসেন; তাহাতেই ইঁহাদের পরমাসক্তি, এবং ইহারা নিজেরাও সর্ব্বদা তন্ময়-ব্রহ্মময় হইয়াই অবস্থান করেন, তাই মুক্তি ইঁহাদের করতলগত এবং মৃত্যুর পর সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকেই ইঁহারা লাভ করিয়া থাকেন।

১২। ত্রিসন্ধ্যং শক্তিতঃ স্নানং তর্পণং মার্জনং তথা।
উপস্থানং পঞ্চযজ্ঞান্ কুর্য্যাদামরণান্তিকম্॥

১৩। দশভিঃ প্রণবৈঃ সপ্তব্যাহৃতিভিশ্চতুষ্পদা।
গায়ত্রী জপযজ্ঞশ্চ ত্রিসন্ধ্যং শিরসা সহ॥

১৪। যোগযজ্ঞঃ সদৈকাগ্রভক্ত্যা সেবা হরের্গুরোঃ।
অহিংসা তু তপোযজ্ঞো বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ॥

১৫। নানোপনিষদভ্যাসঃ স্বাধ্যায়ো যজ্ঞ ঈরিতঃ।
ওমিত্যাত্মানমব্যগ্রো ব্রহ্মণ্যগ্নৌ জুহোতি যৎ॥

১৬। জ্ঞানযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বযজ্ঞোত্তমোত্তমঃ।
জ্ঞানদণ্ডা জ্ঞানশিখা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ॥

১৭। শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি বেদানুশাসনম্॥

যাবজ্জীবন প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সামর্থ্য অনুসারে স্নান, তর্পণ, মার্জ্জন উপস্থান ও পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। "আপোজ্যোতিঃ রসোঽমৃতম্" ইত্যাদি মন্ত্রকে গায়ত্রীর শির বলে। দশটী প্রণব, সাতটি ব্যাহৃতি এবং এই মন্ত্রটীর সঙ্গে যদি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা চতুষ্পাদ্ গায়ত্রী পাঠ করা হয়, তবে তাহাকে জপযজ্ঞ বলে। অনন্তভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীহরি ও গুরুদেবের সেবা করাকেই যোগযজ্ঞ বলে। কায়মনোবাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা হিংসা না করাকেই তপোযজ্ঞ এবং বিবিধ উপনিষদের আবৃত্তি করাকে স্বাধ্যায় যজ্ঞ বলিয়া থাকে। ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে প্রশান্ত ভাবে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আত্মাহুতি প্রদান,

তাহারই নাম জ্ঞানযজ্ঞ এবং সকল যজ্ঞের মধ্যে ইহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ। এই যজ্ঞে দণ্ড, শিখা, উপবীত প্রভৃতি সমস্তই জ্ঞানময় হইয়া থাকে। জ্ঞান ব্যতীত ইহাতে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। বেদেও এই জন্য বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, শিখা এবং উপবীত যাঁহার জ্ঞানময়, জগতের প্রত্যেক বস্তুই তাহার নিকট ব্রহ্মময় হইয়া থাকে।

১৮। অথ খলু সৌম্যেতে পরিব্রাজকা যথা প্রাতুর্ভবন্তি তথা ভবন্তি। কামক্রোধলোভমোহদম্ভদর্পাসূয়ামমত্বাহংকারাদীংস্তিতীর্য্য মানাবমানৌ নিন্দাস্তুতী চ বর্জয়িত্বা বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ। ছিদ্যমানো ন ব্রূয়াৎ। তদৈবং বিদ্বাংস ইহৈবামৃতা ভবন্তি। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। বন্ধুপুত্রমনুমোদয়িত্বানবেক্ষ্যমাণো দ্বন্দ্বসহঃ প্রশান্তঃ। প্রাচীমুদীচীং বা নির্বর্ত্তয়ংশ্চরেত পাত্রী দণ্ডী যুগমাত্রাবলোকী। শিখী মুণ্ডী চোপবীতী কুটুম্বী যাত্রামাত্রং প্রতিগৃহ্ণন্মনুষ্যাৎ॥

হে সৌম্য, সাধারণতঃ সন্ন্যাসীরা যে ভাবে প্রাদুর্ভূত হন, এই পরিব্রাজকগণও সেইরূপেই হইয়া থাকেন। কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টি রিপু এবং মমতা ও অহংকারকে ত্যাগ করিয়া, মানাবমান এবং নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান হইয়া ইঁহারা বৃক্ষের মত সকল বিষয়েই উদাসীনতা অবলম্বন করেন। কাটিয়া ফেলিলেও কথা কহেন না। তখন এইরূপে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়া ইহলোকেই অমরতা লাভ করেন। এই কথা ঋক্ মন্ত্রেও বলা হইয়াছে। স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া সকলের অলক্ষিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব সহিয়া প্রশান্তচিত্তে

ভিক্ষাপাত্র, ত্রিদণ্ড, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া মুণ্ডিত-মস্তকে সুখিত চিত্তে পূর্ব্ব বা পশ্চিম যে কোনও দিকে লক্ষ্যহীন ভাবে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। কেবল সিদ্ধিলাভের জন্যই রাত্রিদিন চেষ্টা করিবে। আর কিছুরই উপর আসক্তি রাখিবে না। পথে মনুষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের গৃহে গমন বা তাহাদের প্রদত্ত কোন সাহায্যই গ্রহণ করিবে না, কেবল মাত্র তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে।

১৯। অযাচিতং যাচিতং বোত ভৈক্ষ্যং।
মৃদ্দার্বলাবূফলপর্ণপাত্রম্।
ক্ষৌণং ক্ষৌমং তৃণং কন্থাজিনে চ
পর্ণমাচ্ছাদনং স্যাদহতং বা বিমুক্তঃ।

প্রার্থনা করিয়া কিম্বা অযাচিতভাবে পরিব্রাজকগণ তাঁহাদের মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, অলাবুফল বা পর্ণনির্ম্মিত পাত্রে যে কয়েকটী ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তাঁহারা ঋতুবিশেষে কখন ক্ষীণ ক্ষৌম, কখন তৃণ, কখন কন্থা বা অজিন, কখন বা অনাহত বৃক্ষ পত্রকেই নিজেদের আচ্ছাদনরূপে গ্রহণ করিবেন এবং নিজেরাও সর্ব্ববিধ কামনা হইতে নিত্য বিমুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

২০। ঋতুসন্ধৌ মুণ্ডয়েন্মুণ্ডমাত্রং নাধো নাক্ষং জাতু শিখাং ন বাপয়েৎ। চতুরো মাসান্ ধ্রুবশীলতঃ স্যাৎ স যাবৎ সুপ্তোঽন্তরাত্মা পুরুষো বিশ্বরূপঃ। অন্যানথাষ্টৌ পুনরুত্থিতেঽস্মিন্ স্বকর্ম্মলিপ্সুর্বিহরেদ্বা বসেদ্বা।

ঋতু-পরিবর্ত্তনকালে কেবল মস্তক মুণ্ডন করিবে; কিন্তু তাহার নিম্নদেশ বা চক্ষু প্রভৃতি কদাপি মুণ্ডন করিবে না। বিশেষতঃ শিখা কখনই ছেদন করিতে নাই। অন্তরাত্মা হইয়া যিনি বিশ্বরূপ—সেই প্রসিদ্ধ পুরুষ যে চারি মাস নিদ্রিত থাকেন, সেই চারি মাস তিনি স্থিরস্বভাব হইয়া অবস্থান করেন। তাহার পর নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া এই জগতেই কিছু করিতে অভিলাষী সেই পুরুষ বাকী আট মাস ঘুরিয়া বেড়াইবেন বা বসিয়া থাকিবেন।

২১। দেবাগ্ন্যগারে তরুমূলে গুহায়াং বসেদসঙ্গোঽলক্ষিত-শীলবৃত্তঃ। অনিন্ধনো জ্যোতিরিবোপশান্তো ন চোদ্বিজেদুদ্বি-জেদ্যত্র কুত্র।

নিজের স্বভাব বা চরিত্র কেহ যেন জানিতে না পারে, এমন ভাবে সকলের অলক্ষিতে একাকী অগ্নিগৃহে, দেবমন্দিরে বৃক্ষতলে কিম্বা পর্ব্বতগুহায় নির্জ্জনে বাস করিবে। ইন্ধনবিরহিত জ্যোতির ন্যায় সর্ব্বদা একই ভাবে প্রশান্তচিত্তে অবস্থান করিবে; কখনও কাহার জন্য উদ্বেগ অনুভব করিবে না, কিন্তু যেখানে সেখানে আসক্তিশূন্য হইয়া ভ্রমণ করিতে পারে।

২২। আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥

২৩। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥

২৪। বাল্যেনৈব হি তিষ্ঠাসেন্নির্বিদ্য ব্রহ্মবেদনম্।
ব্রহ্মবিদ্যাং চ বাল্যং চ নির্বিদ্য মুনিরাত্মবান্॥

২৫। যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

মানুষ যদি আপনাকে আত্মা বলিয়াই জানিতে পারে, তবে কি সে কোন কিছুর অভিলাষে বা কামনায় কখনও শরীরের সঙ্গে কষ্টভোগ করিতে চাহে? কারণ সে তখন জানিতে পারে যে শরীর হইতে সে স্বতন্ত্র; কাজেই শরীরের কষ্টে তাহার কোন কষ্ট হইতে পারে না। ধীর ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মাকেই জানিয়া নিজের প্রজ্ঞাকে স্থির রাখিবেন। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন না; উহা কেবল মানুষের চিত্তকে বহুদিকে চালিত করিয়া তাহার কথার মর্য্যাদা নষ্ট করে। ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া বালকের মত সহজ ও সরলভাবে ব্যবহার করিবে; কারণ এত সহজ ও সরলভাবে ব্যবহার ও আত্মজ্ঞানই মানুষকে মুনি ও আত্মজ্ঞ করিয়া তুলে। মানুষ যখন তাহার হৃদয়-গুহাশায়ী কামনাগুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করে, তখন সেই মর্ত্ত্যজীব একেবারে অমর হইয়াই যায় এবং ইহলোকেই ব্রহ্মলাভ করে।

২৬। অথ খলু সৌম্যেদং পরিব্রাজ্যং নৈষ্ঠিকমাত্মধর্ম্মং যো বিজহাতি স বীরহা ভবতি। স ব্রহ্মহা ভবতি। স ভ্রূণহা ভবতি। স মহাপাতকী ভবতি। য ইমাং বৈষ্ণবীং নিষ্ঠাং পরিত্যজতি স স্তেনো ভবতি। স গুরুতল্পগো ভবতি। স মিত্রধ্রুগ্ ভবতি। স কৃতঘ্নো ভবতি। স সর্বস্মাল্লোকাৎ প্রচ্যুতো ভবতি। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। স্তেনঃ সুরাপো গুরুতল্পগামী মিত্রধ্রুগেতে নিষ্কৃতের্য্যান্তি শুদ্ধিম্। ব্যক্তমব্যক্তং বা বিধৃতং বিষ্ণুলিঙ্গং ত্যজন্ন শুধ্যেদখিলৈরাত্মভাসা॥

হে সৌম্য, শ্রদ্ধার সহিত পরিপাল্য এই সন্ন্যাসধর্ম্ম যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে, সে বীরঘাতী, ব্রহ্মঘাতী এবং ভ্রূণঘাতীর পাপে পাপী বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বৈষ্ণবী নিষ্ঠা পরিত্যাগ করার জন্য সে চোর, গুরুপত্নীহারী মিত্রঘাতী ও কৃতঘ্ন বলিয়াও খ্যাতি লাভ করে এবং উর্দ্ধলোকসমূহ হইতে পরিভ্রষ্টও হয়। ঋক্ মন্ত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে যে, পরদ্রব্যহারী, সুরাপায়ী, গুরুপত্নীগামী এবং মিত্রঘাতী ইহারাও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু যে প্রথমে ব্যক্ত বা অব্যক্ত বিষ্ণুলিঙ্গ ধারণ করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করে, সে কোন উপায়ে আর শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

২৭। ত্যক্ত্বা বিষ্ণোর্লিঙ্গমন্তর্বহির্বা যঃ স্বাশ্রমং সেবতে নাশ্রমং বা। প্রত্যাপত্তিং ভজতে বাতিমূঢ়ো নৈষাং গতিঃ কল্পকোট্যাপি দৃষ্টা॥

২৮। ত্যক্ত্বা সর্বাশ্রমান্ ধীরো বসেন্মোক্ষাশ্রমে চিরম্।
মোক্ষাশ্রমাৎ পরিভ্রষ্টো ন গতিস্তস্য বিদ্যতে॥

২৯। পারিব্রাজ্যং গৃহীত্বা তু যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি॥
তমারূঢচ্যুতং বিদ্যাদিতি বেদানুশাসনম্॥

অন্তরের কিংবা বাহিরের বৈষ্ণবচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া যাহারা স্বকীয় আশ্রমধর্ম্ম পালন করে, কিংবা তাহাও করে না ; অথবা মূঢ়তা-বশতঃ অন্য প্রকারে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়ে, কোটিকল্পেও তাহাদের কোন সুগতি ঘটিতে দেখা যায় না। বুদ্ধিমান্ ধীরব্যক্তি সমস্ত আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র সন্ন্যাসাশ্রমেই দীর্ঘকাল বাস করেন। যে ব্যক্তি এই সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহার

আর কোথাও আশ্রয় মিলে না। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে তাহা পালন না করে তাহাকে আরূঢ়চ্যুত বলিয়া জানিবে, এইরূপ বেদের অনুশাসন।

৩০। অথ খলু সৌম্যেমং সনাতনমাত্মধর্ম্মং বৈষ্ণবীং নিষ্ঠাং লব্ধ্বা যস্তামদূষয়ন্ বর্ত্ততে স বশী ভবতি। স পুণ্যশ্লোকো ভবতি। স লোকজ্ঞো ভবতি। স বেদান্তজ্ঞো ভবতি। স ব্রহ্মজ্ঞো ভবতি। স সর্বজ্ঞো ভবতি। স স্বরাড্ ভবতি। স পরং ব্রহ্ম ভগবন্তমাপ্নোতি। স পিতৄন্সংবন্ধিনো বান্ধবান্ সুহৃদো মিত্রাণি চ ভবাদুত্তারয়তি। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। শতং কুলানাং প্রথমং বভূব তথা পরাণাং ত্রিশতং সমগ্রম্। এতে ভবন্তি সুকৃতস্য লোকে যেষাং কুলে সন্ন্যসতীহ বিদ্বান্॥

হে বৎস, যে ব্যক্তি এই সনাতন বৈষ্ণব-পথের পথিক হইয়া তাহাকে কখনও নিন্দা করেন না, তিনি সকলকে আপনার বশীভূত করিতে পারেন। লোকে তাঁহার নাম পবিত্রজ্ঞানে উচ্চারণ করিয়া থাকে। তিনি লোকচরিত্রে ও বেদান্তশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ হন এবং স্বরাট্ হইয়া শ্রীভগবান্ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। তিনি পিতৃপুরুষ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন। ঋকৃমন্ত্রেও তাই বলা হইয়াছে, যিনি এই বৈষ্ণবধর্ম্মপথের পথিক হইয়াছেন, তিনি একাকী হইলেও স্ববংশীয়দিগের একশত সংখ্যার এবং পরবংশীয়দিগের তিনশত সংখ্যার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হন। অতএব স্বীয় ও পরবংশীয়দিগের মধ্যে গুণগণনায় শ্রেষ্ঠকে নির্দ্ধারণ

করিতে হইলে, তাহাকে প্রথম আসনটী ছাড়িয়া দিতে হয় এবং একমাত্র তিনিই সমগ্রস্থানীয় হইয়া থাকেন। যে বংশের একজনও বিদ্বান্ ব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, যে বংশের পিতৃপুরুষ, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি অনেকেই পুণ্যলোকসকল লাভ করিয়া থাকেন।

৩১। ত্রিংশৎ পরাংস্ত্রিংশদপরাংস্ত্রিশচ্চ পরতঃ পরান্।
উত্তারয়তি ধর্ম্মিষ্ঠঃ পরিব্রাড়িতি বৈ শ্রুতিঃ॥

৩২। সন্ন্যস্তমিতি যো ব্রূয়াৎ কণ্ঠস্থপ্রাণবানপি।
তারিতাঃ পিতরস্তেন ইতি বেদানুশাসনম্॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক যদি ইচ্ছা করেন, তবে পরবংশীয়, অপরবংশীয় এবং পরম্পরা পরবংশীয়দিগেরও ত্রিংশৎ পুরুষ পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে তিনি সংসার হইতে উত্তারিত করিতে পারেন, এইরূপ শ্রুতির অভিপ্রায়। মরণাপন্ন হইয়াও যদি কেহ "আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম" বলেন, তবে তিনি স্বীয় পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে পারেন, এইরূপ বেদের অনুশাসন।

৩৩। অথ খলু সৌম্যেমং সনাতনমাত্মধর্ম্মং বৈষ্ণবীং নিষ্ঠাং নাসমাপ্য প্রব্রূয়াৎ। নাননূচানায় নানাত্মবিদে নাবীতরাগায় নাবিশুদ্ধায় নানুপসন্নায় নাপ্রযতমানসায়েতি হ স্মাহুঃ। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মাং শেবধিষ্টেঽহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবে শঠায় মা মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্॥

৩৪। যমেব বিদ্যাশ্রুতমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্। অস্মা ইমামুপসন্নায় সম্যক্ পরীক্ষ্য দদ্যাদ্বৈষ্ণবীমাত্মনিষ্ঠাম্॥

হে বৎস, এই বৈষ্ণবী নিষ্ঠাই জীবের সনাতন আত্মধর্ম ; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে অধিগত না হইলে কাহাকেও উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ যিনি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেন নাই, যিনি আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত নহেন, যিনি এখনও বিষয়াশক্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, চিত্ত যাঁহার আজিও শুদ্ধ হয় নাই কিংবা উপদেশার্থী হইয়া যিনি বিনীতভাবে সমীপে আগমন করেন নাই অথবা এখনও যিনি মনকে সংযত করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে ত কখনও এই অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশ দিতে নাই। এ কথা ঋক্‌মন্ত্রেও বলা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধি আছে যে, একদা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার (নিধি) হইব। কিন্তু কদাপি আমাকে অসূয়াকারী কুটিল অথবা শঠের নিকট প্রকাশ করিও না ; তাহা হইলে আমি অধিক বীর্য্যবতী হইব। বিদ্যাগরিমায় যাহাকে বিখ্যাত, অপ্রমাদী, মেধাবী ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, তিনি যদি বিদ্যার্থী হইয়া বিনীতভাবে উপস্থিত হন, তবে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া এই বৈষ্ণবী আত্মনিষ্ঠা তাহাকেই প্রদান করিতে পার।

৩৫। অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা। যথৈব তেন ন গুরুর্ভোজনীয়স্তথৈব চান্নং ন ভুনক্তি শ্রুতং তৎ ॥

৩৬। গুরুরেব পরো ধর্ম্মো গুরুরেব পরা গতিঃ।
একাক্ষরপ্রদাতারং যো গুরুং নাভিনন্দতি।
তস্য শ্রুতং তথা জ্ঞানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥

৩৭। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
স ব্রহ্মবিৎ পরং প্রেয়ানিতি বেদানুশাসনম্॥

ইত্যুপনিষৎ॥ ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ॥

ইতি শাঠ্যায়নীয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া যাহারা তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে সম্মান দেখাইতে অস্বীকৃত হয়, তাহারা যেমন তাহাদের এই উদ্ধত ব্যবহারের দ্বারা গুরুকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না—প্রসিদ্ধি আছে—সেইরূপ তাহারা নিজেরাও এই পাপে কখন অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে না। গুরুই পরমধর্ম্ম, গুরুই পরমগতি; যে এই অক্ষর বীজমন্ত্রের প্রদাতা গুরুকে সন্তুষ্ট না রাখে, তাহার সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান অগ্নিতে অদগ্ধ অপক্ক কলসীনিহিত সলিলের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়। দেবতার উপর যাঁহার পরাভক্তি এবং গুরুর উপরও সেইরূপই, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন, এইরূপ বেদের অনুশাসন। এই শাঠ্যায়নী উপনিষৎখানি এতদূরে সমাপ্ত হইল। এখন পূর্ণমদ বলিয়া শান্তি পাঠ করিতে হইবে।

শাঠ্যায়নীয়োপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

যোগতত্ত্বোপনিষৎ

ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ।

১। যোগতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং হিতকাম্যয়া।
যচ্ছ্রুত্বা চ পঠিত্বা চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

২। বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী মহাভূতো মহাতপাঃ।
তত্ত্বমার্গে যথা দীপো দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ ॥

৩। তমারাধ্য জগন্নাথং প্রণিপত্য পিতামহঃ।
পপ্রচ্ছ যোগতত্ত্বং মে ব্রূহি চাষ্টাঙ্গসংযুতম্ ॥

যে যোগতত্ত্ব শ্রবণ ও পাঠ করিয়া যোগিগণ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হন, আমি তাঁহাদের হিতের জন্য সেই যোগতত্ত্ব বলিব। মহাসত্ত্ব নামতপস্বী পুরুষোত্তম বিষ্ণুনামক মহাযোগী তত্ত্বমার্গে দীপের ন্যায় পরিদৃশ্যমান, অর্থাৎ অন্ধকারে দীপ যেরূপ সমস্ত বিষয়প্রকাশক, মহাযোগী বিষ্ণুও সেইরূপ তত্ত্বমার্গপ্রদর্শক। ব্রহ্মা সেই জগন্নাথের আরাধনা ও প্রণিপাত পুরঃসর বলিলেন, আমাকে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গসমন্বিত যোগতত্ত্ব বলুন।

তমুবাচ হৃষীকেশো বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ।
সর্বে জীবাঃ সুখৈর্দুঃখৈর্মায়াজালেন বেষ্টিতাঃ ॥
তেষাং মুক্তিকরং মার্গং মায়াজালনিকৃন্তনম্।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিনাশনং মৃত্যুতারকম্ ॥

নানামার্গৈস্তু দুষ্প্রাপং কৈবল্যং পরমং পদম্।
পতিতাঃ শাস্ত্রজালেষু প্রজ্ঞয়া তেন মোহিতাঃ॥
অনির্বাচ্যং পদং বক্তুং ন শক্যং তৈঃ সুরৈরপি।
স্বাত্মপ্রকাশরূপং তৎ কিং শাস্ত্রেণ প্রকাশ্যতে॥

হৃষীকেশ তাঁহাকে বলিলেন, আমি প্রকৃত তত্ত্ব বলিব, শ্রবণ কর। জীবমাত্রই সুখ, দুঃখ ও মায়াজালে জড়িত, তাহাদের মায়াজালছেদক, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিনাশক, মুক্তিদায়ক পন্থা বলিব। তাহা যোগব্যতি রিক্ত উপাসনার বিভিন্ন পদ অবলম্বনে দুষ্প্রাপ্য, উহা মৃত্যুভয়-নিবারক কৈবল্য নামক পরম পদ। জীবগণ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কাম্যকর্ম্মফলে প্রলুব্ধ হইয়া, শাস্ত্রজালে জড়িত ও ঐ শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞাদ্বারা বিমুগ্ধ হয়। তাহারা দেবতুল্য হইলেও বাক্যের অগোচর সেই পরমপদের কথা বলিতে সমর্থ হয় না; কারণ উহা স্বীয় আত্মাতেই প্রকাশমান, শাস্ত্র কি উপায়ে উহাকে প্রকাশ করিবে?

৮। নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং সর্বাতীতং নিরাময়ম্।
তদেব জীবরূপেণ পুণ্যপাপফলৈর্বৃতম্॥

৯। পরমাত্মপদং নিত্যং তৎ কথং জীবতাং গতম্।
সর্বভাবপদাতীতং জ্ঞানরূপং নিরঞ্জনম্॥

১০। বারিবৎ স্ফুরিতং তস্মিংস্তত্রাহংকৃতিরুত্থিতা।
পঞ্চাত্মকমভূৎ পিণ্ডং ধাতুবদ্ধং গুণাত্মকম্॥

১১। সুখদুঃখৈঃ সমাযুক্তং জীবভাবনয়া কুরু।
তেন জীবাভিধা প্রোক্তা বিশুদ্ধে পরমাত্মনি॥

যাঁহার কোন অংশ নাই, যিনি দোষলেশসম্পর্কবিহীন, সকলের অগোচর, নিরাময়, সেই ব্রহ্মই জীবরূপে পুণ্যপাপ ফলের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। যিনি নিত্য পরমাত্মস্বরূপ, তিনি কেন জীবত্ব প্রাপ্ত হন? তাহার উত্তর এই—বস্তুতঃ আত্মার অতিরিক্ত কোন ভাব-পদার্থ বিদ্যমান নাই, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, নিরঞ্জন, কাহারও সহিত সম্বদ্ধ হন না। কিন্তু আত্ম-স্বরূপানভিজ্ঞ তাঁহাতেই আত্মাতিরিক্ত পদার্থের আরোপ করিয়া থাকে। মন্দ বায়ু দ্বারা পরিচালিত জলের ন্যায় স্ফুরিত আত্মা হইতেই মূলপ্রকৃতিবাচ্য অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং তাহা হইতে সপ্ত-ধাতুবদ্ধ ত্রিগুণযুক্ত পঞ্চমহাভূতাত্মক পিণ্ড (দেহ) সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাহাতে সুখ-দুঃখসমাযুক্ত যে চৈতন্য—তাহাকেই জীবভাবাপন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ, বিশুদ্ধ পরমাত্মাতে প্রাকৃত গুণের যোগ হইলে উহারই জীবসংজ্ঞা কথিত হয়।

১২। কামক্রোধভয়ং চাপি মোহলোভমদো রজঃ।
জন্ম মৃত্যুশ্চ কার্পণ্যং শোকস্তন্দ্রা ক্ষুধা তৃষা।
১৩। তৃষ্ণা লজ্জা ভয়ং দুঃখং বিষাদো হর্ষ এব চ।
এভির্দোষৈর্বিনির্মুক্তঃ স জীবঃ কেবলো মতঃ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, মোহ, লোভ, মত্ততা, চঞ্চলতা, জন্ম, মৃত্যু, কৃপণতা, শোক, তন্দ্রা, ক্ষুধা, ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লজ্জা, ভয়, দুঃখ, বিষাদ ও হর্ষ—এই সকল দোষবিনির্মুক্ত জীবই কেবল বা পরমাত্মাস্বরূপ।

১৪। তস্মাদ্দোষবিনাশার্থমুপায়ং কথয়ামি তে।
যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতি ধ্রুবম্॥

১৫। যোগো হি জ্ঞানহীনস্তু ন ক্ষমো মোক্ষকর্ম্মণি।
তস্মাজ্‌জ্ঞানং চ যোগং চ মুমুক্ষুর্দৃঢ়মভ্যসেৎ॥

সেই হেতু পূর্ব্বোক্ত দোষবিনাশের নিমিত্ত তোমাকে উপায় বলিতেছি। যোগহীন জ্ঞান কিরূপে ধ্রুব মোক্ষফলপ্রদ হইবে। পক্ষান্তরে জ্ঞানহীন যোগও মোক্ষকর্ম্মে সমর্থ নহে। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি জ্ঞান এবং যোগ উভয়ই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিবেন।

১৬। অজ্ঞানাদেব সংসারো জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে।
জ্ঞানস্বরূপমেবাদৌ জ্ঞানং জ্ঞেয়ৈকসাধনম্॥

১৭। জ্ঞাতং যেন নিজং রূপং কৈবল্যং পরমং পদম্।
নিষ্কলং নির্ম্মলং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপকম্॥

১৮। উৎপত্তিস্থিতিসংহারস্ফূর্তিজ্ঞানবিবর্জিত।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমথ যোগং ব্রবীমি তে॥

অজ্ঞান হইতেই সংসার এবং জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। সুতরাং প্রথমতঃ জ্ঞানের স্বরূপই জানিতে হইবে, কারণ জ্ঞানই জ্ঞেয়-প্রাপ্তির উপায়। নিজের স্বরূপই যে নিষ্কল, নির্ম্মল, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপ এবং ইহাই কৈবল্য নামক পরমপদ, তাহা যে উপায়ে জানা যায় এবং আত্মাতিরিক্ত পদার্থ মাত্রই উৎপন্ন স্থিত বা উপসংহৃত হইতেছে, এইরূপে স্ফূর্তি ও তাহার জ্ঞানবিহীন যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান —বস্তুতঃ তাহারই নাম জ্ঞান। এখন তোমাকে যোগতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর।

১৯। যোগো হি বহুধা ব্রহ্মন্ ভিদ্যতে ব্যবহারতঃ।
মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব হঠোঽসৌ রাজযোগকঃ॥

২০। আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়ঃ স্মৃতঃ।
নিষ্পত্তিশ্চেত্যবস্থা চ সর্বত্র পরিকীর্ত্তিতা॥

হে ব্রহ্মন্! (পরমার্থতঃ একরূপ হইলেও) সাধন-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন যোগ বহুপ্রকারে বিভক্ত। যথা মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ও রাজযোগ। প্রধানতঃ যোগের এই চারিটি প্রকার, তদ্ভিন্ন আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা এবং নিষ্পত্তি অবস্থা—এই অবস্থাচতুষ্টয়ও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

২১। এতেষাং লক্ষণং ব্রহ্মন্ বক্ষ্যে শৃণু সমাসতঃ।
মাতৃকাদিযুতং মন্ত্রং দ্বাদশাব্দং তু যো জপেৎ॥

২২। ক্রমেণ লভতে জ্ঞানমণিমাদিগুণান্বিতম্।
অল্পবুদ্ধিরিমং যোগং সেবতে সাধকাধমঃ॥

এই চতুর্ব্বিধ যোগের লক্ষণ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি অকারাদি মাতৃকাবর্ণসংযুক্ত মন্ত্র দ্বাদশবর্ষব্যাপী জপ করেন, তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসমন্বিত জ্ঞান লাভ করেন। অল্পবুদ্ধি সাধক এই যোগের সেবা করেন।

২৩। লয়যোগশ্চিত্তলয়ঃ কোটিশঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্স্বপন্ভুঞ্জন্ধ্যায়েন্নিষ্কলমীশ্বরম্॥

চিত্তলয়ের নাম লয়যোগ, ইহার ভেদ কোটি কোটি অর্থাৎ অসংখ্য। গমনে, অবস্থানে, শয়নে, ভোজনে সর্ব্বদা নিষ্কল ঈশ্বরের ধ্যান করিবে, ইহাই লয়যোগ। ইহার পরে হঠযোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২৪। স এব লয়যোগঃ স্যাদ্ধঠযোগমতঃ শৃণু।
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনং প্রাণসংযমঃ॥

২৫। প্রত্যাহারো ধারণা চ ধ্যানং ভ্রূমধ্যমে হরিম্।
সমাধিঃ সমতাবস্থা সাষ্টাঙ্গো যোগ উচ্যতে॥

২৬। মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
জালংধরোড্ডিয়াণশ্চ মূলবন্ধস্তথৈব চ॥

২৭। দীর্ঘপ্রণবসন্ধানং সিদ্ধান্তশ্রবণং পরম্।
বজ্রোলী চামরোলী চ সহজোলী ত্রিধা মতা॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা. ভ্রূমধ্যে হরির ধ্যান ও সমাধি বা সমতাবস্থা, এই অষ্টাঙ্গ যোগ। মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, উড্ডিয়াণ, মূলবন্ধ, দীর্ঘপ্রণব সন্ধান, সিদ্ধান্তশ্রবণ এবং বজ্রোলী, চামরোলী ও সহজেলী এই তিন প্রকার; মোট দ্বাদশ প্রকার অঙ্গযোগ।

২৮। এতেষাং লক্ষণং ব্রহ্মন্ প্রত্যেকং শৃণু তত্ত্বতঃ।
লঘ্বাহারো যমেষ্বেকো মুখ্যো ভবতি নেতরঃ॥

২৯। অহিংসা নিয়মেষ্বেকা মুখ্যা বৈ চতুরানন।
সিদ্ধং পদ্মং তথা সিংহং ভদ্রং চেতি চতুষ্টয়ম্॥

ইহাদের প্রত্যেকের স্বরূপতঃ লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। দশবিধ যমের মধ্যে লঘু আহারই একমাত্র মুখ্য, অপরগুলি তত নহে। সেইরূপ দশ নিয়মে হে চতুরানন! অহিংসাই সর্ব্বপ্রধান। আসনের মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, সিংহ ও ভদ্র—এই চতুষ্টয়ই প্রধান।

৩০। প্রথমাভ্যাসকালে তু বিঘ্নাঃ স্যুশ্চতুরানন।
আলস্যং কত্থনং ধূর্ত্তগোষ্ঠী মন্ত্রাদিসাধনম্।

৩১। ধাতুস্ত্রীলৌল্যকাদীনি মৃগতৃষ্ণাময়ানি বৈ।
জ্ঞাত্বা সুধীস্ত্যজেৎ সর্বান্বিঘ্নান্ পুণ্যপ্রভাবতঃ॥

হে চতুরানন! প্রথম যোগাভ্যাসকালে অনেক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে আলস্য, আত্মশ্লাঘা, ধূর্ত্ততা, মন্ত্রাদির সাধন এবং কামিনী-কাঞ্চনে লোভ প্রভৃতি; ইহাদিগকে মৃগমরীচিকার ন্যায় মনে করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় পুণ্য প্রভাবে সমস্ত বিঘ্ন পরিত্যাগ করিবেন।

৩২। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ পদ্মাসনগতঃ স্বয়ম্।
সুশোভনং মঠং কুর্য্যাৎ সূক্ষ্মদ্বারং তু নির্ব্রণম্॥

৩৩। সুষ্ঠু লিপ্তং গোময়েন সুধয়া বা প্রযত্নতঃ।
মৎকুণৈর্ম্মশকৈর্লূতৈর্বর্জ্জিতং চ প্রযত্নতঃ॥

৩৪। দিনে দিনে চ সংমৃষ্টং সংমার্জ্জন্যা বিশেষতঃ।
বাসিতং চ সুগন্ধেন ধূপিতং গুগ্‌গুলাদিভিঃ॥

৩৫। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।
তত্রোপবিশ্য মেধাবী পদ্মাসনসমন্বিতঃ॥

স্বয়ং পদ্মাসন অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে এবং পদ্মাসনে উপবেশনোপযোগী অক্ষত ক্ষুদ্র দ্বারবিশিষ্ট মনোরম মঠ প্রস্তুত করিবে। উহা গোময় অথবা চূণদ্বারা প্রলিপ্ত এবং যত্নপূর্ব্বক ছারপোকা, মশা ও মাকড়শাদি-বিবর্জ্জিত করিবে। প্রত্যহ সম্মার্জ্জনী (ঝাটা) দ্বারা পরিস্কৃত, সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত এবং গুগ্‌গুলাদি দ্বারা ধূপযুক্ত

করিবে। পরে মেধাবী ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্রদ্বারা প্রস্তুত অনতি-উচ্চ অনতি-নীচ স্থিরতর আসন সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন।

৩৬। ঋজুকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণমেদিষ্টদেবতান্।
তেতো দক্ষিণহস্তস্য অঙ্গুষ্ঠেনৈব পিঙ্গলাম্॥

৩৭। নিরুধ্য পূরয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ ;
যথাশক্ত্যবিরোধেন ততঃ কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকম্॥

৩৮। পুনস্ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ॥

৩৯। ধারয়িত্বা যথাশক্তি রেচয়েদিড়য়া শনৈঃ।
যয়া ত্যজেত্তয়াপূর্য্য ধারয়েদবিরোধতঃ॥

যোগারম্ভ সময়ে সরলভাবে উপবেশন করিয়া যুক্তকরে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। পরে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পিঙ্গলা (দক্ষিণ নাসাপুট) নিরোধ করিয়া ইড়া (বাম নাসাপুট) দ্বারা ধীরে ধীরে পূরণ করতঃ শক্ত্যনুসারে কুম্ভক করিবে। পরে পিঙ্গলা দ্বারা আস্তে আস্তে ত্যাগ করিবে ; বেগে নহে। পুনর্ব্বার পিঙ্গলা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে উদর পূর্ণ ও যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া ইড়া দ্বারা আস্তে আস্তে ত্যাগ করিবে। এইরূপে যাহা দ্বারা ত্যাগ করিয়াছ, পুনর্ব্বার তাহা দ্বারাই পূরণ করিয়া শক্তি অনুসারে ধারণ করিবে।

৪০। জানু প্রদক্ষিণীকৃত্য ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
অঙ্গুলিস্ফোটনং কুর্য্যাৎ সা মাত্রা পরিগীয়তে॥

৪১। ইড়য়া বায়ুমারোপ্য শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া।
কুম্ভয়েৎ পূরিতং পশ্চাচ্চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া॥
৪২। রেচয়েৎ পিঙ্গলানাড্যা দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া পুনঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য পূর্ব্ববৎ সুসমাহিতঃ॥
৪৩। প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনে সায়মর্দ্ধরাত্রে চ কুম্ভকান্।
শনৈরশীতিপর্য্যন্তং চতুর্বারং সমভ্যসেৎ॥

নিতান্ত দ্রুত বা নিতান্ত বিলম্ব না হয় এইরূপে জানু প্রদক্ষিণ করিয়া অঙ্গুলীধ্বনি করিবে, ইহারই নাম মাত্রা। অর্থাৎ ঐরূপ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অঙ্গুলীধ্বনি করিতে যত সময়ের প্রয়োজন হয়, ইহাই এক মাত্রা। এইরূপ ষোড়শ মাত্রা-কাল ইড়া নাড়ী দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ করিবে এবং চতুঃষষ্টি মাত্রাকাল কুম্ভক করিয়া দ্বাত্রিংশৎ মাত্রাকাল পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে সংযতচিত্তে পুনর্ব্বার পিঙ্গলা দ্বারা আকর্ষণ, কুম্ভন ও ইড়া দ্বারা ত্যাগ এবং ইড়াদ্বারা আকর্ষণ, কুম্ভন ও পিঙ্গলা দ্বারা ত্যাগ করিবে। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল ও অর্দ্ধরাত্রি এই চারিবার প্রত্যহ ধীরে ধীরে আশীতি মাত্রা পর্য্যন্ত কুম্ভক অভ্যাস করিবে।

৪৪। এবং মাসত্রয়াভ্যাসান্নাড়ীশুদ্ধিস্ততো ভবেৎ।
যদা তু নাড়ীশুদ্ধিঃ স্যাত্তদা চিহ্নানি বাহ্যতঃ॥
৪৫। জায়ন্তে যোগিনো দেহে তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
শরীরলঘুতা দীপ্তির্জ্জাঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্॥

এইরূপে মাসত্রয় অভ্যাস করিলে নাড়ীশুদ্ধি ঘটিবে। যখন যখন নাড়ী শুদ্ধ হইবে তখন যোগীর দেহে বাহ্য চিহ্ন সকল প্রকাশ

পাইবে, সে চিহ্নগুলি আমি অশেষরূপে বলিব। তখন শরীরের লঘুতা ও দীপ্তি বিকাশ পাইবে। উদরানল বর্দ্ধিত হইবে, এবং প্রকৃতপক্ষেই শরীর কৃশ হইবে।

৪৬। কৃশত্বং চ শরীরস্য তদা জায়তে নিশ্চিতম্।
যোগবিঘ্নকরাহারং বর্জ্জয়েদ্যোগবিত্তমঃ ॥

৪৭। লবণং সর্ষপং চাম্লমুষ্ণং রূক্ষং চ তীক্ষ্ণকম্।
শাকজাতং রামঠাদি বহ্নিস্ত্রীপথিসেবনম্ ॥

৪৮। প্রাতঃস্নানোপবাসাদিকায়ক্লেশাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অভ্যাসকালে প্রথমং শস্তং ক্ষীরাজ্যভোজনম্ ॥

যিনি শ্রেষ্ঠ যোগতত্ত্বজ্ঞ, তিনি অবশ্যই যোগ-বিঘ্নকর আহার পরিত্যাগ করিবেন। লবণ, সর্ষপ, অম্ল, উষ্ণ, রূক্ষ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য এবং শাক ও হিঙ্গু (হিং) প্রভৃতি আহার যোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। বহ্নি-সেবন, স্ত্রী-সংসর্গ, পথ-পর্য্যটন, প্রাতঃস্নান এবং উপবাসাদি কায়ক্লেশ যোগীর বর্জ্জন করিতে হইবে। যোগাভ্যাসের প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর দুগ্ধ ও ক্ষীর-ভক্ষণ প্রশস্ত। গোধূম, মুদ্গ ও শালিধান্যের অন্ন যোগশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

৪৯। গোধূমমুদ্গশাল্যন্নং যোগবৃদ্ধিকরং বিদুঃ।
ততঃপরং যথেষ্টং তু শক্তঃ স্যাদ্বায়ুধারণে ॥

৫০। যথেষ্টধারণাদ্বায়োঃ সিধ্যেৎ কেবলকুম্ভকঃ।
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচপূরবিবর্জিতে ॥

তাহার পরে যথেষ্ট বায়ু ধারণে সমর্থ হয়। যথেষ্ট বায়ু ধারণে সমর্থ হইলে কেবলমাত্র কুম্ভকের সিদ্ধি হইয়া থাকে। রেচক পূরক

ভিন্ন কেবলমাত্র কুম্ভক সিদ্ধ হইলে সেই যোগীর আর ত্রিলোকে কিছুই দুর্লভ থাকে না।

৫১। ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
প্রস্বেদো জায়তে পূর্বং মর্দনং তেন কারয়েৎ॥

৫২। ততোঽপি ধারণাদ্বায়োঃ ক্রমেণৈব শনৈঃ শনৈঃ।
কম্পো ভবতি দেহস্য আসনস্থস্য দেহিনঃ॥

৫৩। ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্দার্দুরী স্বেন জায়তে।
যথা চ দর্দুরো ভাব উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য গচ্ছতি॥

৫৪। পদ্মাসনস্থিতো যোগী তথা গচ্ছতি ভূতলে।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্ভূমিত্যাগশ্চ জায়তে॥

৫৫। পদ্মাসনস্থ এবাসৌ ভূমিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
অতিমানুষচেষ্টাদি তথা সামর্থ্যমুদ্ভবেৎ॥

৫৬। ন দর্শয়েচ্চ সামর্থ্যং দর্শনঃ বীর্য্যবত্তরম্।
স্বল্পং বা বহুধা দুঃখং যোগী ন ব্যথতে তদা॥

৫৭। অল্পমূত্রপুরীষশ্চ স্বল্পনিদ্রশ্চ জায়তে।
কীলবো দূষিকা লাল স্বৈদদুর্গন্ধতাননে॥

৫৮। এতানি সর্বথা তস্য ন জায়ন্তে ততঃ পরম্।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্বলমুৎপদ্যতে বহু॥

কেবল কুম্ভক করিলে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে, তজ্জন্য পূর্ব্বে মর্দ্দন করিবে। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে ইহা অপেক্ষাও অধিক বায়ু ধারণে সমর্থ হইলে আসনস্থ দেহধারী যোগীর দেহকম্প উপস্থিত হয়। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বায়ু ধারণ করিতে পারিলে স্বীয় শরীরে

ভেকসম্বন্ধিনী বৃত্তির উদয় হয় অর্থাৎ ভেকনামক জন্তু যেরূপ উল্লম্ফন পূর্ব্বক গমন করে, সেইরূপ যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভূতলে গমন করেন। এইরূপে ইহা অপেক্ষাও দৃঢ়তর অভ্যাস করিতে পারিলে ভূমিত্যাগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যোগী পদ্মাসনে স্থিত হইয়া, ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধে অবস্থান করিতে পারেন। তখন তাঁহার অমানুষিক যত্নাদি ও অমানুষিক সামর্থ্য সমুদ্ভূত হয়, কিন্তু সে সামর্থ্য প্রদর্শন করাইবে না। তখন যোগীর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণতর হয়। অল্প অথবা বহুতর দুঃখ উপস্থিত হউক, যোগী তাহাতে ব্যথিত হন না। মূত্র ও পুরীষের পরিমাণ অতি অল্প ও নিদ্রা নিতান্ত কমিয়া যায়। কীলব (বায়ুবন্ধ), দূষিকা (ক্ষয়াদি রোগ অথবা নেত্রমল), মুখে লালা এবং ঘর্ম্মজনিত দুর্গন্ধতা যোগাভ্যাস করিতে পারিলে যোগীর এই সমস্ত দোষ সর্ব্বথা বিনষ্ট হয়। ইহার অভ্যাস আরও দৃঢ় হইলে বহু বল উৎপন্ন হয়।

৫৯। যেন ভূচরসিদ্ধিঃ স্যাদ্ভূচরাণাং জয়ে ক্ষমঃ।
ব্যাঘ্রো বা শরভো বাপি গজো গবয় এব বা।
৬০। সিংহো বা যোগিনা তেন ম্রিয়ন্তে হস্ততাড়িতাঃ।
কন্দর্পস্য যথা রূপং তথা স্যাদপি যোগিনঃ॥
৬১। তদ্রূপবশগা নার্য্যঃ কাঙ্ক্ষন্তে তস্য সঙ্গমম্।
যদি সঙ্গং করোত্যেষ তস্য বিন্দুক্ষয়ো ভবেৎ॥
৬২। বর্জয়িত্বা স্ত্রিয়াঃ সঙ্গং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগিনোঽঙ্গে সুগন্ধশ্চ জায়তে বিন্দুধারণাৎ॥

যে উপায়ে ভূচরসিদ্ধি হয়, যোগী তাহাতে যত্ন করিবেন,

কারণ ভূচরসিদ্ধি হইলে ভূচরের জয়ে সমর্থ হওয়া যায়। তাহার ফলে ব্যাঘ্র, শরভ (পশুবিশেষ), হস্তি, গবয় ও সিংহ প্রভৃতি ভূচরগণ যোগীর হস্ততাড়িত হইয়াই বিনষ্ট হয়। (উহারা যোগবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।) তখন যোগীর কন্দর্পের ন্যায় রূপ হয় এবং ঐ রূপের বশবর্ত্তিনী হইয়া অনেক নারী তাঁহার সঙ্গম আকাঙ্ক্ষা করে। যদি সেই যোগী তাহাদের সঙ্গ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার বিন্দুক্ষয় হয়, সুতরাং স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্দুধারণের অভ্যাস করিবেন এবং তাহার ফলে যোগীর অঙ্গে সুগন্ধ সমুদ্ভূত হইবে।

৬৩। ততো রহস্যুপাবিষ্টঃ প্রণবং প্লুতমাত্রয়া।
জপেৎ পূর্বার্জিতানাং তু পাপানাং নাশহেতবে॥

৬৪। সর্ববিঘ্নহরো মন্ত্রঃ প্রণবঃ সর্বদোষহা।
এবমভ্যাসযোগেন সিদ্ধিরারম্ভসম্ভবা॥

(এখন যোগের প্রতিবন্ধক নাশের উপায় বলা যাইতেছে।) পূর্ব্বার্জ্জিত পাপের বিনাশের নিমিত্ত নির্জ্জনে (একাকী) উপবিষ্ট হইয়া প্লুত মাত্রায় প্রণব জপ করিবে। কারণ প্রণবমন্ত্র সর্ব্ববিঘ্ন ও সর্ব্বদোষ বিনাশ করিয়া থাকে। এইরূপে অভ্যাসযোগবলে সিদ্ধির আরম্ভ সমুপস্থিত হয়, (ইহারই নাম 'আরম্ভাবস্থা')।

৬৫। ততো ভবেদ্ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসতৎপরা।
প্রাণোঽপানো মনোবুদ্ধির্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥

৬৬। অন্যোন্যস্যাবিরোধেন একতা ঘটতে যদা।
ঘটাবস্থেতি সা প্রোক্তা তচ্চিহ্নানি ব্রবীম্যহম্॥

৬৭। পূর্ব্বং যঃ কথিতোঽভ্যাসশ্চতুর্থাংশং পরিগ্রহেৎ।
দিবা বা যদি বা সায়ং যামমাত্রং সমভ্যসেৎ॥

আরম্ভাবস্থার পরে বায়ুপূরণের অভ্যাসবশতঃ যে অবস্থা সমুপস্থিত হয়, তাহার নাম ঘটাবস্থা। যখন প্রাণ ও অপান, মন ও বুদ্ধি এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইহাদের পরস্পর অবিরোধনিবন্ধন একতা সংঘটিত হয়, তখন উহা ঘটাবস্থা নামে অভিহিত হয়। আমি তাহার চিহ্নগুলি বলিতেছি। পূর্ব্বে বায়ুপূরণের যে অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহার চতুর্থাংশ মাত্র বায়ু পরিগ্রহ করিবে। এইরূপে দিবসে অথবা সায়ংকালে একপ্রহর মাত্র অভ্যাস করিবে; রেচক-পূরকভিন্ন প্রত্যহ এইরূপে কেবল কুম্ভক আয়ত্ত করিবে।

৬৮। একবারং প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ কেবলকুম্ভকম্।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো যৎপ্রত্যাহরণং স্ফুটম্॥

যোগী কুম্ভক অবলম্বন করিয়া বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের যে প্রত্যাহার করেন অর্থাৎ বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করেন, তাহার নাম প্রত্যাহার।

৬৯। যোগী কুম্ভকমাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।
যদ্যৎপশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।
৭০। যদ্যচ্ছৃণোতি কর্ণাভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।
লভতে নাসয়া যদ্যত্তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ॥
৭১। জিহ্বয়া যদ্রসং হ্যত্তি তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।
ত্বচা যদ্যৎস্পৃশেদ্যোগী তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ॥

৭২। এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং তু তত্তৎসৌখ্যং সুসাধয়েৎ।
যামমাত্রং প্রতিদিনং যোগী যত্নাদতন্দ্রিতঃ ॥

যাহা চক্ষুদ্বারা অবলোকন করেন, যাহা কর্ণদ্বারা শ্রবণ করেন, যাহা নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করেন, জিহ্বাদ্বারা যে রসের আস্বাদন করেন এবং ত্বক দ্বারা স্পর্শ করেন, তৎসমস্তই আত্মস্বরূপে যোগী ভাবনা করিবেন। এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের সেই সেই পদার্থের সহিত সৌখ্য-সাধন করিবেন অর্থাৎ পদার্থমাত্রই আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ—এই বোধে স্বয়ং আনন্দ অনুভব করিবেন। নিরলস হইয়া প্রত্যহ যত্নসহকারে একযামমাত্র এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।

৭৩। যথা বা চিত্তসামর্থ্যং জায়তে যোগিনো ধ্রুবম্।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ ক্ষণাদ্দূরাগমস্তথা ॥

৭৪। বাক্‌সিদ্ধিঃ কামরূপত্বমদৃশ্যকরণী তথা।
মলমূত্রপ্রলেপেন লোহাদেঃ স্বর্ণতা ভবেৎ ॥

৭৫। খে গতিস্তস্য জায়েত সন্ততাভ্যাসযোগতঃ।
সদা বুদ্ধিমতা ভাব্যং যোগিনা যোগসিদ্ধয়ে ॥

৭৬। এতে বিঘ্না মহাসিদ্ধের্ন রমেত্তেষু বুদ্ধিমান্।
ন দর্শয়েৎ স্বসামর্থ্যং যস্য কস্যাপি যোগিরাট্ ॥

৭৭। যথা মূঢ়ো যথা মূর্খো যথা বধির এব বা।
তথা বর্ত্তেত লোকস্য স্বসামর্থ্যস্য গুপ্তয়ে ॥

তাহা হইলে যোগিগণের নিশ্চয়ই চিত্ত-সামর্থ্য সমুৎপন্ন হইবে। তাঁহাদিগের দূরবর্ত্তিশব্দ-শ্রবণ-যোগ্যতা, দূরদর্শিতা, মুহূর্ত্তমাত্রে দূরদেশ হইতে সমাগম-শক্তি, বাক্‌সিদ্ধি, অভিলাষানুরূপ কার্য্যসম্পাদনে

সামর্থ্য অথবা ইচ্ছানুসারে রূপ পরিগ্রহ, অন্তর্দ্ধান-শক্তি এবং মলমূত্র-প্রলেপদ্বারা লৌহকে সুবর্ণ করিবার সামর্থ্য সমুৎপন্ন হয়। তাঁহারা আকাশে গমন করিতে পারেন। যোগ সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে ধীরতা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ পূর্ব্বোক্ত যোগৈশ্বর্য্যগুলি মহাসিদ্ধির বিঘ্ন-স্বরূপ, বুদ্ধিমান্ যোগী তাহাতে আসক্ত হইবেন না। প্রকৃতযোগী কখনও যাহাকে তাহাকে স্ব-সামর্থ্য দেখাইবেন না। লোকের নিকটে স্ব-সামর্থ্য গোপন করার জন্য জড়, মুর্খ বা বধিরের ন্যায় অবস্থান করিবেন।

৭৮। শিষ্যাশ্চ স্বস্বকার্য্যেষু প্রার্থয়ন্তি ন সংশয়ঃ।
তত্তৎকর্ম্মকরব্যগ্রঃ স্বাভ্যাসে বিস্মৃতো ভবেৎ ॥

৭৯। অবিস্মৃত্য গুরোর্ব্বাক্যমভ্যসেত্তদহর্নিশম্।
এবং ভবেদ্ঘটাবস্থা সন্ততাভ্যাসযোগতঃ ॥

৮০। অনভ্যাসবতশ্চৈব বৃথাগোষ্ঠ্যা ন সিদ্ধ্যতি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যোগমেব সদাভ্যসেৎ ॥

শিষ্যগণ স্বকীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য গুরুর আদেশ প্রার্থনা করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু সকল কর্ম্মেই তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে নাই। কারণ সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদনে ব্যগ্র থাকিলে স্বীয় যোগাভ্যাসে বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, তজ্জন্য গুরুর বাক্য বিস্মৃত না হইয়া অহোরাত্র অভ্যাস করিবে। এইরূপ সর্ব্বদা অভ্যাস-যোগবলে 'ঘটাবস্থা' উপস্থিত হইবে। অভ্যাস-বিহীন ব্যক্তি বৃথা পোষ্যবর্গ ভরণদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করিবে।

৮১। ততঃ পরিচয়াবস্থা জায়তেঽভ্যাসযোগতঃ।
বায়ুঃ পরিচিতো যত্নাদগ্নিনা সহ কুণ্ডলীম্।
৮২। ভাবয়িত্বা সুষুম্নায়াং প্রবিশেদনিরোধতঃ।
বায়ুনা সহ চিত্তং চ প্রবিশেচ্চ মহাপথম্॥

ঘটাবস্থার পরে অভ্যাসবলে 'পরিচয়াবস্থা' উপস্থিত হয়। তখন প্রাণবায়ু পরিচিত হয় এবং নিরোধ না করায় অগ্নির সহিত কুণ্ডলী শক্তি লক্ষ্য করিয়া সুষুম্নাপথে প্রবিষ্ট হয়, প্রাণবায়ুর সহিত চিত্তও সেই পথে প্রবেশ করে। যে যোগীর চিত্ত প্রাণবায়ুর সহিত এই সুষুম্না পথে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারই পরিচয়াবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৮৩। যস্য চিত্তং সপবনং সুষুম্নাং প্রবিশেদিহ।
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুরাকাশশ্চেতি পঞ্চকঃ॥
৮৪। যেষু পঞ্চসু দেবানাং ধারণা পঞ্চধোচ্যতে।
পাদাদিজানুপর্য্যন্তং পৃথিবীস্থানমুচ্যতে॥
৮৫। পৃথিবী চতুরস্রং চ পীতবর্ণং লবর্ণকম্।
পার্থিবে বায়ুমারোপ্য লকারেণ সমন্বিতম্॥
৮৬। ধ্যায়ংশ্চতুর্ভুজাকারং চতুর্বক্ত্রং হিরণ্ময়ম্।
ধারয়েৎ পঞ্চ ঘটিকাঃ পৃথিবীজয়মাপ্নুয়াৎ॥
৮৭। পৃথিবীযোগতো মৃত্যুর্ন ভবেদস্য যোগিনঃ।
আজানোঃ পায়ুপর্য্যন্তমপাং স্থানং প্রকীর্ত্তিতম্॥
৮৮। আপোঽর্ধচন্দ্রং শুক্লং চ বংবীজং পরিকীর্ত্তিতম্।
বারুণে বায়ুমারোপ্য বকারেণ সমন্বিতম্॥

৮৯। স্মরন্নারায়ণং দেবং চতুর্বাহুং কিরীটিনম্।
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং পীতবাসসমচ্যুতম্॥

৯০। ধারয়েৎ পঞ্চ ঘটিকাঃ সর্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ততো জলাদ্ভয়ং নাস্তি জলে মৃত্যুর্ন বিদ্যতে॥

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত; এই পঞ্চমহাভূতে পঞ্চদেবতার ধারণার কথা বলা যাইতেছে। পাদদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত পৃথিবীস্থান, এই স্থানে চতুষ্কোণ পীতবর্ণ ও 'লং'-বীজসমন্বিত পৃথিবীমণ্ডল বা পৃথিবীচক্র অবস্থিত। যে যোগী পৃথিবীচক্রে প্রাণবায়ুকে 'লং' এই বীজের সহিত সংস্থাপন পূর্ব্বক চতুর্ব্বাহুসমন্বিত চতুর্ম্মুখ হিরণ্ময় ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন, তিনি পৃথিবী জয় করিতে পারেন, অর্থাৎ পার্থিব দ্রব্য আর তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। ঈদৃশ যোগীর পার্থিবদ্রব্য-সংঘর্ষে মৃত্যু হইবার ভয় থাকে না। জানু অবধি পায়ু পর্য্যন্ত জল-স্থান নামে কথিত, যে জলস্থানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার, শুক্লবর্ণ 'বং' এই বীজসমন্বিত বরুণমণ্ডল অবস্থিত। যে বরুণমণ্ডলে প্রাণবায়ুকে 'বং' এই বরুণ-বীজের সহিত সংস্থাপনপূর্ব্বক চতুর্ব্বাহু-সমন্বিত, কিরীটধারী, বিশুদ্ধ কিরীটধারী, বিশুদ্ধ স্ফটিকের স্থায় দীপ্তিসম্পন্ন, পীতবস্ত্রপরিহিত অচ্যুত নারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারিলে যোগী সর্ব্ব পাপ-বিনির্ম্মুক্ত হন। তাঁহার আর জলে ভয় থাকে না, তাঁহার জলে মৃত্যু হয় না।

৯১। আপায়োর্হৃদয়ান্তং চ বহ্নিস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বহ্নিস্ত্রিকোণং রক্তং চ রেফাক্ষরসমুদ্ভবম্॥

৯২। বহ্নৌ চানিলমারোপ্য রেফাক্ষরসমুজ্জ্বলম্।
ত্রিয়ক্ষং বরদং রুদ্রং তরুণাদিত্যসন্নিভম্॥

৯৩। ভস্মোদ্ধূলিতসর্বাঙ্গং সুপ্রসন্নমনুস্মরন্।
ধারয়েৎ পঞ্চ ঘটিকা বহ্নিনাসৌ ন দহ্যতে॥

৯৪। নদহ্যতে শরীরং চ প্রবিষ্টস্যাগ্নিমণ্ডলে।
আহৃদয়াদ্ভ্রুবোর্মধ্যং বায়ুস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্॥

৯৫। বায়ুঃ ষট্‌কোণকং কৃষ্ণং যকারাক্ষরভাস্বরম্।
মারুতং মরুতাং স্থানে যকারাক্ষরভাস্বরম্॥

৯৬। ধারয়েত্তত্র সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং বিশ্বতোমুখম।
ধারয়েৎ পঞ্চ ঘটিকা বায়ুবদ্ব্যোমগো ভবেৎ॥

গুহ্যস্থান হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বহ্নিস্থান কথিত। এই বহ্নিস্থানে ত্রিকোণ রক্তবর্ণ 'রং' এই বীজসমন্বিত বহ্নিমণ্ডল অবস্থিত। বহ্নি-মণ্ডলে প্রাণবায়ুকে 'রং' এই বহ্নিবীজদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক নবোদিতসূর্য্যকান্তি, ভস্মভূষিতদেহ, সুপ্রসন্ন, বরদ, ত্রিলোচন, রুদ্রকে ধ্যান করিতে করিতে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারিলে যোগী আর অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হন না, এমন কি অগ্নিমণ্ডলে প্রবেশ করিলেও অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারেন না। হৃদয় হইতে ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বায়ুস্থান কথিত। এই বায়ুস্থানে ষট্‌কোণ কৃষ্ণবর্ণ 'য' এই বীজদ্বারা সমুজ্জ্বল বায়ুমণ্ডলে প্রাণবায়ুকে 'যং' এই বায়ুবীজদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া ধারণা করিবে।

সেই বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারিলে যোগী বায়ুর ন্যায় ব্যোমচারী হইতে পারেন এবং তাঁহার বায়ু হইতে মরণ হয় না, এমন কি তাঁহার বায়ু হইতে কোন ভয়েরই কারণ থাকে না।

৯৭। মরণং ন তু বায়োশ্চ ভয়ং ভবতি যোগিনঃ।
আভ্রূমধ্যাত্তু মূর্দ্ধান্তমাকাশস্থানমুচ্যতে।

৯৮। ব্যোম বৃত্তং চ ধূম্রং চ হকারাক্ষরভাস্বরম্।
আকাশে বায়ুমারোপ্য হকারোপরি শংকরম্॥

৯৯। বিন্দুরূপং মহাদেবং ব্যোমাকারং সদাশিবম্।
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং ধৃতবালেন্দুমৌলিনম্॥

১০০। পঞ্চবক্ত্রযুতং সৌম্যং দশবাহুং ত্রিলোচনম্।
সর্বায়ুধৈর্ধৃতাকারং সর্বভূষণভূষিতম্॥

১০১। উমার্দ্ধদেহং বরদং সর্বকারণকারণম্।
আকাশধারণাত্তস্য খেচরত্বং ভবেদ্ধ্রুবম্॥

১০২। যত্র কুত্র স্থিতো বাপি সুখমত্যন্তমশ্নুতে।
এবং চ ধারণাঃ পঞ্চ কুর্য্যাদ্যোগী বিচক্ষণঃ॥

১০৩। ততো দৃঢ়শরীরঃ স্যান্মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে।
ব্রহ্মণঃ প্রলয়েনাপি ন সীদতি মহামতিঃ॥

ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আকাশস্থান। এই আকাশস্থানে ধূম্রবর্ণ গোলাকার 'হং' এই বীজদ্বারা সমুজ্জ্বল আকাশমণ্ডল অবস্থিত। আকাশমণ্ডলে প্রাণবায়ুকে সংস্থাপন করিয়া 'হং' এই আকাশ-বীজের উপরে আকাশের ন্যায় ব্যাপক

মহাদেব বিন্দুরূপ শঙ্কর সদাশিবের ধ্যান করিবে। যিনি বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, মস্তকে নব শশিকলাধারী, দশবাহুসমন্বিত, সৌম্যমূর্ত্তি, পঞ্চানন, প্রত্যেক আননে তিন-তিনটি লোচনবিশিষ্ট, সর্ব্ববিধ অস্ত্রসমন্বিত, সর্ব্বভূষণে ভূষিত, গৌরীমিলিতার্দ্ধশরীর অর্থাৎ হর-গৌরীমূর্ত্তি। সর্ব্ব অভীষ্টফলদাতা এবং সকল কারণেরও যিনি আদি কারণ, আকাশমণ্ডলে তাঁহার ধারণা করিলে যোগীর নিশ্চয়ই আকাশে বিচরণের ক্ষমতা জন্মে। সেই যোগী যে কোন স্থানেই কেন অবস্থান করুন না, তিনি সেই স্থানেই অতিশয় সুখ অনুভব করেন। এইরূপে বিচক্ষণ যোগী পঞ্চ ধারণা করিকেন অর্থাৎ পৃথিবী-মণ্ডলে ব্রহ্মার, বরুণমণ্ডলে বিষ্ণুর, বহ্নিমণ্ডলে রুদ্রের বায়ুমণ্ডলে ঈশ্বরের এবং আকাশমণ্ডলে সদাশিবের ধারণা করিবেন। এইরূপে ধরণা করিলে যোগীর শরীর দৃঢ় হয়, তাঁহার মৃত্যুর ভয় থাকে না এবং ব্রহ্মার প্রলয়েও যোগী স্বয়ং অবসন্ন বা বিলীন হন না। এইরূপে ষষ্টি (ষাট্) ঘটিকা পর্য্যন্ত ধ্যানের অভ্যাস করিবে।

১০৪। সমভ্যসেত্তথা ধ্যানং ঘটিকাষষ্টিমেব চ।
বায়ুং নিরুধ্য চাকাশে দেবতামিষ্টদামিতি ॥

আকাশমণ্ডলে প্রাণবায়ুর নিরোধ করিয়া অভিলষিত ফলদায়ক দেবতার ধ্যান করিবে। এই সগুণ উপাসনাই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকে।

১০৫। সগুণং ধ্যানমেতৎ স্যাদণিমাদিগুণপ্রদম্।
নিগুর্ণধ্যানযুক্তস্য সমাধিশ্চ ততো ভবেৎ ॥

১০৬। দিনদ্বাদশকেনৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ।
বায়ুং নিরুধ্য মেধাবী জীবন্মুক্তো ভবত্যয়ম্॥

যে যোগী নির্গুণ-ব্রহ্মচিন্তা-পরায়ণ, তাঁহার সেই চিন্তাফলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভ হয়; তিনি সেই সমাধি দ্বাদশ দিনের অনুশীলনেই লাভ করিতে পারেন। মেধাবী যোগী শুধু বায়ুনিরোধ বা কুম্ভক করিয়াই জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানের নামই সমাধি।

১০৭। সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যদি স্বদেহমুৎস্রষ্টুমিচ্ছা চেত্তুৎসৃজেৎ স্বয়ম্॥
১০৮। পরব্রহ্মণি লীয়েত ন তস্যোৎক্রান্তিরিষ্যতে।
অথ নো চেৎ সমুৎস্রষ্টুং স্বশরীরং প্রিয়ং যদি॥
১০৯। সর্ব্বলোকেষু বিহরন্নণিমাদিগুণান্বিতঃ।
কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া দেবো ভূত্বা স্বর্গে মহীয়তে॥
১১০। মনুষ্যো বাপি যক্ষো বা স্বেচ্ছয়াপীক্ষণাদ্ভবেৎ।
সিংহো ব্যাঘ্রো গজো বাশ্বঃ স্বেচ্ছয়া বহুতামিয়াৎ॥
১১১। যথেষ্টমেব বর্ত্তেত যদ্বা যোগী মহেশ্বরঃ।
অভ্যাসভেদতো ভেদঃ ফলং তু সমমেব হি॥

যদি যোগীর স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে স্বয়ংই পরিত্যাগ করিতে পারেন, অথবা পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। তাঁহার আর অর্চ্চিরাদি মার্গে উৎক্রমণ নাই, এই স্থানেই লীন হইতে পারেন। যদি শরীরত্যাগের ইচ্ছা না থাকে, এই শরীরই প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, তবে তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসমন্বিত হইয়া ত্রিলোকেই

বিহার করিতে পারেন। অর্থাৎ কখনও দেবরূপে স্বর্গে পূজিত হন, কখনও মনুষ্যরূপ, কখনও বা ইচ্ছামাত্র যক্ষরূপ ধারণ করিতে পারেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী অথবা অশ্ব যাহা ইচ্ছা হয়, তদনুসারে বহুরূপ ধারণ করিতে পারেন; অথবা যোগিরাজ মহেশ্বরের ন্যায় যথেচ্ছ অবস্থান করিতে পারেন। অভ্যাসের ভেদ অনুসারে এইরূপ বিভিন্ন শরীর-পরিগ্রহরূপ ভেদ সমুপস্থিত হয় বটে; কিন্তু এই সকল আন্তরালিক ফল বাদ দিলে মুখ্যফল কৈবল্যে কোনই বৈষম্য নাই, উহা একরূপই।

১১২। পার্ষ্ণিং বামস্য পাদস্য যোনিস্থানে নিয়োজয়েৎ।
প্রসার্য্য দক্ষিণং পাদং হস্তাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ম্॥

১১৩। চিবুকং হৃদি বিন্যস্য পূরয়েদ্বায়ুনা পুনঃ।
কুম্ভকেন যথাশক্তি ধারয়িত্বা তু রেচয়েৎ॥

১১৪। বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেন ততোঽভ্যসেৎ।
প্রসারিতস্তু যঃ পদস্তমূরূপরি মানয়েৎ॥

বামপদের গুল্‌ফদেশ যোনি স্থানে স্থাপন করিয়া দক্ষিণপদ প্রসারণপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে। পরে চিবুক বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া বায়ুদ্বারা হৃদয় পূর্ণ করিবে। এইরূপে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া বায়ুর ধারণ ও পরে রেচন করিবে। বামাঙ্গ দ্বারা এইরূপ ক্রিয়ানুশীলনের দৃঢ় অভ্যাস হইলে পুনর্ব্বার দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবে। যে পদ পূর্ব্বে প্রসারিত ছিল, তাহাকে উরুর উপরে স্থাপন করিবে। ইহারই নাম 'মহাবন্ধ', এই মহাবন্ধ বামাঙ্গ ও দক্ষিণাঙ্গ উভয় অঙ্গেই অভ্যাস করিবে।

১১৫। অয়মেব মহাবন্ধ উভয়ত্রৈবমভ্যসেৎ।
মহাবন্ধস্থিতো যোগী কৃত্বা পূরকমেকধীঃ॥
১১৬। বায়ুনাং গতিমাবৃত্য নিভৃতং কণ্ঠমুদ্রয়া।
পুটদ্বয়ং সমাক্রম্য বায়ুঃ স্ফুরতি সত্বরম্॥

মহাবন্ধে অভ্যস্ত যোগী এক মনে পূরক করিয়া পরে বায়ুর গতি আচ্ছাদনপূর্ব্বক জালন্ধর দ্বারা ধীরভাবে বায়ু নিরোধ করিবেন, তখন প্রাণবায়ু ইড়া ও পিঙ্গলা অতিক্রম করিয়া সত্বর সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হইবে, ইহারই নাম 'মহাবেধ'। সিদ্ধ যোগিগণ সর্ব্বদা এই মহাবেধের অভ্যাস করিবেন।

১১৭। অয়মেব মহাবেধঃ সিদ্ধৈরভ্যস্যতেঽনিশম্।
অন্তঃকপালকুহরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য ধারয়েৎ॥

ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কপালের অভ্যন্তরস্থ গর্ত্তে জিহ্বা ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া স্থাপন করিবে। ইহার নাম খেচরী মুদ্রা।

১১৮। ভ্রূমধ্যদৃষ্টিরপ্যেষা মুদ্রা ভবতি খেচরী।
কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে স্থাপয়েদ্দৃঢ়য়া ধিয়া॥
১১৯। বন্ধো জালন্ধরাখ্যোঽয়ং মৃত্যুমাতঙ্গকেসরী।
বন্ধো যেন সুষুম্নায়াং প্রাণস্তূড্ডীয়তে যতঃ॥
১২০। উড্ড্যানাখ্যো হি বন্ধোঽয়ং যোগিভিঃ সমুদাহৃতঃ।
পার্ষ্ণিভাগেন সংপীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্দৃঢ়ম্॥
১২১। অপানমূর্দ্ধমুত্থাপ্য যোনিবন্ধোঽয়মুচ্যতে।
প্রাণাপানৌ নাদবিন্দূ মূলবন্ধেন চৈকতাম্॥

বুদ্ধি দৃঢ় করিয়া কণ্ঠদেশ আকুঞ্চন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবে। ইহার নাম জালন্ধর বন্ধ; এই বন্ধ মৃত্যুরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহসদৃশ অর্থাৎ মৃত্যুরও মৃত্যুতুল্য। যে বন্ধ দ্বারা সুষুম্না নাড়ীতে প্রাণবায়ু উড্ডীন হয় অর্থাৎ প্রবেশ করে, যোগিগণ তাহাকে উড্ড্যান নামক বন্ধ বলেন। পদের গুল্‌ফদেশ দ্বারা গুহ্যদেশ পীড়ন করিয়া অপান বায়ু উর্দ্ধদেশে উত্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে গুহ্যদেশ আকুঞ্চন করিবে। ইহার নাম যোনিবন্ধ। প্রাণ এবং অপান বায়ু, নাদ এবং বিন্দু মূলবন্ধের সহিত অভিন্ন হইয়া যোগের সম্যক্ সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

১২২। গত্বা যোগস্য সংসিদ্ধিং যচ্ছতো নাত্র সংশয়ঃ।
করণী বিপরীতাখ্যা সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী ॥
১২৩। নিত্যমভ্যাসযুক্তস্য জাঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনী।
আহারো বহুলস্তস্য সম্পাদ্যঃ সাধকস্য চ ॥
১২৪। অল্পাহারো যদি ভবেদগ্নির্দ্দেহং হরেৎ ক্ষণাৎ।
অধঃশিরশ্চোর্দ্ধপাদঃ ক্ষণং স্যাৎ প্রথমে দিনে ॥
১২৫। ক্ষণাচ্চ কিঞ্চিদধিকমভ্যসেত্তু দিনে দিনে।
বলী চ পলিতং চৈব ষণ্মাসার্দ্ধান্ন দৃশ্যতে ॥

বিপরীত-করণী নামক যোগ সর্ব্বব্যাধিনাশক। প্রত্যহ এই যোগ নিয়মিতভাবে অভ্যাস করিলে উদরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়। এই যোগ যিনি অভ্যাস করেন, তাঁহাকে প্রচুরতর আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়; কারণ, যদি অল্পাহার করেন, তবে অচিরেই উদরানল তাঁহার দেহ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। (নিজের স্বাভাবিক স্থিতির বিপরীত-ক্রিয়ার

অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া ইহাকে বিপরীত-করণী বলে)। এই যোগারম্ভের প্রথম দিনে অল্পক্ষণ মস্তক নিম্নদিকে এবং পদ উর্দ্ধদিকে রাখিয়া অবস্থান করিবে। পরে ক্রমশঃ প্রত্যহ অধিক সময় থাকার অভ্যাস করিবে। এই যোগে দৃঢ় অভ্যাস হইলে তিন মাসের পরে আর যোগীর জরা-নিবন্ধন লোল মাংস ও পক্ক কেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ শরীরের মাংসপেশী দৃঢ় ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে। যে যোগী প্রত্যহ একপ্রহর মাত্র এই যোগের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার আর যমভয় থাকে না।

১২৬। যানমাত্রং তু যো নিত্যমভ্যসেৎ স তু কালজিৎ।
বজ্রোলীমভ্যসেদ্যস্তু স যোগী সিদ্ধিভাজনম্॥

১২৭। লভ্যতে যদি যস্যৈব যোগসিদ্ধিঃ করে স্থিতা।
অতীতানাগতং বেত্তি খেচরী চ ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যিনি বজ্রোলী যোগের অভ্যাস করেন, তিনি প্রকৃতই সিদ্ধি-লাভের পাত্র। যদি কোন যোগীর এই যোগলাভ হয়, তবে জানিবে, সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত। তিনি অতীত ও ভবিষ্যত জানিতে পারেন এবং নিশ্চয়ই তাঁহার খেচরী মুদ্রা আয়ত্ত হয়।

১২৮। অমরীং যঃ পিবেন্নিত্যং নস্যং কুর্বন্দিনে দিনে।
বজ্রোলীমভ্যসেন্নিত্যমমরোলীতি কথ্যতে॥

যদি যোগী প্রত্যহ মুত্র পান করেন, অর্থাৎ মুত্রধারার প্রথম ও শেষভাগ বর্জ্জন করিয়া মধ্যভাগ হস্তে অথবা পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক পান করেন এবং নাসাপুটদ্বয়ে নস্যরূপে ব্যবহার করিয়া বজ্রোলী যোগের অভ্যাস করেন, তবে সেই যোগকেই অমরোলী বলে।

এই অমরোলীসিদ্ধ ব্যক্তির অমরীপান ও নস্য ব্যবহার ব্যতীত যে সিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহার নাম সহজোলী)।

১২৯। ততো ভবেদ্রাজযোগো নান্তরা ভবতি ধ্রুবম্।
যদা তু রাজযোগেন নিষ্পন্না যোগিভিঃ ক্রিয়া॥

১৩০। তদা বিবেকবৈরাগ্যং জায়তে যোগিনো ধ্রুবম্।
বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী মহাভুতো মহাতপাঃ॥

হঠযোগের অভ্যাস হইলে পরে রাজযোগ অভ্যস্ত হয়, নতুবা নহে। যখন রাজযোগদ্বারা যোগীর সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ রাজযোগের অভ্যাস দৃঢ় হয়, তখন নিশ্চয়ই বিবেক ও বৈরাগ্য সমুপস্থিত হয়। মহাসত্ত্ব পরম তপস্বী মহাযোগী পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে যোগিগণ তত্ত্বজ্ঞানযোগমার্গে দীপের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তম-তত্ত্বই 'আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ' এই অভেদ বোধক রাজযোগ দ্বারা লক্ষিত।

১৩১। তত্ত্বমার্গে যথা দীপো দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ।
যঃ স্তনঃপূর্বপীতস্তং নিষ্পীড্য মুদমশ্নুতে॥

১৩২। যস্মাজ্জাতো ভগাৎ পূর্ব্বং তস্মিন্নেব ভগে রমন্।
যা মাতা সা পুনর্ভার্য্যা যা ভার্য্যা মাতরেব হি॥

১৩৩। যঃ পিতা স পুনঃ পুত্রো যঃ পুত্রঃ স পুনঃ পিতা।
এবং সংসারচক্রেণ কুপচক্রে ঘটা ইব॥

১৩৪। ভ্রমন্তো যোনিজন্মানি শ্রুত্বা লোকান্ সমশ্নুতে।
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদাস্তিস্রঃ সন্ধ্যাস্ত্রয়ঃ স্বরাঃ॥

(বাহ্য পদার্থে বৈরাগ্যের কারণ বলা যাইতেছে।) শিশুকালে যে স্তন পান করা হইয়াছে, এখন তাদৃশ স্তন নিপীড়নে আনন্দ অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্বে যে যোনি হইতে জন্ম হইয়াছে, এখন তাদৃশ যোনিই আনন্দের কারণ হইয়াছে। বর্ত্তমান জন্মে যিনি মাতা, হয় ত জন্মান্তরে তিনিই ভার্য্যা, অথবা এখন যিনি ভার্য্যা, হয় ত জন্মান্তরে তিনিই মাতা হইবেন। এখন যিনি পিতা, হয় ত জন্মান্তরে তিনিই পুত্র হইবেন, এবং এখন যিনি পুত্র, তিনিই পিতা হইবেন। এইরূপে পুরুষোত্তমতত্ত্বের অতিরিক্ত আরও কিছু তত্ত্ব আছে, এইরূপ মনে করিয়া কূপচক্রে ঘটের ন্যায় সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা যোনিতে জন্ম ও মরণ অনুভব করেন। পরে 'ব্রহ্মই সকল,' তদতিরিক্ত বস্তুতঃ কোন পদার্থেরই সত্তা নাই, ইহা আচার্য্যমুখে শ্রবণ করিয়া মুমুক্ষু হন এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। পরে উপাসনা প্রভাবে ঐ ব্রহ্মার সহিতই মোক্ষলাভ করেন।

১৩৫। ত্রয়োঽগ্নয়শ্চ ত্রিগুণাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে ত্রয়াক্ষরে।
ত্রয়াণামক্ষরাণাং চ যোঽধীতেঽপ্যর্দ্ধমক্ষরম্॥

১৩৬। তেন সর্ব্বমিদং প্রোতং তৎ সত্যং তৎ পরং পদম্।
পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ পয়োমধ্যে যথা ঘৃতম্॥

১৩৭। তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম।
হৃদি স্থানে স্থিতং পদ্মং তস্য বক্ত্রমধোমুখম্॥

১৩৮। ঊর্দ্ধনালমধোবিন্দুস্তস্য মধ্যে স্থিতং মনঃ।
অকারে রেচিতং পদ্মমুকারেণৈব ভিদ্যতে॥

১৩৯। মকারে লভতে নাদমর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা।
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং নিষ্কলং পাপনাশনম্॥

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক ; ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ ; প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, ও সায়াহ্ন এই ত্রিসন্ধ্যা ; অকার, উকার ও মকার এই তিন স্বর ; গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই তিন অগ্নি ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ। ইহারা সকলেই অকার উকার ও মকার এই ত্র্যক্ষর প্রণবে অবস্থিত। এই অক্ষরত্রয়ের আরোপাধার বিশ্ব বিরাট্ আদির অর্দ্ধমাত্রাসংজ্ঞক যিনি অর্দ্ধঅক্ষর অর্থাৎ তুরীয় চৈতন্য ব্রহ্ম, আমিই সেই, এইরূপে যিনি শ্রুতি ও আচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করেন, সেই ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগিদ্বারা এই প্রপঞ্চসমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ তাদৃশ ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগী জানেন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সকলই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং প্রপঞ্চসমূহও আমার অতিরিক্ত নহে।) ইহাই সত্য এবং ইহাই পরম পদ বা ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসান। যেরূপ পুষ্পমধ্যে গন্ধ, দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত, তিলের মধ্যে তৈল এবং পাষাণের মধ্যে স্বর্ণ সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া অবস্থান করে, (সেইরূপ ব্যাপকচৈতন্য সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাঁহার উপলব্ধি-স্থান এই), হৃদয়ে ঊর্দ্ধনাল পদ্ম (হৃৎপদ্ম) অবস্থিত। তাহার মুখ নিম্নদিকে, তাহার অধোভাগে বিন্দু বা অব্যাকৃত আকাশ, তাহার মধ্যে মনঃ অর্থাৎ মনউপলক্ষিত লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান আছে, তাহাতেই প্রত্যক্ চৈতন্য বিরাজমান। (এই চৈতন্য সাক্ষাৎকারের উপায় এই—) অকার অর্থাৎ বিশ্ব বিরাট্ চৈতন্য সাক্ষাৎকার হইলে হৃৎপদ্ম ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হয়। উকার বা তাহার অধ্যক্ষ তৈজস সূত্রাদি চৈতন্য সাক্ষাৎকার দ্বারা সেই পদ্ম বিকাশমান হয় এবং মকার বা তদধ্যক্ষ প্রাজ্ঞ চৈতন্য সাক্ষাৎকার হইলে নাদ বা ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ হয় অর্থাৎ ঈশ্বরাত্মক প্রণব নাদ বিজৃম্ভিত হয়।

অকারাদি মাত্রাত্রয় প্রপঞ্চপর্য্যবসানা আর অর্দ্ধমাত্রা নিশ্চলা; সেই স্থানে বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, পাপাপহারী নিষ্কল বা নিষ্প্রতিযোগিক ব্রহ্ম অবস্থিত। যোগাভিনিবিষ্ট পুরুষ সেই পরম পদ লাভ করেন অর্থাৎ কৃতকৃত্য হন।

১৪০। লভতে যোগযুক্তাত্মা পুরুষস্তৎ পরং পদম্।
কূর্ম্মঃ স্বপাণিপাদাদিশিরশ্চাত্মনি ধারয়েৎ ॥

১৪১। এবং দ্বারেষু সর্ব্বেষু বায়ুপূরিতরেচিতঃ।
নিষিদ্ধে তু নবদ্বারে উর্দ্ধং প্রাঙ নিশ্বাসস্তথা ॥

১৪২। ঘটমধ্যে যথা দীপো নিবাতং কুম্ভকং বিদুঃ।
নিষিদ্ধৈর্নবভির্দ্বারৈর্নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে।
নিশ্চিতং ত্বাত্মমাত্রেণাবশিষ্টং যোগসেবয়া ॥

ইত্যুপনিষৎ ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ ॥

ইতি যোগতত্ত্বোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

কূর্ম্ম যেরূপ তাহার পাণি-পাদ ও শিরঃ স্বীয় শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করে, সেইরূপ যোগী সর্ব্বদ্বারে (নবদ্বারে) পূরিত বায়ু রেচিত করিয়া নির্ব্যাপারবিশিষ্ট হইবেন। নবদ্বার নিরুদ্ধ হইলে মুলাধারস্থ সুষুম্নার পূর্ব্বদ্বার ভেদ করিয়া উর্দ্ধে নিঃশ্বাস প্রবর্ত্তিত করিবে অর্থাৎ নির্গত-শ্বাস ব্যাপার বা কুম্ভক করিয়া অবস্থান করিবে। (কুম্ভকের লক্ষণ এই—) ঘটের মধ্যে দীপ যেরূপ নিষ্কম্প অবস্থায় থাকে, সেইরূপ নির্ব্বাত অবস্থায় অবস্থানের নাম কুম্ভক। স্বীয় স্বীয় ব্যাপারে নিবৃত্ত পূর্ব্বোক্ত নবদ্বারবিশিষ্ট যোগী নির্জ্জনে নিরুপদ্রব স্থানে সিদ্ধাদি

আসন অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্পক যোগ সেবায় তিনি 'আত্মস্বরূপ-মাত্রে অবশিষ্ট' এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য লাভ করিবেন। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যারহস্য।

'ওঁ সহ নাববতু' ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি পাঠ করিবে।

যোগতত্ত্বোপনিষৎ সমাপ্ত।

প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ

১। অথাতঃ সর্ব্বোপনিষৎসারং সংসারজ্ঞান-
মধীতমন্নসূত্রং শারীরং যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অনন্তর এইজন্য আমরা সমস্ত উপনিষদের সারভূত শরীরোদ্ভব যজ্ঞ ব্যাখ্যা করিব, যাহা দ্বারা সংসার হেয়রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, যাহা বেদে অধীত হইয়াছে এবং যাহার সাধন একমাত্র অন্ন।

২। অস্মিন্নেব পুরুষশরীরে বিনাঽপ্যগ্নিহোত্রেণ বিনাঽপি সাংখ্যযোগেন সংসারবিমুক্তির্ভবতীতি স্বেন বিধিনা।

মানব স্বস্বগৃহ্যসূত্রোক্ত বিধির দ্বারা এই দেহেই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান না করিয়া এবং সাংখ্যযোগ ব্যতীতও মুক্তিলাভ করিতে পারেন। লোকের শরীর যজ্ঞে প্রবৃত্তি হউক, এইজন্য পূর্ব্বে শ্রুতি কলকীর্ত্তন করিতেছেন।

৩। অন্নং ভূমৌ নিক্ষিপ্য যা ওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীরিতি তিসৃভি-রন্নপত ইতি দ্বাভ্যামনুমন্ত্রয়তে।

অন্ন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অথবা বাহুতিসমূহের দ্বারা তিনটীর বলি প্রদান করিয়া 'যা ওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞী' ইত্যাদি তিনটী মন্ত্র এবং 'অন্নপতে' ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র পাঠ করিবে।

তাৎপর্য্য। শ্রুতিতে যে অন্ন ভূমিতে স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—পবিত্র ভূমির উপর অন্নপাত্র স্থাপন করিবে,

অন্তরিক্ষে কিংবা কোন পাত্রের উপর অন্নপাত্র রাখিবে না। আকাশে অন্ন ঝুলাইয়া রাখা যায়, তাহা রাখিবে না; কিংবা চৌকীর উপরও রাখিবে না।

এ বিষয়ে শাস্ত্রদৃষ্ট হয়—"পীঠস্যোপরি পাত্রং যঃ সংস্থাপ্যাশ্নাতি ব্রাহ্মণঃ। ন দেবাস্তৃপ্তিমায়ান্তি দাতুর্ভবতি নিষ্ফলম্।" যে ব্রাহ্মণ পীঠের উপর পাত্র স্থাপন করিয়া ভোজন করেন, সেই অন্নে দেবগণ তৃপ্তি লাভ করেন না, দাতার সমস্ত নিষ্ফল হয়। এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ উপলক্ষণমাত্র, অন্যান্য বর্ণাশ্রমীকেও বুঝাইবে। অতএব যাঁহারা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর অন্ন রাখিয়া ভোজন করেন, তাঁহারা প্রকৃত অন্ন ভক্ষণ করেন না। তাঁহারা অবিহিত অন্ন ভোজন করেন এবং সে অন্নে তাঁহাদের কোন ফল হয় না।

৪। ওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্ব-হংসঃ।

সেই মন্ত্র এখন প্রদর্শিত হইতেছে—যে সমুদায় ওষধির রাজা চন্দ্র, যাহারা বহু, যাহারা নানাজাতীয় ও রোগাদির অপনয়নে সমর্থ এবং বৃহস্পতি যাহাদের বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারা আমাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত করুক।

তাৎপর্য্য। যাহাদের ফল পাকিলে বৃক্ষ মরিয়া যায়, তাহারা ওষধিনামে বিখ্যাত।

৫। যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥

যে সকল ওষধি, বৃক্ষঃ; লতা প্রভৃতি ফলযুক্ত কিংবা যাহাদের ফল নাই, যাহারা পুষ্পিত অথবা পুষ্পহীন, যাহাদের বীর্য্য বৃহস্পতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারা আমাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত করুক।

৬। জীবলাং নবারিষাং মা তে বধ্নাম্যোবধিম্।
যা ত আয়ুরুপহরাদপ রক্ষাংসি চায়তাৎ॥

হে ওষধি! বনদেবতে! যে সকল উদ্বেগকারিণী বিষৌষধি আছে, যে তোমার আয়ু অপহরণ করে এবং রাক্ষসগণকে আনয়ন করে, তাহাকে তোমার সহিত সম্মিলিত করিব না।

৭। অন্নপতেঽন্নস্য নো ধেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ।
প্রপ্রদাতারং তারিষ উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে॥

হে অন্নপতে! তুমি আমাদিগকে নিষ্পাপ তেজস্বী অন্ন প্রদান কর, অন্নদাতৃগণকে উর্দ্ধলোকে লইয়া যাও, আমাদিগকে অন্ন কিংবা বল প্রদান কর এবং মনুষ্য ও পশু প্রভৃতিকে অন্ন বা বল দেও।

৮। যদন্নমদ্মি বহুধা বিরাদ্ধম্। রুদ্রৈঃ প্রজগ্ধদং যদি বা পিশাচৈঃ। সর্ব্বং তদীশানো অভয়ং কৃণোতু শিবমীশানায় স্বাহা।

সিদ্ধির বিঘাতক যে অন্ন আমি ভক্ষণ করি অথবা যে অন্ন রুদ্র ও পিশাচগণ ভক্ষণ করিয়াছে, ঈশান সেই সকল অন্ন অভয় ও মঙ্গলময় করুন,—এই নিমিত্ত আমি 'ঈশানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান করি।

৯। অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং ব্রহ্মা

ত্বং রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং বষট্‌কারঃ। আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোং নমঃ।

এখন জাঠরাগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে—] হে জাঠরাগ্নে। তুমি সর্ব্বব্যাপী হইয়া প্রাণিগণের হৃদয় কিংবা উদররূপ গুহামধ্যে বিচরণ করিয়া থাক; তুমি যজ্ঞ, তুমি ব্রহ্মা, তুমি রুদ্র, তুমি বিষ্ণু এবং তুমি বষট্‌কার; [জলের নিকট প্রার্থনা] হে জল! তুমি তেজঃ, রস, অমৃত ও ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোক; ইহাদিগকে আমি নমস্কার করি।

১০। আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যং বা যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু তং হ্যাপো অসতাং চ প্রতিগ্রহম্।

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুক, পৃথিবী জলের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুক, ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীকে পবিত্র করুন, আবার পৃথিবী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূতা হইয়া আমাকে পবিত্র করুক, আমার যে উচ্ছিষ্টভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ ও অসৎপ্রতিগ্রহ প্রভৃতি দোষ আছে; হে জল! তুমি তৎসমুদয় পবিত্র কর।

১১। আপোঽমৃতমস্যমৃতোপস্তরণমস্যমৃতং প্রাণে জুহোম্যমা শিষ্যান্তোঽসি প্রাণায় প্রদানায় স্বাহাঽপানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহা সমানায় স্বাহোদানায় স্বাহেতি কনিষ্ঠিকয়াঽঙ্গুল্যাঽঙ্গুষ্ঠেন চ প্রাণে জুহোমি।

হে জল! তুমি অমৃতস্বরূপ, হে অমৃত! তুমি আচ্ছাদন, প্রাণে অমৃতের দ্বারা আহুতি প্রদান করি; হে শিষ্য! তুমি ভোজন

করিয়াছ ; প্রদানায় প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা,—এই মন্ত্রদ্বারা কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা প্রাণবায়ুতে হোম করি।

১২। অনামিকয়াঽপানে মধ্যমিকয়া ব্যানে প্রদেশিন্যা সমানে সর্ব্বাভিরুদানে তূষ্ণীমেকামেকঋষৌ জুহোতি দ্বে আহবনীয় একাং দক্ষিণাগ্নাবেকাং গার্হপত্য একাং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তীয়ে।

অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা অপান বায়ুতে হোম করিবে, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ব্যানবায়ুতে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা সমান বায়ুতে, সমস্ত অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা উদান বায়ুতে হোম করিবে। একঋষি অর্থাৎ অগ্নিতে একবার অমন্ত্রক হোম করিবে, মুখস্থ আহবনীয় অগ্নিতে দুইবার আহুতি দিবে, শরীরমধ্যস্থিত হৃদয়স্থ দক্ষিণাগ্নিতে এক আহুতি দিবে, নাভিস্থ কোষ্ঠাগ্নি গার্হপত্যে এক আহুতি দিবে এবং নাভির অধঃস্থিত সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তীয় অগ্নিতে এক আহুতি দিবে।

১৩। অথাপিধানমস্যমৃতায় ত্বোপদদামীত্যুপস্পৃশ্য পুনরাদায় পুনরুপস্পৃশেৎ সব্যে পাণাবপো গৃহীত্বা হৃদয়মন্বালভ্য জপেৎ।

হে জল! তুমি ভুক্ত অন্নের আচ্ছাদন, তোমাকে অমৃতের জন্য স্থাপন করি,—এই মন্ত্রের দ্বারা আচমন করতঃ আবার জল লইয়া আচমন করিবে। বাম করে জল লইয়া আচমন করত জপ করিবে।

১৪। প্রাণোঽগ্নি পরমাত্মা পঞ্চবায়ুভিরাবৃতঃ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো ন ভবেদহং কদাচ নেতি॥

প্রাণই অগ্নি, পরমাত্মা, পঞ্চ বায়ুর দ্বারা আবৃত ও সর্ব্বভূতের

অভয়প্রদ ; আমি যে সকলের অভয়প্রদ হইব না, এরূপ নহে, অর্থাৎ হইব।

১৫। বিশ্বোঽসি বৈশ্বানরো বিশ্বরূপো বিশ্বং ত্বয়া ধার্য্যতে।
জায়মানং বিশ্বং তু ত্বাহুতয়ঃ সর্ব্বা যত্র ব্রহ্মা।

হে প্রাণ! তুমি সর্ব্বস্বরূপ, তুমি অগ্নি ও নানা রূপে বিরাজ করিতেছ ; তুমি সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়াছ, ব্রহ্মাদি সমস্ত জগৎ তোমার সমস্ত আহুতিস্থানীয় ; সেই সমস্ত জগতে ব্রহ্মা আছেন।

১৬। বিশ্বামৃতোঽসীতি।

তুমি বিশ্বসমূহের মধ্যে নিত্য।

১৭। মহানবোঽয়ং পুরুষো যোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ। তমদ্ভিঃ প্রভিষিঞ্চামি সোঽস্যান্তেঽমৃতায়ামৃতয়োর্নাবিত্যেষ এবাঽত্মা।

এই অন্নতর্পক মহান্ পুরুষ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে প্রতিষ্ঠিত আছেন,—এই মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাগ্রে জলসেচন করিবে। সেই পুরুষকে দেহের অন্তে মুক্তির নিমিত্ত অমৃত-কারণ স্থানে জলের দ্বারা সেচন করি, সেই পুরুষ হইতেছেন আত্মা।

১৮। ধ্যায়েতাগ্নিহোত্রং জুহোমীতি সর্ব্বেষামেব সূনুর্ভবত্যথ।

আমি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করি,—এইরূপ চিন্তা যিনি করেন, পুত্র যেমন পিতার তৃপ্তিদায়ক হয়, সেইরূপ তিনি তৃপ্তিপ্রদ হন।

১৯। যজ্ঞপরিবৃত আহুতীর্হোময়তি স্বে শরীরে যজ্ঞ পরিবর্ত্তয়ামীতি।

অগ্নিহোত্রবুদ্ধি করার পর অধিকারপ্রাপ্তি ঘটিলে নিজ শরীরে

অগ্নিহোত্র যাগ সম্পাদন করিব, এই মনে করিয়া যজ্ঞসম্পাদনের জন্য গ্রাসসমূহ মুখে নিক্ষেপ করিবে, একটী একটী গ্রাস মুখে দিবে এবং একবার অগ্নিতে হোম করিতেছি,—ইহা চিন্তা করিবে।

২০। চত্বারোঽগ্নয়স্তে কিংনামধেয়াঃ।

অগ্নি চারিটী, তাহাদের নাম কি?

তাৎপর্য্য। যদ্যপি পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তীয় নামক পঞ্চম অগ্নির কথা বলা হইয়াছে, অথচ এখানে চারিটী অগ্নির কথা বলা হইল, তাহার কারণ এই যে, প্রায়শ্চিত্তীয় নামক অগ্নি লোকে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নাই, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রসিদ্ধ চারিটী অগ্নি'র কথা বলা হইল।

২১। তত্র সূর্য্যোঽগ্নির্নাম সূর্য্যমণ্ডলাকৃতিঃ সহস্ররশ্মিভিঃ পরিবৃত একর্ষিভূর্ত্বা মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠতি যস্মাদুক্তঃ।

তন্মধ্যে সূর্য্যনামক অগ্নি সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, সহস্রকিরণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া একমাত্র ঋষি মস্তকে অবস্থান করে; তাহার কারণ বেদে সূর্য্যকে সহস্রদলের অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে।

২২। দর্শনাগ্নির্নাম চতুরাকৃতিরাহবনীয়ো ভূত্বা মুখে তিষ্ঠতি।

যে অগ্নি চতুষ্কোণাকার ও আহবনীয় নাম ধারণ করিয়া মুখে অবস্থান করে, তাহার নাম দর্শনাগ্নি।

২৩। শারীরোঽগ্নির্নাম জরাপ্রণুদা হবিরবিস্কন্দত্যর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দ্দক্ষিণাগ্নিভূর্ত্বা হৃদয়ে তিষ্ঠতি।

যে জরা নাশ করে, ভুক্ত অন্ন গ্রহণ করে, যাহার অর্দ্ধচন্দ্রাকার ও যে দক্ষিণাগ্নি হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করে।

২৪। তত্র কোষ্ঠাগ্নির্নামাশিতপীতলীঢ়খাদিতানি সম্যক্‌শ্রপয়িত্বা গার্হপত্যো ভূত্বা নাভ্যাং তিষ্ঠতি। প্রায়শ্চিত্তীয়স্ত্বধস্তাৎস্ত্রিয়স্তিস্রঃ। হিমাংশুপ্রভঃ প্রজনকর্ম্মা।

তন্মধ্যে যে অগ্নি চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ ও পেয় বস্তুসমূহের সম্যক্‌রূপে পরিপাক জন্মাইয়া গার্হপত্য নাম ধারণ করত নাভিতে অবস্থান করে, তাহায় কোষ্ঠাগ্নি। প্রায়শ্চিত্তীয় নামক অগ্নি নাভির অধোদেশে থাকে; তাহার ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটী স্ত্রী আছে; তাহাদের বর্ণ চন্দ্রতুল্য এবং তাহারা সন্তানোৎপত্তিরূপ কার্য্য সম্পাদন করে।

২৫। অস্য শারীরযজ্ঞস্য যূপরশনাশোভিতস্য কো যজমানঃ কা পত্নী। ক ঋত্বিজঃ কে সদস্যাঃ কানি যজ্ঞপাত্রাণি কানি হবীংষি কা বেদিঃ কোত্তরবেদিঃ কো দ্রোণকলশঃ কো রথঃ কঃ পশুঃ কোঽধ্বর্য্যুঃ কো হোতা কো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী কঃ প্রতিপ্রস্থাতা কঃ প্রস্তোতা কো মৈত্রবরুণঃ কঃ উদ্‌গাতা কা ধারা কঃ পোতা কে দর্ভাঃ কঃ স্রুবঃ কাঽঽজ্যস্থালী কাবাঘারৌ কাবাজ্যভাগৌ কে প্রয়াজাঃ কেঽনুয়াজাঃ কেডা কঃ সূক্তবাকঃ কঃ শংযুবাকঃ কা দয়া কাঽহিংসা কে পত্নীসংযাজাঃ কো যূপঃ কা রশনা কা ইষ্টয়ঃ কা দক্ষিণা কিমবভৃথমিতি।

[যাগ করিতে গেলে ঋত্বিক্, যজমান, তৎপত্নী ইত্যাদি বহু পদার্থ আবশ্যক; কিন্তু ইহা শারীর যাগ, শরীরের মধ্যে কোন্ কোন

বস্তুকে কোন্ কোন্ যজ্ঞীয় পদার্থ কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে হইবে, তাহার এখন অবতারণা করা যাইতেছে।]

যূপরূপ রসনা-পরিশোভিত এই শারীর যজ্ঞের যজমান ও যজমান-পত্নী কে? কাহারা ঋত্বিক্? সেই ঋত্বিকের মধ্যে কাহারা সদস্য? যজ্ঞপাত্রসমূহ কি কি? হবির্দ্রব্য কি কি? কোনটী বেদি, উত্তরবেদিই বা কোনটী? দ্রোণকলশ কোনটী? রথ কি? পশু কোন্ দ্রব্য? অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ কে? হোতা কে? ব্রাহ্মণাচ্ছংসী কে? প্রতিপ্রস্থাতা কে? প্রস্তোতা কে? মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিক্ কে? উদ্গাতা কে? পোতা নামক ঋত্বিকের ধারা নামক পাত্র কি? পোতা কে? কোনগুলি দর্ভ? স্রুব নামক পাত্র কোনটী? আজ্যপাত্র কোনটী? আঘারদ্বয় (ঘৃতধারা-পাত্রদ্বয়) কোন্-কোনটী? আজ্যভাগ নামক যাগদ্বয় কি কি? প্রযাজরূপ অঙ্গযাগসমূহ কি কি? অনুযাজ কি কি? ইড়াপাত্র কোনটী? সূক্তবাক কি? শংযুবাক কি? দয়া কোনটী? কে অহিংসা? পত্নীসংযাজযাগসমূহ কোনগুলি? যূপ কোনটী? রশনা কি? ইষ্টিসমূহ কোনগুলি? দক্ষিণা কি এবং অবভৃতই বা কি?

২৬। অস্য শারীরযজ্ঞস্য যূপরশনাশোভিতস্যাঽঽত্মা যজমানো, বুদ্ধিঃ পত্নী, বেদা মহর্ত্বিজো, অহংকারোঽধ্বর্যুঃ, চিত্তং হোতা, প্রাণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসং, অপানঃ প্রতিপ্রস্থাতা, ব্যানঃ প্রস্তোতা, সমানো মৈত্রাবরুণ, উদান উদ্গাতা, শরীরং বেদির্নাসিকোত্তরবেদির্মূর্দ্ধা দ্রোণকলশো, দক্ষিণহস্তঃ স্রুবঃ, সব্যহস্ত আজ্যস্থালী, শ্রোত্রে আঘারৌ, চক্ষুষী আজ্যভাগৌ, গ্রীবা ধারাপোতা, তন্মাত্রাণি সদস্য, মহাভূতানি

প্রহাজা, ভূতান্যনুযাজা, জিহ্বেড়া, দন্তোষ্ঠৌ স্বক্তবাকঃ, তালু, শংয়ুবাকঃ, স্মৃতির্দ্দয়া ক্ষান্তিরহিংসা।

[পূর্ব্বে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,—শারীর যজ্ঞের যজমান কে, পত্নী কে? ইত্যাদির উত্তর এখন প্রদান করা হইতেছে। বহির্যজ্ঞে যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক, শরীরমধ্যে সেই সমস্তই কল্পনা করা হইতেছে। শরীরমধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহাতে সেইরূপে উপাসনা করিতে হইবে, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য।] এই যূপরসনাশোভিত শারীর যজ্ঞের যজমান হইতেছেন আত্মা অর্থাৎ আত্মাতে যজমান-দৃষ্টি করিবে—আত্মাকে যজমানরূপে উপাসনা করিবে, এইরূপ সর্ব্বত্র উপাস্য। বুদ্ধিকে যজমান-পত্নীরূপে, বেদ-চতুষ্টয়কে ঋত্বিক্‌সমূহের উপদেষ্টৃরূপে, অহঙ্কারকে অধ্বর্য্যুরূপ ঋত্বিগ্‌রূপে, চিত্তকে হোতা ভাবিয়া, প্রাণকে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (ঋত্বিক্) রূপে, অপান বায়ুকে প্রতিপ্রস্থাতা (ঋত্বিক্) রূপে, ব্যানবায়ুকে প্রস্তোতা (ঋত্বিক্) রূপে, সমানবায়ুকে মৈত্রাবরুণ (ঋত্বিক্) রূপে, উদানবায়ুকে উদ্‌গাতা (ঋত্বিক্) রূপে, শরীরকে বেদিরূপে, নাসিকাকে উত্তরবেদিরূপে মস্তককে দ্রোণকলশরূপে, দক্ষিণ হস্তকে স্রুবরূপ যজ্ঞপাত্ররূপে, বামহস্তকে ঘৃতপাত্ররূপে, শ্রোত্রদ্বয়কে আঘার অর্থাৎ ঘৃতক্ষরণরূপে, চক্ষুর্দ্বয়কে আজ্যভাগদ্বয়রূপে, গ্রীবাকে ধারালক্ষিত পোতা (ঋত্বিক্) রূপে, পঞ্চতন্মাত্রকে সদস্যরূপে, মহাভূতসমূহকে (মূলভূত) প্রযাজ (অঙ্গযাগ) রূপে, পঞ্চভূতকে অনুযাজ (যাগবিশেষ) রূপে, জিহ্বাকে ইড়াপাত্ররূপে, দন্ত ও ওষ্ঠকে স্বক্তবাকরূপে তালুকে শংয়ুবাকরূপে, স্মৃতিকে দয়া ও

ক্ষমাকে অহিংসারূপে উপাসনা করিবে। চারিটী পত্নীসংযাজকে কিরূপে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে। ওঁকারকে যূপরূপে, দিক্‌সমূহকে রসনারূপে, মনকে রথরূপে, কামকে পশুরূপে, কেশসমূহকে কুশরূপে, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যজ্ঞপাত্ররূপে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়কে হবিঃ ভাবিয়া, অহিংসাকে ইষ্টি, ত্যাগকে দক্ষিণা ও মরণকে যজ্ঞান্তস্নানরূপে উপাসনা করিবে।

২৭। সর্ব্বা হ্যস্মিন্ দেবতাঃ শরীরেঽধিসমাহিতাঃ বারাণস্যাং মৃতো বাঽপি ইদং বা ব্রহ্ম যঃ পঠেৎ। একেন জন্মনা জন্তুর্মোক্ষং চ প্রাপ্নুয়াদিতি মোক্ষং চ প্রাপ্নুয়াদিত্যুপনিষৎ। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।

ইত্যথর্ব্ববেদে প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ সমাপ্তা॥

এই শরীরে সমস্ত দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। যিনি বারাণসীতে দেহত্যাগ করেন কিংবা এই ব্রহ্মবিদ্যা পাঠ করেন, তিনি এক জন্মে মুক্তিলাভ করেন। অধ্যায়সমাপ্তির জন্য দুইবার বলা হইল।

প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

ভাবনোপনিষৎ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥

হরিঃ ওঁ আত্মানমখণ্ডমণ্ডলাকারমাবৃত্য সকলব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলং স্বপ্রকাশং ধ্যায়েৎ। ওঁ শ্রীগুরুঃ সর্ব্বকারণভূতা শক্তিঃ। তেন নবরন্ধ্ররূপো দেহঃ। নবশক্তিরূপং শ্রীচক্রম্। বারাহী পিতৃরূপা। কুরুকুল্লা বলিদেবতা মাতা। পুরুষার্থাঃ সাগরাঃ। দেহো নবরত্নদ্বীপঃ। আধারনবকমুদ্রাঃ শক্তয়ঃ। ত্বগাদিসপ্তধাতুভিরনেকৈঃ সংযুক্তাঃ সঙ্কল্পাঃ কল্পতরবঃ। তেজঃ কল্পকোদ্যানম্। রসনয়া ভাব্যমানা মধুরাম্লতিক্তকটুকষায়লবণভেদাঃ ষড়্রসাঃ ষড়্ঋতবঃ। ক্রিয়াশক্তিঃ পীঠম্। কুণ্ডলিনী জ্ঞানশক্তির্গৃহম্। ইচ্ছাশক্তির্মহাত্রিপুরসুন্দরী। জ্ঞাতা হোতা। জ্ঞানমগ্নিঃ। জ্ঞেয়ং হবিঃ। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ানামভেদভাবনং শ্রীচক্রপূজনম্। নিয়তিসহিতাঃ শৃঙ্গারাদয়ো নব রসা অণিমাদয়ঃ। কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যপুণ্যপাপময়া ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্ট শক্তয়ঃ। পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশশ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাক্পাণিপাদপায়ূপস্থমনোবিকারাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ। বচনাদানগমনবিসর্গানন্দহানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়োঽনঙ্গকুসুমাদিশক্তয়োঽষ্টৌ।

যিনি সকল পাপ হরণ করেন বলিয়া হরিশব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন, যিনি অকার উকার ও মকার-বাচ্য এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাত্মকত্বহেতু প্রণববাচ্য, সেই পরমাত্মার ধ্যান

করিবে। যিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্য বলিয়া সর্ব্বপ্রকার বিভাগের অযোগ্য, যিনি সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, সেই স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার ধ্যান করিবে। পরমাত্মা ও শ্রীগুরু অভিন্নরূপে চিন্তনীয়। পরমাত্মার শক্তিস্বরূপ মায়াই সকল প্রপঞ্চের কারণ অর্থাৎ অনন্ত জগন্মণ্ডলের উপাদানস্বরূপ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পরমাত্মা নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই মায়াশক্তির আশ্রয়েই নবছিদ্রযুক্ত দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। এই নবছিদ্রযুক্ত দেহ শ্রীচক্ররূপে ভাবনা করিবে। শ্রীচক্র ত্রিপুরতাপিনী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্রীচক্রে নয়টী যোনিমুদ্রা আছে, দেহও কর্ণরন্ধ্রদ্বয় নাসিকাছিদ্রদ্বয়, চক্ষুরন্ধ্রদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থরূপ নবরন্ধ্রযুক্ত এইজন্য দেহকে শ্রীচক্ররূপে ভাবনা করিবে। বারাহী শক্তিকে পিতৃরূপে, বলিদেবতা কুরুকুল্লা শক্তিকে মাতৃরূপে, ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে সাগররূপে এবং দেহকে নবরত্নদ্বীপরূপে ভাবনা করিবে। আধারাদি নবমুদ্রাকে শক্তিরূপে ধ্যান করিবে। ত্বক্, মাংস, শোণিতপ্রভৃতি নির্ম্মিত সঙ্কল্পাত্মক অবয়বসমূহকে অভিলষিতপ্রদ কল্পবৃক্ষরূপে চিন্তা করিবে। শরীরের অন্তর্ভূ'ত তেজোধাতুকে কল্লোদ্যান ভাবনা করিবে। জিহ্বাদ্বারা মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু, কষায় ও লবণনামক যে ছয়প্রকার রসের অনুভব হয়, উহা ছয়টী ঋতুরূপে চিন্তা করিবে। ক্রিয়া-শক্তিকে পীঠ, মূলাধারে অবস্থিত কুণ্ডলিনীনামক জ্ঞানশক্তিকে গৃহ ও ইচ্ছাশক্তিকে মহাত্রিপুরসুন্দরীরূপে ধ্যান করিবে। জ্ঞানকর্ত্তাকে হোতৃরূপে, জ্ঞানকে অগ্নিরূপে, এবং ধ্যেয় পদার্থ হবিঃরূপে চিন্তা করিবে। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের অভেদচিন্তাই শ্রীচক্রপূজা।

শৃঙ্গারাদি নয়টী রসের রতিপ্রভৃতি স্থায়ী ভাব, এই স্থায়ী ভাবযুক্ত নয়টী রসে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের ভাবনা করিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পুণ্য ও পাপরূপে ব্রাহ্মীপ্রভৃতি অষ্টশক্তি চিন্তনীয়। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত; কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞান-কর্ম্ম-উভয়েন্দ্রিয় মনঃ—এই ষোলটি কেবল বিকারাত্মক পদার্থ ষোড়শ শক্তিরূপে ভাবনীয়। বচন, আদান, গমন, মলপরিত্যাগ, আনন্দ, হীনবুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি অনঙ্গকুসুমা নামক অষ্টশক্তিরূপে চিন্তনীয়।

অলম্বুষা কুহূর্বিশ্বোদরী বরুণা হস্তিজিহ্বা যশস্বত্যশ্বিনী গান্ধারী পূষা শঙ্খিনী সরস্বতীড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চেতি চতুর্দ্দশ নাড্যঃ। সর্বসংক্ষোভিণ্যাদিচতুর্দ্দশারগা দেবতাঃ। প্রাণাপানব্যানোদানসমাননাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়া ইতি দশ বায়বঃ। সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেব্যো বহির্দ্দশারগা দেবতাঃ। এতদ্বায়ুদশক সংসর্গোপাধিভেদেন রেচক পূরকশোষকদাহকপ্লাবকা অমৃতমিতি প্রাণমুখ্যত্বেন পঞ্চবিধোঽস্তি। ক্ষারকো দারকঃ ক্ষোভকো মোহকো জৃম্ভক ইত্যপানমুখ্যত্বেন পঞ্চবিধোঽস্তি। তেন মনুষ্যাণাং মোহকো ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যচোষ্যপেয়াত্মকং চতুর্বিধমন্নং পাচয়তি। এতা দশ বহ্নিকলাঃ সর্বজ্ঞাদ্যন্তর্দ্দশারগা দেবতাঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেচ্ছাসত্ত্বরজস্তমোগুণা বশিন্যাদিশক্তয়োঽষ্টৌ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ পঞ্চতন্মাত্রাঃ পঞ্চ পুষ্পবাণা মন ইক্ষুধনুঃ। বশ্যো বাণো রাগঃ পাশঃ। দ্বেষোঽঙ্কুশঃ। অব্যক্তমহত্তত্ত্বমহদহঙ্কার ইতি কামেশ্বরীবজ্রেশ্বরী ভাগমালিন্যোঽন্তস্ত্রিকোণাগ্রগা

দেবতাঃ। পঞ্চদশতিথিরূপেণ কালস্য পরিণামাবলোকনস্থিতিঃ পঞ্চদশনিত্যাঃ। শ্রদ্ধানুরূপা ধীর্দ্দেবতা। তয়োঃ কামেশ্বরী সদানন্দঘনা পরিপূর্ণস্বাত্মৈক্যরূপা দেবতা।

অলম্বুষা, কুহূ, বিশ্বোদরী, বরুণা, হস্তিজিহ্বা, যশস্বতী, অশ্বিনী, গান্ধারী, পূষা, শঙ্খিনী, সরস্বতী, ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে চতুর্দ্দশটী নাড়ী সর্ব্বসংক্ষোভিণীনামক শ্রীচক্রের চতুর্দ্দশ অরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটী বায়ু, ইহারা শ্রীচক্রের বাহ্য দশটী অরের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ দেবতা। এই দশসংখ্যক বায়ুর সম্বন্ধরূপ উপাধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ রেচক, পূরক, শোষক, দাহক ও প্লাবক নামে জাঠর বায়ু আছে, ইহারা অমৃত নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রাণবায়ুই প্রধান আশ্রয়। ইহারা পাঁচ প্রকার। ক্ষারক, দারক, ক্ষোভক, মোহক ও জৃম্ভক নামে অপর পঞ্চবায়ু আছে, ইহাদের অপানই মুখ্য আশ্রয়। ইহারা পাঁচ প্রকার। ইহা দ্বারা মোহক, ও দাহক বায়ু মনুষ্যগণের ভক্ষ্য, লেহ্য, চোষ্য ও পেয়রূপ চারি প্রকার অন্নের পরিপাক করিয়া থাকে। এই দশটি বায়ু দশটী বহ্নিকলার স্বরূপ। ইহারা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত শ্রীচক্রের অন্তর্গত দশটী অরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক দশটী গুণ বশিনী প্রভৃতি নামিকা অষ্ট শক্তি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পঞ্চতন্মাত্রা পাঁচটী পুষ্পবাণ। মনঃ ইক্ষুধনুঃ (পুষ্পবাণ) বশীকার্য্য জন বাণ, রাগ পাশ, দ্বেষ অঙ্কুশ। প্রধান মহত্ত্ব ও অহঙ্কার ইহারা কামেশ্বরী, বজ্রেশ্বরী ও ভাগমালিনী নামক দেবতাস্বরূপ। ইহারা শ্রীচক্রের

ত্রিকোণের অগ্রে অধিষ্ঠিত দেবতা। কালের পঞ্চদশ তিথিরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ প্রতিপৎ প্রভৃতি ১৫টী তিথি পঞ্চদশ নিত্য দেবতা। শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিকী বুদ্ধি এবং ধীরূপা ধারণা বুদ্ধি দেবতা। সকল কাম্য বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী নিত্যআনন্দস্বরূপা পরিপূর্ণ পরমাত্মার নিজঐক্যস্বরূপা কামেশ্বরী দেবী দেবতা।

সলিলমিতি সৌহিত্যকারণং সত্ত্বম্ কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যমিতি ভাবনাযুক্ত উপচারঃ। অস্তি নাস্তীতি কর্ত্তব্যতানুপচারঃ॥ বাহ্যাভ্যন্তঃকরণানাং রূপগ্রহণ যাগ্যতাস্বিত্যাবাহনম্। তস্য বাহ্যাভ্যন্তঃকরণানামেকরূপ-বিষয়গ্রহণমাসনম্॥ রক্তশুক্লপদৈকীকরণং পাদ্যম্। উজ্জ্বলদামোদা-নন্দাসনদানমর্ঘ্যম্॥ স্বচ্ছং স্বতঃসিদ্ধমিত্যাচমনীয়ম্। চিচ্চন্দ্রময়ীতি সর্ব্বাঙ্গস্রবণং স্নানম্॥ চিদগ্নিস্বরূপপরমানন্দশক্তিস্ফুরণং বস্ত্রম্। প্রত্যেকং সপ্তবিংশতিধা ভিন্নত্বেনেচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকব্রহ্মগ্রন্থিমদ্রসতন্তু-ব্রহ্মনাড়ী ব্রহ্মসূত্রম্। স্বব্যতিরিক্তবস্তুসঙ্গরহিতস্মরণং বিভূষণম্। সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণতাস্মরণং গন্ধঃ। সমস্তবিষয়াণাং মনসঃ স্থৈর্য্যেণানু-সন্ধানং কুসুমম্। তেষামেব সর্বদা স্বীকরণং ধূপঃ। পবনাব-চ্ছিন্নোর্দ্ধজ্বলনসচ্চিদুল্কাকাশদেহো দীপঃ। সমস্তযাতায়াতবর্জ্জ্যং নৈবেদ্যম্। অবস্থাত্রয়াণামেকীকরণং তাম্বূলম্ মূলাধারাদাব্রহ্মরন্ধ্রং পর্য্যন্তং ব্রহ্মরন্ধ্রাদামূলাধারপর্য্যন্তং গতাগতরূপেণ প্রাদক্ষিণ্যম্। তুর্য্যাবস্থা নমস্কারঃ। দেহশূন্যপ্রমাতৃতানিমজ্জনং বলিহরণম্। সত্য-মস্তি কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যমৌদাসীন্যনিত্যাত্মবিলাপনং হোমঃ স্বয়ং তৎপাদু-কানিমজ্জনং পরিপূর্ণধ্যানম্। এবং মুহূর্ত্তত্রয়ং ভাবনাপরো জীবন্মুক্তো ভবতি। তস্য দেবতাত্মৈক্যসিদ্ধিঃ। চিন্তিতকার্য্যাণ্যযত্নেন সিদ্ধ্যন্তি।

স এব শিবযোগীতি কথ্যতে। কাদিহাদিমন্তোক্তেন ভাবনা প্রদিপাদিতা। জীবন্মুক্তো ভবন্তি। য এবং বেদ॥ ইত্যুপনিষৎ॥ ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ ইত্যথর্ববেদে ভাবনোপনিষৎ সম্পূর্ণা॥

জলজগতের প্রাণিগণের পিপাসাশান্তি করিয়া প্রীতিসম্পাদন করে, জগৎকারণ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিদেবীর সত্ত্বগুণ জগতের প্রীতি-সম্পাদক, এইজন্য জগন্মাতার পূজার্থ সেই সত্ত্বকেই জলরূপে ভাবনা করিবে। জগজ্জননীর সত্ত্বগুণ দ্বারাই তাঁহার প্রীতিসম্পাদন সম্ভব, লৌকিক জল তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত প্রদেয় নহে। ইহা কর্ত্তব্য, ইহা কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারাত্মক চিন্তাই তাঁহার পূজার উপচার, অর্থাৎ সাধকগণের যথাকর্ত্তব্য আচরণই জগন্মাতার যথার্থ প্রীতিকর উপচার, অন্যবিধ পার্থিব উপচার তদুদ্দেশে সমর্পণ-যোগ্য নহে। বাহ্য ইন্দ্রিয় চক্ষুঃপ্রভৃতি ও অন্তঃকরণ মনঃপ্রভৃতির স্বীয় স্বীয় রূপাদিবিষয়ের গ্রহণে যোগ্যতা হউক, এইরূপ সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট প্রার্থনাই তাঁহার আবাহন; যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়েই অধিষ্ঠিত হইয়া উহাদের বিষয়ে প্রেরক হইয়া থাকেন। উপাসকের বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা একমাত্র ধ্যেয় দেবতার স্বরূপের উপলব্ধিই আসন, যেহেতু তাদৃশ ঐক্যজ্ঞানেই দেবীর অভিব্যক্তি হয়, এইজন্য তিনি তাদৃশ জ্ঞানরূপ আসনেই উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। রক্তশুক্ল প্রভৃতি বাহ্য বর্ণসমূহের একত্ব-সম্পাদনই পাদপ্রক্ষালনার্থ জল। জলদ্বারা যেমন বিভিন্ন বর্ণ ধৌত হইয়া একরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সকল বর্ণের একত্বসম্পাদক ধ্যানই পাদ্যার্থ জল।

রূপাদিবিষয়ানুভবজন্য যে বিবিধ প্রকার হর্ষ, তাহাতে অভিব্যক্ত সকল কল্পিত প্রপঞ্চে অধিষ্ঠান যে স্বরূপানন্দ, তাহাই অর্ঘ্য। দূর্ব্বাতণ্ডুলাদি বিবিধ দ্রব্যসংযুক্ত বিশুদ্ধ জলই অর্ঘ্য হইয়া থাকে, বস্তুতঃ পার্থিব এই সকল দূর্ব্বাদি পদার্থ প্রকৃতিরূপা মহামায়ার উপযুক্ত নহে, আমাদের অন্তঃকরণে যে বিবিধ প্রকার বিষয়ানন্দ প্রকাশ পায়, তাহাই দূর্ব্বা, তাহাতে অভিব্যক্ত পরমাত্মার স্বরূপ আনন্দই নির্ম্মল জল। তাহাতে কাল্পত প্রপঞ্চাদিই তণ্ডুলাদি পদার্থ, এইজন্য সকল আনন্দের প্রকাশক মহানন্দই আনন্দময়ীর উপযুক্ত অর্ঘ্য। স্বাভাবিক নির্ম্মল বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপই আচমনীয়ার্থ বিশুদ্ধ জল। স্নিগ্ধ জলময় চন্দ্র পরমার্থতঃ চৈতন্যাত্মক পরমাত্মার স্বরূপ, উহা দ্বারা সকল শরীরের আর্দ্রীকরণই স্নানীয়। অগ্নির ন্যায় প্রকাশাত্মক চৈতন্যরূপ আনন্দশক্তির অভিব্যক্তিই বস্ত্র। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মরূপ পরমাত্মার বন্ধনহেতু গ্রন্থি। ইহারা প্রত্যেকে ২৭ সাতাশ ভাগে বিভক্ত, এই ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট রসবহা ব্রহ্মনাড়ীই যজ্ঞোপবীত। যেহেতু মূলাধার হইতে নির্গত সহস্রার-স্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বাহ্য সূর্য্যাদি পর্য্যন্ত ব্যাপক ব্রহ্মনাড়ীতেই পরব্রহ্মস্বরূপিণী দেবীর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এইজন্য ইহা ব্রহ্মসূচক বলিয়া ব্রহ্মসূত্র। আত্মভিন্ন সকল বস্তুর সহিত সঙ্গরাহিত্যচিন্তাই অলঙ্কার। সত্তা চৈতন্য ও সুখাত্মক পরিপূর্ণ পরমাত্মার স্মরণই গন্ধ। শব্দস্পর্শরূপরসাদিরূপ সকল বিষয়ের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে যথার্থ স্বরূপের অনুসন্ধানই কুসুম। ঐ সকল বিষয়ের সর্ব্বদা বাধিতরূপে গ্রহণই ধূপ। শরীর প্রাণাদিবায়ুক্রিয়া দ্বারাই জীবনশক্তিবিশিষ্ট হয়, তাহাতে সদা

প্রকাশ জ্যোতিষ্মান্ অগ্নির ন্যায় স্বপ্রকাশ জ্ঞান ও সত্তাস্বরূপ আত্মা সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই উল্‌কাযুক্ত আকাশবৎ আত্মার অভিব্যক্তির অধিষ্ঠান দেহই দীপ। সকল প্রকার বাহ্য গমনাগমন-বর্জ্জনই নৈবেদ্য। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের একত্ব সম্পাদনই তাম্বূল। মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে সুষুম্নানামক নাড়ীতে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামে ছয়টী পদ্ম গ্রথিত আছে, ইহার উপর মস্তকদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল কমল ও তন্নিম্নে দ্বাদশদল কমল বিরাজ করিতেছে। মূলাধার পদ্ম পায়ুদেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে সুষুম্না নাড়ীতে সংলগ্ন, তাহার চারিটী দল। ঐ পদ্মে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া প্রসুপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সাধক ঐ কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া জীবাত্মার সহিত তাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলকমলে যাইতে এবং তাহাকে একীভূতরূপে চিন্তা করিয়া পুনরায় মূলাধারে আনয়ন করিবে। এই গমনাগমন ক্রিয়াই দেবীর প্রদক্ষিণ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের অতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যাবস্থাভাবনাই নমস্কার। দেহাদি নিরপেক্ষ জ্ঞানস্বরূপে নিমজ্জনই ছাগাদি বলিরূপ উপহার। সত্য পরমাত্মাই যথার্থ সদ্রূপে বিদ্যমান আছেন, অন্য বস্তুসকল সেই পরমাত্মার সত্তা দ্বারাই সত্তাশালী, এইরূপ চিন্তা দ্বারা কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য ও ঔদাসীন্যের নিত্যাত্মস্বরূপে বিলয় করাই হোম। তদীয় পাদুকাতে আত্মলয় করাই পরিপূর্ণ ধ্যান। এইরূপ মুহূর্ত্তত্রয় ধ্যান করিলেই জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। যিনি এইরূপ ধ্যান করেন, তাঁহার উপাস্য দেবতার সহিত একত্বসিদ্ধি হয়। তাঁহার চিন্তিত কার্য্যসমূহ অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তিনি শিবযোগী

বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। কাদিহাদিমতে উক্ত ভাবনা প্রতিপাদিত হইল। যিনি ইহা জানেন, তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করেন।

ভাবনা উপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

গরুড়োপনিষৎ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

১। হরি ওঁ গারুড়ব্রহ্মবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি যাং ব্রহ্মবিদ্যাং নারদায় প্রোবাচ নারদো বৃহৎসেনায় বৃহৎসেন ইন্দ্রায় ইন্দ্রো ভরদ্বাজায় ভরদ্বাজো জীবৎকামেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ।

[শ্রুতি বলিতেছেন] ব্রহ্মা যে বিদ্যা নারদকে, নারদ বৃহৎসেনকে, বৃহৎসেন ইন্দ্রকে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে বলিয়াছিলেন, এবং ভরদ্বাজ যে বিদ্যা নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু শিষ্যসমূহকে প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই গরুড়সম্বন্ধীয় ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিব।

(ক) অস্যাঃ শ্রীমহাগরুড়ব্রহ্মবিদ্যায়া ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। শ্রীভগবান্মহাগরুড়ো দেবতা। শ্রীমহাগরুড়প্রীত্যর্থে মম সকলবিষ-বিনাশনার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

এই শ্রীমহাগরুড় ব্রহ্মবিদ্যার ঋষি হইতেছেন ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা শ্রীভগবান্ মহাগরুড়। শ্রীমহাগরুড়ের প্রীতির নিমিত্ত ও আমার বিষসমূহের বিনাশনের জন্য মন্ত্রোচ্চারণে এই বিদ্যার বিনিয়োগ হউক।

(খ) ওঁ নমো ভগবতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শ্রীমহাগরুড়ায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। পক্ষীন্দ্রায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। শ্রীবিষ্ণুবল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুম্। ত্রৈলোক্যপরিপূজিতায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্।

উগ্রভয়ঙ্করকালানলরূপায় করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদি-ন্যাসঃ। ভূর্ভুর্বঃ সুবরোমিতি দিগ্‌বন্ধঃ।

অঙ্গুষ্ঠাদ্বয়ে ভগবান্ গরুড়কে, তর্জ্জনীদ্বয়ে শ্রীমহাগরুড়কে, মধ্যমাদ্বয়ে পক্ষীন্দ্রকে, অনামিকাযুগলে শ্রীবিষ্ণুবল্লভকে, উভয় কনিষ্ঠায় ত্রৈলোক্য পূজিত গরুড়কে; এবং উগ্রভয়ঙ্করকালানলরূপ গরুড়কে উভয়হস্তের তল ও পৃষ্ঠদেশে ন্যাস করিবে। অতঃপর "ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্" এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিবে।

১। ধ্যানম্। স্বস্তিকো দক্ষিণং পাদং বামপাদং তু কুঞ্চিতম্। প্রাঞ্জলীকৃতদোর্যুগ্মং গরুড়ং হরিবল্লভম্॥

যাঁহার দক্ষিণ চরণ স্বস্তিকনামক যোগাসন করণের দ্বারা নিশ্চল এবং বাম চরণ সঙ্কুচিত, যিনি প্রকৃষ্টরূপে দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই নারায়ণপ্রিয় গরুড়ের ধ্যান করিবে।

২। অনন্তো বামকটকো যজ্ঞসূত্রং তু বাসুকিঃ।
তক্ষকাঃ কটিসূত্রং তু হারঃ কার্কোট উচ্যতে॥

অনন্তনামক নাগ যাঁহার বাহুবলয়, বাসুকি যাঁহার যজ্ঞোপবীত, তক্ষকবংশীয় নাগগণ যাঁহার কটিভূষণ, এবং কর্কোটক নামক নাগ যাঁহার হারস্বরূপে কীর্ত্তিত হন, তাদৃশ গরুড়ের ধ্যান করিবে।

৩। পদ্মো দক্ষিণকর্ণে তু মহাপদ্মস্তু বামকে।
শঙ্খঃ শিরঃপ্রদেশে তু গুলিকস্তু ভুজান্তরে॥

যাঁহার দক্ষিণকর্ণে পদ্মনামক নাগ, বামকর্ণে মহাপদ্ম, মস্তকোপরি শঙ্খ এবং বাহুমধ্যে গুলিকনামক নাগ অবস্থান করেন, তাদৃশ গরুড়ের ধ্যান করিবে।

৪। পৌণ্ড্রকালিকনাগাভ্যাং চামরাভ্যাং সুবীজিতম্।
এলাপুত্রকনাগাদ্যৈঃ সেব্যমানং মুদান্বিতম্॥

পৌণ্ড্র এবং কালিকনামক নাগদ্বয় যাঁহার চামরব্যজন করে, এলাপুত্রকপ্রভৃতি নাগগণ যাঁহার সেবা করে, যিনি হর্ষযুক্ত, তাদৃশ গরুড়ের ধ্যান করিবে।

৫। কপিলাক্ষং গরুত্মন্তং সুবর্ণসদৃশপ্রভম্।
দীর্ঘবাহুং বৃহৎস্কন্ধং নাগাভরণভূষিতম্॥

যাঁহার নেত্র পিঙ্গলবর্ণ, যিনি বৃহৎপক্ষবিশিষ্ট, যাঁহার দেহজ্যোতিঃ কাঞ্চনের ন্যায়, বাহুযুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ বিশাল, এবং যিনি সর্পরূপ অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত, সেই গরুড়ের ধ্যান করিবে।

৬। আজানুতঃ সুবর্ণাভমাকট্যোস্তুহিনপ্রভম্।
কুঙ্কুমারুণমাকণ্ঠং শতচন্দ্রনিভাননম্॥

যিনি জানুপর্য্যন্ত সুবর্ণবর্ণবিশিষ্ট, কটিদেশপর্য্যন্ত শুভ্র, কণ্ঠদেশপর্য্যন্ত কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং যাঁহার বদনমণ্ডল শতচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, সেই গরুড়ের ধ্যান করিবে।

৭। নীলাগ্রনাসিকাবক্ত্রং সুমহচ্চারুকুণ্ডলম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্॥

যাঁহার নাসিকাগ্র ও মুখাগ্র নীলবর্ণ, যিনি বিশাল এবং মনোরম কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার মুখমণ্ডল দন্তসমূহদ্বারা ভীষণ এবং যিনি শিরোবেষ্টনীভূত মুকুটের দ্বারা শোভিত হন, তাদৃশ গরুড়ের ধ্যান করিবে।

৮। কুঙ্কুমারুণসর্ব্বাঙ্গং কুন্দেন্দুধবলাননম্।
বিষ্ণুবাহ নমস্তুভ্যং ক্ষেমং কুরু সদা মম॥

যাঁহার সকল শরীর কুঙ্কুমের দ্বারা রক্তবর্ণ, যাঁহার বদনমণ্ডল কুন্দপুষ্পের ন্যায় এবং চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, তাদৃশ গরুড়ের ধ্যান করিবে। হে বিষ্ণুবাহন! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি সর্ব্বদা আমার মঙ্গল কর।

৯। এবং ধ্যায়েত্রিসন্ধ্যাসু গরুড়ং নাগভূষণম্।
বিষং নাশয়তে শীঘ্রং তূলরাশিমিবানলঃ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ত্রিসন্ধ্যায় সর্পালঙ্কৃত গরুড়ের ধ্যান করিতে হয়। অগ্নি যেরূপ তূলাসমূহকে ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট করে, সেইরূপ সেই গরুড়ও পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যাত হইয়া শীঘ্র বিষনাশ করিয়া থাকেন।

১০। ওমীমোং নমো ভগবতে শ্রীমহাগরুড়ায় পক্ষীন্দ্রায় বিষ্ণুবল্লভায় ত্রৈলোক্যপরিপূজিতায় উগ্রভয়ঙ্করকালানলরূপায় বজ্রনখায় বজ্রতুণ্ডায় বজ্রদন্তায় বজ্রদংষ্ট্রায় বজ্রপুচ্ছায় বজ্রপক্ষালক্ষিতশরীরায় ওমীমেহেহি শ্রীমহাগরুড়াপ্রতিশাসনাস্মিন্নাবিশাবিশ দুষ্টানাং বিষং দূষয় দূষয় স্পৃষ্টানাং বিষং নাশয় নাশয় দন্দশূকানাং বিষং দারয় দারয় প্রলীনং বিষং প্রণাশয় প্রণাশয় সর্ব্ববিষং নাশয় নাশয় হন হন দহ দহ পচ পচ ভস্মীকুরু ভস্মীকুরু হুং ফট্ স্বাহা॥

[অনন্তর উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা বিবৃত করিতেছেন] ওঁ ঈং ওঁ এই তিনটী বীজমন্ত্র। ভগবান্, পক্ষিশ্রেষ্ঠ, নারায়ণের প্রিয়পাত্র, ত্রৈলোক্যপূজিত, অতি প্রখর এবং ভীষণ প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায়

রূপধারী, বজ্রের ন্যায় কঠোর নখমুখ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎদন্তবিশিষ্ট, বজ্রের ন্যায় কঠোর পুচ্ছবিশিষ্ট, বজ্রবৎ কঠিনপক্ষে শোভিতদেহ গরুড়কে নমস্কার করি। পুনর্ব্বার বীজমন্ত্র, হে অদ্বিতীয় বীর মহাগরুড়! এস, এস, এই স্থানে প্রবেশ কর, প্রবেশ কর, দুষ্টগণের বিষের বিষত্ব ঘুচাইয়া দাও, যাহারা বিষস্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের বিষ নাশ কর, অতীব দংশনশীল প্রাণিগণের বিষ দূর কর, শরীরে প্রকৃষ্টরূপে সংসক্ত বিষ নাশ কর, সর্ব্ববিধ বিষ নাশ কর, দূর করিয়া দাও, দগ্ধ কর, পরিপাক কর, ভস্ম করিয়া দাও। হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্র শেষে পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিবে।

(ক) চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশ সূর্য্যমণ্ডলমুষ্টিক। পৃথ্বীমণ্ডলমুদ্রাঙ্গ শ্রীমহাগরুড় বিষং হর হর হুং ফট্ স্বাহা॥

হে চন্দ্রবিম্বতুল্য, সূর্য্যের ন্যায় অসীম তেজোময়, ভূমণ্ডল-চিহ্নিতদেহ মহাগরুড়! বিষ দূর কর দূর কর। [পূর্ব্ববৎ মন্ত্রশেষ উচ্চারণ করিবে।]

(খ) ওঁ ক্ষিপ স্বাহা ওমীং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষাণাং চ বিষরূপিণী বিষদূষিণী বিষশোষণী বিষনাশিনী বিষহারিণী রতং বিষং নষ্টং বিষমন্তঃ প্রলীনং বিষং প্রণষ্টং বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষং হতমিন্দ্রস্য বজ্রেণ স্বাহা॥

হে গরুড়! বিষ দূর কর। সেই গরুড় সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করেন। যে কোন ব্যক্তি এই বিদ্যা স্মরণ করিলে, ইহা তাহার পক্ষে কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে। এই বিদ্যা বিষসমূহেরও বিষস্বরূপা, ইহা বিষের বিষত্ব নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা বিষশোষণকারিণী,

বিষনাশিনী এবং বিষহরণকারিণী। তোমার বিষ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক হত হউক, নষ্ট হউক, শরীরাভ্যন্তরে সংসক্ত বিষ প্রনষ্ট হউক, বিষ হৃত হউক, ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা বিষ নাশপ্রাপ্ত হউক।

(গ) ওঁ নমো ভগবতে মহাগরুড়ায় বিষ্ণুবাহনায় ত্রৈলোক্য-পরিপূজিতায় বজ্রনখবজ্রতুণ্ডায় বজ্রপক্ষালঙ্কৃতশরীরায় এহেহি মহাগরুড় বিষং ছিন্ধি ছিন্ধি আবেশয়াবেশয় হুং ফট্ স্বাহা॥

বিষ্ণুবাহন, ত্রিভুবনপরিপূজিত বজ্রের ন্যায় কঠোর নখ-মুখবিশিষ্ট এবং বজ্রবৎ কঠিন পক্ষদ্বারা অলঙ্কৃতদেহ মহাগরুড়কে প্রণাম করি। হে মহাগরুড়! আগমন করুন, বিষ ছেদন করুন, এবং আমাকে আত্মাতে আবিষ্ট করুন।

(ঘ) সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ ত্রিবৃতং তে শিরো গায়ত্রং চক্ষু স্তোম আত্মা সাম তে তনুর্বামদেব্য বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ছন্দাংস্যঙ্গানি ধিষ্ণিয়া শফা যজুংসি নাম।

হে গরুড়! তুমি সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট, শ্রুত্যুক্ত তেজ, জল ও অন্ন, মিশ্রিত গায়ত্রী তোমার মস্তক, যজ্ঞ তোমার চক্ষু, সামবেদ আত্মা, বামদেব্য দেহ, বৃহদ্রথন্তরনামক সামবিভাগদ্বয় তোমার পক্ষ, যজ্ঞের যোগ্য এবং যজ্ঞের অযোগ্য কর্ম্ম তোমার পুচ্ছ, ছন্দঃসমূহ তোমার হস্তপদাদি, যজ্ঞিয় বিষয়সমূহ তোমার খুরস্বরূপ এবং যজুঃসমূহ তোমার নাম।

(ঙ) সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ দিবং গচ্ছ সুবঃ পত ওমীং ব্রহ্মবিত্তামমাবাস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাং পুরোবাচ স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী বিষহারিণী হতং বিষং

নষ্টং বিষং প্রনষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্য বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্য বজ্রেণ স্বাহা ॥

হে গরুড়! তুমি সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট, তুমি স্বর্গে গমন কর, তুমি সোমপানভূমি হইতে উড়িয়া অন্যত্র যাও। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মবিদ্যা অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমাতে বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই গরুড় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন, যে কোন ব্যক্তি এই বিদ্যা স্মরণ করিলে ইহা তাহার পক্ষে কার্য্যকারিণী হইয় থাকে। এই বিদ্যা বিষয়সমূহের রিষস্বরূপা। ইহা বিষের বিষত্ব নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা বিষশোষণ-কারিণী, বিষনাশিনী এবং বিষহরণকারিণী, তোমার বিষ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক হত হউক, নষ্ট হউক, শরীরাভ্যন্তরে সংসক্ত বিষ প্রনষ্ট হউক, বিষ হত হউক, ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা বিষ নাশপ্রাপ্ত হউক।

(চ) তত্র্যম্ ?)। যদ্যনন্তকদূতোঽসি যদি বানন্তকঃ স্বয়ং স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্য বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্য বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি বাসুকিদূতোঽসি যদি বাসুকিঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্য বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্য বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি তক্ষকদূতোঽসি যদি বা তক্ষকঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্য বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্য বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি কর্কোটকদূতোঽসি যদি বা কর্কোটকঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্য বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা

বিষমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি পদ্মকদূতোঽসি যদি বা পদ্মকঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি মহাপদ্মকদূতোঽসি যদি বা মহাপদ্মকঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি শঙ্খকদূতোঽসি যদি বা শঙ্খকঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি গুলিকদূতোঽসি যদি বা গুলিকঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী বিষহারিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি পৌণ্ড্রকালিকদূতোঽসি যদি বা পৌণ্ড্রকালিকঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী বিষহারিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ স্বাহা ॥ যদি নাগকদূতোঽসি যদি বা নাগকঃ স্বয়ং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী বিষহারিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্ত বজ্রেণ স্বাহা ॥

যদি তুমি অনন্ত নামক নাগের দূত হও অথবা স্বয়ং অনন্ত নাগ হও ; যদি তুমি বাসুকির দূত হও অথবা স্বয়ং বাসুকি হও ; যদি তক্ষকের দূত হও অথবা স্বয়ং তক্ষক হও, যদি তুমি কর্কোটক নাগের

দূত হও অথবা স্বয়ং কর্কোটক নাগ হও ; যদি তুমি পদ্মকের, মহাপদ্মকের, শঙ্খকের, গুলিকের, পৌণ্ড্রকালিকের এবং নাগকের দূত হও অথবা তত্তৎস্বরূপে অবস্থান কর, [অর্থাৎ তুমি যে কোন বিষধারী হও না কেন] সেই গরুড় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন, যে কোন ব্যক্তি এই বিদ্যা স্মরণ করিলে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(ছ) যদি লূতানাং প্রলূতানাং যদি বৃশ্চিকানাং যদি ঘোটকানাং যদি স্থাবরজঙ্গমানাং স চরতি স চরতি তৎকারী মৎকারী বিষনাশিনী বিষদূষিণী বিষহারিণী হতং বিষং নষ্টং বিষং হতমিন্দ্রস্য বজ্রেণ বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্য বজ্রেণ স্বাহা ॥

যদি তুমি মাকড়সা, বৃহদাকার মাকড়সা, বৃশ্চিক, ঘোটক অথবা অন্য কোন বিষধারী স্থাবরজঙ্গমের দূত হও অথবা তত্তৎস্বরূপে অবস্থান কর [তাহা হইলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই, কারণ] সেই গরুড় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(জ) অনন্তবাসুকিতক্ষককর্কোটকপদ্মকমহাপদ্মকশঙ্খকগুলিকপৌণ্ড্রকালিকনাগক ইত্যেষা দিব্যানাং মহানাগানাং মহানাগাদিরূপাণাং বিষতুণ্ডানাং বিষদন্তানাং বিষদংষ্ট্রাণাং বিষাঙ্গানাং বিষপুচ্ছানাং বিশ্বচারাণাং বৃশ্চিকানাং লূতানাং প্রলূতানাং মূষিকাণাং গৃহগৌলিকানাং গৃহগোধিকানাং ঘ্রণাসানাং গৃহগিরিগহ্বরকালানলবল্মীকোদ্ভূতানাং তার্ণানাং পার্ণানাং কাষ্ঠদারুবৃক্ষকোটরস্থানাং মূলত্বগ্দারুনির্য্যাসপত্রপুষ্পফলোদ্ভূতানাং দুষ্টকীটকপিশ্বানমার্জ্জারজম্বুকব্যাঘ্রবরাহাণাং জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জস্বেদজানাং শাস্ত্রবাণক্ষতস্ফোটব্রণমহাব্রণকৃতানাং কৃত্রিমাণামন্যেষাং ভূতবেতালকুষ্মাণ্ডপিশাচপ্রেতরাক্ষসযক্ষভয়প্রদানাং

বিষতুণ্ডদংষ্ট্রাণাং বিষাঙ্গানাং বিষপুচ্ছানাং বিষাণাং বিষরূপিণী বিষদূষিণী বিষশোষিণী বিষনাশিনী বিষহারিণী হতং বিষং নষ্টং বিষমন্তঃ প্রলীনং বিষং প্রনষ্টং বিষং হতং তে ব্রহ্মণা বিষমিন্দ্রস্য বজ্রেণ স্বাহা ॥

অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্মক, মহাপদ্মক, শঙ্খক, গুলিক, পৌণ্ড্রকালিক প্রভৃতি মহানাগসমূহের মহানাগাদির ন্যায় যাহাদের মুখ, দন্ত, দংষ্ট্রা, অঙ্গ, এবং পুচ্ছ সকলই বিষময়, সেই সমস্ত সর্ব্বত্রগ, জীবের বৃশ্চিক, মাকড়সা, বৃহদাকার মাকড়সা, মূষিক, গৃহগৌলিক, গৃহগোধিকা প্রণাস গৃহগহ্বর, পর্ব্বতগহ্বর, কালানল এবং বল্মীক হইতে উদ্ভূত, তৃণ ও পত্ররাশি হইতে সমুৎপন্ন, কাষ্ঠ দারু এবং বৃক্ষকোটরস্থিত, মূল, ত্বক, বৃক্ষনির্য্যাস, পত্র পুষ্প এবং ফল হইতে উদ্ভূত, বিষাক্ত জন্তুসমূহের দুষ্টকীট, বানর, কুক্কুর, বিড়াল, শৃগাল, ব্যাঘ্র এবং বরাহের, জরায়ু হইতে জাত মনুষ্যাদির, অণ্ড হইতে জাত সর্পাদির, উদ্ভিদ্ হইতে জাত তরুগুল্মাদির এবং উষ্মা হইতে জাত মশকাদির সমুদয় বিষের; শস্ত্র, বাণ, ক্ষত, ফোঁড়া, ব্রণ, এবং মহাব্রণ দ্বারা উৎপাদিত কৃত্রিম বা অন্য প্রকার বিষের; ভূত, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতি ভীতিপ্রদ দেবযোনিসমূহের বিষের; এবং যাহাদের মুখ, দন্ত, অঙ্গ ও পুচ্ছ বিষময়, তাদৃশ জীবসমূহের এই গরুড় ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র বিষস্বরূপা, ইহা বিষের বিষত্ব নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা বিষশোষণকারিণী, বিষনাশিনী এবং বিষহরণকারিণী, তোমার বিষ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক হত হউক, নষ্ট হউক, শরীরাভ্যন্তরে সংসক্ত বিষ প্রনষ্ট হউক, বিষ হত হউক, ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা বিষ নাশ প্রাপ্ত হউক।

যে এই ব্রহ্মবিদ্যা অমাবস্যাতে পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, সর্পগণ যাবজ্জীবন তাহার হিংসা করে না।

(ঞ) অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ গ্রাহয়িত্বা তৃণেন মোচয়েৎ।
শতং ব্রাহ্মণান্ গ্রাহয়িত্বা চক্ষুষা মোচয়েৎ।
সহস্রং ব্রাহ্মণান্ গ্রাহয়িত্বা মনসা মোচয়েৎ।

আটজন ব্রাহ্মণকে এই ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়া বিষকে তৃণদ্বারা দূর করিবে, শত ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দান করিয়া চক্ষুদ্বারা দূর করিবে, সহস্র ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দান করিয়া মন দ্বারা দূর করিবে।

(ট) সর্পাঞ্জলে ন মুঞ্চন্তি। তৃণে ন মুঞ্চন্তি।
কাষ্ঠেন মুঞ্চন্তীত্যাহ ভগবান্‌ব্রহ্মেত্যুপনিষৎ॥
ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎ সৎ॥

ইতি শ্রীগরুড়োপনিষৎ সমাপ্তা।

লোকে সর্পসমূহকে জলে, তৃণে অথবা কাষ্ঠে পরিত্যাগ করিবে না। ভগবান্ ব্রহ্মা ইহাই বলিয়াছেন।

গরুড়োপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

———

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥

[জগদ্ধিতায় অবতীর্ণস্য মহাবিষ্ণোঃ রামাভিধস্য চরিত-বর্ণনার্থম্ ইয়ম্ উপনিষদ্ আরভ্যতে]

১-২। ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্মহাবিষ্ণৌ জাতে দশরথে হরৌ। রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ ॥ স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতোঽথবা ॥

জ্ঞানস্বরূপ পুরুষোত্তম মহাবিষ্ণু হরি রঘুবংশে দশরথগৃহে জন্ম গ্রহণ করিলে, যিনি মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগকে নিখিল বাঞ্ছিতফল প্রদান করেন ও স্বয়ং শোভমান হন এবং যাঁহা দ্বারা রাক্ষসগণ মরণ (মৃত্যু) মুখে নিপতিত হয়, এইরূপ অনুগত অর্থ দ্বারা বিদ্বদ্গণ ইহাঁকে রামনামে অভিহিত করেন। [অর্থাৎ 'রাতি' এই শব্দের "র" ও মহীস্থিত শব্দের 'ম' যোগে অথবা রাক্ষসের "রা" ও মরণের "ম" শব্দযোগ করিয়া রামশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ বলেন।] অথবা তিনি পৃথু-হরিশ্চন্দ্রাদির ন্যায় স্বীয় প্রতিভাবলেই রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

৩। রামনাম ভুবি খ্যাতমভিরামেণ বা পুনঃ।
রাক্ষসান্মর্ত্ত্যরূপেণ রাহুর্মনসিজং যথা ॥

তিনি নিতান্ত মনোজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রাম

হইয়াছিল। অথবা রাহু যেরূপ চন্দ্রকে প্রভাহীন করে, সেইরূপ তিনি মানবরূপে রাক্ষসগণকে নিতান্ত নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি 'রাম' নামে ভুবনে বিখ্যাত। [রাক্ষসের "রা" ও মর্ত্ত্যের "ম" শব্দযোগে এই অনুগত অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

৪-৫। প্রভাহীনাংস্তথা কৃত্বা রাজ্যার্হাণাং মহীভৃতাম্।
ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ॥
তথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং স্বস্য পূজনাৎ॥
তথা রাত্যস্য-রামাখ্যা ভুবি স্যাদথ তত্ত্বতঃ॥

অথবা তিনি রাজ্যপ্রতিপালনে অসমর্থ রাক্ষসদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া রাজ্যপালনে সমর্থ সাধু রাজসমূহকে স্বীয় চরিত্র দ্বারা ধর্ম্মপথ, (রাম) নামোচ্চারণ দ্বারা জ্ঞানপথ, ধ্যানের দ্বারা বিষয়বৈরাগ্য এবং স্বীয় পূজন দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, এই নিমিত্তই বস্তুতঃ ইঁহার রাম নাম ভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে।

৬। রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দং চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

দেশ ও কালাদিপরিচ্ছেদশূন্য নিত্যসুখস্বরূপ চিদ্‌ঘন পরমাত্মাতে যোগিগণ তৃপ্তি অনুভব করেন। এইহেতু "রমন্তে" যোগিনো যত্র" যোগিগণ যাহাকে ধ্যান দ্বারা লাভ করিয়া তৃপ্ত হন, রামপদের এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দশরথের তনয় রামই পর ব্রহ্ম।

৭। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

ব্রহ্মের কিরূপে শরীর সম্ভব হয়, তাহা বলিতেছেন।

উপাসকগণের ধ্যানের নিমিত্ত নিত্যচৈতন্যস্বরূপ অদ্বিতীয় অবিদ্যাদি-দোষপরিশূন্য অমূর্ত্ত ব্রহ্ম মায়িক রূপ পরিগ্রহণ করেন॥

৮-৯। রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যঙ্গাদিস্ত্রাদিকল্পনা।
দ্বিচত্বারি ষড়ষ্টানাং দশ দ্বাদশ ষোড়শ॥
অষ্টাদশামী কথিতা হস্তাঃ শঙ্খাদিভির্যুতাঃ॥
সহস্রান্তাস্তথা তাসাং বর্ণবাহনকল্পনা॥

দেবতাগণের রূপ পুংস্ত্ব, স্ত্রীত্ব, অঙ্গ ও অস্ত্র প্রভৃতি সকলই মায়াকল্পিত, অর্থাৎ তাঁহাদের শঙ্খ ও আয়ুধাদিযুক্ত দুই, চারি, দ্বাদশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ ও সহস্র হস্ত, বিবিধ বর্ণ, বাহন প্রভৃতি সকলই মায়িক।

১০। শক্তিসেনাকল্পনা চ ব্রহ্মণ্যেবং হি পঞ্চধা।
কল্পিতস্য শরীরস্য তস্য সেনাদিকল্পনা॥

ব্রহ্মস্বরূপাতিরিক্ত পৃথক শক্তি না থাকিলেও ব্রহ্মের শক্তি এইরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে, উহা কল্পিত এবং সৈন্যও কল্পিত। এইরূপে ব্রহ্মে পাঁচ প্রকার কল্পনা হইয়া থাকে। (যথা—রূপকল্পনা, পুরুষ, স্ত্রী, অঙ্গ, অস্ত্রাদিকল্পনা, বর্ণ ও বাহনকল্পনা, শক্তিকল্পনা এবং সেনাকল্পনা) শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণেশ এই পঞ্চায়তনভেদে কল্পিত শরীরেই সৈন্যাদি কল্পিত হইয়া থাকে।

১১। ব্রহ্মাদীনাং বাচকোঽয়ং মন্ত্রোঽন্বর্থাদিসংজ্ঞকঃ।
জপ্তব্যো মন্ত্রিণা নৈবং বিনা দেবঃ প্রসীদতি॥

পূর্ব্বে প্রদর্শিত অনুগত অর্থ যুক্ত এই 'রাম' মন্ত্র স্থাবরান্ত ব্রহ্মাদির বাচক। এই মন্ত্র গুরুর নিকট হইতে অর্থের সহিত গ্রহণ করিয়া

জপ করিবে। অর্থস্মরণপূর্ব্বক মন্ত্রজপ না করিলে পরমেশ্বর প্রসন্ন হন না।

১২। ক্রিয়া কর্ম্মেতিকর্ত্তৄণামর্থং মন্ত্রো বদত্যথ।
মননাত্ত্রাণানান্মন্ত্রঃ সর্ব্ববাচ্যস্য বাচকঃ॥

মন্ত্র—ক্রিয়া, কর্ম্ম ও কর্ত্তার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, অর্থাৎ গুণসকল মায়াকল্পিত বলিয়া ধ্যানাদিক্রিয়া রাক্ষসনিধনাদি কর্ম্মপ্রভৃতির কর্তৃত্ব, বস্তুতঃ দেবতাগণের নাই। তাঁহাদের রূপ মায়িক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মন্ত্র ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয়। কারণ মনন (চিন্তা), ত্রাণ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ উপলব্ধিরূপ মোক্ষ প্রদান করে বলিয়া ইহার নাম মন্ত্র। এই মন্ত্রই সকলের বাচ্য, ব্রহ্মের বাচক, অর্থাৎ সকল পদার্থই ব্রহ্মে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান, সুতরাং ব্রহ্মই সকলের বাচ্য এবং মন্ত্র প্রণবের ন্যায় উহার বাচক।

১৩। সোঽভয়স্যাস্য দেবস্য বিগ্রহো যন্ত্রকল্পনা।
বিনা যন্ত্রেণ চেৎ পূজা দেবতা ন প্রসীদতি॥

ইতি রামপূর্ব্বতাপন্যুপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার কল্পনাই শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রস্বরূপ। এই যন্ত্রই পুরুষ ও প্রকৃতিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ। এইরূপ যন্ত্রভিন্ন পূজা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন না।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়নামক উপনিষদের
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

১-৩। স্বভূর্জ্যোতির্ম্ময়োঽনন্তরূপী স্বেনৈব ভাসতে।
জীবত্বেনেদমোম্ যস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়স্য চ।
কারণত্বেন চিচ্ছক্ত্যা রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ॥
যথৈব বটবীজস্থঃ প্রাকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ।
তথৈব রামবীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্॥
রেফারূঢ়া মূর্ত্তয়ঃ স্যুঃ শক্তয়স্তিস্র এব চ ইতি॥

দেবতার স্বরূপ বলিতেছেন, যিনি স্বয়ম্ভূ, জ্যোতির্ম্ময় ও অনন্তরূপী, অর্থাৎ দেশ ও কাল দ্বারা যাঁহার পরিমাণ হয় না, অথবা যিনি রূপবান রূপে প্রকটিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অনন্ত অসীম এবং স্বয়ংপ্রকাশমান। যাঁহার চৈতন্য শক্তি জীবরূপে এবং রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ দ্বারা ক্রমশঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে বিরাজমানা, যাঁহার চৈতন্যশক্তি দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রতিভাত [তিনিই পরম দেবতা রামচন্দ্র] বস্তুতঃ পক্ষে এই জগৎও পরমাত্মস্বরূপই বটে। প্রণব ও রামবীজে কোনও বৈষম্য নাই,—যেরূপ ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে সমুৎপন্ন মহামহীরূহ বটবীজের অভ্যন্তরেই সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ রামরূপ বীজের অর্থাৎ কারণের অভ্যন্তরে এই চরাচর বিশ্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে; অথবা রাম এই মন্ত্রস্বরূপ বীজের অভ্যন্তরে এই চরাচর বিশ্ব বিরাজমান অর্থাৎ রামবীজ শব্দস্বরূপ, সুতরাং শব্দব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া সমগ্র জগতের কারণ। সেই মন্ত্রের আকার এইরূপ— রকারের পরবর্ত্তী—আ ব্রহ্মা, ম্-মহেশ্বর এবং অ-বিষ্ণু, এই ত্রিমূর্ত্তির

সম্মিলনে রামবীজের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহার অভ্যন্তরে উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারশক্তি, অথবা পূর্ব্বোক্ত রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার ক্রমশঃ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

৪। সীতারামৌ তন্ময়াবত্র পূজ্যৌ জাতান্যাভ্যাং ভুবনানি দ্বিসপ্ত। স্থিতানি চ প্রহৃতান্যেব তেষু ততো রামো মানবো মায়য়াঽধ্যাৎ॥ জগৎপ্রাণায়াত্মনেঽস্মৈ নমঃ স্যান্নমস্ত্বৈক্যং প্রবদেৎ প্রাগ্‌গুণেনেতি॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

এই রামবীজেই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক সীতারামের পূজা করিবে। কেননা এই সীতারাম হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এই ভুবন ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাত্মক রামবীজেই অবস্থিত এবং পরিণামে ইহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এই নিমিত্তই রামের মানব-মূর্ত্তি মায়াকল্পিত, অর্থাৎ রাম লীলাচ্ছলে মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। জগতের প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা রামকে নমস্কার করিবে এবং নমস্কার করিয়া গুণাতীত পরব্রহ্ম রামের সহিত নিজের অভেদ ভাবনা করিবে, অর্থাৎ আমিই সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম রাম, এইরূপ ভাবনা করিবে।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

১। জীববাচি নমোনাম চাত্মা রামেতি গীয়তে।
তদাত্মিকা যা চতুর্থী তথা চায়েতি কথ্যতে ॥

মন্ত্রার্থ প্রতিপাদন করিয়া উপাস্য ও উপাসকের অভেদজ্ঞানের উপায় বলিতেছেন। "রামায় নমঃ" এই মন্ত্রের অন্তর্গত নমঃ' এই শব্দটী জীববাচক এবং 'রাম' এই শব্দ আত্মাকে বুঝাইতেছে। (ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে)। চতুর্থী বিভক্তি অর্থাৎ 'আয়' ও রাম এই শব্দের সহিত মিলিয়া একপদ হইয়া জীব ও রামের (ব্রহ্মের) অভেদ প্রতিপাদন করিতেছে, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধক তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ও রামমন্ত্র একই অর্থের প্রতিপাদক, উভয়ই জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক।

২। মন্ত্রোঽয়ং বাচকো রামো বাচ্যঃ স্যাদ্‌যোগএতয়োঃ। ফল-দশ্চৈব সর্ব্বেষাং সাধকানাং ন সংশয়ঃ ॥

এই মন্ত্র রামের বাচক, অর্থাৎ এই রামমন্ত্র রামকে বুঝাইতেছে এবং রাম এই মন্ত্রের বাচ্য—প্রতিপাদ্য। এই বাচ্যবাচকের যোগ, অর্থাৎ নিজের সহিত মন্ত্র ও দেবতার অভেদ ভাবনাই সর্ব্ববিধ সাধকের ফলপ্রদ, অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

৩। যথা নামী বাচকেন নাম্না যোঽভিমুখো ভবেৎ। তথা বীজাত্মকো মন্ত্রোঽমন্ত্রিণোঽভিমুখো ভবেৎ ॥

এই কথাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। যেরূপ কোন নামধারী ব্যক্তিকে তাহার নাম দ্বারা আহ্বান করিলে সে আহ্বানকারীর অভিমুখী হয়, সেইরূপ জগৎকারণ রামের সহিত অভিন্ন এই মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিলেও রাম আহ্বানকারীর (জপকারীর) অভিমুখী হন, অর্থাৎ তাঁহাকে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ ফল প্রদান করেন।

৪। বীজশক্তী ন্যসেদ্দক্ষবাময়োঃ স্তনয়োরপি।
কীলো মধ্যেঽবিনাভাব্যঃ স্ববাঞ্ছাবিনিয়োগবান্॥

মন্ত্রন্যাসক্রম বলিতেছেন। সাধক তাঁহার অভিলাষসিদ্ধির অভিপ্রায়ে দক্ষিণ ও বাম স্তনে যথাক্রমে বীজ ও শক্তি অর্থাৎ মন্ত্রের আদ্য অক্ষর 'রা' ও তৎপরবর্ত্তী অক্ষর 'মা' এই অক্ষরদ্বয়ের ন্যাস করিবেন এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যে—হৃদয়ে কীল—য় এই বর্ণের যথানিয়মে ন্যাস করিবেন।

৫। সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণামেষ সাধারণঃ ক্রমঃ।
অত্র রামোঽনন্তরূপস্তেজসা বহ্নিনা সমঃ॥

বীজ, শক্তি ও কীলক এই তিনটীর পূর্ব্বোক্ত স্থানে ন্যাসের নিয়ম সকল রামমন্ত্রেই একরূপ। এই রামমন্ত্র অনন্ত আকারাদিস্বরূপ এবং রেফযুক্ত, অর্থাৎ, র যুক্ত আ—ব্রহ্মা, ম্ মহেশ্বর ও অ—বিষ্ণু, অনন্ত গুণাধার এই ত্রিতয় স্বরূপ। অথবা দাশরথি রামই ব্রহ্ম এবং বহ্নির ন্যায় অনন্তবলসম্পন্ন।

৬। স ত্বনুষ্ণ গুবিশ্বশ্চেদগ্নীষোমাত্মকং জগৎ।
উৎপন্নং শীতয়া ভাতি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া যথা॥

যখন রাম সীতার সহিত মিলিত হন, তখনই পুরুষ-প্রকৃতিযোগে এই জগতের সৃষ্টি হয় এবং চন্দ্র যেরূপ চন্দ্রিকাযুক্ত হইয়া শোভমান্ হন, সেইরূপ রাম ও সীতা সঙ্গত হইয়া শোভিত হন।

৭-৮। প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ।
দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্দ্ধরঃ॥
প্রসন্নবদনো জেতা ধৃষ্ট্যষ্টকবিভূষিতঃ।
প্রকৃত্যা পরমেশ্বর্য্যা জগদ্যোন্যাঽঙ্কিতাঙ্কভৃৎ॥
হেমাভয়া দ্বিভুজয়া সর্ব্বালঙ্কৃতয়াচিতা।
শ্লিষ্টঃ কমলধারিণ্যা পুষ্টঃ কোসলজাত্মজঃ॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

চিন্তার সহায়তার জন্য দেবতার স্বরূপ বলিতেছেন। (তিনি) সতত প্রকৃতিস্বরূপিণী সীতাসমন্বিত, শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্রপরিহিত জটাধারী, দ্বিভুজ, কুণ্ডলবান্, রত্নমাল্যধারী ধীর, ধনুর্ধারী, প্রফুল্লবদন, জয়শীল, অণিমাদি—অষ্ট—ঐশ্বর্য্যশোভিত এবং তিনি জগতের উৎপত্তির হেতুভূত মূলপ্রকৃতিস্বরূপা পরমা ঈশ্বরী দ্বারা বাম অঙ্ক (ক্রোড়) অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি স্বর্ণবর্ণবিশিষ্টা দ্বিভুজা এবং সর্ব্ববিধ অলঙ্কার দ্বারা ব্যাপ্তা লক্ষ্মীর সহিত সম্বদ্ধ। তিনি বিপুল-দেহধারী কৌশল্যার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদের তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

———

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

১। দক্ষিণে লক্ষ্মণেনাথ সধনুষ্পাণিনা পুনঃ ॥
হেমাভেনানুজেনৈব তদা কোণত্রয়ং ভবেৎ ॥

যখন তিনি দক্ষিণভাগে ধনুর্ধারী স্বর্ণকান্তি অনুজ লক্ষ্মণ এবং বামভাগে সীতাদেবীর সহিত সংযুক্ত হইয়া উপবিষ্ট হন, তখন এই দেবতাত্রয়ের সম্মিলনে এক ত্রিকোণ আকারের উদ্ভব হয়। [মূলে "অনুজেনৈব" এই "এব" শব্দটী থাকায় এই ত্রিকোণে অন্য দেবতার পূজা হইবে না, ইহা সূচিত হইতেছে]।

২। তথৈব তস্য মন্ত্রস্য শেষোঽণুশ্চ স্বঙেন্তয়া।
এবং ত্রিকোণরূপং স্যাত্তং দেবা যে সমাযযুঃ ॥
স্তুতিং চক্রুশ্চ জগতঃ পতিং কল্পতরৌ স্থিতম্ ॥

পূর্ব্বে বীজমন্ত্র বলা হইয়াছে, এখন তাহার অবশিষ্টাংশ বলা হইতেছে। সেই মন্ত্রের অংশ এই চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রাম শব্দের সহিত অণু, অর্থাৎ নমঃশব্দযুক্ত, যথা "রামায় নমঃ"। বীজের সহিত এই মন্ত্রযুক্ত হওয়ায় ষড়ক্ষর হইয়া অপর ত্রিকোণরূপে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ ষড়ক্ষর ও ষড়ঙ্গসমাবেশের নিমিত্ত এই ত্রিকোণদ্বয় ষট্ কোণে পরিণত হইয়াছে। যে দেবতাগণ ইহাকে দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা এই ষট্ কোণে সমবেত হইয়া কল্পতরুর ন্যায় অভীষ্ট প্রদানক্ষম জগতের পতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্তুতি করেন।

৩-৪। কামরূপায় রামায় নমো মায়াময়ায় চ ॥
নমো বেদাদিরূপায় ওঁকারায় নমো নমঃ।
রামাধরায় রামায় শ্রীরামায়াঽত্মমূর্ত্তয়ে ॥

[সেই স্তুতির স্বরূপ বলিতেছেন।] যিনি স্বেচ্ছায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই দশরথাত্মজ রামচন্দ্রকে নমস্কার। অথবা যিনি কামবীজস্বরূপ ও রামশব্দযুক্ত, তাঁহাকে নমস্কার, ইহা দ্বারা "ক্লীং রামায় নমঃ" এই মন্ত্র সূচিত হইতেছে। যিনি মায়াময় সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার; অথবা মায়াবীজস্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার। ইহা দ্বারা "হ্রীং রামায় নমঃ" এই মন্ত্র সূচিত হইতেছে। যিনি বেদের আদি ওঁকারস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। ইহা দ্বারা "ওঁ রামায় নমঃ" এই মন্ত্র সূচিত হইতেছে এবং যিনি শক্তিস্বরূপিণী সীতাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া স্বয়ং শক্তিমান্ আমরা সেই রামচন্দ্র—সেই পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি।

৪-৬। জানকীদেহভূষায় রক্ষোঘ্নায় শুভাঙ্গিনে।
ভদ্রায় রঘুবীরায় দশাস্যান্তকরূপিণে ॥
রামভদ্র মহেষ্বাস রঘুবীর নৃপোত্তম ॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

হে রামভদ্র! হে মহাধনুর্দ্ধারিন্! হে রঘুবীর। হে নৃপোত্তম্! আপনি বনে গমনসময়ে সর্ব্বাভরণবিরহিত হইয়া একমাত্র সীতা-দেহকেই ভূষণস্বরূপ সহচর করিয়াছিলেন। আপনি মনোজ্ঞ-অঙ্গপ্রত্যঙ্গশোভিত এবং মঙ্গলময় রঘুবীর। আপনিই রাক্ষসনিহন্তা, দশাননকেও আপনিই নিধন করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

১। ভো দশাস্যান্তকাস্মাকং রক্ষ দেহি শ্রিয়ং চ তে।
ত্বমৈশ্বর্য্যং দাপয়াথ সম্প্রত্যাখরমারণম্ ॥
কুর্ব্বন্তি স্তত্যদেবাত্যাস্তেন সার্দ্ধং সুখং স্থিতাঃ ॥

হে রাবণবিনাশিন্। আমাদিগকে রক্ষা করুন। রাক্ষসকর্ত্তৃক পরিগৃহীত আপনার শ্রী ও ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করুন। [দেবতাগণ এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন] এইরূপ খরনামক রাক্ষস-নিধনাবধি দেবতাগণ রামের স্তুতিগান করিয়া তাঁহার সহিত সুখে অবস্থান করিতেছিলেন।

২। স্তবন্ত্যেবং হি ঋষয়স্তদা রাবণ আসুরঃ।
রামপত্নীং বনস্থাং যঃ স্বনিবৃত্ত্যর্থমাদদে ॥
স রাবণ ইতি খ্যাতো যদ্বা রাবাচ্চ রাবণঃ ॥

দেবতাগণের ন্যায় ঋষিগণও খরাদির নিধনে নিরুপদ্রুত হইয়া স্তব করিতেছিলেন। তখন রাবণনামক অসুর বনস্থা রামপত্নী সীতাকে স্বকীয় বিনাশের নিমিত্ত অপহরণ করিয়াছিল, অর্থাৎ সীতা অপহরণই তাহার বিনাশের কারণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে উহার নাম দশানন ছিল, রামপত্নীর বনস্থিতি কালে অপহরণ করায় রাম শব্দের একদেশ রা ও বন শব্দযোগে রাবণ সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে। অথবা কৈলাসপর্ব্বত উত্তোলনকালে শঙ্কর স্বীয় ভার পর্ব্বতে অর্পণ করায় উত্তোলনে অসমর্থ হইয়া ভীষণ রব ধ্বনি করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম রাবণ হইয়াছে।

৩-৫। তদ্ব্যাজেনেক্ষিতুং সীতাং রামো লক্ষ্মণ এব চ।
বিচেরতুস্তদা ভূমৌ দেবীং সংদৃশ্য চাঽঽসুরম্॥
হত্বা কবন্ধং শবরীং গত্বা তস্যাজ্ঞয়া তয়া॥
পূজিতাবীরপুত্রেণ ভক্তেন চ কপীশ্বরম্।
আহূয় শংসতাং সর্ব্বমাদ্যন্তং রামলক্ষ্মণৌ॥

সীতাপহরণ করায় রাম ও লক্ষ্মণ সীতার দর্শন (অনুসন্ধান) স্থলে ভূভাগে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন [বস্তুতঃ সীতার অনুসন্ধান ছলনা মাত্র, তাঁহারা দুর্ব্বৃত্ত রাবণের নিধনের নিমিত্ত দেবতাগণের প্রার্থনায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন] সুতরাং তাহার বিনাশই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা সীতাদেবীকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে কবন্ধনামক এক অসুরকে বিনাশ করিয়া তপস্বিনী শবরীর সমীপে যাইয়া তৎকৃত অভ্যর্থনা গ্রহণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি প্রাপ্ত শবরীর পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বায়ুর পুত্র ভক্তিমান্ হনুমান্ বানররাজ সুগ্রীবকে আহ্বান করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উদ্‌যোগ অবধি সীতাহরণপর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।

৬। স তু রামে শঙ্কিতঃ সন্ প্রত্যয়ার্থং চ দুন্দুভেঃ।
বিগ্রহং দর্শয়ামাস যো রামস্তমচিক্ষিপৎ॥

ইহার পরে শ্রীরামচন্দ্র বালিবধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যদানে প্রতিশ্রুত হইলে, সুগ্রীব বালিবধে রামের সামর্থ্য আছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া স্বীয় বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বালিহত দুন্দুভির অস্থিপুঞ্জ দর্শন করাইলেন। [এই দৈত্যকে বালী নিহত

করিয়াছেন]। রাম সেই দুন্দুভি দর্শনমাত্র তাঁহাকে অনায়াসে সুদূরে নিক্ষেপ করিলেন।

৭-৯। সপ্ত তালান্‌বিভিত্ত্বাশু মোদতে রাঘবস্তদা।
তেন হৃষ্টঃ কপীন্দ্রোঽসৌ সরামস্তস্য পত্তনম্‌॥
জগামাগর্জ্জদনুজো বালিনো বেগতো গৃহাৎ।
বালী তদা নির্জ্জগাম তং বালিনমথাহবে॥
নিহত্য রাঘবো রাজ্যে সুগ্রীবং স্থাপয়েত্ততঃ॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

এইরূপে বলের পরীক্ষা হইলেও ধনুর্ব্বলের সন্দেহ দূর করিবার জন্য শ্রীরাম একবাণে অতিশীঘ্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া আমোদ উপভোগ করিলেন। [সৎমিত্রলাভ এবং স্বীয় পুরুষকারের সফলতাই এই আমোদের কারণ।] এইরূপে পৌরুষ নিশ্চয় হইলে সেই কপিরাজ সুগ্রীব আনন্দিত হইয়া রামের সহিত বালীর রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় যাইয়া সেই বালীর অনুজ সুগ্রীব সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে বালী প্রবলবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। তখন রাম যুদ্ধে সেই বালীকে নিহত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে সুগ্রীবকে স্থাপন করিলেন।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের পঞ্চমখণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

১-২। হরীনাহূয় সুগ্রীবস্তাহ চাশাবিদোঽধুনা।
আদায় মৈথিলীমদ্য দদত শ্বাশু গচ্ছত॥
ততস্ততার হনুমানব্ধিং লঙ্কাং সমাযযৌ॥

তাহার পর সুগ্রীব বানরদিগকে নানাদিগ্‌দেশ হইতে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে দিগভিজ্ঞগণ, আজ এখনই তোমরা গমন কর এবং অতিশীঘ্র সীতাকে আনিয়া রামের হস্তে সমর্পণ কর। এই কথা বলিলে পবনতনয় হনুমান্ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন এবং সমাগত হইলেন।

৩। সীতাং দৃষ্ট্বাঽসুরান্ হত্বা পুরং দগ্ধ্বা তথা স্বয়ম্।
স্বয়মাগত্য রামায় ন্যবেদয়ত তত্ত্বতঃ॥

তথায় অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া অক্ষকুমারাদি রাক্ষসগণের বিনাশ ও লঙ্কা দগ্ধ করিয়া স্বয়ং প্রত্যাগত হইলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে নিজমুখে যথাযথ অবস্থা নিবেদন করিলেন।

৪। তদা রামঃ ক্রোধরূপী তানাহূয়াথ বানরান্।
তৈঃ সার্দ্ধমাদায়াস্ত্রাংশ্চ পুরীং লঙ্কাং সমাযযৌ॥

সেই মুহূর্ত্তে রাম ক্রোধপ্রকাশ করতঃ বানরদিগকে আহ্বান ও অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই বানরগণের সহিত লঙ্কাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন।

৫-৬। তাং দৃষ্ট্বা তদধীশেন সার্দ্ধং যুদ্ধমকারয়ৎ।
ঘটশ্রোত্রসহস্রাক্ষজিদ্ভ্যাং যুক্তং তমাহবে॥

হত্বা বিভীষণং তত্র স্থাপ্যাথ জনকাত্মজাম্।
আদায়াঙ্কস্থিতাং কৃত্বা স্বপুরং তৈর্জ্জগাম সঃ॥

রাম সেই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইয়া তাহার অধিপতি রাবণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিতের সহিত রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহার কনিষ্ঠ বিভীষণকে সেই রাজ্যে স্থাপন করিলেন। পরে জনকনন্দিনী সীতাকে গ্রহণ ও অঙ্কস্থ করিয়া হনুমান্-সুগ্রীব প্রভৃতি বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসগণের সহিত স্বীয় রাজধানী অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন।

৭-৮। ততঃ সিংহাসনস্থঃ সন্ দ্বিভুজো রঘুনন্দনঃ।
ধনুর্দ্ধরঃ প্রসন্নাত্মা সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥

মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং যামে বামে তেজঃ প্রকাশনম্।
ধৃত্বা ব্যাখ্যাননিরতশ্চিন্ময়ঃ পরমেশ্বরঃ॥

তাহার পরে ধনুর্ধারী প্রসন্নাত্মা নানাভরণভূষিত দ্বিভুজ, অর্থাৎ মনুষ্যাকারধারী রঘুনন্দন রামচন্দ্র সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত বা সিংহাসনারূঢ় হইয়া দক্ষিণহস্তে জ্ঞানময়ী মুদ্রা ও বামহস্তে পুস্তকাখ্য মুদ্রা ধারণ করিয়া সেই চৈতন্যময় পরমেশ্বর ব্যাখ্যান-মুদ্রায় নিরত হইলেন [দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক বামজানুতে বামকরের সংস্থাপনের নাম জ্ঞানমুদ্রা। বামমুষ্টি স্বীয় অভিমুখী করিয়া অবস্থিতির নাম পুস্তকমুদ্রা এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযোজন করিয়া অপর অঙ্গুলিগুলির মিলিতভাবে সংস্থাপনের নাম ব্যাখ্যানমুদ্রা। এই মুদ্রাধারণের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্

রামচন্দ্রের পুস্তক (শাস্ত্র) তদ্ব্যাখ্যা বা অর্থ ও তাহার জ্ঞান যুগপৎ পরিস্ফুট ছিল, এই মুদ্রা ধারণ তাহার ব্যঞ্জকমাত্র।

৯। উদগ্‌দক্ষিণয়োঃ স্বস্য শত্রুঘ্নভরতৌ ধৃতঃ॥
হনুমন্তং চ শ্রোতারমগ্রতঃ স্যাত্রিকোণগম্॥

[আবরণপূজার নিমিত্ত যন্ত্রস্থ দেবতার অবস্থান বলিতেছেন]। ব্যাখ্যাননিরত রামের বাম ও দক্ষিণ ভাগে শত্রুঘ্ন ও ভরত চামরধারণপূর্ব্বক এবং অগ্রভাগে শ্রোতৃরূপে হনুমান্ অবস্থিত। এইরূপে একটী ত্রিকোণ আকারে অবস্থিতের পূজা করিবে।

১০। ভরতাধস্তু সুগ্রীবং শত্রুঘ্নাধো বিভীষণম্।
পশ্চিমে লক্ষ্মণং ধৃত্বা ধৃতচ্ছত্রং সচামরম্॥

ভরতের সম্মুখে সুগ্রীব, শত্রুঘ্নের সম্মুখে বিভীষণ এবং পশ্চাদ্ভাগে ছত্র ও চামরধারী লক্ষ্মণকে স্থাপন করিয়া, রাম ব্যাখ্যায় নিরত আছেন। [এইরূপে ষট্‌কোণ আকারে অবস্থিতের পূজা করিবে। [পূর্ব্বে লক্ষ্মণ দক্ষিণভাগে অবস্থিত বলা হইয়াছে, এইস্থানে পশ্চাৎ বলায় আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ পূর্ব্বে "দক্ষিণে লক্ষ্মণন" ইত্যাদি দ্বারা ভরতের অসন্নিধানে বনবাসকালীন ধ্যান ও এইস্থলে তৎপরবর্ত্তী সময়ের ধ্যান বলা হইয়াছে]।

১১। তদধস্তৌ তালবৃন্তকরৌ ত্র্যস্রং পুনর্ভবেৎ।
এবং ষট্‌কোণমাদৌ স্বদীর্ঘাঙ্গৈরেষ সংযুতঃ।

অথবা লক্ষ্মণের এক পার্শ্বে ভরত ও অপর পার্শ্বে শত্রুঘ্ন ব্যজনহস্তে অবস্থিত। এইরূপে একটী ষট্‌কোণের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই ষট্‌কোণেই আবরণদেবতায় পূজা করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমাবরণে এই দেব রামচন্দ্র "রাং রীং রূং রৈং রৌং রঃ" এই মন্ত্র সংযুত অর্থাৎ প্রথম আবরণে তিনি এই মন্ত্র দ্বারা উপাস্য।

১২। দ্বিতীয়ং বাসুদেবাদ্যৈরাগ্নেয্যাদিষু সংযুতঃ।

দ্বিতীয় আবরণ বাসুদেবাদিদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। কোন্ দিকে কে কে অবস্থিত, তাহা বলা যাইতেছে। অগ্নিকোণে বাসুদেব, দক্ষিণে শান্তি, নৈর্ঋতকোণে সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমে শ্রী, ঈশানে প্রদ্যুম্ন, উত্তরে সরস্বতী, বায়ুকোণে অনিরুদ্ধ এবং পূর্ব্বদিকে রতি অবস্থিত।

১৩-১৪। তৃতীয়ং বায়ুসূনুং চ সুগ্রীবং ভরতং তথা।
বিভীষণং লক্ষ্মণং চাঙ্গদং চারিবিমর্দ্দনম্॥
জাম্ববন্তং চ তৈর্যুক্তস্ততো ধৃষ্টির্জ্জয়ন্তকঃ।
বিজয়শ্চ সুরাষ্ট্রশ্চরাষ্ট্রবর্দ্ধন এব চ॥
অকোপো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রৈরেভিরাবৃতঃ॥

তৃতীয় আবরণ বলিতেছেন। হনুমান্, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, অরিবিমর্দ্দন ও জাম্বুবান্ ইহাদিগের সহিত দেব রামচন্দ্র যখন সম্মিলিত হন তখন তৃতীয় আবরণ সমুদ্ভূত হয়। এবং তাহার পরে ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা যখন পরিবৃত হন, তখনও তৃতীয় আবরণের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ হনুমান্ অবধি সুমন্ত্রপর্য্যন্ত পূর্ব্বাদিক্রমে ষোড়শ পত্রে ষোড়শ দেব পূজনীয়।

১৫-১৬। সহস্রদৃগ্বহ্নিধর্ম্মরক্ষোবরুণানিলাঃ।
ইন্দ্বীশধাত্রনন্তাশ্চ দশভিস্ত্বেভিরাবৃতঃ॥

বহিস্তদায়ুধৈঃ পূজ্যো নলাদিভিরলঙ্কৃতঃ ।
বশিষ্ঠবামদেবাদিমুনিভিঃ সমুপাসিতঃ ॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥

চতুর্থ আবরণের কথা বলিতেছেন। এই আবরণে যম, নৈঋর্ত, বায়ু, চন্দ্র, ঈশান, ব্রহ্মা ও বাসুকি—এই দশদিক্পতিপরিবেষ্টিত; তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদির অস্ত্র, অর্থাৎ যথাক্রমে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, অসি, পাশ, অঙ্কুশ, গদা, শূল, চক্র ও পদ্মদ্বারা আবৃত; অনলাবতার নল ও নীলাদি দ্বারা পরিশোভিত, ও বশিষ্ঠবামদেবাদিমুনিকর্ত্তৃক সেবিত, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পূজনীয় এবং ঐ আবরণে বশিষ্ঠ বামদেবাদিও পূজ্য।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

১-৩। এবমুদ্দেশতঃ প্রোক্তং নির্দ্দেশস্তস্য চাধুনা।
ত্রিরেখাপুটমালিখ্য মধ্যে তারদ্বয়ং লিখেৎ ॥
তন্মধ্যে বীজমালিখ্য তদধঃ সাধ্যমালিখেৎ।
দ্বিতীয়ান্তং চ তস্যোর্দ্ধং ষষ্ঠ্যন্তঃ সাধকং তথা ॥
কুরুদ্বয়ং চ তৎপার্শ্বে লিখেদ্বীজান্তরে রমাম্।
তৎসর্ব্বং প্রণবাভ্যাং চ বেষ্টিতং বুদ্ধিবুদ্ধিমান্ ॥

পূর্ব্বে সংক্ষেপে যন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, এখন বিশেষভাবে উহার উপদেশ প্রদান করা যাইতেছে। প্রথমতঃ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে দুইটী প্রণব লিখিবে এবং ঐ প্রণবদ্বয়ের মধ্যে 'রাং' বীজ লিখিয়া তাহার অধোভাগে যাহা সাধনীয়, তাহা দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত করিয়া লিখিবে, (অর্থাৎ বশ্যকামী হইলে বশং, শত্রুক্ষয়কামী হইলে 'শত্রুক্ষয়ং' ইত্যাদি)। পরে সেই বীজের উর্দ্ধভাগে ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত করিয়া সাধকের নাম (যথা 'অমুকস্য') লিখিবে এবং ঐ বীজের উভয় পার্শ্বে দুইটী "কুরু" শব্দ লিখিবে। তাহার পরে বীজমধ্যে অর্থাৎ সাধ্যের উর্দ্ধভাগে রমা বীজ 'শ্রী" লিখিবে। লিপিকুশল এইরূপে বীজাদি সকল মন্ত্র প্রণব দ্বারা পুটিত করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বে ও পরে প্রণব যোগ করিবে।

৪। দীর্ঘভাজি ষড়স্রেষু লিখেদ্বীজং হৃদাদিভিঃ।
কোণপার্শ্বে রমামায়ে তদগ্রেঽনঙ্গমালিখেৎ ॥

ষট্‌কোণে "হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা" ইত্যাদির সহিত দীর্ঘস্বরযুক্ত বীজমন্ত্র, অর্থাৎ রাং হৃদয়ায় নমঃ, রীং শিরসে স্বাহা, রূং শিখায়ৈ বষট্, রৈং কবচায় হুঁ, রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ লিখিবে। পরে কোণপার্শ্বে রমা বীজ 'শ্রীং', মায়াবীজ 'হ্রীং' এবং কোণাগ্রে কামবীজ 'ক্লীং' সুস্পষ্টরূপে লিখিবে।

৫-৬। ক্রোধং কোণাগ্রান্তরেষু লিখ্য মন্ত্র্যভিতো গিরম্। বৃত্তত্রয়ং সাষ্টপত্রং সরোজং বিলিখেৎ স্বরান্। কেসরেস্বষ্টপত্রে চ বর্গাষ্টকমথাৎ লিখেৎ। তেষু মালামনোর্ব্বর্ণান্ বিলিখেদূর্ম্মিসংখ্যয়া॥

মন্ত্রবিৎ কোণাগ্রে ও কোণমধ্যে 'হুং' লিখিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে সরস্বতীর বীজ 'ঐং' লিখিবে এবং তিনটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে, প্রথমটী ষট্‌কোণের উপরে, দ্বিতীয়টী কেসরের উপরে এবং তৃতীয়টী পত্রাগ্রে; এইরূপে বৃত্তত্রয় অঙ্কিত করিয়া অষ্টপত্রযুক্ত একটী পদ্ম অঙ্কিত করিবে। পরে কেসরে স্বরবর্ণ লিখিবে এবং অষ্টপত্রে ঐ স্বরের উপরিভাগে অষ্টবর্গ, অর্থাৎ ক, চ, ট, ত, প, য, শ ও লক্ষ বর্গ লিখিবে। পরে ঐ পত্রে ষট্‌সংখ্যক মালামন্ত্রবর্ণ লিখিবে।

৭·৮। অন্তে পঞ্চাক্ষরানেবং পুনরষ্টদলং লিখেৎ।
তেষু নারায়ণাষ্টার্ণং লিখেত্তৎকেসরে রমাম্॥
তদ্বহির্দ্বাদশদলং বিলিখেদ্দ্বাদশাক্ষরম্।
তথোং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইত্যয়ম্॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

পদ্মের শেষপত্রে 'রামায় নমঃ' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র লিখিবে। এইরূপে পূর্ব্বের ন্যায় বৃত্তত্রয় ও অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে এবং প্রত্যেক দলে ক্রমিক "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের এক একটী অক্ষর ও কেসরে, শ্রীবীজ 'শ্রীং' লিখিবে। তাহার বাহিরে পুনর্ব্বার দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রত্যেক পত্রে, ক্রমশঃ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এক একটী অক্ষর লিখিবে। 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' ইহাই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

১। আদিক্ষান্তান্ কেসরেষু বৃত্তাকারেণ সংলিখেৎ।
তদ্বহিঃ ষোড়শদলং লিখেত্তৎকেসরে হ্রিয়ম্॥

উহার কেসরে বৃত্তাকারে অকার অবধি ক্ষকারপর্য্যন্ত বর্ণসমূহ লিখিবে এবং উহার বাহিরে ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া, কেসরে মায়াবীজ 'হ্রীং' লিখিবে।

২-৬। বর্ম্মাস্ত্রনতিসংযুক্তং দলেষু দ্বাদশাক্ষরম্। তৎসন্ধিষ্বীরজাদীনাং মন্ত্রান্মন্ত্রী সমালিখেৎ॥ হ্রঁ স্রঁ ভ্রঁ ব্রঁ লৃঁ শৃঁ জ্রঁ চ লিখেৎ সম্যক্ ততো বহিঃ। দ্বাত্রিংশার মহাপদ্মং নাদবিন্দুসমাযুতম্॥ বিলিখেন্মন্ত্ররাজার্ণাংস্তেষু পত্রেষু যত্নতঃ। ধ্যায়েদষ্ট বসূনেকাদশ রুদ্রাংশ্চ তত্র বৈ। দ্বাদশেনাংশ্চ ধাতারং বষট্কারং ততো বহিঃ॥ ভূগৃহং বজ্রশূলাঢ্যং রেখাত্রয়সমন্বিতম্। দ্বারোপেতং চ রাশ্যাদিভূষিতং ফণিসংযুতম্॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদষ্টমঃ খণ্ডঃ।

মন্ত্রজ্ঞব্যক্তি ষোড়শদলের প্রত্যেক দলে পূর্ব্বাদিক্রমে হুঁ ফট্ নমঃ এই মন্ত্রের সহিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র লিখিবেন। তাহার প্রণালী এই "ওঁ নমো, ভ, গ, ব, তে, বা, সু, দে, বা, য়, হুঁ, ফট্ নমঃ"। ইহার এক একটী বর্ণ এক একটী পত্রে লিখিতে হইবে। তাহার পরে ঐ ষোড়শ পত্রসন্ধিতে আবরণোক্ত হনুমান্ আদি ষোড়শ দেবতার মন্ত্রের আদ্যাক্ষর লিখিতে হইবে। (যথা হনুমানের 'হ্রং', সুগ্রীব, সুরাষ্ট্র

ও সুমন্ত্রের 'স্থং", ভরতের 'ভৃং', বিভীষণ ও বিজয়ের 'বৃ', লক্ষ্মণের' 'লৃং', অঙ্গদ ও অকোপের, 'অং', শত্রুমর্দ্দনের 'শৃং', জাম্বুবান্ ও জয়ন্তের' 'জৃং', ধৃষ্টি ও ধর্ম্মপালের 'ধৃং', রাষ্ট্রবর্দ্ধনের 'ঋং'।) তাহার বাহিরে হ্রঁ, স্থঁ, ভৃঁ, বৃঁ, লৃঁ, শৃঁ ও জৃঁ লিখিবে এবং নাদ ও বিন্দুযুক্ত দ্বাত্রিংশৎ পত্রবিশিষ্ট এক মহাপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রত্যেক পত্রে নরসিংহমন্ত্র লিখিতে হইবে। তাহাতে ধ্রুবাদি অষ্ট বসু [যথা ধ্রুব, অধ্বর, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস], বীরভদ্রাদি একাদশ রুদ্র [যথা বীরভদ্র, শম্ভু, গিরীশ, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, ভুবনাধীশ্বর, কপালী, স্থাণু, ভব ও ভগবান্], ধাতাদি দ্বাদশ আদিত্য [যথা ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু] ও সর্ব্বশীর্ষস্থানীয় প্রথমাদিত্যের ধ্যান করিবে এবং তাহার বাহিরে রেখাত্রয়সমন্বিত মণ্ডপের ন্যায় দ্বারদেশযুক্ত জ্যোতিশ্চক্র ও অনন্তাদি অষ্টনাগশোভিত চতুর্দ্দিকে বজ্র ও কোণদেশে শূলসমন্বিত এক ভূপুর নির্ম্মাণ করিবে।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

নবমঃ খণ্ডঃ

১। এবং মণ্ডলমালিখ্য তস্য দিক্ষু বিদিক্ষু চ।
নারসিংহং চ বারাহং লিখেন্মন্ত্রদ্বয়ং তথা॥

এইরূপে মণ্ডল রচনা করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে নারসিংহমন্ত্র ও চতুষ্কোণে বরাহমন্ত্র লিখিবে।

২। কষরেফানুগ্রহেন্দুনাদশক্ত্যাদিভির্যুতঃ।
যো নৃসিংহঃ সমাখ্যাতো গ্রহমারণকর্ম্মণি॥

নরসিংহ মন্ত্রের উদ্ধার করিতেছেন। ক ষ যোগে ক্ষঃ, তাহার পরে রেফ (রফলা), তাহার পরে অনুগ্রহ, অর্থাৎ ঔকার এবং অনুস্বার, সুতরাং 'ক্ষ্রৌং' এই মন্ত্র হইল, ইহার উচ্চারণ কাঁসরধ্বনির ন্যায় হইবে এবং ইহার সহিত শক্তি অর্থাৎ মায়াবীজ 'হ্রীং' ও আদি-শব্দপ্রতিপাদ্য 'ক্ষৌং' এই মন্ত্রের যোগ করিতে হইবে। এই মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে যিনি ভূতাদিনিবারণ ও শত্রুক্ষয় করিতে সমর্থ, তিনিই নৃসিংহ নামে বিখ্যাত।

৩। অন্ত্যোঽর্দ্ধীশযুতো বিন্দুনাদবীজং চ সৌকরম্।
হুংকারং চাত্র রামস্য মালামন্ত্রোঽধুনেরিতা॥

বরাহবীজের উদ্ধার করিতেছেন। মাতৃকাবর্ণের অন্ত্যবর্ণ হকার তাহার সহিত অর্দ্ধীশ বা উকার এবং অনুস্বার যুক্ত হইয়া এই বীজের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার উচ্চারণও কাঁসরধ্বনির ন্যায় হইবে। এই মন্ত্রে এই 'হুঁ'কার লিখিতে হইবে। এখন রামের মালা-মন্ত্রের কথা বলিব।

৪। তারো নতিশ্চ নিদ্রায়াঃ স্মৃতির্ম্মেদশ্চ কামিকা॥
রুদ্রেণ সংযুতা বহ্নির্ম্মেধাঽমরাবিভূষিতা॥

প্রণব, নমঃশব্দ, ভকারের পরবর্ত্তী গকার, বকার ও একারযুক্ত তকার এবং রকার ও উকারযুক্ত ঘকার মালামন্ত্র। সুতরাং সমুদয়ে মিলিত হইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে রঘুঃ' এই মন্ত্র সিদ্ধ হইল।

৫-৯। দীর্ঘাঽক্রূরযুতা হ্লাদিন্যথো দীর্ঘা সমানদা। ক্ষুধা

ক্রোধিন্যমোঘা চ বিশ্বমপ্যথ মেধয়া। যুক্তা দীর্ঘা জালিনী চ সসূক্ষ্মা মৃত্যুরূপিণী। সপ্রতিষ্ঠা হ্লাদিনী ত্বক্ক্ষ্বেলঃ প্রীতিশ্চ সামরা॥ জ্যোতিস্তীক্ষ্ণাঽগ্নিসংযুক্তা শ্বেতাঽনুস্বারসংযুতা। কামিকাপঞ্চমো লান্তস্তান্তান্তো ধান্ত ইত্যথ॥ স সানন্তো দীর্ঘযুতো বায়ুঃ সূক্ষ্মযুতো বিষঃ। কামিকা কামিকা রুদ্রযুক্তাঽথো অথ স্থিরা স এ॥ তাপিনী দীর্ঘযুক্তা ভূর্রনলোঽনন্তগোঽনলঃ। নারায়ণাত্মকঃ কালঃ প্রাণোঽম্ভো বিদ্যয়া যুতম্॥ পীতা রতিস্তথা লান্তো যোন্যা যুক্তোঽস্ততো নতিঃ॥

অনুস্বারযুক্ত ন ও দ এবং আকারযুক্ত ন ও য সকলে মিলিয়া 'নন্দনায়' এই মন্ত্র সিদ্ধ হইল। র ও ওকারযুক্ত ক্ষ, নকারযুক্ত ঘ, ইকারযুক্ত ব এবং শকার আকারযুক্ত দকার ও যকার সকলে মিলিয়া 'রক্ষোঘ্নবিশদায়' এই মন্ত্র সিদ্ধ হইল। ম, উকার যুক্ত ধ, র, রফলা যুক্ত প, অনুস্বার যুক্ত স ও ন, ব, দ ও আকার যুক্ত ন, আকার যুক্ত য ও ইকার যুক্ত ম, ত একার যুক্ত ত, জ ও একার যুক্ত স সকলে মিলিয়া 'মধুরপ্রসন্নবদনায়ামিততেজসে' এই মন্ত্র সিদ্ধ হইল। ব, আকার যুক্ত ল ও য মিলিয়া 'বলায়' এই মন্ত্র হইল। আকার যুক্ত র, আকার যুক্ত ম ও য মিলিয়া 'রামায়' এই মন্ত্র হইল। ইকারযুক্ত ব ও ণকার যুক্ত ষ এবং একার যুক্ত বকার মিলিয়া বিষ্ণবে এই মন্ত্র হইল॥ অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিতে হইবে। সুতরাং সমগ্র মন্ত্রের আকার এইরূপ "নন্দনায় রক্ষোঘ্নবিশদায় মধুরপ্রসন্নবদনায়ামিততেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ"।

১০। সপ্তচত্বারিংশদর্ণো গুণাস্তঃ সগুণঃ স্বয়ম্।
রাজ্যাভিষিক্তস্য তস্য রামস্যোক্তক্রমাল্লিখেৎ ॥

এই সপ্তচত্বারিংশদ্‌বর্ণবিশিষ্ট মালামন্ত্র স্বয়ং সগুণ হইয়াও ভক্তগণের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উচ্ছেদক, অর্থাৎ মুক্তি-প্রদানকারী। রাজ্যাভিষিক্ত শ্রীরামচন্দ্রের এই মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত ক্রমে লিখিতে হইবে ॥

১১। ইদং সর্ব্বাত্মকং যন্ত্রং প্রাগুক্তমৃষিসেবিতম্।
সেবকানাং মোক্ষকরমায়ুর'রোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥

এই যন্ত্রই ত্রৈলোক্যস্বরূপ, পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহা বলিয়াছেন অথবা এই যন্ত্রই সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা ঋষিসেবিত ও সেবকের মুক্তিদানকারী এবং এই যন্ত্রই সেবকের আয়ুঃ ও আরোগ্য বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

১২। অপুত্রিণাং পুত্রদং চ বহুনা কিমনেন বৈ।
প্রাপ্নুবন্তি ক্ষণাৎ সম্যগত্র ধর্ম্মাদিকানপি ॥

এই যন্ত্র পুত্রহীনেরও পুত্র দান করিয়া থাকেন, অধিক আর কি বলিব? এই যন্ত্রের সেবা দ্বারা এই জন্মেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অতি অল্প সময়ে সাধক লাভ করিতে পারেন।

১৩। ইদং রহস্যং পরমমীশ্বরেণাপি দুর্গমম্।
এবং যন্ত্রং সমাখ্যাতং ন দেয়ং প্রাকৃতে জনে ইতি ॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি নবমঃ খণ্ডঃ।

সর্ব্বসিদ্ধিমানের পক্ষেও উপদেশ ভিন্ন এই পরম রহস্য দুর্গম। এইরূপ খ্যাতিসম্পন্ন যন্ত্র কখনও বিশেষ অনুগ্রহভাজন ভিন্ন অপরকে দিবে না।

শ্রীরাম পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের নবমখণ্ড সমাপ্ত ॥

দশমঃ খণ্ডঃ

১-৪। ভূতাদিকং শোধয়েদ্দ্বারপূজাং কৃত্বা পদ্মাদ্যাসনস্থঃ প্রসন্নঃ। অর্চ্চাবিধাবস্য পীঠাধরোর্দ্ধং পার্শ্বার্চ্চনং মধ্যপদ্মার্চ্চনং চ ॥ কৃত্বা মৃদু শ্লক্ষ্ণসতূলিকায়াং রত্নাসনে দেশিকং চার্চ্চয়িত্বা। শক্তিং চাধারাখ্যকাং কূর্ম্মনাগৌ পৃথিব্যব্জে স্বাসনাধঃ প্রকল্প্য ॥ বিঘ্নং দুর্গাং ক্ষেত্রপালং চ বাণীং বীজাদিকাংশ্চাগ্নিদেশাদিকাংশ্চ ॥ পীঠস্যাঙ্‌ঘ্রিষেষু ধর্ম্মাদিকাংশ্চ নঞ্‌পূর্ব্বাংস্তাংস্তস্য দিক্ষ্বর্চ্চয়েচ্চ ॥ মধ্যে ক্রমাদর্কবিধ্বগ্নিতেজাংস্যুপর্যু-পর্য্যুত্তমৈরর্চ্চিতানি ॥ রজঃ সত্ত্বং তম এতানি বৃত্তত্রয়ং বীজাঢ্যং ক্রমাদ্ভাবয়েচ্চ ॥

প্রথমতঃ দ্বারদেবতার পূজাসমাপনান্তে পদ্মাসনাদি পরিগ্রহ করিয়া (বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ সংস্থাপন করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা পৃষ্ঠদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক দক্ষিণ করে দক্ষিণপদাঙ্গুষ্ঠ ও বামকরে বাম পদাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়ভাবে ধারণ এবং বক্ষঃস্থলে চিবুকসংলগ্ন করিয়া নাসাগ্র অবলোকনের নাম পদ্মাসন। দেবতাপূজার

সময়ে সেই পূজানির্ব্বাহের নিমিত্ত, হস্ত দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিতে হয় না। পদ্মাসনাদি এই আদি শব্দ দ্বারা স্বস্তিকাদি আসন বুঝিতে হইবে। এইরূপে আসন পরিগ্রহ করিয়া) প্রসন্নচিত্তে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও মহদহঙ্কারাদির শোধন করিবে, অর্থাৎ স্বীয় আত্ম সত্তায় তাহাদের বিলয় করিবে। (ভূতাদি এই আদিশব্দ দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও মাতৃকান্যাস বুঝিতে হইবে)। রামের পূজাপ্রণালী অনুসারে প্রথমতঃ পীঠের নিম্নদেশার্চ্চন, উর্দ্ধদেশার্চ্চন, পার্শ্বভাগার্চ্চন ও মধ্যবর্ত্তী পদ্মের অর্চ্চনা করিয়া রত্নবদ্ধ আসনে মৃদু ও মনোহর রত্নাসনতুল্যপরিমিত তুলিকায় উপদেশকের (গুরুর) অর্চ্চনা করিয়া আধারশক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী ও পদ্ম ইহাদিগকে দেবাসনের নিম্নে কল্পনা করিয়া স্ববীজযুক্ত বিঘ্নাদির অর্থাৎ ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ বাং বাণ্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে এবং ধর্ম্মাদির পূজা করিবে। পীঠের এই সকল পাদে পূর্ব্বাদিক্রমে নঞ্‌ পূর্ব্বক ধর্ম্মাদির, অর্থাৎ অধর্ম্মাদির পূজা করিবে এবং পীঠমধ্যে সাধক ক্রমশঃ সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। যে তিনটী বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে, উহাদিগকে ক্রমশঃ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃস্বরূপে ভাবনাপূর্ব্বক বীজযুক্ত করিয়া, অর্থাৎ "সং সত্ত্বায় নমঃ, রং ও রজসে নমঃ ও তং তমসে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

৫। আশাব্যাশাস্বপ্যথাত্মানমন্তরাত্মানং চ পরমাত্মানমন্তঃ। জ্ঞানাত্মানং চার্চ্চয়েত্তস্য দিক্ষু মায়াবিদ্যে যে কলাপরতত্ত্বে॥

ইহার পরে দিক্ বিদিক্, অর্থাৎ সর্ব্বদিক্ লিঙ্গাত্মা জীব ও ঈশ্বরের এবং মধ্যে পরব্রহ্মের অর্চ্চনা করিবে, উহার চতুর্দ্দিকে ক্রমশঃ

মায়াতত্ত্বায় নমঃ, বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, কলাতত্ত্বায় নমঃ, পরতত্ত্বায় নমঃ, এই মন্ত্রে তত্ত্বপূজা করিবে।

৬। সংপূজয়েদ্বিমলাদ্যাশ্চ শক্তীরভ্যর্চ্চয়েদ্দেবমাবাহয়েচ্চ। অঙ্গ-ব্যূহানি জলাদ্যৈশ্চ পূজ্য ধৃষ্ট্যাদিকৈর্লোকপালৈস্তদস্ত্রৈঃ॥

বিমলাদি শক্তির পূজা করিবে। যথা বিমলা, উৎকর্ষণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা। তাহার পর পাদ্যাদি-দ্বারা অঙ্গব্যূহ অর্থাৎ হৃদয়াদির পূজা করিয়া, ধৃষ্টি, জয়ন্তক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত লোকপাল ও তাহাদের অস্ত্রসমূহের সহিত ভগবান্ রামচন্দ্রের আবাহন ও পূজা করিবে।

৭। বশিষ্ঠাদ্যৈর্মুনিভির্নীলমুখ্যৈরারাধয়েদ্রাঘবং চন্দনাদ্যৈঃ। মুখ্যোপহারৈর্বিবিধৈশ্চ পূজ্য তস্মৈ জপাদীংশ্চ সম্যক্ সমর্প্য॥

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবাল, গৌতম, ভরদ্বাজ, কৌশিক, বাল্মীকি, নারদ, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার প্রভৃতি দ্বাদশজন মুনি এবং নীল, নল ও সুষেণ প্রভৃতির সহিত, চন্দনাদি-নানাবিধ প্রধান প্রধান উপহার দ্বারা রামচন্দ্রের পূজা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে জপ ও উপচারাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিবে।

৮। এবংভূতং জগদাধারভূতং রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপম্। গদারিশঙ্খাব্জধরং ভবারিং স যো ধ্যায়েন্মোক্ষমাপ্নোতি সর্ব্বঃ॥

পূজান্তে নমস্কারের মন্ত্র এই—এইরূপ জগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, জন্মোচ্ছেদকারী, ভগবান্ রামচন্দ্রকে বন্দনা করি। যে এইরূপ চিন্তা করে, সে সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

৯। বিশ্বব্যাপী রাঘবোঽথো তদানীমন্তর্দ্দধে শঙ্খচক্রে গদাব্জে। ধৃত্বা রমাসহিতঃ সাবৃতশ্চ সসপত্নঙ্গঃ সানুজঃ সর্ব্বলোকী ॥

তখন সেই বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বদর্শী ভগবান্ রামচন্দ্র শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া সমগ্র পরিবার, অনুজ ও সীতার সহিত, বৈরিকৃত সন্তাপ অনুভব করিতে করিতেই যেন অন্তর্হিত হইলেন।

১০। তদ্ভক্তা যে লব্ধকামাংশ্চ ভুক্ত্বা তথা পদং পরমং যান্তি তে চ। ইমা ঋচঃ সর্ব্বকামার্থদাশ্চ যে তে পঠন্ত্যমলা যান্তি মোক্ষং যে তে পঠন্ত্যমলা যান্তি মোক্ষমিতি ॥

ইতি রামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

যাঁহারা শ্রীরামের ভক্ত, তাঁহারা তাঁহাদের অভিলষিত কাম্যফল ভোগ করিয়া অন্তে পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। এই সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী ঋক্ যিনি পাঠ করেন, তিনি বিষয়বাসনাজনিত-মালিন্যবিরহিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন।

(যিনি পাঠ করেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন, ইহা দুইবার বলায় এই গ্রন্থ পাঠে মুক্তির নিশ্চয়তা সূচিত হইতেছে। সর্ব্বশেষে ইতি থাকায় গ্রন্থসমাপ্তির সূচনা হইতেছে)।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের দশম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীরামোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ

[পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি রামমন্ত্রাঃ যন্ত্রপীঠপূজা চ সবিশেষেণ উক্তাঃ। মূলমন্ত্রনির্ণয়ানন্তরম্ অঙ্গমন্ত্রনির্ণয় উচিত ইতি প্রণব নির্ণয়ার্থম্ উত্তরতাপনীয়ম্ আরভ্যতে। ক্ষেত্রোত্তমে কৃতা চোপাসনা মহাফলা তদর্থম্ ঋষিসংবাদেন প্রণবং নির্ণয়ন্ রামচন্দ্রস্য মহিমানং স্বরূপং চ প্রকাশয়িতুম্ আদৌ ক্ষেত্রোত্তমং ব্যনক্তি ওঁ বৃহস্পতিরিত্যাদি ইতি।]

[এই গ্রন্থারম্ভের প্রয়োজন বলা যাইতেছে। শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদে রামমন্ত্র, যন্ত্র ও পীঠ পূজা প্রভৃতি বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। মূলমন্ত্র নির্ণয়ের পরে উহার অঙ্গমন্ত্র নির্ণয় করা একান্ত কর্ত্তব্য, সুতরাং প্রণবনির্ণয়ের নিমিত্ত উত্তরতাপনীয় উপনিষৎ আরব্ধ হইয়াছে। উত্তম ক্ষেত্রে কৃত উপাসনা প্রকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে, সেই নিমিত্ত ঋষিসংবাদচ্ছলে প্রণব নির্ণয় করিয়া রামচন্দ্রের মহিমা ও তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের নিমিত্ত প্রথমতঃ 'ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ' ইত্যাদি আখ্যায়িকা দ্বারা উত্তম ক্ষেত্রের বর্ণনা করিতেছেন।]

১। ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনমবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং তস্মাদ্‌যত্র ক্বচন গচ্ছেত্তদেব মন্যেতেতীদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনমত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকঃ ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে

যেনাসাবমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি, তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেতাবিমুক্তঃ ন বিমুঞ্চেদেবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা এমন কোন উন্নততম স্থান কি আছে,—যাহা দেবতাগণেরও দেবপূজার স্থান এবং নিখিল প্রাণিবর্গের ব্রহ্মপ্রাপ্তির বা মুক্তির স্থান ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—হাঁ আছে, উহা অবিমুক্ত বা বারাণসীক্ষেত্র (পার্ব্বতীর অনুরোধেও বিশ্বনাথ শঙ্কর ঐস্থান পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া, উহার নাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র)। উহাই প্রকৃত কুরুক্ষেত্র ('অবিমুক্তং ক্ষেত্রং কুরু' অর্থাৎ তোমার অপরিত্যজ্য এক ক্ষেত্র কর, এইরূপে ভগবান্ রামচন্দ্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শঙ্কর 'ক্ষেত্রং কুরু' এই আদেশ অনুসারে এই ক্ষেত্রের নির্ম্মাণ করেন বলিয়া ইহারও নাম কুরুক্ষেত্র), ইহাই দেবতাগণের দেবপূজার স্থান এবং নিখিল প্রাণিবর্গের মুক্তির স্থল। এই নিমিত্তই যে কোন স্থানে গমন করিবে, সেই স্থানেই অবিমুক্ত বলিয়া মনে করিবে। [ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবিমুক্তির দৃষ্টিতে সকল স্থানে উপাসনা করিবে, কিন্তু সাধারণ স্থানের দৃষ্টিতে অবিমুক্তিতে উপাসনা করিবে না]। সেই মননের প্রকার এই—আমরা যে কোনও স্থানে যাইব, উহাই কুরুক্ষেত্র, উহাই দেবতাদিগের দেবারাধনস্থান এবং প্রাণিসমূহের মুক্তিলাভের স্থান, এইরূপ মনে করিব। এইরূপে চিন্তা করিতে পারিলে, সত্য-বিমুক্তিক্ষেত্রবাসের ফল উহার সহিত অভেদ-ভাবনায় অন্যত্রও সংসাধিত হইবে। অন্য ক্ষেত্র অপেক্ষা এই ক্ষেত্রের বিশেষত্ব এই যে, এইস্থানে প্রাণিসমূহের প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে ভগবান্ রুদ্র

তাহাকে "তারক ব্রহ্ম" নাম উপদেশ করেন এবং তাহার ফলে সেই প্রাণী অমর, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া মোক্ষলাভ করে। সেই নিমিত্তই অবিমুক্ত ক্ষেত্রেরই সেবা করিবে। দেশান্তরে থাকিয়াও অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সহিত অভেদভাবনা সম্ভব হইতে পারে, এই জন্য বলিলেন :— অবিমুক্তি ক্ষেত্র কখনও পরিত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ উহার অভেদ-ভাবনা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। বৃহস্পতি বলিলেন, হাঁ, যাজ্ঞবল্ক্য। তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে।

২। অথ হৈনং ভরদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং কিং তারকং কিং তারয়তীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তারকং দীর্ঘানলং বিন্দুপূর্ব্বকং দীর্ঘানলং পুনর্ম্মায় নমশ্চন্দ্রায় নমো ভদ্রায় নম ইত্যোংতদ্‌ব্রহ্মাত্মিকাঃ সচ্চিদা-নন্দাখ্যা ইত্যুপাসিতব্যাঃ অকারঃ প্রথমাক্ষরো ভবত্যুকারো দ্বিতীয়া-ক্ষরো ভবতি মকারস্তৃতীয়াক্ষরো ভবত্যর্ধমাত্রশ্চতুর্থাক্ষরো ভবতি বিন্দুঃ পঞ্চমাক্ষরো ভবতি নাদঃ ষষ্ঠাক্ষরো ভবতি তারকত্বাত্তারকো ভবতি তদেব তারকং ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি তদেবোপাস্যমিতি জ্ঞেয়ম্।

যাজ্ঞবল্ক্য বৃহস্পতির প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে, তাঁহাকে ভরদ্বাজ ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহাশয়। তারক কে? অর্থাৎ এই দুরুদ্ধর সংসার হইতে কে উদ্ধার করেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আকার ও বিন্দু-(অনুস্বার) যুক্ত রেফ (রকার) অর্থাৎ "রাং এবং দীর্ঘানল অর্থাৎ 'রা', উহার সহিত 'মায় নমঃ' 'চন্দ্রায় নমঃ' ও 'ভদ্রায় নমঃ' অর্থাৎ রাং রামায় নমঃ, রাং রামচন্দ্রায় নমঃ, 'রাং রামভদ্রায় নমঃ' এই স্বরূপই তারক। ইহাই ওঁ স্বরূপ, তৎস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ এবং ইহারই নাম সৎ, চিৎ ও আনন্দ, অতএব ইহারই

উপাসনা করিবে। 'রাং রামায় নমঃ' এই ষড়ক্ষর যেরূপ তারক, ওঁকারও যে তদ্রূপ ষড়্‌ক্ষরনিবন্ধন তারক, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। ওঁকারের অন্তর্গত অকার, উকার ও মকার—এই তিনটী মূর্ত্ত অর্থাৎ অকার ব্রহ্মা ও চন্দ্রের, উকার বিষ্ণুর ও সূর্য্যের এবং মকার পরম ঈশ্বরের প্রতিপাদক। চতুর্থাক্ষর অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট, অর্থাৎ অর্দ্ধবিন্দু; শৈবমতে শিবশক্তিসমবায়ের বাচক, বেদান্তমতে মায়া-ব্রহ্মসমবায়ের বাচক এবং বৈষ্ণবমতে লক্ষ্মীনারায়ণসমবায়ের বাচক। পঞ্চমাক্ষর বিন্দু, উহা অর্দ্ধচন্দ্রোপরি লিখিত মায়ার একটা ঘনীভূত অবস্থা। ষড়ক্ষর নাদ, উহা কাঁসী বা ঘণ্টাধ্বনির চরম অভিব্যক্তাবস্থা, ইহারই শক্তি অনন্ত, ইহাকেই অনির্ব্বচনীয়, সাংখ্যকার মহত্তত্ত্ব, বৈদান্তিক অব্যাকৃত ও বৈষ্ণব মহালক্ষ্মী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন এবং সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া তারক আখ্যাও লাভ করিয়াছেন। হে ভরদ্বাজ! ইহা তুমি এই ওঁকারকেই তারকব্রহ্ম অর্থাৎ পরমার্থ সত্য বলিয়া জানিবে এবং ইহাকেই অর্থাৎ ওঁকারের প্রতিপাদ্যকেই উপাস্য বলিয়া জানিবে।

৩। গর্ভজন্মজরামরণসংসারমহদ্ভয়াৎ সন্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তারকমিতি, য এতত্তারকং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীতে স সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, স মৃত্যুং তরতি, স ব্রহ্মহত্যাং তরতি, স ভ্রূণহত্যাং তরতি, স বীরহত্যাং তরতি, স সর্ব্বহত্যাং তরতি, স সংসারং তরতি, স সর্ব্বং তরতি, সোঽবিমুক্তমাশ্রিতো ভবতি, স মহান্ ভবতি, সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতীতি॥

গর্ভবাস, জন্ম, জরা, মরণাদি সংসাররূপ ভয় হইতে উদ্ধার করে;

বলিয়া ইহার নাম তারক। যে ব্রাহ্মণ তারকলাভের উপায়স্বরূপ এই গ্রন্থ যাবজ্জীবন পাঠ করেন, তিনি সমগ্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পান। তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বীরহত্যা, এমন কি অগণিত অনন্ত প্রাণিবধের পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি জন্মজরামরণাদি ভোগভূমি ও সমগ্র দুস্তর কর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তিনি অবিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্রের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। (কেননা তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহাই বারাণসীক্ষেত্র এবং যে স্থানে মৃত হন, তাহাতেই বারাণসীক্ষেত্রে মৃত্যুর ফল লাভ করেন)। তিনিই মহান্ এবং তিনিই মুক্তিভাগী।

৪। অথৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রির্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥
প্রজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূল প্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিন ইতি॥

এতদ্বিষয়ে এই সকল শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ওঁকারের অন্তর্গত অকার-অক্ষরের বাচ্য লক্ষ্মণ ইনি জাগ্রদভিমানী দেবতা বিরিঞ্চি, ইনিই সঙ্কর্ষণ নামে আখ্যাত। উকারবাচ্য তৈজস, অর্থাৎ

স্বপ্নাভিমানী দেবতা শত্রুঘ্ন ইনিই প্রত্যুম্নসংজ্ঞক। মকারবাচ্য সুষুপ্তাভিমানী দেবতা ভরত এবং অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপই আনন্দস্বভাব তুরীয় ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র, ইহারই অপর নাম বাসুদেব। শ্রীরামচন্দ্রের সতত সন্নিধানে থাকেন বলিয়া সমগ্র জগতের আনন্দবিধায়িনী, নিখিল-প্রাণিনিবহের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারিণী সীতাই মূল প্রকৃতি নামে অভিহিতা। ইনিই সকলের জ্ঞেয়। জ্ঞানিগণ বলেন যে, বাচ্য-বাচকভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ইনি প্রণবের সহিত অভিন্ন হন, তখনই প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

৫। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোংকার এব। যচ্চান্যত্ত্রিকালাতীতং তদপ্যোংকার এব, সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম ॥

এই পরিদৃশ্যমান সকলই 'ওঁ' এই অক্ষর দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ওঁকারস্বরূপ। সেই পরাবর ব্রহ্মরূপ অক্ষর ওঁকারের উপ-ব্যাখ্যান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়রূপে ব্রহ্মসামীপ্যলাভের বর্ণনই এই স্থলে প্রস্তাবিত বিষয়। অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল দ্বারা যাহার পরিচ্ছেদ করা যায়, সেই সমুদয়ই ওঁকারস্বরূপ, কেননা জগতের উপাদান কারণ যিনি, ওঁকার তাঁহার বাচক; বাচ্য বাচকের কোনও বিভিন্নতা নাই। আর যাহা ত্রিকালাতীত, অর্থাৎ কালত্রয় দ্বারা যাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না, যেমন অব্যাকৃত সূত্রাত্মা ইত্যাদি, তাহাও ওঁকারস্বরূপ, এই স্থলেও বাচ্যবাচকের অভেদ বুঝিতে হইবে। কারণ, কার্য্য ও কারণ উভয়ই ব্রহ্ম। তবে কি ব্রহ্ম পরোক্ষ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়বেদ্য নহেন? না, তাহা নহে, যে ব্রহ্ম শ্রুতিতে

সর্ব্বাত্মকরূপে কথিত, তিনি পরোক্ষ ইহা মনে করিও না, কেননা তোমার প্রত্যক্ষীভূত অহংপদবাচ্য আত্মাই ব্রহ্ম।

৬। সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাজ্জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ ॥

সেই প্রসিদ্ধ এই প্রত্যগাত্মা চতুষ্পাৎ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাই তাঁহার পাদস্বরূপ। নিরবয়ব আত্মার পাদদ্বয়ই সম্ভব হইতে পারে না, চতুষ্পাদ কোথা হইতে আসিবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, জাগরিত স্থান, অর্থাৎ অভিমানের বিষয়ভূত অবস্থাই তাঁহার এক পাদ। যখন তিনি সাকার অবস্থায় দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র, তখন তাঁহার জাগরিত অবস্থা শ্রীলক্ষ্মণ। আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে যখন তাঁহার প্রজ্ঞার প্রকট হয়, তখন তিনি বহিষ্প্রাজ্ঞ, ইহাই দ্বিতীয় পাদ। যদিও চৈতন্যস্বরূপ প্রজ্ঞার বাহ্য-বিষয়ে প্রতিভাসই অসম্ভব, কারণ সে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের বিষয় অপেক্ষিত নহে, প্রকৃত পক্ষে বাহ্য পদার্থেরও স্বরূপতঃ সত্তা নাই, তথাপি ব্যবহারিক অবস্থায় বাহ্য পদার্থের কাল্পনিক সত্তা স্বীকার করিয়া জ্ঞানের প্রাতিভাসিক বিষয়তার কথা বলা হইয়াছে। আর যখন তিনি সাকার, তখনও তিনি বহিষ্প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ সর্ব্বদেশবৃত্তান্ত অবগত। তিনি সপ্তাঙ্গ, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মনঃ, এই সপ্ত তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন। সাকার পক্ষে লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নপ্রভৃতি সপ্ত তাঁহার অঙ্গ সাধন। তিনি একোন-বিংশতিমুখ অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, জ্ঞান, আয়ুঃ, সুখ, ধৃতি, ধারণা, প্রেরণ, দুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকৃতি, বর্ণ,

স্বরদ্বেষ ও ভাবাভাব এই একোনবিংশতিটি তাঁহার মুখ বা প্রবৃত্তি—দ্বার। সাকার পক্ষেও তিনি একোনবিংশতিমুখ, বা লক্ষণস্বরূপ। কারণ "শিরো মে রাঘবঃ পাতু' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "পাদৌ বিভীষণঃ শ্রীদঃ' এই পর্য্যন্ত শিরঃ কপালাদি রক্ষার প্রতিপাদক একোনবিংশতি বাক্য সর্ব্বদাই উহার মুখে বিরাজিত।

৭। স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥

যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থূল বিষয়সমূহ উপভোগ করেন এবং যিনি বিরাড্‌দেহাভিমানী পুরুষ, তিনিই প্রথম পাদ আর যিনি স্বপ্নস্থান অর্থাৎ যখন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের সহিত নিজের অভেদ অনুভব করেন, তখন তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বাহ্য পদার্থ ভিন্নও জ্ঞানবিকাশে সমর্থ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমনঃপ্রভৃতি অঙ্গযুক্ত, ইন্দ্রিয়াদি একোনবিংশতি প্রবৃত্তি-দ্বারসমন্বিত, সূক্ষ্ম ভোক্তা ও স্বপ্নদ্রষ্টা তৈজস, তিনিই দ্বিতীয় পাদ। যখন সুপ্ত থাকেন, কোন বিষয়ের কামনা করেন না, এমন কি কোন স্বপ্ন পর্য্যন্ত অবলোকন করেন না, তখন তিনি সুষুপ্ত, জাগ্রৎ, স্বপ্ন এই স্থানদ্বয় বিশেষরহিত স্থান সুষুপ্তস্থান। সুষুপ্তস্থানাপন্ন হইলে সমগ্র কার্য্যের লয় হওয়ায় অব্যক্ত কারণের সহিত ঐক্য বা অভেদ সমুৎপন্ন হয়, তখন স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় মনের যে স্পন্দন ছিল, তাহা ঘনীভূত হয় এবং প্রচুর আনন্দ অনুভূত হওয়ায় উহাকে আনন্দভুক্

বলে। আর জ্ঞানস্বরূপ চিত্তের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় প্রাজ্ঞ বা ত্রৈকালিকবস্তুবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন হন। তখন তিনি, তৃতীয় পাদ।

৮। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনি সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং॥

এই প্রাজ্ঞই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্য্যামী বা অন্তঃকরণের নিয়মন কর্ত্তা, জগতের কারণ এবং প্রাণিসমূহের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান।

৯। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ সদোজ্জ্বলোঽবিদ্যাতৎকার্য্যহীনঃ স্বাত্মবন্ধহরঃ সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত আনন্দরূপঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানঃ সন্মাত্রো নিরস্তাবিদ্যা-তমোমোহোঽহমেবেতি সম্ভাব্যোঽহমিত্যোং তৎ সদ্যৎপরং ব্রহ্ম রামচন্দ্রশ্চিদাত্মকঃ।

চতুর্থ পাদ কি, তাহা বলিতেছেন—তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ বা তৈজস নহেন, বহিষ্প্রজ্ঞ বা বিশ্ব নহেন, অথবা উভয়প্রজ্ঞও নহেন, তাহার জ্ঞান বস্তুসাপেক্ষ নহে, তিনি অপ্রজ্ঞ বা চৈতন্যবিহীন নহেন। প্রজ্ঞানঘন বা সুষুপ্তাবস্থাপন্ন নহেন। তিনি অদৃষ্ট বা দৃষ্টির অবিষয়, সুতরাং অব্যবহার্য্য এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য, তাঁহার বিশেষ চিহ্ন বা আকৃতি নাই, মনঃ, তাঁহার চিন্তা করিতে পারে না, শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। কেবলমাত্র জাগ্রদাদি অবস্থায় "একই আত্মা" এই অব্যভিচারী

প্রত্যয় দ্বারা তিনি অনুসরণীয়। তিনি জাগ্রদাদি প্রপঞ্চে বিরত। বেদবিদ্‌গণ ইঁহাকেই শান্ত, শিব—পরিশুদ্ধ, ভেদবিকল্পাদিরহিত—অদ্বৈত তুরীয় ব্রহ্ম মনে করেন। তিনিই আত্মা এবং তিনিই বিজ্ঞেয়। তিনি সর্ব্বদা উজ্জ্বল, যেহেতু অবিদ্যা বা তৎকার্য্য তাঁহাতে নাই, অর্থাৎ নিরুপাধি। তিনি অজ্ঞানদ্বারা বদ্ধ নহেন, অর্থাৎ স্বীয় জ্ঞানবলে নিত্যমুক্ত, সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত, আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বাধিষ্ঠান, এক মাত্র সৎস্বরূপ, যেহেতু তিনি অবিদ্যারূপ তমঃ এবং তৎকৃত মোহ বা মিথ্যাজ্ঞান নিরাস করিয়াছেন, অতএব আমিই সেই তুরীয় ব্রহ্ম—এইরূপে চিন্তা করিবে। (আত্মার সহিত যেরূপ ব্রহ্মের, ঐক্য চিন্তনীয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সহিতও আত্মার ঐক্য ভাবনীয়, এইরূপ পরস্পর ঐক্য ভাবনা দ্বারা ঔপচারিক ঐক্য ভাবনার নিরাস করা হইয়াছে, তাই বলিয়াছেন) আমিই ওঁকারের লক্ষ্য তুরীয় ব্রহ্ম, ওঁকার বাচ্য নহে, অর্থাৎ সেই সৎস্বরূপ যে পরব্রহ্ম, তাহা আমিই। [এখন প্রকৃত কথার উপসংহার করিতেছেন] রামচন্দ্রই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম।

১০। সোঽহমোং তদ্রামচন্দ্রঃ পরং জ্যোতিঃ সোঽহমোমিত্যাত্মানমাদায় মনসা ব্রহ্মণৈকী কুর্য্যাৎ। সদা রামোঽহমস্মীতি তত্ত্বতঃ প্রবদন্তি যে। ন তে সংসারিণো নূনং রাম এব ন সংশয়ঃ। ইত্যুপনিষদ্‌য এবং বেদ স মুক্তো ভবতীতি যাজ্ঞ্যবল্ক্যঃ॥

[রামচন্দ্রই ব্রহ্ম, সুতরাং তাঁহার সহিত জীবের ঐক্যপ্রতিপাদনের উপায় বলিতেছেন] সেই প্রসিদ্ধ অমুকের পুত্র আমি কখনই মনুষ্য নহি, কিন্তু ওঁকারস্বরূপ সেই পরম জ্যোতিঃ রামচন্দ্রস্বরূপই

আমি। এইরূপে প্রসিদ্ধ আত্মা গ্রহণ করিয়া ওঁকারস্বরূপ অবিকৃত পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের সহিত মনে মনে একীকরণ করিবে। এই একীকরণের ফল এই—প্রকৃত পক্ষে আমি সর্ব্বদাই রাম, বস্তুতঃ শোকভাগী নহি, এইরূপে বুদ্ধিপূর্ব্বক যিনি বলিতে পারেন, তিনি সংসারী নহেন, নিশ্চিতই রামস্বরূপ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ইহাই পরমার্থ-জ্ঞান। যিনি এইরূপে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত হন। যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ ঋষিকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

১১। অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্ত উপাস্যো য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বরণায়াং নাশ্যাং চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি॥

যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তাঁহাকে অত্রিমুনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যিনি দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্য অব্যক্ত বা মায়াগুহায় গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সেই সর্ব্বসার আত্মাকে কি উপায়ে জানিতে পারিব? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রসিদ্ধ বারাণসীক্ষেত্রই উপাস্য, কারণ যিনি অনন্ত ও অব্যক্ত আত্মা, তিনি সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত। অত্রিমুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই অবিমুক্তক্ষেত্র কোন দেশে অবস্থিত? উত্তর,—বরণা ও নাশী নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশে। প্রশ্ন—বরণা কে,

-নাশীই বা কে? উত্তর—যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুৎপন্ন দোষসমূহের বারণ করেন, তিনিই বরণা এবং যিনি ইন্দ্রিয়কৃত পাপসমূহ নাশ করেন, তিনিই নাশী। অর্থাৎ বরণা ও নাশীতে স্নানকারিগণের পাপদোষ সমগ্র বিদূরিত হয়।

১২। কতমচ্চাস্য স্থানং ভবতীতি ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এব দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীত্যেতদ্বৈ সন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ উপাসত ইতি সোঽবিমুক্ত উপাস্য ইতি সোঽবিমুক্তং জ্ঞানমাচষ্টে যো বৈ তদেবং বেদ স এষোঽক্ষরোঽনন্তোঽব্যক্তঃ পরিপূর্ণানন্দৈকচিদাত্মা যোঽয়মবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি॥

বাহ্য অবিমুক্তক্ষেত্রের প্রসিদ্ধিনিবন্ধনই উহা জানিতে পারা যায়, তাই আধ্যাত্মিক অবিমুক্ত ক্ষেত্রের কথা বলিতেছেন। অধ্যাত্ম অবিমুক্ত ক্ষেত্রের স্থান কোথা? উত্তর—ভ্রূযুগল ও নাসিকার যে সন্ধি, সেইস্থানে বরণা ও নাশীতুল্য ঈড়া ও পিঙ্গলা মিলিত হইয়াছে। এই স্থানেই দিবারাত্রির সন্ধির ন্যায় দ্যুলোক ও তৎপর লোকের (জ্যোতির্লোকের) সন্ধি সংঘটিত। ব্রহ্মবিদগণ এই সন্ধিকেই সন্ধ্যাজ্ঞানে উপাসনা করেন। ইহাই অবিমুক্ত ক্ষেত্র, পরমাত্মা রামচন্দ্র এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রেই উপাস্য। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিত্য, দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্য, অব্যক্ত, পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ চৈতন্যময় ও পরমাত্মস্বরূপ; এইরূপে যিনি অবিমুক্ত স্থান অবগত হইয়াছেন, অবিমুক্ত (বারাণসী) ক্ষেত্রে ধ্যান-বলে যে জ্ঞান লাভ হয়, এই স্থানে ধ্যান করিলেও ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহাকে সেই জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

১৩। অথ তং প্রত্যুবাচ—শ্রীরামস্য মন্ত্রং কাশ্যাং জজাপ বৃষভধ্বজঃ। মন্বন্তরসহস্রৈস্তু জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ প্রাহ শঙ্করম্। বৃণীষ্ব যদভীষ্টং তদ্দাস্যামি পরমেশ্বর ইতি॥

অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যসূচক প্রস্তাব যাজ্ঞবল্ক্য অত্রিমুনিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বপ্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য অত্রিকে বলিয়াছিলেন,—শ্রীমহাদেব সহস্র মন্বন্তরকালব্যাপী জপ, হোম ও অর্চ্চনাদিপুরঃসর কাশীতে শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন, তাহার পরে ভগবান্ শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া শঙ্করকে বলিয়াছিলেন, আপনার যাহা অভীষ্ট, তাহা বরণ করুন, আমি পরমেশ্বর; তাহা অবশ্যই প্রদান করিব।

১৪। ততঃ সত্যানন্দচিদাত্মা শ্রীরামমীশ্বরঃ পপ্রচ্ছ—মণিকর্ণ্যাং বা মৎক্ষেত্রে গঙ্গায়াং বা তটে পুনঃ। ম্রিয়তে দেহি তজ্জন্তোর্ম্মুক্তিং নাতো বরান্তরমিতি।

তাহার পরে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা শ্রীরামের নিকট ঈশ্বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—মণিকর্ণিকায়, বা কাশীক্ষেত্রে, অথবা গঙ্গায়, কি তাঁহার তটে যদি কোন জন্তু প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহার মুক্তির ব্যবস্থা কর। ইহা ভিন্ন আর কোনও বর আমার প্রার্থনীয় নহে।

১৫। অথ সহোবাচ শ্রীরামঃ—

ক্ষেত্রেঽত্র তব দেবেশ যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ।
ক্রিমিকীটাদয়োঽপ্যাশু মুক্তাঃ সন্তু ন চান্যথা॥

অবিমুক্তে তব ক্ষেত্রে সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে।
অহং সন্নিহিতস্তত্র পাষাণপ্রতিমাদিষু॥
ক্ষেত্রেঽস্মিন্ যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন মাং শিব।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
ত্বত্তো বা ব্রহ্মণো বাঽপি যে লভন্তে ষড়ক্ষরম্।
জীবন্তো মন্ত্রসিদ্ধাঃ স্যুর্মুক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি তে॥
মুমূর্ষোর্দক্ষিণে কর্ণে যস্য কস্যাপি বা স্বয়ম্।
উপদেক্ষ্যসি মন্মন্ত্রং স মুক্তো ভবিতা শিবেতি॥

শ্রীরামচন্দ্রেণোক্তং যোঽবিমুক্তং পশ্যতি স জন্মান্তরিতান্ দোষান্ বারয়তীতি স জন্মান্তরিতান্ পাপান্নাশয়তীতি॥

ইহার পর শ্রীরাম বলিলেন, হে দেবেশ! আপনার এই বারাণসীক্ষেত্রে ক্রিমি, কীটপর্য্যন্তও মরিলে মুক্ত হইবে, আমার এই বাক্য অন্যথা হইবে না, প্রাণিসমূহের মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত আপনার এই অবিমুক্তক্ষেত্রে পাষাণপ্রতিমাদিতে আমি সন্নিহিত থাকিব। এই ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়া যে ষড়ক্ষর মন্ত্রে আমার অর্চ্চনা করিবে, আমি তাহাকে ব্রহ্মহত্যাদি-জনিত পাপ হইতে মুক্তি প্রদান করিব। হে মঙ্গলময় শিব! আপনি প্রাণিগণের দুঃখে শোক করিবেন না। যে আপনা হইতে অথবা ব্রহ্ম হইতে ষড়ক্ষর মন্ত্র লাভ করিবে, সে জীবিতাবস্থায় মন্ত্রসিদ্ধ এবং মৃত্যুর পরে মুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। পশুপক্ষিমৃগাদি যে কোন মুমূর্ষুর দক্ষিণ কর্ণে আপনি আমার ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রদান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত হইবেন। শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন, যিনি অবিমুক্ত ক্ষেত্র দর্শন করিবেন, তিনি

ঐহিক ও জন্মান্তরিত দোষ বিদূরিত করিবেন। এই কথা দুইবার বলায় খণ্ড সমাপ্তি সূচিত হইতেছে।

১৬। অথ হৈনং ভরদ্বাজো যাজ্ঞবল্ক্যমুবাচাথ কৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্তুতঃ শ্রীরামঃ প্রীতো ভবতি স্বাত্মানং দর্শয়তি তান্নো ব্রূহি ভগবন্নিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য শ্রীরামেণৈবং শিক্ষিতো ব্রহ্মা পুনরেতয়া গদয়া গাথয়া নমস্করোতি—বিশ্বাধারং মহাবিষ্ণুং নারায়ণমনাময়ম্। পরিপূর্ণানন্দবিজ্ঞং পরজ্যোতিঃস্বরূপিণম্। মনসা সংস্মরন্ ব্রহ্মা তুষ্টাব পরমেশ্বরম্।

যাজ্ঞবল্ক্য অত্রিমুনির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে ভরদ্বাজ তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কোন্ মন্ত্র দ্বারা স্তব করিলে শ্রীরাম প্রীতিলাভ করেন এবং নিজেকে প্রদর্শন করান? হে ভগবন্! সেই মন্ত্র আমাদিগকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মা শ্রীরামের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া নিম্নকথিত গদ্যগাথা দ্বারা স্তব করিয়াছেন। জগতের আশ্রয় স্থান অনাময় মহাবিষ্ণু নারায়ণ, যিনি পরিপূর্ণ আনন্দে অভিজ্ঞ, পরজ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর; ব্রহ্মা মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া স্তব করিয়াছিলেন।

১৭। ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবানদ্বৈতপরমানন্দাত্মা যঃ পরং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্‌যশ্চখণ্ডৈকরসাত্মা ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্‌যশ্চ ব্রহ্মানন্দামৃতং ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যস্তারকং ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যো ব্রহ্মা

বিষ্ণুরীশ্বরো যঃ সর্ব্বদেবতাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৫ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে সর্ব্বে বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাঃ সপুরাণা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৬ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যো জীবাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৭ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৮ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে দেবাসুরমনুষ্যাদিভাবা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৯ ওঁ যো-বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১০ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ প্রাণো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১১ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যোঽন্তঃ-করণচতুষ্টয়াত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১২ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ যমো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১৩ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চান্তকো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১৪ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চমৃত্যুর্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১৫ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চামৃতং ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১৬ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যানি পঞ্চ মহাভূতানি ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১৭ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১৮ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে পঞ্চাগ্নয়ে ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ১৯ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যাঃ সপ্ত মহাব্যাহৃতয়ো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২০ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা বিদ্যা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২১ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা সরস্বতী ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ

নমো নমঃ ২২ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা লক্ষ্মীর্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২৩ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা গৌরী ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২৪ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা জানকী ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২৫ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২৬ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সূর্য্যো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২৭ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সোমো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২৮ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ সঃ ভগবান্ যানি নক্ষত্রাণি ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ২৯ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে চ নবগ্রহা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩০ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ লোকপালা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩১ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ বসবো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩২ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে চৈকাদশ রুদ্রা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩৩ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে চ দ্বাদশাদিত্যা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩৪ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩৫ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তর্ব্বহির্ব্যাপ্নোতি যো বিরাড়্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩৬ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যো হিরণ্যগর্ভো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩৭ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা প্রকৃতির্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩৮ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চোংকারো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৩৯ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবানযাশ্চতস্রোঽর্দ্ধমাত্রা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪০ ওঁ

যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যঃ পরমপুরুষো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪১ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ মহেশ্বরো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪২ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ মহাদেবো ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪৩ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় যো মহাবিষ্ণুর্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪৪ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ পরমাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪৫ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যো বিজ্ঞানাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪৬ ওঁ যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যঃ সচ্চিদানন্দৈকরসাত্মা ভূর্ভুবঃ. স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ৪৭ ইত্যেতান্ ব্রহ্মবিৎ সপ্তচত্বারিংশন্মন্ত্রৈর্নিত্যং দেবং স্তুবংস্ততো দেবঃ প্রীতো ভবতি। তস্মাদ্ য এতৈর্মন্ত্রৈর্নিত্যং দেবং স্তৌতি স দেবং পশ্যতি সোঽমৃতত্ত্বং চ গচ্ছতি সোঽমৃতত্ত্বং চ গচ্ছতীতি ॥

ইতি রামোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

গদ্যগাথা এই—যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান অদ্বৈত পরমানন্দস্বরূপ। যিনি পরব্রহ্ম হইয়াও ভূরাদি ত্রিলোকস্বরূপ, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।১ শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি অখণ্ড একরস হইয়াও ভূরাদি লোকস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি ব্রহ্ম, আনন্দ ও অমৃতস্বরূপ হইয়াও ভূরাদিলোকরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি তারক হইয়াও ভূরাদিলোকস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এবং সর্ব্বদেবস্বরূপ হইয়াও ভূরাদিলোকরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৫ যিনি

শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি অঙ্গ ও শাখার সহিত সমগ্র বেদ ও পুরাণস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি ত্রিলোকস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৬ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান এবং যিনি জীবাত্মা হইয়াও ভূরাদি-লোকস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৭ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়াও ভূরাদিত্রিলোকস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৮ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি দেবাসুর-মনুষ্যাদিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভূরাদিত্রিলোকস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৯ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি মৎস্যকূর্ম্মাদি-রূপে অবতীর্ণ হইয়াও ভূরাদিত্রিলোকস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।১০ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে বিরাজমান থাকিয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার।১১ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি অন্তঃকরণচতুষ্টয় বা মনঃ, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।১২ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি যমস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।১৩ যিনি শ্রীরাম-চন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি অন্তকস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়-স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।১৪ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি মৃত্যুস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি-লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।১৫ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি অমৃতস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি-লোকত্রয়স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার।১৬ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি পঞ্চমহাভূত হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়-স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।১৭ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি-লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে

নমস্কার।১৮ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি পঞ্চাগ্নি-স্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।১৯ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি সপ্তমহাব্যাহৃতিস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২০ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি বিদ্যাস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২১ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং তিনি সরস্বতীস্বরূপ হইয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২২ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি লক্ষ্মীস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি-লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২৩ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি গৌরীস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি-লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২৪ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি জানকীস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২৫ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি ত্রৈলোক্যরূপ হইয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার।২৬ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিই ভগবান্ এবং যিনি সূর্য্যস্বরূপ হইয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২৭ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি চন্দ্রস্বরূপ হইয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২৮ যিনি শ্রীরাম-চন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি নক্ষত্রস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোক-ত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।২৯ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি নবগ্রহস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩০ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি অষ্টলোক-পালস্বরূপ হইয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩১ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি অষ্টবসুস্বরূপ হইয়াও

ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩২ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি একাদশ রুদ্রস্বরূপ হইয়াও ভূরাদিলোক-ত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩৩ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি দ্বাদশ আদিত্যস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ; তাঁহাকে নমস্কার।৩৪ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩৫ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি বিরাট্রূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত থাকিয়াও ভূরাদি লোকত্রয়রূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩৬ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি হিরণ্যগর্ভ হইয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩৭ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি প্রকৃতি-স্বরূপ হইয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩৮ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি ওঁকারস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি-লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৩৯। যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি চারিটি অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোক-ত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪০ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি পরম পুরুষস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪১ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি মহেশ্বর-স্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪২ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি মহাদেবস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি-লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪৩ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্রের উপাস্য মহাবিষ্ণুস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪৪

যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি পরমাত্মা হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪৫ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি বিজ্ঞানাত্মা হইয়াও ভূরাদিলোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪৬ যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্ এবং যিনি সৎ চিৎ ও আনন্দরসস্বরূপ হইয়াও ভূরাদি লোকত্রয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।৪৭ এই সকল মন্ত্রকে ব্রহ্মরূপ জানিয়া যিনি এই সপ্তচত্বারিংশৎ মন্ত্র দ্বারা প্রত্যহ শ্রীরামের স্তব করেন, তাঁহার এই স্তবে শ্রীরামচন্দ্র প্রীত হন। সেই নিমিত্ত যে ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করেন, তিনি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হন। [মোক্ষ প্রাপ্ত হন, এই কথা দুইবার বলায় গ্রন্থের সমাপ্তি সূচিত হইয়াছে]।

অথর্ব্ববেদীয় শ্রীরামোত্তরতাপনীয়
উপনিষৎ সমাপ্ত।

পঞ্চব্রহ্মোপনিষৎ

ওঁ সহনাববত্বিতি শান্তিঃ।

১-২। হরিঃ ওঁঃ অথ পৈপ্পলাদো ভগবান্ ভো কিমাদৌ কিং জাতমিতি। সদ্যো জাতমিতি। কিং ভগব ইতি। অঘোর ইতি। কিং ভগব ইতি। বামদেব ইতি। কিং বা পুনরিমে ভগব ইতি। তৎপুরুষ ইতি। কিং বা পুনরিমে ভগব ইতি। সর্ব্বেষাং দিব্যানাং প্রেরয়িতা ঈশান ইতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য সর্ব্বেষাং দেবযোগিনাম্। কতি বর্ণাঃ। কতি ভেদাঃ। কতি শক্তয়ঃ। যৎসর্ব্বং তদ্‌গুহ্যম্। তস্মৈ নমো মহাদেবায় মহারুদ্রায়। প্রোবাচ তস্মৈ ভগবান্মহেশঃ। গোপ্যাদ্গোপ্যতরং লোকে যদ্যস্তি শৃণু শাকল। সদ্যো জাতং মহী পূষা রমা ব্রহ্মা ত্রিবৃৎস্বরঃ॥

২। ঋগ্বেদো গার্হপত্যং চ মন্ত্রাঃ সপ্ত স্বরাস্তথা।
বর্ণং পীতং ক্রিয়া শক্তিঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্॥

[পঞ্চব্রহ্ম কে কে? সেই পঞ্চব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সমস্তবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয় কি না এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারা যায় কি না? শাকলনামক পৈপ্পলাদ ঋষি মনে মনে এই বিচারে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া, ভগবান্ মহাদেবের সমীপে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন] হে ভগবন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল এবং কোন্ কোন্ বস্তুই বা উৎপন্ন হইয়াছে?

এই সকল বিষয় আমাকে বিস্তৃতরূপে বলুন। ভগবান্ মহাদেব পঞ্চব্রহ্ম প্রতিপাদন করিবার অভিলাষে প্রথমে কোন্ কোন্ বস্তু সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন:—সদ্যোজাত অর্থাৎ নিম্নোক্ত মহীপ্রভৃতি সমুদায় পদার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া, ইহাই পঞ্চব্রহ্মের মধ্যে প্রথম ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। পৈপ্পলাদ বলিলেন—হে ভগবন্! অপর কোন্ বস্তু দ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে? মহাদেব বলিলেন, অঘোর অর্থাৎ নিম্নোক্ত সলিলাদিসংজ্ঞাযুক্ত সমুদায় পদার্থই দ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। পৈপ্পলাদ বলিলেন—অন্য কোন্ বস্তু তৃতীয় ব্রহ্মরূপে নিরূপিত হইয়াছে? মহাদেব বলিলেন—বামদেবই তৃতীয় ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। পৈপ্পলাদ বলিলেন—হে ভগবন্! যিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া আছেন, অন্য কাহাকে সেই চতুর্থ ব্রহ্মরূপে নিরূপণ করিবেন? মহাদেব বলিলেন—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের যিনি কারণ, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, তিনিই চতুর্থ ব্রহ্ম। পৈপ্পলাদ বলিলেন—হে ভগবন্! যিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই কি পঞ্চম ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিবেন? মহাদেব বলিলেন—হাঁ, যিনি দেবতাগণের পরিচালক, তিনিই পঞ্চম ব্রহ্ম, তিনিই ঈশান, অর্থাৎ পরমেশ্বরং; ইনিই অতীত ও অনাগত বস্তুসকলের এবং দেবতা ও যোগীদিগের বিধাতা পরমেশ্বর। পৈপ্পলাদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এই জগতে কত প্রকার বর্ণ, কত প্রকার ভেদ এবং কত প্রকার শক্তি আছে? যদিও ইহা গোপনীয়, তথাপি তাহা আমাকে বলুন; এই কথা বলিয়া রুদ্ররূপী মহাদেবকে

নমস্কার করিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর কৃপাবিষ্ট হইয়া ঋষিকে বলিলেন—হে শাকল! যদি পৃথিবীতে গোপনীয় হইতেও গোপনীয় কিছু থাকে, তবে তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সদ্যোজাত বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, সম্প্রতি তাহা বিভাগ করিয়া দেখাইতেছি এবং জিজ্ঞাসিত বর্ণ, ভেদ এবং শক্তি ও সদ্যোজাত প্রভৃতি পঞ্চ ব্রহ্ম নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে নিরূপণ করিতেছি—পৃথিবী, সূর্য্য, শ্রী, বিরাট্‌শরীরী ব্রহ্মা, বিমিশ্রিত ধ্বনি, ঋগ্‌বেদ, গার্হপত্য অর্থাৎ গৃহস্থদিগের ব্যবহারোপযোগী অগ্নি, মন্ত্রসকল, তন্ত্রযুক্ত যন্ত্রের এবং কণ্ঠের সপ্তস্বর, পীতবর্ণ, সমুদায় ক্রিয়া এবং সমস্ত শক্তি; ইহারা সকলেই প্রাণীদিগকে অভিলষিত ফল প্রদান করে, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াই প্রাণিগণ স্ব স্ব অভিলষিত কার্য্যাদি করিতে পারে।

৩। অঘোরং সলিলং চন্দ্রং গৌরী বেদদ্বিতীয়কম্।
নীরদাভং স্বরং সান্দ্রং দক্ষিণাগ্নিরুদাহৃতম্॥

৪। পঞ্চাশদ্বর্ণসংযুক্তং স্থিতিরিচ্ছাক্রিয়ান্বিতম্।
শক্তিরক্ষণসংযুক্তং সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্॥
সর্ব্বদুষ্ট-প্রশমনং সর্ব্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদম্॥

[সম্প্রতি উদাহৃত অঘোরসংজ্ঞিত পদার্থ বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন] জল, চন্দ্র, শক্তিরূপী গৌরী, যজুর্ব্বেদ, মেঘের ন্যায় আভাযুক্ত বন, উদাত্তাদি ত্রিবিধ স্বর এবং দক্ষিণাগ্নি—এই সকল পদার্থই অঘোরসংজ্ঞায় অভিহিত জানিবে। [উক্ত মিলিত পদার্থসমুদায়ই অঘোরসংজ্ঞক মূর্ত্তিযুক্ত দেবতা বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহারই উপাসনা নিমিত্ত বর্ণন্যাসাদি বলিতেছেন] পঞ্চাশদ্বর্ণসংযুক্ত অর্থাৎ

অকারাদি পঞ্চাশটী বর্ণ এক এক অঙ্গে বিন্যাস করিয়া, স্থিতিশীল, ইচ্ছারূপিণী, ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন এবং অঘটনঘটনশক্তি ও বিবিধ অস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত অঘোরাখ্য দেবতাকে উপাসনা করিলে, তিনি উপাসকের সমস্ত পাপ এবং বৈরী বিনাশ করিয়া অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যরূপ ফল প্রদান করেন।

৫। বামদেবং মহাবোধদায়কং পাবকাত্মকম্ ॥
বিদ্যালোকসমাযুক্তং ভানুকোটিসমপ্রভম্।
প্রসন্নং সামবেদাখ্যং নানাষ্টকসমন্বিতম্ ॥
৬। ধীরস্বরমধীনং চাহবনীয়মনুত্তমম্।
জ্ঞানসংহারসংযুক্তং শক্তিদ্বয়সমন্বিতম্ ॥
৭। বর্ণং শুক্লং তমোমিশ্রং পূর্ণবোধকরং স্বয়ম্।
ধামত্রয়নিয়ন্তারং ধামত্রয়সমন্বিতম্ ॥
৮। সর্ব্বসৌভাগ্যদং নৄণাং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদম্।
অষ্টাক্ষরসমাযুক্তমষ্টপত্রান্তরস্থিতম্ ॥

[পূর্ব্বোক্ত বামদেবের স্বীয় শক্ত্যাদি প্রতিপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বরূপ বলিতেছেন] যিনি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং অজ্ঞানদিগের জ্ঞানদায়ক, শক্তিরূপিণী দুর্গা যাহার শক্তি, ও স্বর্গাদি আবাসস্থান, যাহাতে কোটী সূর্য্যের ন্যায় প্রভা, সামবেদ যাহার সংজ্ঞা, যিনি নানা প্রকার অষ্টকগণযুক্ত, অর্থাৎ যে যে অষ্টসংখ্যক পদার্থ দ্বারা অষ্টকসংজ্ঞা নিরূপিত আছে, সেই গণযুক্ত, যাহার অপরিসীম দয়া, অনুচ্চ স্বর, আহবনীয়াগ্নি অধীন, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এবং তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, যাহাতে জ্ঞানশক্তি ও

ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান, যাহার বর্ণ কৃষ্ণমিশ্রিত শুক্ল, সেই ত্রিলোকনিয়ন্তা, পূর্ণ জ্ঞানাকর, ত্রিলোকাত্মক অষ্টাক্ষরযুক্ত অষ্টপদ্মদল মধ্যস্থিত বামদেব, মানবগণের সমস্ত সৌভাগ্য প্রদাতা এবং কর্ম্মফলবিধাতা।

৯। যত্তত্তৎপুরুষং প্রোক্তং বায়ুমণ্ডলসংবৃতম্।
পঞ্চাগ্নিনা সমাযুক্তং মন্ত্রশক্তিনিয়ামকম্॥

১০। পঞ্চাশৎস্বরবর্ণাখ্যমথর্ব্ববেদস্বরূপকম্।
কোটিকোটিগণাধ্যক্ষং ব্রহ্মাণ্ডাখণ্ডবিগ্রহম্।

১১। বর্ণং রক্তং কামদং চ সর্ব্বাধিব্যাধিভেষজম্।
সৃষ্টি-স্থিতিলয়াদীনাং কারণং সর্ব্বশক্তিধৃক্॥

১২। অবস্থাত্রিতয়াতীতং তুরীয়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভিঃ সেব্যং সর্ব্বেষাং জনকং পরম্॥

[সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত পুরুষ-নিরূপণ করিতেছেন]—যিনি বায়ুমণ্ডল এবং পঞ্চাগ্নি-দ্বারা সমাবৃত, যাহা হইতে মন্ত্রশক্তি নিয়মিত হয়, যাহাকে পঞ্চাশ বর্ণ এবং স্বর বলিয়া অভিহিত করা হয়, যিনি অথর্ব্ববেদরূপী এবং মনুষ্যাদি কোটি কোটি গণসমুদায়ের কর্ত্তা, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর, সেই রক্তবর্ণবিশিষ্ট কামপ্রদায়ক সকল আধি ও ব্যাধির ঔষধস্বরূপ, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অতীত বলিয়া তুরীয় ব্রহ্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন এবং তিনি সকলের জনক বলিয়া ব্রহ্মাদিরও পূজনীয় দেবতা।

১৩। ঈশানং পরমং বিদ্যাৎ প্রেরকং বুদ্ধিসাক্ষিণম্।
আকাশাত্মকমব্যক্তমোংকারস্বরভূষিতম্॥

১৪। সর্ব্বদেবময়ং শান্তং শান্ত্যাতীতং স্বরাদ্বহিঃ।
অকারাদিস্বরাধ্যক্ষমাকাশময়বিগ্রহম্ ॥

[সম্প্রতি ঈশানাখ্য পরমেশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন] যিনি সকলের পরিচালক এবং ওঁকার দ্বারা অলঙ্কৃত, আকাশ যাঁহার স্বরূপ, যিনি অব্যক্ত ও সকল দেবতার সার, সেই বাক্যাতীত, অকারাদি স্বরাধ্যক্ষ, প্রশান্তবুদ্ধি, সাক্ষিরূপী পরমেশ্বর, ত্রিবিধ দুঃখ অতিক্রম করিয়া আকাশের স্বরূপকেই দেহরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

১৫। পঞ্চকৃত্যনিয়ন্তারং পঞ্চব্রহ্মাত্মকং বৃহৎ।
পঞ্চব্রহ্মোপসংহারং কৃত্বা স্বাত্মনি সংস্থিতঃ ॥
১৬। স্বমায়াবৈভবান্ সর্ব্বান্ সংহৃত্য স্বাত্মনি স্থিতঃ।
পঞ্চব্রহ্মাত্মকাতীতো ভাসতে স্বস্বতেজসা।
১৭। আদাবন্তে চ মধ্যে চ ভাসতে নান্যহেতুনা।
মায়য়া মোহিতাঃ শম্ভোর্ম্মহাদেবং জগদ্‌গুরুম্ ॥
১৮। ন জানন্তি সুরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বকারণকারণম্।
ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য পরাৎ পরং পুরুষং বিশ্বধাম ॥

সম্প্রতি সদ্যোজাতাদি পঞ্চব্রহ্মের নিয়ন্তা পরমাত্মার স্বরূপনিরূপণ করিতেছেন। উক্ত পঞ্চব্রহ্মরূপী পরমাত্মা, স্বীয় চৈতন্যস্বরূপে পঞ্চব্রহ্মের উপসংহারপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া, স্বীয় শক্তিরূপিণী মায়ার সাহায্যে সমস্ত পদার্থ বিনাশ করিয়া এবং নিজ প্রভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়া চৈতন্যস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়, এই অবস্থাত্রয়েই অন্য কোন কারণের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া স্বস্বরূপে ভাসমান নহেন, তিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ বলিয়া চৈতন্যস্বরূপে

প্রকাশমান পরমাত্মার স্বীয় শক্তিরূপিণী মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া সমস্ত পদার্থের কারণস্বরূপ হিরণ্যগর্ভাখ্য পরমেশ্বরের কারণ দেবাদিদেব জগদ্গুরু পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না। ইহাদের দর্শন করিবার জন্যই ইঁহার রূপ আছে বলিয়া নিশ্চিত হইবে, ইহা বলা যায় না। কারণ ইনি রূপবিহীন, এইজন্য সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ পরাৎপর পরমাত্মাকে দর্শন করিবে, অর্থাৎ শ্রবণাদি দ্বারা অবগত হইবে [কিন্তু তাঁহার রূপদর্শনের অভিলাষী হইবে না]।

১৯। যেন প্রকাশতে বিশ্বং যত্রৈব প্রবিলীয়তে।
তদ্ব্রহ্ম পরমং শান্তং তদ্ব্রহ্মাস্মি পরং পদম্॥

যে পরমাত্মা এই বিশ্ব প্রকাশিত করিতেছেন এবং যাহাতে এই বিশ্ব সংসার লয় প্রাপ্ত হইবে, তিনিই প্রশান্ত ব্রহ্ম, আবার আমিই সেই, জগতের আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্ম॥

২০। পঞ্চব্রহ্ম পরং বিদ্যাৎ সদ্যোজাতাদিপূর্ব্বকম্।
দৃশ্যতে শ্রূয়তে যচ্চ পঞ্চব্রহ্মাত্মকং স্বয়ম্॥

সদ্যোজাতপ্রভৃতি পঞ্চব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, আর যাহা দৃষ্ট হয় এবং শ্রুত হয়, তাহাকেও পঞ্চব্রহ্মস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

২১। পঞ্চধা বর্ত্তমানং তং ব্রহ্মকার্য্যমিতি স্মৃতম্।
ব্রহ্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ঈশানং প্রতিপদ্যতে॥

নিরূপিত সদ্যোজাতাদি পঞ্চব্রহ্ম, ব্রহ্মকার্য্য বলিয়াই কথিত আছে, সেই পঞ্চব্রহ্মকে ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া জানিতে পারিলে পরমেশ্বরত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

২২। পঞ্চব্রহ্মাত্মকং সর্ব্বং স্বাত্মনি প্রবিলাপ্য চ।
সোঽহমস্মীতি জানীয়াদ্বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতো ভবেৎ॥

যিনি পঞ্চব্রহ্মাত্মক সমুদায় পদার্থ পরমাত্মায় বিলীন করিয়া সেই পরমাত্মাই আমি, ইহা অবগত হন, তিনি পরব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন বলিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

২৩। ইত্যেতদ্ব্রহ্ম জানীয়াদ্যঃ স মুক্তো ন সংশয়ঃ।
পঞ্চাক্ষরময়ং শম্ভুং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্॥
২৪। নকারাদিযকারান্তং জ্ঞাত্বা পঞ্চাক্ষরং জপেৎ।
সর্ব্বং পঞ্চাত্মকং বিদ্যাৎ পঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্বতঃ॥

যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি অবশ্যই মুক্তিলাভ করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যিনি নকারাদি যকারান্ত "নারায়ণায়" এই পঞ্চাক্ষরময় পঞ্চব্রহ্মরূপী পরমাত্মাকে জানিয়া "নারায়ণায়" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তিনি সমুদায় পঞ্চাত্মকপদার্থই পরব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া অবগত হন।

২৫। পঞ্চব্রহ্মাত্মিকীং বিদ্যাং যোঽধীতে ভক্তিভাবিতঃ।
স পঞ্চাত্মকতামেত্য ভাসতে পঞ্চধা স্বয়ম্॥

যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া পঞ্চব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যার আলোচনা বা অনুশীলন করেন, তিনি নিজে পঞ্চব্রহ্মের স্বরূপ হইয়া পঞ্চব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।

২৬। এবমুক্ত্বা মহাদেবো গালবস্য মহাত্মনঃ।
কৃপাং চকার তত্রৈব স্বান্তর্ধিমগমৎ স্বয়ম্॥

স্বয়ং মহাদেব মহাত্মা গালবকে এই কথা বলিয়া কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং সেই সময়েই সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন॥

২৭। যস্য শ্রবণমাত্রেণাশ্রুতমেব শ্রুতং ভবেৎ।
অমতং চ মতং জ্ঞাতমবিজ্ঞাতং চ শাকল॥

হে শাকল! যিনি মনে মনে এই ধারণা করেন যে, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ মাত্রই ব্রহ্ম শ্রুত হন, তাহা তাঁহার ভুল ধারণা, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম অশ্রুতই থাকেন; [কারণ ব্রহ্ম শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন] এইরূপ ব্রহ্ম যাঁহার মননের বিষয়ীভূত, তাঁহারই অমত, অর্থাৎ মননের অবিষয়ীভূত। যিনি ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত বলিয়া জানেন, তাঁহারই পক্ষে তিনি অবিজ্ঞাত হইয়া থাকেন।

২৮। একেনৈব তু পিণ্ডেন মৃত্তিকায়াশ্চ গৌতম্।
বিজ্ঞাতং মৃণ্ময়ং সর্ব্বং মৃদভিন্নং হি কার্য্যকম্॥

হে গৌতম! যেরূপ একটী মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃণ্ময় কার্য্য মৃত্তিকা হইতে অভিন্নরূপে পরিগৃহীত হয়।

২৯। একেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং যথা।
বিজ্ঞাতং স্যাদথৈকেন নখানাং কৃন্তনেন চ॥

৩০। সর্বং কার্ষ্ণায়সং জ্ঞাতং তদভিন্নং স্বভাবতঃ।
কারণাভিন্নরূপেণ কার্য্যং কারণমেব হি॥

যেরূপ একটি লোহমণি দ্বারা লোহময় সমস্ত পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় এবং একটি নখচ্ছেদনাস্ত্রের দ্বারা যেরূপ লৌহনির্ম্মিত সমুদায় পদার্থ তদভিন্নরূপে জানিতে পারা যায়; [সেইরূপ জগৎ

হইতে পরমাত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জানিবে] ; ইহার কারণ অভিন্ন। সুতরাং কার্য্য কারণরূপেই অবস্থিত, কারণব্যতীত কার্য্য থাকিতে পারে না।

৩১। তদ্রূপেণ সদা সত্যং ভেদেনোক্তির্মৃষা খলু।
তচ্চ কারণমেকং হি ন ভিন্নং নোভয়াত্মকম্ ॥

সর্ব্বদাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম কার্য্যরূপে অবস্থিত। সুতরাং কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন,—এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, সর্ব্বদা ব্রহ্মরূপে সমুদায় কার্য্যই সত্য, কিন্তু কার্য্যরূপে মিথ্যা। তাহার কারণ এই যে, কারণ এক অথচ কার্য্য হইতে ভিন্ন নহে, উভয়কে উভয়াত্মক বলা যায় না ; কারণ, কার্য্যাত্মক কারণ, কিন্তু কারণাত্মক কার্য্য নহে।

৩২। ভেদঃ সর্বত্র মিথ্যৈব ধর্মাদেরনিরূপণাৎ।
অতশ্চ কারণং নিত্যমেকমেবাদ্বয়ং খলু ॥

পর ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই বলিয়া সমস্ত বিষয়েই ভেদবুদ্ধি মিথ্যা, এইজন্য কারণ নিত্য, এক এবং অদ্বিতীয়।

৩৩। অত্র কারণমদ্বৈতং শুদ্ধচৈতন্যমেব হি।
অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে বেশ্ম দহরং যদিদং মুনে ॥

৩৪। পুণ্ডরীকং তু তন্মধ্যে আকাশো দহরোঽস্তি তৎ।
স শিবঃ সচ্চিদানন্দঃ সোঽন্বেষ্টব্যো মুমুক্ষুভিঃ ॥

হে মুনে! অদ্বৈত, শুদ্ধ, চৈতন্যই সকল পদার্থের কারণ, এই ব্রহ্মপুরে, অর্থাৎ দেহমধ্যে যে অল্প স্থান আছে, তন্মধ্যে যে শ্বেতপদ্ম,

তাহাতে যে দহরাকাশ আছে, সেই দহরাকাশই মঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ। মুক্তিকাম ব্যক্তিগণ ইহাকেই অন্বেষণ করিবে।

৩৫। অয়ং হৃদি স্থিতঃ সাক্ষী সর্ব্বেষামবিশেষতঃ! তেনায়ং হৃদয়ং প্রোক্তঃ শিবঃ সংসারমোচকঃ।

ইত্যুপনিষৎ॥ ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

ইতি পঞ্চব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্তা॥

এই হৃদয়স্থ আত্মা সমুদায় প্রাণীর অবিশেষিত সাক্ষী, সেইজন্য এই বুদ্ধিসাক্ষী আত্মাকেই হৃদয় বলা যায়। ইনিই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারকর্ত্তা, ইহাকেই জীবাত্মা বলা হয়।

পঞ্চব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্ত।

কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ

ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ ॥

১। ওঁ অথ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদঃ সংবর্ত্তকোঽগ্নিঋ'ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকালাগ্নিরুদ্রো দেবতা শ্রীকালাগ্নি-রুদ্রপ্রীত্যর্থে ভস্মত্রিপুণ্ড্র-ধারণে বিনিয়োগঃ ॥

কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদের সংবর্ত্তকনামা অগ্নি ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকালাগ্নিরুদ্র দেবতা, এবং ভস্মত্রিপুণ্ড্রক-ধারণকালে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

২। অথ কালাগ্নিরুদ্রং ভগবন্তং সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ, অধীহি ভগবংস্ত্রিপুণ্ড্রবিধিং সতত্ত্বম্। কিং দ্রব্যং কিয়ৎস্থানং, কতিপ্রমাণং, কা রেখা, কে মন্ত্রাঃ, কা শক্তিঃ, কিং দৈবতং, কঃ কর্ত্তা, কিং ফলমিতি চ।

অনন্তর সনৎকুমারনামক ঋষি ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! সরহস্য ভস্মত্রিপুণ্ড্র বিধান আমাকে বলুন। ইহা কি দ্রব্যে, কতটুকু স্থানে এবং কত পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার কি রেখা, কি মন্ত্র, কি শক্তি, কোন্ দেবতা, কে কর্ত্তা এবং ফলই বা কি?

৩। তং হোবাচ ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রঃ যদ্দ্রব্যং তদাগ্নেয়ং ভস্ম সদ্যোজাতাদি পঞ্চব্রহ্মমন্ত্রৈঃ পরিগৃহ্যাগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম ব্যোমেতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্মেত্যনেনাভিমন্ত্র্য ইতি

সমুদ্ধৃত্য মানোমহাস্তমিতি জলেন সংসৃজ্য ত্রিয়াযুষমিতি শিরোললাট বক্ষঃস্কন্ধেষু ত্রিয়াযুষৈস্ত্র্যম্বকৈস্ত্রিশক্তিভিস্তির্য্যক্তিস্রো রেখাঃ প্রকুর্ব্বীত, ব্রতমেতচ্ছাম্ভবং সর্ব্বেষু দেবেষু বেদবাদিভিরুক্তং ভবতি, তস্মাত্তৎ-সমাচরেন্মুমুক্ষুর্ন পুনর্ভবায় ॥

কালাগ্নিরুদ্র সনৎকুমারকে বলিলেন, এই ত্রিপুণ্ড্রকের উপাদান দ্রব্য অগ্নিসম্ভূত ভস্ম, সদ্যোজাতাদি পাঁচটি ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিবে, পরে অগ্নিরিতি ভস্ম ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া "মানস্তোক" এই মন্ত্রে উত্তোলনপূর্ব্বক "মানো মহান্তম্" এই মন্ত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং "ত্রিয়াযুষং" এই মন্ত্রের দ্বারায় মস্তক, ললাট, বক্ষঃ এবং স্কন্ধে, ত্রিয়ায়ুঃ, ত্রিনেত্র এবং ত্রিশক্তিসমন্বিত তিনটী রেখা বক্রভাবে নির্ম্মাণ করিবে। মহাদেবপ্রোক্ত এই ব্রত বৈদিকগণ সমস্ত বেদে বলিয়াছেন, অতএব মুমুক্ষুগণ পুনর্জন্মদূরীকরণার্থ ইহা আচরণ করিবেন।

৪। অথ সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ প্রমাণমস্য ত্রিপুণ্ড্রধারণস্য ত্রিধা রেখা ভবত্যাললাটাদাচক্ষুষোরামূর্দ্ধ্নোরাভ্রুবোর্মধ্যতশ্চ, যাস্য প্রথমা রেখা সা গার্হপত্যশ্চাকারো রজোভূর্লোকঃ স্বাত্মা ক্রিয়া-শক্তিঋগ্বেদঃ প্রাতঃসবনং মহেশ্বরো দেবতেতি ॥

অনন্তর সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রিপুণ্ড্রকধারণের প্রমাণ কি? মহাদেব বলিলেন, তিন প্রকার রেখা করিবে, এক প্রকার কপাল হইতে চক্ষুঃপর্য্যন্ত, দ্বিতীয় মস্তক হইতে ভ্রূপর্য্যন্ত, তৃতীয় ইহাদের মধ্য স্থানে। ইহার প্রথম রেখা গার্হপত্য, আকারস্বরূপ, রজোগুণাত্মিকা পৃথিবাই আত্মাস্বরূপ, ক্রিয়াই শক্তি,

ঋক্ বেদ, প্রাতঃস্নানে ইহার প্রয়োগ এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাদেব।

৫। যাস্য দ্বিতীয়া রেখা সা দক্ষিণাগ্নিরুকারঃ সত্ত্বমন্তরিক্ষমন্তরাত্মা চেচ্ছাশক্তির্যজুর্ব্বেদো মাধ্যন্দিনং সবনং, সদাশিবো দেবতেতি ॥

ইহার এই যে দ্বিতীয় রেখা, তাহা দক্ষিণাগ্নি ও উকারস্বরূপ, সত্ত্বগুণপ্রধান এবং আকাশ ইহার অন্তরাত্মা, ইচ্ছানুসারিণী শক্তি, যজুর্ব্বেদ ও মধ্যাহ্ন-স্নানসময়ে ইহার প্রয়োগ এবং ইহার দেবতা সদাশিব।

৬। যাস্য তৃতীয়া রেখা সাহবনীয়ো মকারস্তমোদ্যৌর্লোকঃ পরমাত্মা, জ্ঞানশক্তিঃ, সামবেদস্তৃতীয়সবনং মহাদেবো দেবতেতি ॥

ইহার তৃতীয় রেখা আহবনীয় ও মকারস্বরূপ, তমোগুণাত্মিকা, স্বর্গলোক ইহার পরমাত্মা, জ্ঞানশক্তি, সামবেদ, ইহার সান্ধ্যস্নানে প্রয়োগ এবং ইহার মহাদেব দেবতা।

৭। এবং ত্রিপুণ্ড্রবিধিং ভস্মনা করোতি যো বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো যতির্ব্বা, স মহাপাতকোপপাতকেভ্যঃ পূতো ভবতি, স সর্ব্বেষু, তীর্থেষু স্নাতো ভবতি, স সর্ব্বান্ বেদানধীতো ভবতি, স সর্ব্বান্ দেবান্ জ্ঞাতো ভবতি, স সততং সকলরুদ্রমন্ত্রজাপী ভবতি, স সকলভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে দেহং ত্যক্ত্বা শিবসাযুজ্যমেতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্তত ইত্যাহ ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রঃ ॥ যস্ত্বেতদ্বাধীতে সোঽপ্যেবমেব ভবতীত্যোম্ সত্যমিত্যুপনিষৎ। ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ ॥

ইতি কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

যে জন উক্তপ্রকারে এই ত্রিপুণ্ড্রবিধি পালন করে, সে বিদ্বান্ বা ব্রহ্মচারী, গৃহী বা বানপ্রস্থাবলম্বী, অথবা যতি হউক না কেন, সে সমস্ত মহাপাতক এবং উপপাতক হইতে মুক্ত হয়। সে সকল তীর্থস্থানের পুণ্যলাভ করে, সকল বেদাধ্যয়নের ফললাভ করে, সকল দেবগণকে জানিতে পারে, সতত সকল রুদ্রমন্ত্র জপের ফল প্রাপ্ত হয়, সকল ভোগভাগী হয়। দেহত্যাগান্তে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার আর পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না। ইহা ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্র বলিয়াছিলেন।

ইতি কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্ত।

যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ

ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ ॥

১। হরিঃ ওঁ অথ জনকো হ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্ সন্ন্যাসমনুব্রূহীতি কথং সংন্যাসলক্ষণম্। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথ পুনর্ব্রতী বাব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। তদেকে প্রজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি অথবা ন কুর্য্যাদাগ্নেয্যামেব কুর্য্যাৎ। অগ্নির্হি প্রাণঃ। প্রাণমেবৈতয়া করোতি। ত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাৎ। এতয়ৈব ত্রয়ো ধাতবো যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি। অয়ং তে যোনির্ঋত্বিজো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আরোহাথানো বর্দ্ধয়া রয়িমিত্যনেন মন্ত্রেণাগ্নিমাজিঘ্রেৎ। এষ বা অগ্নের্যোনিঃ যঃ প্রাণম্। গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহেত্যেবমেবৈতদাগ্রামাদগ্নিমাহৃত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাজিঘ্রেৎ, যদগ্নিং ন বিন্দেদপ্সু জুহুয়াদাপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহেতি সাজ্যং হবিরনাময়ম্। মোক্ষমন্ত্রস্ত্রয্যেবং বেদং তদ্‌ব্রহ্ম তদুপাসিতব্যম্। শিখাং যজ্ঞোপবীতং ছিত্ত্বা সংন্যস্তং ময়েতি ত্রিবারমুচ্চরেৎ। এবমেবৈতদ্ভগবন্নিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্য ॥

এক সময়ে বিদেহ দেশের অধিপতি রাজর্ষি জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, দেব, আপনি আমাকে সন্ন্যাস-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন এবং ইহার যথার্থ স্বরূপই বা কি, তাহাও বুঝাইয়া বলুন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, প্রথমে দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বেদ পাঠ করা উচিত। তাহার পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। আর বৈরাগ্য যদি অতিশয় প্রবল পরিমাণে প্রকাশ পায়, তবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্যগুলি পালন করার পরই সন্ন্যাস গ্রহণ করা যাইতে পারে। অথবা বৈরাগ্যের প্রবলতা বুঝিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম বা বানপ্রস্থাশ্রমের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যখনই লোকের সংসারের উপর তীব্র বিরাগ উপস্থিত হয়, তখনই সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে। তখন জীবনে সে ব্রতাবলম্বী ছিল কি না, সমগ্র বেদাধ্যয়ন তাহার সমাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে বিবাহিত বা তাহার স্ত্রী মৃত কি না, এ সকল কোন বিচারেরই আর আবশ্যক করে না। এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা প্রজাপতির উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা তাহা না করিয়া অগ্নির উদ্দেশে করিয়া থাকেন; কারণ অগ্নিই হইতেছেন প্রাণ; এইজন্য অগ্নির উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে আমাদের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কেহ বা সত্ত্ব, রজঃ ও তম নামে যে তিনটী পদার্থ আমাদের এই শরীরকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদেরই উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অগ্নির উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হইলে, প্রথমে, "হে অগ্নে! যজনশীল পুরোহিতের যে প্রাণ হইতে তুমি জন্মলাভ করিয়া দীপ্তি পাইতেছ,

তাহাকেই তোমার উৎপত্তির আদি কারণ মানিয়া তুমি ঐ হোমাধার-কুণ্ডে আরোহণ করিয়াছ, এখন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের শস্যসম্পৎ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার উপায় কর” এই বলিয়া সেই অগ্নিকে আঘ্রাণ করিতে হইবে। প্রাণ বলিয়া যে শক্তিস্রোতঃ রাত্রিদিন আমাদের এই জড় শরীরপিণ্ডটাকে স্পন্দিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকেই অগ্নির যোনি বলিয়া জানিবে। এইজন্যই দেখিতে পাই একস্থলে অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে যে, “হে অগ্নে! এইবার আমি আমার সর্ব্বশেষের ঘৃতাহুতিটী তোমাকে প্রদান করিলাম; এখন তুমি তোমার আদিনিকেতন প্রাণশক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া অবস্থান কর”। গ্রামসীমা হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আঘ্রাণ করিবে, অগ্নি যদি না পাওয়া যায়, তবে জলেতেই আহুতি প্রদান করিতে হয়; কেন না সব দেবতাই এই এক জলের মধ্যেই আছেন। “আমি সমস্ত দেবতার উদ্দেশে এই দ্রব্যগুলি আহুতি প্রদান করিতেছি”, এই বলিয়া হোমশেষ করিয়া ঘৃতময় সেই অতি উৎকৃষ্ট হোমাগ্নিপক্ক দ্রব্যগুলি ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি ত্রয়ীবিদ্যাকেই মুক্তিপ্রদ এবং তাহাতে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই একমাত্র উপাস্য,—এই কথাটী সাধক বুঝিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে আশ্রমান্তরের চিহ্নরূপে বিরাজমান শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া “আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম” এই কথাটী তিনবার উচ্চারণ করিতে হয়। তখন রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, দেব! আপনি সন্ন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা যথাযথ হইয়াছে।

২। অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যম্ যজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণ ইতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইদং প্রণবমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞোপবীতং য আত্মা। প্রাশ্যাচম্যায়ং বিধিরথ বা—পরিব্রাড়্‌ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষমাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি। এষ পন্থাঃ পরিব্রাজকানাং বীরাধ্বনি বাহনাশকে বাপাং প্রবেশে বাগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনেতি সংন্যাসী ব্রহ্মবিদিতি। এবমেবৈষ ভগবন্নিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্য।

এতক্ষণ অত্রিনামে একজন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কথাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেছিলেন। তিনি এখন অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মহাশয় যে ব্যক্তি উপবীত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, তাহাকে আর ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া বলিব, তখন যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, আত্মা বলিয়া যে জ্ঞানজ্যোতিঃ আমাদের অন্তরগুহায় নিত্য দীপ্তি পাইতেছেন, যাঁহাকে আমরা সময়ে সময়ে ওঙ্কার শব্দে আহ্বান করিয়া থাকি, তিনিই হইতেছেন সেই সন্ন্যাসাশ্রমীর উপবীত ; অতএব বাহিরের উপবীত নাই বলিয়া তাহাকে অব্রাহ্মণ বলা যায় না। ভোজন করার পর আচমন করিয়া তবে সন্ন্যাসীদিগের যে অবশ্য পরিপাল্য নিয়মের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন, স্বেচ্ছায় কেহ কোন বস্তু দান করিলেও যিনি স্পৃহা না থাকায় তাহা গ্রহণ করেন না, স্বভাব অতি পবিত্র বলিয়া যিনি কায়মনোবাক্যে কখনও কাহার অপকার করিতে পারেন না, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যিনি কেবল ভিক্ষা দ্বারাই

কোনমতে জীবন ধারণ করেন, সেই সন্ন্যাসাবলম্বী মহাপুরুষই কেবল পরমাত্মাকে আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারেন। কুলাচার পালনে কিংবা অনশনব্রতের উদ্‌যাপনে, অগ্নিপ্রবেশে বা সলিলাবগাহনে, এমন কি মরণকালেও পরিব্রাজকদিগের এই একই পথ, একই নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়। এই বিপুল বিশ্বের বিধাতৃপুরুষ সেই ব্রহ্মাও এই পথেরই অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন। তখন অত্রিও যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, দেব, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন।

—

৩। তত্র পরমহংসাঃ নাম সংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতুদুর্ব্বাসঋভু নিদাঘদত্তাত্রেয়শুকবামদেবহারীতকপ্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গাঽব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ পরস্ত্রীপুরপরাঙ্মুখাস্ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং মুক্তপাত্রং জল-পবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং বহিরন্তশ্চেত্যেতৎ সর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ। যথা জাতরূপধরা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাস্তত্ত্বব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নাঃ শুদ্ধমানসাঃ প্রাণসংধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্নুদরমাত্রেণ লাভালাভৌ সমৌ ভূত্বা করপাত্রেণ বা কমণ্ডলূদকপো ভৈক্ষমাচরন্নুদরমাত্রসংগ্রহঃ পাত্রান্তরশূন্যো জলস্থলকমণ্ডলুরবাধকরহঃস্থলনিকেতনো লাভালাভৌ-সমৌ ভূত্বা শূন্যাগারদেবগৃহতৃণকূটবল্মীকবৃক্ষমূলকুলাল-শালাগ্নিহোত্র-শালানদীপুলিন গিরিকুহরকোটরকন্দরনির্ঝরস্থণ্ডিলেষনিকেতনিবাস্য প্রযত্নঃ শুভাশুভ-কর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি স পরমহংসো নামেতি। আশাম্বরো ননমস্কারো ন দারপুত্রাভিলাষী

লক্ষ্যালক্ষ্যনির্বর্ত্তজ্ঞঃ পরিব্রাট্ পরমেশ্বরো ভবতি। অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

পূর্ব্বকালে যাঁহারা সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সংবর্ত্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, দত্তাত্রেয়, শুক, বামদেব এবং হারীত প্রভৃতি মহামহা ঋষিগণ পরমহংসসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য কেহই সত্য সত্যই উন্মত্ত না হইলেও বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া প্রত্যেককেই উন্মত্ত বলিয়া মনে হইত। পরস্ত্রীর গৃহপানে তাঁহারা ফিরিয়াও চাহিতেন না। সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে আপনাদিগকে তাঁহারা এমন অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বাহিরের কোন আচার, ব্যবহার, বা লক্ষণ দেখিয়া (তাঁহাদিগকে) একটুও চিনিতে পারা যাইত না। যাঁহারা এই পরমহংস-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রথমেই ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, জলে ধৌত করিয়া পবিত্র করা ভোজনপাত্র, শিখা এবং যজ্ঞসূত্র এই সমস্তই "ওঁ ভূঃ স্বাহা" বলিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া আত্মজ্যোতিঃ যাহাতে ফুটিয়া উঠে, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু ওগুলি কেবল বাহিরের লোককে জানাইয়া ফেলিয়া দিলেই হইল না, দেখিতে হইবে যে, "আমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্," আমার আবার ওগুলিতে কিসের আবশ্যক, অন্তরে অন্তরে এমন কোন একটা ভাবের প্রেরণা পাওয়া যাইতেছে কি না। স্বভাব ইহাঁদের শিশুর মত সরল, চিত্ত ইহাঁদের গঙ্গাজলের মত পবিত্র, সাংসারিক সুখদুঃখ বা লাভালাভ কোনও দিনের জন্য ইহাঁদের বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, স্বেচ্ছায় কেহ কিছু দান

করিলেও এক আত্মা ছাড়া আর কিছুরই উপর স্পৃহা না থাকায় ইঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না, এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যিনি "সত্যং" ইঁহারা কেবল দৃঢ়চিত্তে তাঁহারই পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। যদিও সন্ন্যাসী আত্মজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিলেই তাহারই আলোকে আপনার যথার্থ স্বরূপটী জানিতে পারিয়া মিথ্যা আতঙ্কের হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলেও তখনও তাঁহাকে জীবন-রক্ষার জন্য সাংসারিক ক্ষতিবৃদ্ধিতে বিচলিত না হইয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা করিতে হয়। কিংবা যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মজ্যোতিকে ফুটাইয়া তুলিবার যেখানে কোন বিঘ্ন ঘটে না, এমন নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বাস করেন, সংসারের কোন লাভালাভকেই যিনি গণনার মধ্যে না আনিয়া জীবনরক্ষার জন্য কেবল উদরান্নের অন্বেষণ ছাড়া আর কিছুরই উপর কোন আকাঙ্ক্ষাই রাখেন না, কেবলমাত্র এক কমণ্ডলুই যাঁহার জলস্থলের সহচর হইয়া পিপাসার জল যোগাইয়া থাকে, যিনি গৃহহীন হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, পরিত্যক্ত জনহীন ভবন, নির্জ্জন দেবমন্দির, তৃণরাশি, বল্মীক বা বিটপীর তলদেশ, অগ্নিগৃহ, নদীসৈকত, গিরি গহ্বর, কুম্ভকার-গৃহ যজ্ঞধূমে পূত পরিষ্কৃতভূমি, তরুকোটর, পর্ব্বতগুহা বা নির্ঝর পার্শ্বে যাঁহার রাত্রিগুলি কাটিয়া যায়, ভালমন্দ উভয়বিধ কর্ম্মকেই যিনি পথের পরিপন্থী জানিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে যত্নশীল, অবশেষে সন্ন্যাস ব্রতের দ্বারাই যিনি এই জড়দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনিই এই পরমহংসনামের যথার্থ যোগ্য পুরুষ। যিনি স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়া সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ঘৃণাবোধ করেন, যাঁহার হৃদয়ে পরমাত্মজ্যোতিঃ স্ফুরিত হওয়ায় সমস্তই

সেই একই অখণ্ড সত্তার অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতিভাত হয়, তিনি আর কাহাকেও বিশেষদৃষ্টিতে নমস্য বলিয়া মনে করেন না, জীবনের প্রতিকার্য্যে যিনি সকলের পূর্ব্বে প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের বিচার করিতে প্রস্তুত হন না, সেই অনাসক্ত মহাসন্ন্যাসীই কেবল পরমাত্মাকে আপনার হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাঁহার মধ্যে মগ্ন হইতে পারেন। সন্ন্যাসীদিগের সাধারণতঃ কি কি নিয়ম পালন বা পরিহার করিতে হয়, সে সম্বন্ধে এই কয়েকটি শ্লোকে কিছু বলা হইতেছে।

৪। যো ভবেৎ পূর্ব্বসন্ন্যাসী তুল্যো বৈ ধর্ম্মতো যদি।
তস্মৈ প্রণামঃ কর্ত্তব্যো নেতরায় কদাচন॥

সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া যিনি প্রথমেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি যদি স্বধর্ম্মাবলম্বী হন, তবে সন্ন্যাসী কেবল এক তাঁহাকেই প্রণাম করিতে পারেন; কিন্তু আর কাহাকেও নহে।

৫। প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ ;
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে বেদসংদূষিতাশয়াঃ॥

যাহারা সাধারণতঃ বিবাদপটু, ক্রূর, উন্মনাঃ ও অনবধানপ্রকৃতির লোক, তাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও বেদের উপর শ্রদ্ধাশূন্যই হইয়া থাকে।

৬। নামাদিভ্যঃ পরে ভূম্নি স্বারাজ্যে চেৎ স্থিতোঽদ্বয়ে।
প্রণমেৎ কং তদাত্মজ্ঞো ন কার্য্যং কর্ম্মণা তদা॥

সনৎকুমার, নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণপর্য্যন্ত যে কয়টী শ্রেষ্ঠ বস্তু নারদের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন, স্বয়ং রাজা অদ্বিতীয় এই

মহান্ ভূমা পুরুষ তাহাদের সকলের অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠতর। যিনি এই ভূমাকে জানিয়াছেন, তিনি আর কাহাকে প্রণাম করিতে যাইবেন এবং তাহার কর্ম্মেরই বা আর কি আবশ্যক হইবে?

৭। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচণ্ডালগোখরম্॥

পরমাত্মাই তাঁহার জীবরূপ অংশের দ্বারা প্রতিদেহ-পঞ্জরে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হন। অতএব সন্ন্যাসী চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া গো, গর্দ্দভ, পশুপ্রভৃতি পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবেন।

৮। মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে।
স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্॥

রমণী যেন মাংসে গঠিত একটী পুত্তলিকা। কতকগুলি শিরা, কঙ্কাল ও গ্রন্থিস্থলে সমাকীর্ণ, সর্ব্বদা যন্ত্রের মত চঞ্চল, তাহার শরীর-পিণ্ডে যথার্থ শোভার বস্তু আর কি বা আছে।

৯। ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্কৃত্বা বিলোচনে।
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি॥

রমণীর নয়নপদ্মের ত্বক্, মাংস, রুধির ও অশ্রুকণিকাপ্রভৃতি উপাদান গুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ; যদি রমণীয় হয়, তবে তাহাতে আসক্ত হইও, নচেৎ বৃথা কেন মুগ্ধ হও?

১০। মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসিগঙ্গাজলরয়োপমা।
দৃষ্টা যস্মিন্মুনে মুক্তাহারস্তোল্লাসশালিতা॥

১১। শ্মশানেষু দিগন্তেষু স এব ললনাস্তনঃ।
শ্বভিরাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ড ইবান্ধসঃ॥

হে ঋষিপ্রবর, যৌবনমদমোহিনী রমণীর যে পীনপয়োধরে একদিন সুমেরুশৃঙ্গের তটভূমিসঞ্চারিণী মন্দাকিনীর শুভ্র জলধারার ন্যায় মুক্তাহারের চিত্তহারী সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছিলে, কালে আবার রমণীর সেই লোভনীয় পীনপয়োধর শ্মশানের দিগন্তে লইয়া শৃগাল-কুক্কুরে ক্ষুদ্র অন্নপিণ্ডের ন্যায় সাদরে ভক্ষণ করিবে।

১২। কেশকজ্জলধারিণ্যো দুঃস্পর্শা লোচনপ্রিয়াঃ।
দুষ্কৃতাগ্নিশিখা নার্য্যো দহন্তি তৃণবন্নরম্॥

নারী যেন মানুষের প্রজ্জ্বলিত পাপাগ্নির শিখা; নিত্য সে আমাদের নয়নমনকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু স্পর্শ করিতে গেলেই দগ্ধ হইয়া মরিতে হয়। তাহার গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের কুন্তলরাশিই এই অনলশিখার মসীময় ধূমপুঞ্জ। মানুষ সংসারারণ্যে সুস্বাদু ফলের আকাঙ্ক্ষায় আসিয়া পথ ভুলিয়া নিত্য এই দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

১৩। জ্বলতামতিদূরেঽপি সরসা অপি নীরসাঃ।
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনং চারু দারুণম্॥

যৌবনবতী রমণীর মোহিনী মূর্ত্তি পুরুষের নিকট প্রথম দৃষ্টিতে বড়ই সরস ও লোভনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু শেষে যখন মোহস্বপ্ন ভঙ্গ হয়, তখন তাহার সেই সরস ও শোভনীয় মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া একেবারে শুষ্ক রসহীন হইয়া যায়। দূরে লোকান্তরে— যমভবনে রাত্রিদিন যে ভীষণ নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, এই

মোহিনী মূর্ত্তি রমণীরাই তাহার আপাতরমণীয়, পরিণামভীষণ কাষ্ঠপুঞ্জ।

১৪। কামনাম্না কিরাতেন বিকীর্ণা মুগ্ধচেতসাম্।
নার্য্যো নরবিহঙ্গানামঙ্গবন্ধনবাগুরাঃ॥

সংসার যেন একটী সুবিস্তৃত বনভূমি; মনুষ্য যেন এই বনভূমির সরলচিত্ত বিহঙ্গমকুল। কন্দর্প নামে একজন ধূর্ত্ত কিরাত যেন এই বিহঙ্গমগণকে ধরিবার জন্যই চিত্তবিমোহিনী যৌবনময়ী রমণী ফাঁদ চারিদিকে পাতিয়া রাখিয়াছে।

১৫। জন্মপল্বলমৎস্যানাং চিত্তকর্দমচারিণাম্।
পুংসাং দুর্ব্বাসনারজ্জুর্নারী বড়িশপিণ্ডিকা॥

এই সুবিস্তৃত সংসারক্ষেত্র যেন একটা বিস্তৃত জলাশয়। পুরুষগুলি যেন এই জলাশয়ের মৎস্য। তাহারা যখন আপনার চিত্তপঙ্কে বিলীন হইয়া অবস্থান করে, তখন সেখানে যে দুর্ব্বাসনার উদয় হয়, তাহাই যেন বড়িশের অগ্রলগ্ন মৎস্য ধরিবার সূত্র; আর উন্মেষিত-যৌবনা রমণীই স্বয়ং সেই বড়িশের উপরিলগ্ন পিষ্টকপিণ্ড।

১৬। সর্ব্বেষাং দোষরত্নানাং সুসমুদ্গিকয়ানয়া।
দুঃখশৃঙ্খলয়া নিত্যমলমস্তু মম স্ত্রিয়া॥

লোকে যেমন নষ্ট হইবার ভয়ে মণি-মুক্তাপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট রত্নগুলি একটী ভাল কৌটার মধ্যে পুরিয়া সযত্নে রাখিয়া দেয়, রমণীগণও তেমনি নানা প্রকারের দোষগুলি বিবিধ স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া সযত্নে আপনাদের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখে। আবার এই জন্যই বিশ্বের বিপুল দুঃখভার ইহাদেরই নিকট শৃঙ্খলিত হইয়া অবস্থান

করে ; অতএব এমন রমণীতে আমাদের যেন কখনও কোন প্রয়োজন না হয়।

১৭। যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্ত্যক্তং জগত্ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ ॥

যাঁহার স্ত্রী আছে, তাঁহারই ভোগে স্পৃহা দেখা যায়। যাঁহার স্ত্রী নাই, তাঁহার সেই ভোগস্পৃহা কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া জাগিয়া উঠিবে? অতএব যিনি, সমগ্র ভোগস্পৃহার জননী সেই রমণীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সমগ্র জগৎকেই পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এইরূপে তিনি জগতের বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া অনন্ত সুখের অধীশ্বর হন।

১৮। অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্।
লব্ধো হি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥

১৯। জাতস্য গ্রহরোগাদি কুমারস্য চ ধূর্ত্ততা।
উপনীতেঽপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে ॥

২০। যূনশ্চ পরদারাদি দারিদ্র্যং চ কুটুম্বিনঃ।
পুত্রদুঃখস্য নাস্ত্যন্তো ধনী চেন্ম্রিয়তে তদা ॥

পিতামাতা যদি সন্তানলাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন, তবে কেবল সেই একটী মাত্র কষ্টই দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের চিত্তকে পীড়িত করে। আর যদি তাঁহারা সেই সৌভাগ্যই লাভ করেন, তাহা হইলেও বিপুল ক্লেশভার স্বেচ্ছায় তাঁহাদের মস্তকে গ্রহণ করিতে হয়। সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা হইল—গর্ভলক্ষণ প্রকাশ

পাইল, ভাবী জনক-জননীর হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল; অমনি হয়ত সেই সময়ে অকালে সেটী নষ্ট হইয়া গেল; কিংবা প্রসব হইবার সময়ে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিল। যদিও বা অনেক কষ্টে মাতা সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, অমনি হয়ত কত প্রকারের বালরোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। যদিও বা সেই ব্যাধি হইতে সে মুক্তিলাভ করিয়া বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া একটু বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল, অমনি তাহার অসহনীয় অত্যাচারে পিতামাতা ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর যখন সে আর একটু বড় হইয়া উঠিল, তখন পিতামাতা সানন্দে পুত্রের উপনয়ন-উৎসব সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু হয়ত তাহার লেখা পড়া কিছু না হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ে দারুণ দুঃখশেল বিঁধিয়া রহিল। যদিও বা সে অসামান্য প্রতিভায় নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইয়া উঠিল, অমনি হয়ত সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া বিবাহিত জীবন যাপন করিতে অস্বীকার করিল; কিংবা যৌবনমদে মত্ত হইয়া পরস্ত্রীপরায়ণ হইয়া পড়িল। আর যদি তাহার কোনরূপ মন্দ অভ্যাস নাই হয়, যদি সে বেশ শান্তশিষ্ট হইয়াই গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে হয়ত তখন দারিদ্র্য আসিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি হরণ করিয়া লইল; যদিও বা এতগুলি বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে একজন ধনবান্ হইয়াই উঠিল, অমনি হয়ত সেই সময়ে সে পিতামাতাকে শোকের অন্তহীন সাগরে ভাসাইয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল। অতএব যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, সঙ্গহীন হইয়া কঠোর সন্ন্যাসের পথে যাত্রা করা অপেক্ষা স্ত্রীপুত্রপরিজনবেষ্টিত কোমল কুসুমাকীর্ণ গার্হস্থ্যজীবনের পথকেই বরণ করিয়া লওয়া শ্রেয়ঃ, কিন্তু তাহা

হইলেও ইহা এখন নিশ্চিত হইতেছে যে, সংসারপথের ঐ কুসুমগুলির অন্তরালে মনুষ্য-জীবন-বীর্য্যশোষী হিংস্র কীটগুলি দুঃখদৈত্যের নামে আত্মগোপন করিয়া শিকারের আশায় অবস্থান করিতেছে।

২১। ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো যতিঃ।
ন চ বাক্‌চপলশ্চৈব ব্রহ্মভূতো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

সন্ন্যাসী, হস্তপদ বা নয়ন ও মুখের চপলতা পরিত্যাগ করিয়া এবং ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া সর্ব্বদা পরমাত্মার মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিবেন।

২২। রিপৌ বদ্ধে স্বদেহে চ সমৈকাত্ম্যং প্রপশ্যতঃ।
বিবেকিনঃ কুতঃ কোপঃ স্বদেহাবয়বেষ্বিব॥

যিনি শত্রু হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার এবং নিজের মধ্যে —যে বিবেকী পুরুষ একই আত্মার অনুসন্ধান পাইয়াছেন—তিনি যেমন নিজের শরীরের কোন একটী অঙ্গের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াও তাহার উপর ক্রোধ করেন না, তেমনি কোন শত্রুর দ্বারা পীড়িত হইয়াও তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না।

২৩। অপকারিণি কোপশ্চেৎ কোপে কোপঃ কথং ন তে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রসহ্য পরিপন্থিনি॥

যদি অপকার করিলেই তাহার উপর ক্রোধ হয়, তবে হে আমার ক্রোধদেবতার ভক্ত উপাসক, তুমি তোমার ধর্ম্ম-অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রবল পরিপন্থী সেই কোপের উপর কেন না কুপিত হইতেছ?

২৪। নমোঽস্তু মম কোপায় স্বাশ্রয়জ্বালিনে ভৃশম্।
কোপস্য মম বৈরাগ্যদায়িনে দোষবোধিনে ॥

যিনি প্রিয় নিকেতনখানিকে বিবিধপ্রকারে দগ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হন না, যিনি আমার ক্রোধের দোষ উদ্ঘাটন করিয়া তাহার উপর বৈরাগ্য উৎপাদন করেন, আমি আমার সেই ক্রোধদেবতার চরণতলে মস্তক নত করিতেছি।

২৫। যত্র সুপ্তা জনা নিত্যং প্রবুদ্ধস্তত্র সংযমী।
প্রবুদ্ধা যত্র তে বিদ্বান্ সুষুপ্তিং যাতি যোগিরাট্ ॥

সাংসারিক লোক নিদ্রিতের মত নয়নদুইটী নিমীলিত করিয়া অজ্ঞানতার পথে সুখের সন্ধানে বাহির হইয়া ইন্দ্রিয়কূপে পড়িয়া পচিতেছে কিন্তু সেই যথার্থ সুখস্বরূপ পরমাত্মজ্যোতির একটী রশ্মিও তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না। আর সংযমশীল সন্ন্যাসীরা জাগরিতের ন্যায় নয়নদুইটী উন্মীলিত করিয়া জ্ঞানের পথে সুখের সন্ধানে বাহির হইয়া ইন্দ্রিয়কূপকে দূরে পরিহারপূর্ব্বক সেই যথার্থ সুখস্বরূপ পরমাত্মজ্যোতিতে অনন্ত সুখের অধীশ্বর হইতেছেন।

২৬। চিদিহাস্তীতি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি ভাবয় ॥

রাত্রিদিন কেবল এই চিন্তা কর যে, এখানে কেবল চৈতন্যই আছে, এই যে বস্তুটী আমি দেখিতেছি—ইহা চৈতন্যের বিকার, চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি নিজেও চৈতন্য এবং সূর্য্যচন্দ্রপ্রভৃতি এই গ্রহলোকগুলিও রূপান্তরে চৈতন্য।

২৭। যতীনাং তত্নুপাদেয়ং পারহংস্যং পরং পদম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে মুনিপুঙ্গব ॥

ইত্যুপনিষৎ ॥ ওঁ পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

সংযমশীল সন্ন্যাসীরা যে পথের যাত্রী, পরমহংসসম্প্রদায়ের অবলম্বনীয় সেই প্রসিদ্ধ পথই সমস্ত পথের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ অত্রি, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন পথই বিদ্যমান নাই।

এতদূরে আসিয়া এই উপনিষৎখানি শেষ হইল। এখন "ওঁ পূর্ণমদঃ" প্রভৃতি মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়া অন্তেও শান্তি পাঠ করিবে।

রামরহস্যোপনিষৎ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

১। ওঁ রহস্যং রামতপনং বাসুদেবং চ মুদ্গলম্।
শাণ্ডিল্যং পৈঙ্গলং ভিক্ষুং মহচ্ছারীরকং শিখা॥

রামরহস্য, শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, বাসুদেব, মুদ্গল, শাণ্ডিল্য, পৈঙ্গল, ভিক্ষু, মহচ্ছারীরক ও শিখোপনিষৎ—ইহারা প্রত্যেকেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ইহাদের নাম স্মরণেও বিঘ্ন নিবারিত হয়; সুতরাং গ্রন্থারম্ভে শান্তি-পাঠের পরেই ইহাদের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

২। সনকাদ্যা যোগিবর্য্যা অন্যে চ ঋষয়স্তথা।
প্রহ্লাদাদ্যা বিষ্ণুভক্তা হনূমন্তমথাব্রুবন্॥

সনক-ভরদ্বাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যোগিগণ, অন্যান্য ঋষিগণ এবং প্রহ্লাদ-ধ্রুব প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তগণ রুদ্রাবতার হনূমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

৩। বায়ুপুত্র মহাবাহো কিং তত্ত্বং ব্রহ্মবাদিনাম্।
পুরাণেষ্বষ্টাদশসু স্মৃতিষ্বষ্টাদশস্বপি॥

হে পরম-পরাক্রান্ত বায়ুপুত্র হনুমান্! শিব-বামনাদি-অষ্টাদশ পুরাণ এবং মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রণীত সংহিতায় ব্রহ্মবাদিগণের কি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞগণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কি কি উপায় বর্ণিত আছে, তাহা আমাদিগকে বল।

৪। চতুর্বেদেষু শাস্ত্রেষু বিদ্যাস্বাধ্যাত্মিকেঽপি চ। সর্ব্বেষু বিদ্যাদানেষু বিঘ্নসূর্য্যেশশক্তিষু। এতেষু মধ্যে কিং তত্ত্বং কথয় ত্বং মহাবল॥

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদে, আন্বীক্ষিকী (ন্যায়) প্রভৃতি চারিবিদ্যায়, অধ্যাত্মশাস্ত্রাদি এবং সমগ্র বিদ্যাদানকারিশাস্ত্রে গণেশ, সূর্য্য, শিব ও শক্তি প্রভৃতি দেবতাগণের মধ্যে কে পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট? হে মহাবল! তাহা আমাদিগকে বল।

[তাৎপর্য্য—গণেশাদি চারি দেবতা এবং বিষ্ণু, এই পঞ্চ দেবতার উপাসনাই বহুলপরিমাণে প্রচলিত; এই পঞ্চদেবতার অন্তর্গত গণেশাদি চারিদেবতার মধ্যে কে পরতত্ত্ব অর্থাৎ কে তারক?]

৫। হনুমান্‌হোবাচ। ভো যোগীন্দ্রাশ্চৈব ঋষয়ো বিষ্ণুভক্তাস্তথৈব চ। শৃণুধ্বং মামকীং বাচং ভববন্ধ-বিনাশিনীম্॥

হনুমান্ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, হে সনকাদিযোগিশ্রেষ্ঠগণ, অন্যান্য ঋষিগণ এবং বিষ্ণুভক্তগণ! তোমরা আমার জন্মমরণাদি সংসার-বন্ধন-উচ্ছেদকারী বাক্য শ্রবণ কর!

৬। এতেষু চৈব সর্ব্বেষু তত্ত্বং চ ব্রহ্মতারকম্। রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ। রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্ম তারকম্।

এই সকল দেবতার মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই তারক এবং পরমতত্ত্ব। রামই সেই পরব্রহ্ম, রামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপস্যা, রামই পরমতত্ত্ব, এবং শ্রীরামচন্দ্রই তারক ব্রহ্ম।

৭। বায়ুপুত্রেণোক্তাস্তে যোগীন্দ্রা ঋষয়ো বিষ্ণুভক্তা হনুমন্তং পপ্রচ্ছুঃ রামস্যাঙ্গানি নো ব্রূহীতি। হনুমান্‌হোবাচ বায়ুপুত্রং বিঘ্নেশং বাণীং দুর্গাং ক্ষেত্রপালকং সূর্য্যং চন্দ্রং নারায়ণং নারসিংহং বায়ুদেবং বারাহং তৎসর্ব্বান্ সমাত্রান্ সীতাং লক্ষ্মণং শত্রুঘ্নং ভরতং বিভীষণং সুগ্রীবমঙ্গদং জাম্ববন্তং প্রণবমেতানি রামস্যাঙ্গানি জানীথাঃ। তান্যঙ্গানি বিনা রামো বিঘ্নকরো ভবতি॥

বায়ুপুত্র হনুমান্ এই কথা বলিলে, শ্রেষ্ঠ যোগিগণ, ঋষি ও বিষ্ণু-ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীরামের অঙ্গ কি? অর্থাৎ শ্রীরাম-উপাসনায় অঙ্গরূপে কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তাহা আমাদিগকে বল। তখন হনুমান্ বলিলেন—বায়ুপুত্র (হনুমান্) গণেশ, বাণী, দুর্গা, ক্ষেত্রপাল, সূর্য্য, চন্দ্র, নারায়ণ, নরসিংহ, বায়ু ও বরাহ ইহারা সকলকেই পূর্ণাবয়বে এবং সীতা, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ভরত, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান্ এবং প্রণব—ইহারাই শ্রীরামের অঙ্গ বলিয়া জানিবে। এই সমস্ত অঙ্গের সাধন না করিলে রাম বিঘ্নকারী হন, অর্থাৎ প্রীতিলাভ করেন না॥

৮। পুনর্ব্বায়ুপুত্রেণোক্তাস্তে হনুমন্তং পপ্রচ্ছুঃ। আঞ্জনেয় মহাবল বিপ্রাণাং গৃহস্থানাং প্রণবাধিকারঃ কথং স্যাদিতি। স হোবাচ শ্রীরাম এবোবাচেতি। যেষামেব ষড়ক্ষরাধিকারো বর্ত্ততে তেষাং

প্রণবাধিকারঃ স্যান্নান্যেষাম্। কেবলমকারোকারমকারার্ধমাত্রাসহিতং প্রণবমুহ্য যো রামমন্ত্রং জপতি তস্য শুভকরোঽহং স্যাম্। তস্য প্রণবস্যাকারস্যোকারস্য মকারস্যার্দ্ধমাত্রায়াশ্চ ঋষিশ্ছন্দো দেবতা তত্তদ্বর্ণাবর্ণাবস্থানং স্বরবেদাগ্নিগুণানুচ্চার্য্যান্বহং প্রণবমন্ত্রাদ্ দ্বিগুণং জপ্ত্বা পশ্চাদ্রামমন্ত্রং যো জপেৎ স রামো ভবতীতি রামেণোক্তাস্তস্মা-দ্রামাঙ্গং প্রণবঃ কথিত ইতি ॥

বায়ুপুত্র এইরূপ বলিলে যোগীন্দ্রাদি সকলেই তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে মহাবল অঞ্জনানন্দন! গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-গণের কিরূপে প্রণবে অধিকার হইবে? হনুমান্ বলিলেন, শ্রীরাম স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহাদের "রাং রামায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র উচ্চারণে অধিকার আছে, তাহাদেরই প্রণব উচ্চারণে অধিকার আছে, অপরের নহে। কেবলমাত্র অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রার সহিত প্রণব উচ্চারণ করিয়া যে রামমন্ত্রজপ করে, আমি তাহার সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকি। সেই প্রণবের অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রার ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা, সেই সেই অকারাদি বর্ণ এবং নাদাদি অবর্ণের অবস্থান, প্রণবের অন্তর্গত উদাত্তাদি স্বর, ঋগাদি বেদ, গার্হপত্যাদি অগ্নি ও সত্ত্বাদি গুণসমূহ সম্যক্ অবগত হইয়া প্রত্যহ প্রণবমন্ত্র দ্বিগুণ জপপূর্ব্বক যে রামমন্ত্র জপ করে, সে রামতুল্য হয়, এই কথা রাম স্বয়ং বলিয়াছেন, সুতরাং প্রণব রামাঙ্গ বলিয়া কথিত হইল।

৯। বিভীষণ উবাচ। সিংহাসনে সমাসীনং রামং পৌলস্ত্য-সূদনম্। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ পৌলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ॥ রঘুনাথ

মহাবাহো কেবলং কথিতং ত্বয়া। অঙ্গানাং সুলভং চৈব কথনীয়ং চ সৌলভম্ ॥

বিভীষণ বলিলেন,—সিংহাসনসমুপবিষ্ট, রাবণবিনাশী, রামচন্দ্রকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পৌলস্ত্য (বিভীষণ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহাবাহো রঘুনাথ! আপনি কেবল বলিয়াছিলেন, আপনার অঙ্গসকল নিতান্ত সুলভ এবং উহা সুলভে বলা যাইতে পারে, এখন তাহা বলুন।

১০। শ্রীরাম উবাচ। অথ পঞ্চ দণ্ডকানি পিতৃঘ্নে মাতৃঘ্নঃ ব্রহ্মঘ্নো গুরুহননঃ কোটিযতিঘ্নোঽনেককৃতপাপো যো মম ষণ্ণবতিকোটিনামানি জপতি স তেভ্যঃ পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে। স্বয়মেব সচ্চিদানন্দস্বরূপো ভবেন্ন কিম্। পুনরুবাচ বিভীষণঃ। তত্রাপ্যশক্তোঽয়ং কিং করোতি। স হোবাচেমম্ নৈকসেয় পুরশ্চরণবিধাবশক্তো যো মম মহোপনিষদং মম গীতাং মন্নামসহস্রং মদ্বিশ্বরূপং মমাষ্টোত্তরশতং রামশতাভিধানং নারদোক্তস্তবরাজং হনুমৎপ্রোক্তং মন্ত্ররাজাত্মকস্তবং সীতাস্তবং চ রামষড়ক্ষরীত্যাদিভির্মন্ত্রৈর্যো মাং নিত্যং স্তৌতি তৎসদৃশো ভবেন্ন কিং ভবেন্ন কিম্ ॥ ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীরাম বলিলেন—পিতৃহত্যাদি পাঁচটী অতীব দণ্ডযোগ্য মহাপাতক। এই পঞ্চ মহাপাতকী অর্থাৎ পিতৃঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুঘাতী ও কোটী কোটী সন্ন্যাসীঘাতী এইরূপে বহুবিধ পাপাচারী ব্যক্তিও যদি আমার ছিয়ানব্বই কোটি নাম জপ করে, তবে সে সেই পাপ হইতেও মুক্ত হয়, এমন কি, স্বয়ংই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ কি হয় না? অবশ্য হয়। বিভীষণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা

যদি কেহ তাহাতে অশক্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তি কি করিবে? অর্থাৎ তাহার কি আর সেই পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই? রামচন্দ্র তাহার উত্তরে নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ বলিলেন। হে নিকষানন্দন বিভীষণ! পুরশ্চরণ কার্য্যে অশক্ত হইয়া যে আমার রামরহস্যাদি মহা উপনিষৎ, আমার গীতা, আমার সহস্র নাম, আমার বিশ্বরূপ, আমার অষ্টোত্তর-শত মন্ত্র, রামশতক নামক নারদোক্ত স্তবরাজ, হনুমানের কথিত মন্ত্ররাজস্বরূপ স্তব এবং গীতাস্তব; এই সকল আমার ষড়ক্ষরী মন্ত্রের সহিত পাঠ করিয়া যিনি আমার স্তব করেন, তিনি কি রামসদৃশ হন না? অবশ্যই হন। অবশ্যই হন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

১। সনকাদ্যা মুনয়ো হনুমন্তং পপ্রচ্ছুঃ। আঞ্জনেয় মহাবল তারকব্রহ্মণো রামচন্দ্রস্য মন্ত্রগ্রামং নো ব্রূহীতি। হনুমান্ হোবাচ। বহ্নিস্থং শয়নং বিষ্ণোরর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতম্। একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ॥ ব্রহ্মা মুনিঃ স্যাদ্গায়ত্রং ছন্দো রামোঽস্য দেবতা। দীর্ঘার্দ্ধেন্দুযুজাঙ্গানি কুর্য্যাদ্বহ্ন্যাত্মনো মনোঃ॥ বীজশক্ত্যাদিবীজেন ইষ্টার্থে বিনিযোজয়েৎ॥ সরযূতীরমন্দারবেদিকাপঙ্কজাসনে॥ শ্যামং বীরাসনাসীনং জ্ঞানমুদ্রোপশোভিতম্। বামোরুন্যস্ততদ্ধস্তং

সীতালক্ষ্মণসংযুতম্॥ অবেক্ষমাণমাত্মানমাত্মন্যমিততেজসম্। শুদ্ধ-স্ফটিকসঙ্কাশং কেবলং মোক্ষকাঙ্ক্ষয়া॥ চিন্তয়ন্ পরমাত্মানং ভানুলক্ষং জপেন্মনুম্॥

সনকাদি ঋষিগণ হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে মহাবল অঞ্জনানন্দন! তারকব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রসমূহ আমাদিগকে বলুন। হনুমান্ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—বহ্নি অর্থাৎ রেফের সহিত অনন্ত বা আকার এবং অনুস্বার যোগ করিয়া 'রাং' রূপে রামচন্দ্রের একাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কল্পতরুর ন্যায় সাধকের সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ। ব্রহ্মা ইহার ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীরাম ইহার দেবতা। বহ্নি রেফ বা রকারস্বরূপ মন্ত্রের সহিত দীর্ঘস্বরযোগ করিয়া অঙ্গন্যাসাদি করিতে হয়। যথা—রাং হৃদয়ায় নমঃ, রীং শিরসে স্বাহা, রূং শিখায়ৈ বষট্, রৈং কবচায় হুং, রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, রঃ করতলাপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। এইরূপ করন্যাস—রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। বীজ, শক্তি ও কীলক এই বীজ দ্বারাই করিতে হয়। যথা রাং বীজং, রাং শক্তিং, রাং কীলকং। ইষ্টার্থে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিবে। ধ্যান—শ্রীরামচন্দ্র সরযূনদীর তীরে মন্দারবেদিকায় পদ্মনির্ম্মিতাসনে বীরাসনে সমুপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দেহকান্তি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ইঁহার এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ও বামহস্ত জানুর উপরি বিন্যস্ত। একপার্শ্বে সীতাদেবী ও অপর পার্শ্বে লক্ষ্মণ অবস্থিত। একমাত্র মোক্ষাকাঙ্ক্ষায় শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অতিশয় দীপ্তিশালী আত্মাকে স্বীয় আত্মায়

অবলোকন করিতেছেন, অর্থাৎ যিনি আত্মারাম, সেই পরমাত্মস্বরূপ রামচন্দ্রকে চিন্তা করিতে করিতে এই একাক্ষর মন্ত্র দ্বাদশলক্ষবার জপ করিবে। [এই দ্বাদশলক্ষজপে একাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়]।

২। বহ্নি নারায়ণেনাঢ্যো জাঠরঃ কেবলোঽপি চ॥
দ্ব্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদস্ততঃ।
একাক্ষরোক্তমৃষ্যাদি স্যাদাদ্যেন ষড়ঙ্গকম্॥

আকারযুক্ত রকার ও কেবল মকার, অর্থাৎ 'রাম' ইহাই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র। এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র সাধকের সকল অভীষ্ট ফল প্রদান করে। একাক্ষর মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ প্রভৃতি যাহা, ইহারও তাহাই। অঙ্গন্যাস এবং করন্যাসও পূর্ব্ববৎ।

৩। তারমায়ারমানঙ্গবাক্ স্ববীজৈশ্চ ষড়্‌বিধঃ।
ত্র্যক্ষরো মন্ত্ররাজঃ স্যাৎ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ॥

ওঁ রাম, হ্রীং রাম, শ্রীং রাম, ক্লীং রাম, ঐং রাম, রাং রাম, এই ষড়্‌বিধ ত্র্যক্ষর মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র প্রধান এবং সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট ফল প্রদান করে।

৪। দ্ব্যক্ষরশ্চন্দ্রভদ্রান্তো দ্বিবিধশ্চতুরক্ষরঃ।
ঋষ্যাদি পূর্ব্ববজ্‌জ্ঞেয়মেতয়োশ্চ বিচক্ষণৈঃ॥

দ্ব্যক্ষর 'রাম' এই মন্ত্র চন্দ্র ও ভদ্রান্ত হইয়া দ্বিবিধ চতুরক্ষর মন্ত্র হইয়াছে। যথা 'রামচন্দ্র' ও 'রামভদ্র'। সুধীগণ এই ত্র্যক্ষর ও চতুরক্ষর মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ প্রভৃতি এবং অঙ্গন্যাস, করন্যাস একাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় জানিবেন।

৫। সপ্রতিষ্ঠৌ রমৌ বায়ুঃ হৃৎপঞ্চার্ণো মনুর্মতঃ। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ প্রোক্তঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দোঽস্য দেবতা॥ রামভদ্রো বীজশক্তি প্রথমার্ণমিতি ক্রমাৎ। ভ্রূমধ্যে হৃদি নাভ্যূর্বোঃ পাদয়োর্বিন্যসেন্মনুম্॥ ষড়ঙ্গং পূর্ববদ্বিদ্যান্মন্ত্রার্ণৈর্মনুনাস্ত্রকম্॥

আকারের সহিত র ও ম এবং যকার ও নমঃ শব্দ মিলিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং 'রামায় নমঃ' ইহাই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, রামভদ্র দেবতা; বীজ শক্তি প্রভৃতি প্রথমবর্ণ ক্রমে জানিবে। ভ্রূমধ্যে, হৃদয়ে, নাভি, উরুদ্বয় ও পাদদ্বয়ে ক্রমশঃ এই মন্ত্রের বিন্যাস করিবে। যথা ভ্রূমধ্যে রা, হৃদয়ে মা, নাভিতে য়, উরুদ্বয়ে ন, এবং পাদদ্বয়ে ম। পূর্বের ন্যায় মন্ত্রবর্ণ দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস এবং মন্ত্র দ্বারা অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

৬। মধ্যে বনং কল্পতরোর্মূলে পুষ্পলতাসনে॥
লক্ষ্মণেন প্রগুণিতমক্ষ্ণঃ কোণেন সায়কম্।
অবেক্ষমাণং জানক্যা কৃতব্যজনমীশ্বরম্॥
জটাভারলসচ্ছীর্ষং শ্যামং মুনিগণাবৃতম্।
লক্ষ্মণেন ধৃতচ্ছত্রমথবা পুষ্পকোপরি॥
দশাস্যমথনং শান্তং সসুগ্রীববিভীষণম্।
এবং লব্ধ্বা জয়ার্থী তু বর্ণলক্ষং জপেন্মনুম্॥

শ্রীরামচন্দ্র বনের মধ্যে কল্পতরুর মূলে পুষ্পলতা-বিনির্মিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকর্তৃক সজ্জিত সায়কসমূহ অবলোকন করিতেছেন। সীতাদেবী সেই ঈশ্বরকে ব্যজন করিতেছেন। তিনি শ্যামবর্ণ,

তাঁহার শিরোদেশ জটাজূটপরিশোভিত। মুনিগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছেন এবং লক্ষ্মণ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াছেন, তিনি পুষ্পক রথোপরি উপবিষ্ট, রাবণ-বিনাশকারী ও শান্তমূর্ত্তি এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁহাব সম্মুখে বর্ত্তমান। এইরূপে ধ্যানযোগে জানিয়া জয়ার্থী ব্যক্তি চারি লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন।

৭। স্বকামশক্তিবাগ্লক্ষ্মীতারাদ্যঃ পঞ্চবর্ণকঃ।
ষড়ক্ষরঃ ষড়্বিধঃ স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥

রাং, ক্লীং, হ্রীং, ঐং, শ্রীং, ওঁ, এই ছয়টি বীজ 'রামায় নমঃ' এই পঞ্চাক্ষর রাম-বীজের আদিতে মিলিত হইয়া ছয় প্রকার ষড়ক্ষর মন্ত্র হইয়াছে। যথা—রাং রামায় নমঃ, ক্লীং রামায় নমঃ, হ্রীং রামায় নমঃ, ঐং রামায় নমঃ, শ্রীং রামায় নমঃ, ওঁ রামায় নমঃ। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রত্যেকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

৮। পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণপ্রত্যেকপূর্ব্বকো মনুঃ।
লক্ষ্মীবাঙ্মন্মথাদিশ্চ তারাদিঃ স্যাদনেকধা॥

'রামায় নমঃ' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে, অকারাদি পঞ্চাশন্মাতৃকা-বর্ণের এক একটি বর্ণ যোগ করিলে পঞ্চাশ প্রকার ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। যথা অ রামায় নমঃ, আ রামায় নমঃ ইত্যাদি, এইরূপে শ্রীং, ঐং, ক্লীং ও প্রণবযোগেও ষড়ক্ষর মন্ত্র বহুবিধ হইয়া থাকে।

৯। শ্রীমায়ামন্মথৈকৈকবীজাদ্যন্তর্গতো মনুঃ।
চতুর্বর্গঃ স এব স্যাৎ ষড়্বর্ণো বাঞ্ছিতপ্রদঃ॥

স্বাহান্তো হুংফড়ন্তো বা নত্যন্তো বা ভবেদয়ম্।
অষ্টাবিংশত্যুত্তরশতভেদঃ ষড়্‌বর্ণ ঈরিতঃ ॥

দ্ব্যক্ষর 'রাম' এই মন্ত্রের আদি ও অন্তে শ্রীং, হ্রীং, ক্লীং যোগ করিলে চতুরক্ষর মন্ত্র হইয়া থাকে। যথা—শ্রীং রাম শ্রীং, হ্রীং রাম হ্রীং, ক্লীং রাম ক্লীং। এই প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' অথবা 'নমঃ' শব্দ যোগ করিলে ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। যথা শ্রীং রাম শ্রীং স্বাহা, শ্রীং রাম শ্রীং হুং ফট্, শ্রীং রাম শ্রীং নমঃ। এইরূপ হ্রীং রাম হ্রীং স্বাহা ইত্যাদি রূপে ষড়ক্ষর মন্ত্র একশত আঠাইশ প্রকারের হইতে পরে।

১০। ব্রহ্মা সম্মোহনঃ শক্তির্দক্ষিণামূর্ত্তিরেব চ।
অগস্ত্যশ্চ শিবঃ প্রোক্তা মুনয়োঽনুক্রমাদিমে ॥
ছন্দো গায়ত্রসংজ্ঞং চ শ্রীরামশ্চৈব দেবতা ॥

রাং রামায় নমঃ, ক্লীং রামায় নমঃ, হ্রীং রামায় নমঃ, ঐং রামায় নমঃ, শ্রীং রামায় নমঃ, ওঁ রামায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রের ঋষি পৃথক্ পৃথক্। প্রথম মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দ্বিতীয় মন্ত্রের ঋষি সম্মোহন, তৃতীয় মন্ত্রের ঋষি শক্তি, চতুর্থ মন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্ত্তি, পঞ্চম মন্ত্রের ঋষি অগস্ত্য, ষষ্ঠ মন্ত্রের ঋষি শিব। ইহার গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীরাম দেবতা।

১১। অথবা কামবীজাদের্বিশ্বামিত্রো মুনির্ম্মনোঃ।
ছন্দো দেব্যাদিগায়ত্রী রামভদ্রোঽস্য দেবতা।
বীজশক্তী যথাপূর্ব্বং ষড়্‌বর্ণান্ বিন্যসেৎ ক্রমাৎ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হৃন্নাভ্যূরুষু পাদয়োঃ।
বীজৈঃ ষড়্‌দীর্ঘযুক্তৈর্ব্বা মন্ত্রার্ণৈর্ব্বা ষড়ঙ্গকম্ ॥

অথবা 'ক্লীং রামায় নমঃ' এই মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, গায়ত্রী ছন্দঃ, রামভদ্র দেবতা। বীজ-শক্তি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ জানিবে। ক্লীং, রা, মা, য়, ন, মঃ, এই ছয়টি বর্ণ ক্রমশঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃদয়ে, নাভিতে ও উরুদ্বয়ে বিন্যাস করিবে। ষড়ক্ষর বীজ, অথবা রাং হৃদয়ায় নমঃ, রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি রূপে, অথবা মন্ত্রবর্ণসমূহ দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবে।

১২। কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধা-কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥

শ্রীরামের দেহকান্তি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ইনি অতি কোমলাঙ্গ ও বীরাসনে উপবিষ্ট, ইঁহার এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ও অপর হস্ত জানুর উপরে বিন্যস্ত, পার্শ্বদেশে পদ্মহস্তা সৌদামিনীবর্ণা সীতাদেবী উপবিষ্টা আছেন; রামচন্দ্র সীতাদেবীকে দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার মস্তকে রত্নমুকুট এবং অঙ্গদাদি বিবিধ রত্নভূষণে শরীর উজ্জ্বল, এই প্রকার রাঘবকে ভজনা করি।

১৩। রামশ্চন্দ্রভদ্রান্তো ঙেন্তো নতিযুতো দ্বিধা।
সপ্তাক্ষরো মন্ত্ররাজঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।
তারাদিসহিতঃ সোঽপি দ্বিবিধোঽষ্টাক্ষরো মতঃ।
তারং রামশ্চতুর্থ্যন্তঃ ক্রোড়াস্ত্রং বহ্নিবল্লভা।
অষ্টার্ণোঽয়ং পরো মন্ত্রো ঋষ্যাদিঃ স্যাৎষড়র্ণবৎ।
পুনরষ্টাক্ষরস্যাথ রাম এব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥

গায়ত্রং ছন্দ ইত্যস্য দেবতা রাম এব চ।
তারং শ্রীবীজযুগ্মং চ বীজশক্ত্যাদয়ো মতাঃ ॥
ষড়ঙ্গং চ ততঃ কুর্য্যান্মন্ত্রার্ণৈরেব বুদ্ধিমান্।
তারং শ্রীবীজযুগ্মং চ রামায় নম উচ্চরেৎ ॥

চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত রাম শব্দের অন্তে 'চন্দ্র' ও 'ভদ্র' শব্দ যোগ করিয়া সর্ব্বশেষে 'নমঃ' শব্দযোগ করিলে, দুই প্রকার সপ্তাক্ষর মন্ত্রের উদ্ভব হয়। যথা—'রামচন্দ্রায় নমঃ', 'রামভদ্রায় নমঃ'। এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ এবং সকল অভীষ্ট ফলপ্রদ। এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রণব যোগ করিলে দ্বিবিধ অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। যথা—'ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ', 'ওঁ রামভদ্রায় নমঃ'। প্রণব ও চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত রামশব্দের অন্তে স্বাহাশব্দ যোগ করিয়া ইহার ক্রোড়ে বা অভ্যন্তরে ফট্‌শব্দ যোগ করিলে অন্যবিধ অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। যথা—'ওঁ রামায় ফট্ স্বাহা'। এই সকল অষ্টাক্ষর মন্ত্রের ঋষি রাম, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতাও রাম। বীজ ও শক্তিপ্রভৃতি প্রণব ও শ্রীবীজদ্বয়। যথা 'ওঁ শ্রীং শ্রীং'। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি করাঙ্গন্যাসাদি এই মন্ত্রবর্ণ দ্বারাই করিবেন এবং 'ওঁ শ্রীং শ্রীং রামায় নমঃ' ইহা উচ্চারণ করিবেন।

৪। গ্লৌমোং বীজং বদেন্মায়াং হ্রীং রামায় পুনশ্চ তাম্।
শিবোমারামমন্ত্রোঽয়ং বস্বর্ণস্তু বসুপ্রদঃ ॥
ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্তো গায়ত্রং ছন্দ উচ্যতে।
শিবোমারামচন্দ্রোঽত্র দেবতা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
দীর্ঘয়া মায়য়াঙ্গানি তারপঞ্চার্ণযুক্তয়া ॥

প্রথমতঃ প্লোং, ওঁ, বীজ, অর্থাৎ রাং মন্ত্র বলিয়া মায়া বা হ্রীং মন্ত্র বলিবে পরে নমঃ রামায় বলিয়া পুনর্ব্বার হ্রীং বলিবে। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র শিব, উমা এবং রামচন্দ্রের মন্ত্র, এই মন্ত্র জপ করিলে প্রভূত ধনসম্পত্তি লাভ হয়। ইহার ঋষি সদাশিব; ছন্দঃ গায়ত্রী, শিব, উমা ও রামচন্দ্র ইহার দেবতা। প্রণবযুক্ত 'রামায় নমঃ' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট মায়া বীজের সহিত যোগ করিয়া অঙ্গন্যাসাদি করিবে। যথা ওঁ রামায় নমঃ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমঃ, ওঁ রামায় নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি।

১৫। রামং ত্রিনেত্রং সোমার্দ্ধধারিণং শূলিনং পরম্।
ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গং কপর্দ্দিনমুপাস্মহে॥

যিনি ত্রিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র, শূলধারী, ভস্মবিলেপিতগাত্র ও জটাধারী, আমরা সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব রামচন্দ্রের আরাধনা করিতেছি।

১৬। রামাভিরামাং সৌন্দর্য্যসীমাং সোমাবতংসিকাম্।
পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণধরাং ধ্যায়েৎ ত্রিলোচনাম্॥

যিনি শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় নয়নাভিরাম, সৌন্দর্য্যের আদর্শভূমি ও চন্দ্রভূষণা, সেই পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণধারিণী ত্রিলোচনাকে ধ্যান করিবেন।

১৭। ধ্যায়ন্নেবং বর্ণলক্ষং জপতর্পণতৎপরঃ।
বিল্বপত্রৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈস্তিলাজ্যৈঃ পঙ্কজৈর্হুনেৎ।
স্বয়মায়াস্তি নিধয়ঃ সিদ্ধয়শ্চ সুরেপ্সিতাঃ॥

এইরূপে ধ্যান করিয়া জপ ও তর্পণ-পরায়ণ হইয়া চারিলক্ষ জপ করিবে। পরে তাহার দশাংশ সংখ্যায় বিল্বপত্র, ফল, পুষ্প, তিল,

ঘৃত অথবা পদ্মপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। (তাহার দশাংশ তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে) এই নিয়মে জপাদি করিলে পদ্ম শঙ্খাদি নিধি এবং দেবতাগণেরও অভিলষিত অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য স্বয়ং আসিয়া তাঁহার করায়ত্ত হয়।

১৮। পুনরষ্টাক্ষরস্যাথ ব্রহ্মগায়ত্ররাঘবাঃ।
ঋষ্যাদয়স্তু বিজ্ঞেয়াঃ শ্রীবীজং মম শক্তিকম্॥
তৎপ্রীত্যৈ বিনিয়োগশ্চ মন্ত্রার্ণৈরঙ্গকল্পনা॥

এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের কিন্তু ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা রাঘব, শ্রীবীজ অর্থাৎ শ্রীং এই মন্ত্র রামবীজের শক্তি, শ্রীরামের প্রীতির নিমিত্ত এই মন্ত্রের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। মন্ত্রবর্ণসমূহ দ্বারা করাঙ্গন্যাসাদি করিতে হয়।

১৯। কেয়ূরাঙ্গদকঙ্কণৈর্ম্মণিগণৈর্বিদ্যোতমানং সদা, রামং পার্ব্বণচন্দ্রকোটিসদৃশচ্ছত্রেণ বৈ রাজিতম্। হেমস্তম্ভসহস্রষোড়শযুতে মধ্যে মহামণ্ডপে দেবেশং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্॥

কেয়ূর, অঙ্গদ, কঙ্কণ প্রভৃতি মণি সমূহ দ্বারা সর্ব্বদা উজ্জ্বলকান্তি, কোটিপূর্ণচন্দ্রসদৃশ প্রভাযুক্ত ছত্র দ্বারা শোভমান, ষোড়শ সহস্র হেমস্তম্ভ সমন্বিত, মহামণ্ডপমধ্যে ভরতাদিকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, শ্যামলকান্তি দেবাদিদেব শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি।

২০। কিং মন্ত্রৈর্ব্বহুভির্ব্বিনশ্বরফলৈরায়াসসাধ্যৈর্বৃথা, কিঞ্চিল্লোভবিতানমাত্রবিফলৈঃ সংসারদুঃখাবহৈঃ। একঃ সন্নপি সর্ব্বমন্ত্রফলদো লোভাদিদোষোজ্ঝিতঃ। শ্রীরামঃ শরণং মমেতি সততং মন্ত্রোঽয়মষ্টাক্ষরঃ॥

যে সকল মন্ত্রজপের ফল চিরস্থায়ী নহে, সেইরূপ বৃথা আয়াসসাধ্য বহু মন্ত্রজপের প্রয়োজন কি ? কারণ ঐ সকল মন্ত্র স্বর্গাদি প্রলোভন জন্মাইয়া কিছুদিনের জন্য ঐ ফল প্রদান করে বটে, কিন্তু তাহা চিরস্থির নহে, তাহাকে পুনর্ব্বার দুঃখময় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, সুতরাং তাদৃশ বহুমন্ত্রজপেও চিরতর ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কাজেই লোভাদিদোষপরিশূন্য সমগ্র মন্ত্রফল প্রদানে সমর্থ একমাত্র শ্রীরামস্বরূপপ্রকাশক এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার অবলম্বনীয় হউক।

২১। এবমষ্টাক্ষরঃ সম্যক্ সপ্তধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
রামসপ্তাক্ষরো মন্ত্র আদ্যন্তে তারসংযুতঃ॥
নবার্ণো মন্ত্ররাজঃ স্যাচ্ছেষং ষড়র্ণবন্ন্যসেৎ।

এইরূপে অষ্টাক্ষর মন্ত্র সপ্তপ্রকার কথিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের সপ্তাক্ষর মন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব যোগ করিলে নবাক্ষর মন্ত্র হয়। যথা 'ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ ওঁ। এই নবাক্ষর মন্ত্র সকলমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ। অবশিষ্ট ন্যাসাদি ষড়ক্ষর মন্ত্রন্যাসবৎ জানিবে।

২২। জানকীবল্লভং ঙেন্তং বহ্নের্জায়াহুমাদিকম্॥ দশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ স্যাৎ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ। দশাক্ষরস্য মন্ত্রস্য বশিষ্ঠোঽস্য ঋষির্ব্বিরাট্ ছন্দোঽস্য দেবতা রামঃ সীতাপাণিপরিগ্রহঃ। আদৌ বীজং দ্বিঠঃ শক্তিঃ কামেনাঙ্গক্রিয়া মতা॥

'হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা' রামচন্দ্রের এই দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফল প্রদান করে। এই দশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ, গৃহীত

সীতাপাণি রামচন্দ্র ইহার দেবতা, হুং বীজ, স্বাহা শক্তি, 'ক্লীং' এই কামবীজ দ্বারা করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হয়

২৩। শিরোললাটভ্রূমধ্যতালুকণ্ঠেষু হৃদ্যপি।
নাভ্যূরুজানুপাদেষু দশার্ণান্ বিন্যসেন্মনোঃ॥

মস্তকে 'হুং নমঃ,' ললাটে জাং নমঃ,' ভ্রূমধ্যে 'নং নমঃ,' তালুতে 'কীং নমঃ,' কণ্ঠে 'বং নমঃ,' হৃদয়ে 'লং নমঃ,' নাভিতে 'ভাং নমঃ,' উরুতে 'স্বং নমঃ,' জানুতে 'স্বাং নমঃ' এবং পাদদ্বয়ে 'হাং নমঃ' এই মন্ত্রন্যাস করিবে।

২৪। অযোধ্যানগরে রত্নচিত্রে সৌবর্ণমণ্ডপে। মন্দারপুষ্পৈরাবদ্ধবিতানে তোরণাঞ্চিতে॥ সিংহাসনে সমাসীনং পুষ্পকোপরি রাঘবম্। রক্ষোভির্হরিভির্দেবৈর্দিব্যযানগতৈঃ শুভৈঃ॥ সংস্তূয়মানং মুনিভিঃ সর্ব্বতঃ পরিশোভিতম্। সীতালঙ্কৃতবামাঙ্গং লক্ষ্মণেনোপসেবিতম্॥ শ্যামং প্রসন্নবদনং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। ধ্যায়ন্নেবং জপেন্মন্ত্রং বর্ণলক্ষমনন্যধীঃ॥

অযোধ্যানগরীতে বিবিধরত্নমণ্ডিত সুবর্ণনির্ম্মিত মণ্ডপ, তাহাতে মন্দারপুষ্প-শোভিত সুবৃহৎ তোরণ ও চন্দ্রাতপ আবদ্ধ, তন্মধ্যে পুষ্পকোপরি সিংহাসনস্থিত রামকে দিব্যযানারূঢ় রাক্ষস, বানর ও দেবগণ স্তব করিতেছেন। মুনিগণ চতুর্দ্দিকে বসিয়া শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন, সীতাদেবী বামাঙ্গে উপবিষ্টা আছেন, লক্ষ্মণ ইঁহার নিরন্তর সেবা করিতেছেন। ইনি শ্যামবর্ণ প্রসন্নবদন সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত, এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিবে এবং অনন্যমনা হইয়া চারিলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে।

২৫। রামং ঙেন্তং ধনুষ্পাণয়েঽন্তঃ স্যাদ্বহ্নিসুন্দরী। দশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ স্যান্মুনির্ব্রহ্মা বিরাট্ স্মৃতঃ। ছন্দস্তু দেবতা প্রোক্তো রামো রাক্ষসমর্দ্দনঃ। শেষং তু পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাচ্চাপবাণধরং স্মরেৎ॥

'রামায় ধনুষ্পাণয়ে স্বাহা' ইহা শ্রীরামের দশাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ বিরাট্, রাক্ষসবিনাশন রামচন্দ্র ইহার দেবতা। অন্যান্য ন্যাসাদি সকলই পূর্ব্বের ন্যায় করিবে এবং ধনুর্ব্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা করিবে।

২৬। তারমায়ারমানঙ্গবাক্ স্ববীজৈশ্চ ষড়্বিধঃ। দশার্ণো মন্ত্ররাজঃ স্যাদ্রুদ্রবর্ণাত্মকো মনুঃ॥ শেষং ষড়র্ণবজ্‌জ্ঞেয়ং ন্যাসধ্যানাদিকং বুধৈঃ॥

এই মন্ত্রই ওঁ, হ্রীং, শ্রীং, ক্লীং, ঐং অথবা রাং মন্ত্রযোগে একাদশাক্ষর হয়। যথা ওঁ রামায় ধনুষ্পাণয়ে স্বাহা, হ্রীং রামায় ধনুষ্পাণয়ে স্বাহা, শ্রীং রামায় ধনুষ্পাণয়ে স্বাহা, ক্লীং রামায় ধনুষ্পাণয়ে স্বাহা, ঐং রামায় ধনুষ্পাণয়ে স্বাহা এবং রাং রামায় ধনুষ্পাণয়ে স্বাহা। এইরূপে একাদশাক্ষর মন্ত্র ছয় প্রকার। অবশিষ্ট ন্যাস ও ধ্যানাদি ষড়ক্ষর মন্ত্রের ন্যায়ই জানিবে।

২৭। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শ্রীরাম ঋষিরুচ্যতে॥ জগতী ছন্দ ইত্যুক্তং শ্রীরামো দেবতা মতঃ। প্রণবো বীজমিত্যুক্তঃ ক্লীং শক্তি হ্রীং চ কীলকম্॥ মন্ত্রেণাঙ্গানি বিন্যস্য শিষ্টং পূর্ব্ববদাচরেৎ। তারং মায়াং সমুচ্চার্য্য ভরতাগ্রজ ইত্যপি॥ রামঃ ক্লীং বহ্নিজায়ান্তং মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ॥

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি শ্রীরাম, ছন্দঃ জগতী, দেবতা শ্রীরাম,

ওঁকার ইহার বীজ, ক্লীং শক্তি, হ্রীং কীলক; এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারাই করন্যাস ও অঙ্গন্যাসাদি সম্পাদন করিবে এবং অবশিষ্ট পূর্ব্বের ন্যায় করিবে। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রটী এই—ওঁ হ্রীং ভরতাগ্রজ রামং ক্লীং স্বাহা।

২৮। ওঁ হ্রূভগবতে রামচন্দ্রভদ্রৌ চ ঙেযুতৌ। অর্কার্ণৌ দ্বিবিধোঽপ্যস্য ঋষিধ্যানাদিপূর্ব্ববৎ ছন্দস্তু জগতী চৈব মন্ত্রার্ণৈরঙ্গকল্পনা।

'ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায়', 'ওঁ নমো ভগবতে রামভদ্রায়' এই দুইটী অন্যবিধ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, ইহাদের ঋষি ও ধ্যানাদি পূর্ব্বের ন্যায়, ছন্দঃও সেই জগতী। কেবল মন্ত্রবর্ণসমূহ দ্বারা অঙ্গন্যাসাদি করিবে, এইমাত্র পার্থক্য।

২৯। শ্রীরামেতি পদং চোক্ত্বা জয়রাম ততঃ পরম্। জয়দ্বয়ং বদেৎ প্রাজ্ঞো রামেতি মনুরাজকঃ ত্রয়োদশার্ণ ঋষ্যাদি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকামদঃ। পদদ্বয়দ্বিরাবৃত্তেরঙ্গং ধ্যানং দশার্ণবৎ॥

"শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম,' এই ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং সকল অভীষ্ট ফলপ্রদ। এই মন্ত্রের ন্যায় ইহার পদদ্বয় দুইবার আবৃত্তি করিয়া অঙ্গন্যাসাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। দশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যানের ন্যায় ইহার ধ্যান।

৩০। তারাদিসহিতঃ সোঽপি স চতুর্দ্দশবর্ণকঃ। ত্রয়োদশার্ণমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্রামেতি যোজয়েৎ॥ স বৈ পঞ্চদশার্ণস্তু জপতাং কল্পভূরুহঃ॥

'ওঁ শ্রীরাম জয়রাম জয় জয় রাম' ইহা চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র। ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্রের শেষে 'রাম' শব্দযোগ করিলে পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র

হয়। যথা 'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম'। এই মন্ত্র জপকারীকে কল্পতরুর ন্যায় অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে।

৩১। নমশ্চ সীতাপতয়ে রামায়েতি হনদ্বয়ম্। ততস্থ কবচাস্ত্রান্তঃ ষোড়শাক্ষর ঈরিতঃ। অগস্ত্যঋষিশ্ছন্দো বৃহতী দেবতা চ সঃ॥ রাং বীজং শক্তিরস্ত্রং চ কীলকং হুমিতীরিতম্। দ্বিপঞ্চত্রি-চতুর্ব্বর্ণৈঃ সর্ব্বৈরঙ্গং ন্যসেৎ ক্রমাৎ॥

'নমঃ সীতাপতয়ে রামায় হন হন হুং ফট্' ইহা ষোড়শাক্ষর মন্ত্র; এই মন্ত্রের ঋষি অগস্ত্য, ছন্দঃ বৃহতী, দেবতা শ্রীরামচন্দ্র। রাং ইহার বীজ, ফট্ শক্তি, হুং কীলক। 'নমঃ' এই বর্ণদ্বয়, 'সীতাপতয়ে' এই পঞ্চবর্ণ, 'রামায়' এই বর্ণত্রয়, 'হন হন' এই চতুর্ব্বর্ণ এবং সর্ব্ববর্ণ দ্বারা ক্রমশঃ অঙ্গন্যাস করিবে। যথা নমঃ হৃদয়ায় নমঃ, সীতাপতয়ে শিরসে স্বাহা, রামায় শিখায়ৈ বষট্ ইত্যাদি।

৩২। তারাদিসহিতঃ সোঽপি মন্ত্রঃ সপ্তদশাক্ষরঃ। তারং নমো ভগবতে রামং ঙেন্তং মহা ততঃ॥ পুরুষায় পদং পশ্চাদ্ধৃদন্তোঽষ্টাদশা-ক্ষরঃ। বিশ্বামিত্রো মুনিশ্ছন্দো গায়ত্রং দেবতা চ সঃ॥

সেই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রই প্রণবের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হয়। যথা 'ওঁ নমঃ সীতাপতয়ে রামায় হন হন হুং ফট্'। 'ওঁ নমো ভগবতে রামায় মহাপুরুষায় নমঃ'। ইহা অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র, এই মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা শ্রীরামচন্দ্র।

৩৩। কামাদিসহিতঃ সোঽপি মন্ত্র একোনবিংশকঃ। তারং নমো ভগবতে রামায়েতি পদং বদেৎ॥ সর্ব্বশব্দং সমুচ্চার্য্য সৌভাগ্যং দেহি মে বদেৎ। বহ্নিজায়াং ততোচ্চার্য্য মন্ত্রো বিংশার্ণকো মতঃ॥

তারং নমো ভগবতে রামায় সকলং বদেৎ। আপন্নিবারণায়েতি বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ। একবিংশার্ণকো মন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ॥

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই 'ক্লীং' এই মন্ত্রযুক্ত হইয়া উনিশ অক্ষর হয়। যথা ক্লীং ওঁ নমো ভগবতে রামায় মহাপুরুষায় নমঃ। ওঁ নমঃ ভগবতে রামায় সর্ব্বসৌভাগ্যং দেহি মে স্বাহা, ইহা বিশ-অক্ষর মন্ত্র। 'ওঁ নমো ভগবতে রামায় সকলাপন্নিবারণায় স্বাহা' ইহা একুশ-অক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্র সকল অভীষ্ট ফল প্রদান করে।

৩৪। তারং রমাং স্ববীজং চ ততো দাশরথায় চ। ততঃ সীতাবল্লভায় সর্ব্বাভীষ্টপদং বদেৎ। ততো দায় হৃদন্তোঽয়ং মন্ত্রো দ্বাবিংশদক্ষরঃ॥

'ওঁ শ্রীং রাং দাশরথায় সীতাবল্লভায় সর্ব্বাভীষ্টদায় নমঃ'। ইহা বাইশ অক্ষর মন্ত্র।

৩৫। তারং নমো ভগবতে বীররামায় সংবদেৎ। কল শত্রূন্ হন দ্বন্দ্বং বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ॥ ত্রয়োবিংশাক্ষরো মন্ত্র সর্ব্বশত্রু-নিবর্হণঃ। বিশ্বামিত্রো মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে॥ দেবতা বীররামোঽসৌ বীজাদ্যাঃ পূর্ব্ববন্মতাঃ। মূলমন্ত্রবিভাগেন ন্যাসান্ কৃত্বা বিচক্ষণঃ॥ শরং ধনুষি সন্ধায় তিষ্ঠন্তং রাবণোন্মুখম্। বজ্র-পাণিরথারূঢ়ং রামং ধ্যাত্বা জপেন্মনুম্॥

'ওঁ নমো ভগবতে বীররামায় কলশত্রূন্ হন হন স্বাহা। এই ত্রয়োবিংশাক্ষর মন্ত্র সকল শত্রুবিনাশক। এই মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, গায়ত্রী ছন্দঃ, সেই রামচন্দ্রই দেবতা, বীজাদি আর সকলই পূর্ব্বের

ন্যায়। জ্ঞানবান্ লোক মূলমন্ত্র বিভাগপূর্ব্বক অঙ্গন্যাসাদি করিয়া ইন্দ্রপ্রেরিত রথে সমারূঢ় হইয়া ধনুতে বাণ সংযোজনপূর্ব্বক রাবণাভিমুখ হইয়া অবস্থিত শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেন।

৩৬। তারং নমো ভগবতে শ্রীরামায় পদং বদেৎ। তারক-ব্রহ্মণে চোক্ত্বা মাং তারয় পদং বদেৎ॥ নমস্তারাত্মকো মন্ত্রশ্চতুর্বিংশতিবর্ণকঃ। বীজাদিকং যথাপূর্ব্বং কুর্য্যাৎ ষড়র্ণবৎ॥ কামস্তারো নতিশ্চৈব ততো ভগবতে পদম্। রামচন্দ্রায় চোচ্চার্য্য সকলেতি পদং বদেৎ॥ জনবশ্যকরায়েতি স্বাহা কামাত্মকো মনুঃ। সর্ব্ববশ্যকরো মন্ত্রঃ পঞ্চবিংশতিবর্ণকঃ॥ আদৌ তারেণ সংযুক্তো মন্ত্রঃ ষড়্বিংশদক্ষরঃ। অন্তেঽপি তারসংযুক্তঃ সপ্তবিংশতিবর্ণকঃ।

'ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামায় তারকব্রহ্মণে মাং তারয় নমঃ ওঁ।' ইহা চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর মন্ত্র। বীজ শক্তি প্রভৃতি সকলই পূর্ব্বের ন্যায় ষড়ক্ষরমন্ত্রানুসারে জানিবে। 'ক্লীং ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায় সকলজনবশ্যকরায় স্বাহা।' ইহা কামবীজযুক্ত পঞ্চবিংশতি-অক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্র সকলের বশ্যকারী অর্থাৎ এই মন্ত্র জপ করিলে সকলেই জপকর্ত্তার বশীভূত হয়। এই মন্ত্রের আদিতে প্রণব যোগ করিলে ষড়বিংশ এবং আদ্যন্তে প্রণব যোগ করিলে সপ্তবিংশতি অক্ষর মন্ত্র হয়। ক্রমশঃ যথা 'ওঁ ক্লীং ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায় সকলজনবশ্যকরায় স্বাহা' এবং 'ওঁ ক্লীং ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায় সকলজনবশ্যকরায় স্বাহা ওঁ।'

৩৭। তারং নমো ভগবতে রক্ষোঘ্নবিশদায় চ। সর্ব্ববিঘ্নান্

সমুচ্চার্য্য নিবারয় পদদ্বয়ম্ ॥ স্বাহান্তো মন্ত্ররাজোঽয়মষ্টাবিংশতিবর্ণকঃ। অন্তে তারেণ সংযুক্ত একোনত্রিংশদক্ষরঃ ॥

'ওঁ নমো ভগবতে রক্ষোঘ্নবিশদায় সর্ব্ববিঘ্নান্ নিবারয় নিবারয় স্বাহা।' ইহা সর্ব্বমন্ত্রশ্রেষ্ঠ অষ্টাবিংশতি-অক্ষর মন্ত্র। ইহার অন্তে প্রণব যোগ করিলে একোনত্রিংশৎ (উনত্রিশ) অক্ষর মন্ত্র হয়। যথা ওঁ নমো ভগবতে রক্ষোঘ্নবিশদায় সর্ব্ববিঘ্নান্ নিবারয় নিবারয় স্বাহা ওঁ।

৩৮। আদৌ স্ববীজসংযুক্তস্ত্রিংশদ্বর্ণাত্মকো মনুঃ। অন্তেঽপি তেন সংযুক্ত একত্রিংশাত্মকঃ স্মৃতঃ ॥ রামভদ্র মহেষ্বাস রঘুবীর নৃপোত্তম। ভো দশাস্যান্তকাস্মাকং শ্রিয়ং দাপয় দেহি মে ॥ আনুষ্টুভ ঋষী রামশ্ছন্দোঽনুষ্টুপ্ স দেবতা। রাং বীজমস্য যং শক্তিরিষ্টার্থে বিনিয়োজয়েৎ ॥ পাদং হৃদি চ বিন্যস্য পাদং শিরসি বিন্যসেৎ। শিখায়াং পঞ্চভির্ন্যস্য ত্রিবর্ণৈঃ কবচং ন্যসেৎ ॥ নেত্রয়োঃ পঞ্চবর্ণৈশ্চ দাপয়েত্যস্ত্রমুচ্যতে ॥

উনত্রিশ অক্ষর মন্ত্রের আদিতে স্ববীজ 'রাং' যোগ করিলে ত্রিশ অক্ষর এবং অন্তেও, রাং যোগ করিলে একত্রিশ অক্ষর মন্ত্র হয়। যথা 'রাং ওঁ নমো ভগবতে…স্বাহা ওঁ, ইহা ত্রিশ অক্ষর মন্ত্র এবং রাং ওঁ নমো ভগবতে…স্বাহা ওঁ, রাং, ইহা একত্রিশ অক্ষর মন্ত্র। হে রামভদ্র! হে মহাধনুর্দ্ধরিন্ রঘুবীর! হে নৃপোত্তম দশানন-বিনাশিন্! আমাদের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির বিধান কর, আমাকে ঐশ্বর্য্য দাও। এই অনুষ্টুপের ঋষি রাম, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, সেই রামচন্দ্রই দেবতা, রাং ইহার বীজ, যং শক্তি, ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ইহার বিনিয়োগ

করিবে। এই অনুষ্টুপ্‌ মন্ত্রের প্রথম পাদ, অর্থাৎ 'রামভদ্র মহেষ্বাস' এই মন্ত্র হৃদয়ে বিন্যাস করিবে, দ্বিতীয় পাদ অর্থাৎ রঘুবীর নৃপোত্তম ইহা শিরোদেশে বিন্যাস করিবে। শিখাতে পঞ্চমন্ত্রাক্ষর, অর্থাৎ 'ভো দশাস্যান্ত' ইহা বিন্যাস করিবে। 'কাস্মাকং' এই বর্ণত্রয় কবচে ন্যাস করিবে। 'শ্রিয়ং দেহি মে' এই পঞ্চবর্ণ নেত্রদ্বয়ে এবং 'দাপয়' এই বর্ণত্রয় দ্বারা অস্ত্রায় ফট্‌ বলিবে। অর্থাৎ রামভদ্র মহেষ্বাস হৃদয়ায় নমঃ, রঘুবীর নৃপোত্তম শিরসে স্বাহা, দশাস্যান্ত শিখায়ৈ বষট্‌, কাস্মাকং কবচায় হুং, 'শ্রিয়ং দেহি মে নেত্রদ্বয়ায় বৌষট্‌, দাপয় করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্‌।

৩৯। চাপবাণধরং শ্যামং সসুগ্রীববিভীষণম্‌। হত্বা রাবণমায়ান্তং কৃতত্রৈলোক্যরক্ষণম্‌। রামভদ্রং হৃদি ধ্যাত্বা দশলক্ষং জপেন্মনুম্‌॥ বদেদ্দাশরথায়েতি বিদ্মহেতি পদং ততঃ। সীতাপদং সমুদ্ধৃত্য বল্লভায় ততো বদেৎ॥ ধীমহীতি বদেত্তন্নো রামশ্চাপি প্রচোদয়াৎ। তারাদিরেষা গায়ত্রী মুক্তিমেব প্রযচ্ছতি॥

শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণধারী ও শ্যামবর্ণ; তিনি রাবণকে নিহত করিয়া ত্রৈলোক্যের রক্ষার বিধানপূর্ব্বক সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত সমাগত হইতেছেন, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া দশলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। পরে 'ওঁ দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ' এই মুক্তিদাত্রী গায়ত্রী পাঠ করিবে।

৪০। মায়াদিরপি বৈদুষ্যং রামাদিশ্চ শ্রিয়ঃ পদম্‌। মদনেনাপি সংযুক্তঃ স মোহয়তি মেদিনীম্‌॥ পঞ্চ ত্রীণি ষড়র্ণৈশ্চ ত্রীণি চত্বারি

বর্ণকৈঃ। চত্বারি চ চতুর্বর্ণৈরঙ্গন্যাসং প্রকল্পয়েৎ॥ বীজধ্যানাদিকং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ ষড়্‌বর্ণবৎ ক্রমাৎ।

এই গায়ত্রী যখন মায়াদি অর্থাৎ 'হ্রীং' এই বীজাদি হন, তখন তিনি বিদ্যাবত্তাদির কথা কি বলিব, চিত্তস্থৈর্য্যাদিও দান করেন; যখন শ্রীং বীজাদি হন, তখন সম্পৎ প্রদান করেন। আর যখন ক্লীং বীজাদি হন, তখন সমগ্র জগৎ মোহিত করিয়া থাকেন। রাম-ষড়ক্ষর মন্ত্রের পাঁচ, তিন, ছয়, তিন, চারি এবং চারি চারি বর্ণের দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। পরে ষড়ক্ষর মন্ত্রের ন্যায় রামবীজের ধ্যানাদি করিবে।

৪১। তারং নমো ভগবতে চতুর্থ্যা রঘুনন্দনম্ রক্ষোঘ্নবিশদং তদ্বন্মধুরেতি বদেত্ততঃ। প্রসন্নবদনং ঙেন্তং বদেদমিততেজসে॥ বলরামৌ চতুর্থ্যন্তৌ বিষ্ণুং ঙেন্তং নতিস্ততঃ। প্রোক্তো মালামনুঃ সপ্তচত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ ঋষিছন্দো দেবতাদ্যাঃ ব্রহ্মানুষ্টুভরাঘবাঃ। সপ্তর্তুসপ্তদশষড় রুদ্রসংখ্যৈঃ ষড়ঙ্গকম্॥ ধ্যানং দশাক্ষরং প্রোক্তং লক্ষমেকং জপেন্মনুম্॥

'ওঁ নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঘ্নবিশদায় মধুরপ্রসন্নবদনায় অমিততেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ।' এই সাতচল্লিশ অক্ষর শ্রীরামচন্দ্রের মালামন্ত্র। ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্‌, দেবতা রাঘব। এই মন্ত্রের ক্রমশঃ সাত, ছয়, সতের, ছয় ও একাদশ অক্ষর গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গন্যাস করিবে। যথা—ওঁ নমো ভগবতে হৃদয়ায় নমঃ, রঘুনন্দনায় শিরসে স্বাহা ইত্যাদি। দশাক্ষর মন্ত্রকথিত ধ্যান করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে একলক্ষ জপ করিতে হয়।

৪২। শ্রিয়ং সীতা চতুর্থ্যন্তা স্বাহান্তোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ॥ জনকোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ। সীতা ভগবতী প্রোক্তা শ্রীং বীজং শক্তিরন্তজৌ॥ কীলং সীতা চতুর্থ্যন্তা ইষ্টার্থে বিনিয়োজয়েৎ। দীর্ঘস্বরযুতাদ্যেন ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ॥ স্বর্ণাভামম্বুজকরাং রামা-লোকনতৎপরাম্। ধ্যায়েৎ ষট্‌কোণমধ্যস্থরামাঙ্কোপরি শোভিতাম্॥

'শ্রীং সীতায়ৈ স্বাহা' এই ষড়ক্ষর সীতামন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি জনক, ছন্দঃ গায়ত্রী, ভগবতী সীতা দেবতা, শ্রীং বীজ, স্বাহা শক্তি; 'সীতায়ৈ' কীলক, ইষ্টার্থসিদ্ধির জন্য ইহার বিনিয়োগ করিবে। দীর্ঘস্বরযুক্ত মন্ত্রের আদ্যাক্ষর দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। যথা শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি। সীতাদেবীর কান্তি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তিনি পদ্মহস্তা এবং সর্ব্বদা শ্রীরামের দর্শনাভি-লাষিণী হইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছেন। তিনি ষট্‌কোণের মধ্যবর্ত্তী শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোড় অলঙ্কৃত করিতেছেন, এইরূপে তাঁহার ধ্যান করিবে।

৪৩। লকারং তু সমুদ্ধৃত্য লক্ষ্মণায় নমোন্তকঃ। অগস্ত্য ঋষিরস্যাথ গায়ত্রং ছন্দ উচ্যতে॥ লক্ষ্মণো দেবতা প্রোক্তো লং বীজং শক্তিরস্য হি। নমস্তু বিনিয়োগো হি পুরুষার্থচতুষ্টয়ে॥ দীর্ঘভাজা স্ববীজেন ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ। দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরতনুং পদ্মনিভেক্ষণম্॥ ধনুর্ব্বাণধরং দেবং রামারাধনতৎপরম্॥

'লং লক্ষ্মণায় নমঃ' ইহা লক্ষ্মণ-মন্ত্র, এই মন্ত্রের ঋষি অগস্ত্য, ছন্দঃ গায়ত্রী, লক্ষ্মণ দেবতা, লং ইহার বীজ; নমঃ শক্তি; ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের নিমিত্ত এই মন্ত্রের বিনিয়োগ

হয়। দীর্ঘস্বরযুক্ত 'লং' এই বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাসাদি করিবে। যথা লাং হৃদয়ায় নমঃ, লীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি। পরে দ্বিভুজ, স্বর্ণের ন্যায় মনোহরকান্তিবিশিষ্ট, পদ্মলোচন, ধনুর্ব্বাণধারী, শ্রীরামের শুশ্রূষায় নিরত দেব লক্ষ্মণের ধ্যান করিবে।

৪৪। ভকারং তু সমুদ্ধৃত্য ভরতায় নমোঽন্তকঃ। অগস্ত্য-ঋষিরস্যাথ শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ। ভরতং শ্যামলং শান্তং রামসেবা-পরায়ণম্॥ ধনুর্ব্বাণধরং বীরং কৈকেয়ীতনয়ং ভজে॥

'ভং ভরতায় নমঃ' ইহা ভরত-মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি অগস্ত্য, অন্যান্য সকলই লক্ষ্মণমন্ত্রের ন্যায় জানিবে। ভরত শ্যামবর্ণ, শান্ত, রামসেবায় নিয়ত নিযুক্ত, ধনুর্ব্বাণধারী ও কৈকেয়ীর তনয়, আমরা তাঁহার ভজনা করি, এইরূপে ধ্যান করিবে।

৪৫। শং বীজং তু সমুদ্ধৃত্য শত্রুঘ্নায় নমোঽন্তকঃ। ঋষ্যাদয়ো যথাপূর্ব্বং বিনিয়োগোঽগ্নিনিগ্রহে॥ দ্বিভুজং স্বর্ণবর্ণভং রামসেবা-পরায়ণম্। লবণাসুরহন্তারং সুমিত্রাতনয়ং ভজে॥

'শং শত্রুঘ্নায় নমঃ'। ইহা শত্রুঘ্নমন্ত্র। ঋষি, ছন্দঃপ্রভৃতি লক্ষ্মণমন্ত্রের ন্যায় জানিবে। কেবলমাত্র এই মন্ত্রের বিনিয়োগ অগ্নি-নিগ্রহে এই বিশেষত্ব। শত্রুঘ্ন দ্বিভুজ, সুবর্ণের ন্যায় মনোহরকান্তি, সর্ব্বদা রামের সেবায় নিরত, লবণনামক দানববিনাশী সুমিত্রার তনয়, আমরা তাঁহার ভজনা করি।' এইরূপ ইহাঁর ধ্যান করিবে।

৪৬। হং হনুমাংশ্চতুর্থ্যন্তঃ হৃদন্তো মন্ত্ররাজকঃ। রামচন্দ্র-ঋষিঃ প্রোক্তো যোজয়েৎ পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ॥ দ্বিভুজং স্বর্ণবর্ণাভং

রামসেবাপরায়ণম্। মৌঞ্জীকৌপীনসহিতং মাং ধ্যায়েদ্রামসেবকম্ ইতি ॥

ইতি রামরহস্যোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

'হ্রং হনুমতে নমঃ' ইহা হনূমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি রামচন্দ্র। ছন্দঃপ্রভৃতি সকলই লক্ষ্মণমন্ত্রানুসারে জানিবে। (হনূমান বলিতেছেন)—দ্বিভুজ, সুবর্ণের ন্যায় মনোজ্ঞকান্তি রামের সেবায় সতত নিরত, মেখলা ও কৌপীনধারী শ্রীরামের সেবকরূপে আমার ধ্যান করিবে।

রামরহস্য উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

১। সনকাদ্যা মুনয়ো হনূমন্তং পপ্রচ্ছুঃ। আঞ্জনেয় মহাবল পূর্ব্বোক্তমন্ত্রাণাং পূজাপীঠমনুব্রূহীতি। হনূমান্ হোবাচ। আদৌ ষট্‌কোণম্। তন্মধ্যে রামবীজং সশ্রীকম্। তদধোভাগে দ্বিতীয়ান্তং সাধ্যম্॥ বীজোর্দ্ধভাগে ষষ্ঠ্যন্তং সাধকম্॥ পার্শ্বে দৃষ্টিবীজে॥ তৎপরিতো জীবপ্রাণশক্তিবশ্যবীজানি॥ তৎসর্ব্বং সম্মুখোন্মুখাভ্যাং প্রণবাভ্যাং বেষ্টনম্॥ অগ্নীশাসুরবায়ব্যপুরঃপৃষ্ঠেষু ষট্‌কোণেষু দীর্ঘভাজি হৃদয়াদিমন্ত্রাঃ ক্রমেণ॥ রাং রীং রূং রৈং রৌং রঃ ইতি দীর্ঘভাজি তদ্‌যুক্তহৃদয়াদ্যস্ত্রান্তম্॥ ষট্‌কোণপার্শ্বে রমামায়াবীজে॥

কোণাগ্রে বায়াহং হুমিতি। তদ্বীজান্তরালে কামবীজম্। পরিতো বাগ্‌ভবম্॥

সনকাদি মুনিগণ হনূমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহাবল অঞ্জনানন্দন! পূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র বলিলে, তাহার পূজাযন্ত্র আমাদিগকে আনুপূর্ব্বিক বল। তখন হনুমান্ বলিলেন, প্রথমতঃ একটী ষট্‌কোণ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তন্মধ্যে, 'রাং শ্রীং' লিখিয়া তাহার নিম্নে যাহা সাধনীয়, তাহা দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত করিয়া লিখিবে, যথা 'অমুকং কুরু, ইত্যাদি। সেই বীজমন্ত্রের উর্দ্ধভাগে ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত করিয়া সাধকের নাম লিখিবে, যথা 'অমুকস্য'। তাহার উভয়পার্শ্বে দৃষ্টিবীজদ্বয় এবং চতুর্দ্দিকে জীব, প্রাণ, শক্তি ও বশ্যবীজ চারিটী যথাক্রমে লিখিবে। এই প্রত্যেক বীজমন্ত্রেরই উভয়পার্শ্বে মুখামুখী করিয়া দুই দুইটী প্রণব লিখিতে হইবে। অগ্নিকোণ, ঈশানকোণ, নৈঋ্বতকোণ, বায়ুকোণ এবং সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে দীর্ঘস্বরযুক্ত হৃদয়াদি মন্ত্রসকল ক্রমশঃ লিখিবে। যথা রাং হৃদয়ায় নমঃ, রীং শিরসে স্বাহা, রূং শিখায়ৈ বষট্, রৈং কবচায় হুং, রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ষট্‌কোণ-পার্শ্বে শ্রীং হ্রীং এই বীজদ্বয় কোণাগ্রভাগে হুং, সেই বীজদ্বয়ের মধ্যভাগে ক্লীং এবং চতুর্দ্দিকে ঐং বীজ লিখিবে।

২। ততো বৃত্তত্রয়ং সাষ্টপত্রম্। তেষু দলেষু স্বরান্‌ষ্টবর্গান্‌প্রতিদলং মালামনুবর্ণষট্‌কম্। অন্তে পঞ্চাক্ষরম্। তদ্দলকপোলেষষ্টবর্ণান্। পুনরষ্টদলপদ্মম্। তেষু দলেষু নারায়ণাষ্টাক্ষরীমন্ত্রঃ। তদ্দলকপোলেষু শ্রীংবীজম্। ততো বৃত্তম্। ততো দ্বাদশদলম্।

তেষু দলেষু বাসুদেবদ্বাদশাক্ষরীমন্ত্রঃ। তদ্দলকপোলেষ্বাদিত্যান্ ততো বৃত্তম্ ততঃ ষোড়শদলম্। তেষু দলেষু হুং ফট্‌ নতিসহিত-রামদ্বাদশাক্ষরম্। তদ্দলকপোলেষু মায়াবীজম্। সর্ব্বত্র প্রতিকপোলং দ্বিরাবৃত্ত্যা হ্রুং স্রং ভ্রং ব্রং ভ্রমং শ্রং ষ্ট্রম্॥

তাহার পরে ক্রমশঃ তিনটী বৃত্ত ও তাহার বাহিরে আটটী পত্ররচনা করিবে। সেই পত্রে অকারাদি স্বরবর্ণ এবং ক, চ, ট, ত, প, য, শ ও লক্ষ এই অষ্টবর্গ ক্রমশঃ লিখিবে। প্রত্যেক পত্রে পূর্ব্বোক্ত মালামন্ত্রের ছয়টী ছয়টী করিয়া বর্ণ লিখিবে। সর্ব্বশেষে পাঁচ অক্ষর এবং সেই দলের কপোলদেশে অষ্টাক্ষর মন্ত্র লিখিবে। পুনর্ব্বার আর একটী অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে, তাহার প্রত্যেক দলে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ও দলের কপোলদেশে 'শ্রীং' এই শ্রীবীজ লিখিবে। তাহার পরে আরও একটী বৃত্ত এবং তাহার বাহিরে দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া, ঐ দলে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়', বাসুদেবের এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র এবং ঐ দলগণ্ডে দ্বাদশ আদিত্যনাম লিখিবে। পুনর্ব্বার আরও একটী বৃত্ত ও তাহার বাহিরে ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক পত্রে 'হুং ফট্ নমঃ ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায়' এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের এক একটী অক্ষর এবং প্রত্যেকদলের গণ্ডদেশে হ্রুং, স্রং, ভ্রং ব্রং, ভ্রমং, শ্রং, ষ্ট্রং এই মন্ত্রাক্ষর দুই দুই বার করিয়া লিখিবে।

৩। ততো বৃত্তম্। ততো দ্বাত্রিংশদ্দলপদ্মম্। তেষু দলেষু নৃসিংহমন্ত্ররাজানুষ্টুভমন্ত্রঃ তদ্দলকপোলেষ্বষ্টবস্বেকাদশরুদ্রদ্বাদশাদিত্য-মন্ত্রাঃ প্রণবাদিনমোঽন্তাশ্চতুর্থ্যন্তাঃ ক্রমেণ। তদ্বহির্ব্বষট্কারং

পরিতঃ। ততো রেখাত্রয়যুক্তং ভূপুরম্। দ্বাদশদিক্ষু রাশ্যাদিভূষিতম্। অষ্টনাগৈরধিষ্ঠিতম্। চতুর্দিক্ষু নারসিংহবীজম্। বিদিক্ষু বারাহবীজম্। এতৎ সর্ব্বাত্মকং যন্ত্রং সর্ব্বকামপ্রদং মোক্ষপ্রদং চ ॥

পুনর্ব্বার একটী বৃত্ত ও তাহার বাহিরে বত্রিশটী পত্রযুক্ত একটী পদ্ম অঙ্কিত করিবে। সেই পদ্মের পত্রে নৃসিংহের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্টুভ মন্ত্র এবং তাহার কপোলদেশে প্রথমতঃ প্রণব এবং অন্তে নমঃশব্দ যোগ করিয়া চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত অষ্ট বসু, একাদশ আদিত্য মন্ত্র ক্রমশঃ লিখিবে। তাহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে 'বষট্' এই মন্ত্র লিখিবে। পরে রেখাত্রয়যুক্ত ভূপুর ও দ্বাদশ দিকে অনন্তাদি অষ্টনাগাধিষ্ঠিত দ্বাদশরাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া চতুর্দ্দিকে নরসিংহ-বীজমন্ত্র লিখিবে। এই সকল মন্ত্রযুক্ত যন্ত্র, সমগ্র ইষ্টফল এমন কি মোক্ষপর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে।

৪। একাক্ষরাদিনবাক্ষরান্তানামেতদ্‌যন্ত্রং ভবতি তদ্দশাবরণাত্মকং ভবতি। ষট্‌কোণমধ্যে সাঙ্গং রাঘবং যজেৎ। ষট্‌কোণেষ্বঙ্গৈঃ প্রথমাবৃতিঃ। অষ্টদলমূলে আত্মাদ্যাবরণম্। তদগ্রে বাসুদেবাদ্যা-বরণম্। দ্বিতীয়াষ্টদলমূলে ধৃষ্ট্যাদ্যাবরণম্। তদগ্রে হনুমদাদ্যাবরণম্। দ্বাদশদলেষু বসিষ্ঠাদ্যাবরণম্। ষোড়শদলেষু নীলাদ্যাবরণম্। দ্বাত্রিংশদ্দলেষু ধ্রুবাদ্যাবরণম্। এবমভ্যর্চ্য মনুং জপেৎ ॥

এক অক্ষর হইতে নয় অক্ষর পর্য্যন্ত রামমন্ত্রের এই একই যন্ত্র। এই যন্ত্র দশবিধ আবরণ স্বরূপ, অর্থাৎ এই যন্ত্রে দশবিধ আবরণ দেবতার পূজা করিতে হয়, ক্রমশঃ তাহা বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ

ষট্‌কোণমধ্যে অঙ্গদেবতার সহিত রামচন্দ্রের পূজা করিবে। এই ষট্‌কোণই অঙ্গ দেবতা দ্বারা প্রথম আবরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্টদল পদ্মের মূলদেশে আত্মাদি দেবতার আবরণ। সেই পদ্মের অগ্রে বাসুদেবাদি দেবতার আবরণ। দ্বিতীয় অষ্টদল পদ্মের মূলদেশে ধৃষ্টি জয়ন্তপ্রভৃতি দেবতার আবরণ, তাহার অগ্রে হনুমান, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণপ্রভৃতির আবরণ। দ্বাদশদল পদ্মে বশিষ্ঠ বামদেবাদির আবরণ। ষোড়শদলে নীলনলপ্রভৃতির আবরণ। ভূপুরের অভ্যন্তরে ইন্দ্র, বহ্নি, যমপ্রভৃতির আবরণ। তাহার বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্রের আবরণ। যথানিয়মে এই সকল আবরণদেবতার পূজা করিয়া মূল মন্ত্র জপ করিবে। [আবরণদেবতার বিশেষ বিবরণ শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে।]

৫। অথ দশাক্ষরাদিদ্বাত্রিংশদক্ষরান্তানাং মন্ত্রাণাং পূজাপীঠমুচ্যতে। আদৌ ষট্‌কোণম্। তন্মধ্যে সাধ্যনামানি। এবং কামবীজবেষ্টনম্। তং শিষ্টেন নবার্ণেন বেষ্টনম্। ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গান্যগ্নীশাসুরবায়ব্যপূর্ব্বপৃষ্ঠেষু তৎকপোলেষু শ্রীমায়েকোণাগ্রে ক্রোধম্॥

ইহার পরে দশ অক্ষর অবধি বত্রিশ অক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্রের পূজাযন্ত্র বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে 'রাং' এই মন্ত্র এবং যাহা সাধন করিতে হইবে তাহা (অমুকং কুরু ইত্যাদি) লিখিবে। পরে উহা 'ক্লীং' এই কামবীজ দ্বারা এবং দশাক্ষর মন্ত্রের অবশিষ্ট নয় অক্ষর দ্বারা বেষ্টন করিবে। অগ্নি, ঈশান, নৈঋত, বায়ুকোণ এবং সম্মুখ ও পশ্চাতে এই ষট্‌কোণে রাং

হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্র লিখিবে। তৎপার্শ্বে শ্রীং হ্রাং এই বীজদ্বয় ও কোণাগ্রভাগে 'হুং' বীজ লিখিতে হইবে।

৬। ততো বৃত্তম্। ততোঽষ্টদলম্। তেষু দলেষু ষট্‌সংখ্যয়া মালামনুবর্ণান্। তদ্দলকপোলেষু ষোড়শ স্বরাঃ। ততো বৃত্তম্। তৎপরিত আদিক্ষান্তম্। তদ্বহির্ভূপুরং সাষ্টশূলাগ্রম্। দিক্ষু বিদিক্ষু নারসিংহবারাহে। এতন্মহাযন্ত্রম্॥

তাহার বাহিরে একটী বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক দলে শ্রীরামমালামন্ত্রের ছয় ছয়টী বর্ণ লিখিবে। ঐ দলের পার্শ্বে অকার অবধি অং অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিয়া পুনর্ব্বার আর একটী বৃত্ত ও তাহার চতুর্দ্দিকে অকার অবধি ক্ষপর্য্যন্ত বর্ণমালা লিখিতে হইবে। তাহার বাহিরে অষ্টশূলাগ্রের সহিত, ভূপুর এবং পূর্ব্বদিকে নরসিংহমন্ত্র ও কোণে বরাহমন্ত্র লিখিবে। ইহাই মহাযন্ত্র।

৭। আধারশক্ত্যাদিবৈষ্ণবপীঠম্। অঙ্গৈঃ প্রথমাবৃতিঃ। মধ্যে রামম্। বামভাগে সীতাম্। তৎপুরতঃ শার্ঙ্গং শরং চ। অষ্টদলমূলে হনুমদাদিদ্বিতীয়াবরণম্। ধৃষ্ট্যাদিতৃতীয়াবরণম্। ইন্দ্রাদিভিশ্চতুর্থী। বজ্রাদিভিঃ পঞ্চমী। এতদ্‌যন্ত্রারাধনপূর্ব্বকং দশাক্ষরাদিমন্ত্রং জপেৎ॥

ইতি রামরহস্যোপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ইহাই আধার শক্ত্যাদিনামক বৈষ্ণব যন্ত্র, ইহাতেই অঙ্গদেবতা দ্বারা প্রথম আবরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের মধ্যভাগে রাম, বামভাগে সীতা এবং সম্মুখে ধনুঃ ও শরের পূজা করিবে। অষ্টদলপদ্মের মূলদেশে হনুমান্ সুগ্রীবপ্রভৃতি দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ, ধৃষ্টি-

জয়ন্তপ্রভৃতি দ্বারা তৃতীয় আবরণ, ইন্দ্র বহ্নিপ্রভৃতি দ্বারা চতুর্থ আবরণ এবং বজ্রাদি অস্ত্র দ্বারা পঞ্চম আবরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইযন্ত্রের আরাধনা করিয়া দশাক্ষরাদি মন্ত্র জপ করিবে।

রামরহস্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

১। সনকাদ্যা মুনয়ো হনূমন্তং পপ্রচ্ছুঃ। শ্রীরাম মন্ত্রাণাং পুরশ্চরণবিধিমনুব্রূহীতি। হনূমান্ হোবাচ। নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী পয়োমূলফলাদিভুক্। অথবা পায়সাহারো হবিষ্যান্নাদ এব বা॥ ষড়্রসৈশ্চ পরিত্যক্তঃ স্বাশ্রমোক্তবিধিং চরন্। বনিতাদিষু বাক্কর্ম-মনোভির্নিঃস্পৃহঃ শুচিঃ॥ ভূমিশায়ী ব্রহ্মচারী নিষ্কামো গুরুভক্তিমান্। স্নানভূজাজপধ্যানহোমতর্পণতৎপরঃ॥ গুরূপদিষ্টমার্গেণ ধ্যায়ন রামমনন্যধীঃ। সূর্য্যেন্দুগুরুদীপাদিগোব্রাহ্মণসমীপতঃ॥ শ্রীরামসন্নিধৌ মৌনী মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে স্থিত্বা স্বস্তিকাদ্যাসনক্রমাৎ॥ তুলসীপারিজাতশ্রীবৃক্ষমূলাদিকস্থলে। পদ্মাক্ষতুলসীকাষ্ঠরুদ্রাক্ষকৃতমালয়া॥ মাতৃকামালয়া মন্ত্রী মনসৈব মনুং জপেৎ॥

সনকাদি ঋষিগণ হনূমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীরামমন্ত্রের পুরশ্চরণবিধি কি, তাহা আমাদিগকে বল। তখন হনূমান্ বলিলেন, —প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই ত্রিসন্ধ্যাস্নায়ী হইয়া দুগ্ধ, মূল, ফলাদি ভক্ষণ বা কেবল মিষ্টান্ন ভক্ষণ, অথবা হবিষ্যান্ন ভক্ষণ

করিয়া ছয়টী রসের লোভ পরিত্যাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মোক্ত নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক কামিনীকাঞ্চনাদিতে কায়মনোবাক্যে নিঃস্পৃহ এবং শুচি হইয়া ভূমিতে শয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, অর্থাৎ বনিতা-স্মরণ বা তাহাদের রূপকীর্ত্তনাদিরূপ অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জন পূর্ব্বক নিষ্কাম হইবে। পরে গুরুভক্তিসহকারে স্নান, পূজা, জপ, ধ্যান, হোম, তর্পণ-প্রভৃতিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া একমনে গুরুপ্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিবে; অর্থাৎ সূর্য্যচন্দ্রসন্নিধানে (দিবারাত্রিতে) গুরু, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপচার, গো, ব্রাহ্মণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহসন্নিধানে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রার্থ বা মন্ত্রপ্রার্থিত দেবতার ধ্যান করিবে। তুলসী, পারিজাত বা বিল্বমূলে ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত আসনে, স্বস্তিকাসন বা পদ্মাদি আসনে অবস্থানপূর্ব্বক পদ্মবীজ তুলসীকাষ্ঠ বা রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা মননশীল ব্যক্তি মাতৃকামালামন্ত্রানুরূপে মনে মনে মন্ত্র জপ করিবে।

২। অভ্যর্চ্য বৈষ্ণবে পীঠে জপেদক্ষরলক্ষকম্॥ তর্পয়েত্তদ্দশাংশেন পায়সাত্তদ্দশাংশতঃ। জুহুয়াদ্গোঘৃতেনৈব ভোজয়েত্তদ্দশাংশতঃ॥ ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং মূলমন্ত্রেণ বিধিবচ্চরেৎ। ততঃ সিদ্ধমনুর্ভূত্বা জীবন্মুক্তো ভবেন্মুনিঃ॥ অণিমাদির্ভজত্যেনং যূনং বরবধূরিব। ঐহিকেষু চ কার্য্যেষু মহাপৎসু চ সর্ব্বদা॥ নৈব যোজ্যো রামমন্ত্রঃ কেবলং মোক্ষসাধকঃ॥

এইরূপে বৈষ্ণব যন্ত্রে পূজা করিয়া লক্ষ মন্ত্রজপ করিবে। এই জপের দশাংশসংখ্যায় দুগ্ধ দ্বারা তর্পণ, তাহার দশাংশসংখ্যায় গোঘৃত দ্বারা হোম ও তাহার দশাংশসংখ্যায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

ইহার পরে মূল মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। এইরূপে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে যখন মন্ত্র সিদ্ধ হইবে, তখন সেই সিদ্ধমন্ত্র মুনি জীবন্মুক্ত হইতে পারিবেন। বরবধূ যেরূপ যুবকের অনুসরণ করে, অনিমাদি বিভূতিও সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের অনুসরণ করে; অর্থাৎ অনিচ্ছায়ও জীবন্মুক্ত পুরুষের অণিমাদি ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হয়। ইহলোকের সুখসাধনের নিমিত্ত বা সর্ব্বদা আপৎ নিবারণের জন্য রামমন্ত্রের প্রয়োগ করিবে না, কারণ এই মন্ত্র মুক্তির সাধন। সুতরাং সাধারণ লোকব্যবহারে ইহা প্রযোজ্য নহে।

৩। ঐহিকে সমনুপ্রাপ্তে মাং স্মরেদ্রামসেবকম্॥ যো রামং সংস্মরেন্নিত্যং ভক্ত্যা মনুপরায়ণঃ। তস্যাহমিষ্টসংসিদ্ধ্যৈ দীক্ষিতোঽস্মি মুনীশ্বরাঃ॥ বাঞ্ছিতার্থং প্রদাস্যামি ভক্তানাং রাঘবস্য তু। সর্ব্বথা জাগরূকোঽস্মি রামকার্য্যধুরন্ধরঃ॥

ইতি রামরহস্যোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

ইহলোকে ভয় উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবে, কারণ আমি তাঁহার সেবক। যে ব্যক্তি একমাত্র রামমন্ত্রের শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা ভক্তির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের অনুধ্যান করে, হে মুনীন্দ্রগণ, আমি তাহার অভিলাষপূরণের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি যে, শ্রীরামমন্ত্রের ভক্তগণের অভিলষিত বিষয় প্রদান করিব, কারণ রামচন্দ্রের কার্য্যভার আমার উপরেই ন্যস্ত, সুতরাং সর্ব্বদা আমি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ্রীরামরহস্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

১। সনকাদ্যা মুনয়ো হনুমন্তং পপ্রচ্ছুঃ। শ্রীরাম মন্ত্রার্থমনুব্রূহীতি। হনুমান্ হোবাচ। সর্ব্বেষু রামমন্ত্রেষু মন্ত্ররাজঃ ষড়ক্ষরঃ। একধা দ্বিবিধা ত্রেধা চতুর্ধা পঞ্চধা তথা। ষট্‌সপ্তধাষ্টধা চৈব বহুধায়ং ব্যবস্থিতঃ। ষড়ক্ষরস্য মাহাত্ম্যং শিবো জানাতি তত্ত্বতঃ॥

সনকাদি ঋষিগণ হনুমানকে বলিয়া ছিলেন যে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীরাম-মন্ত্রের অর্থ আমাদিগকে বলুন। তখন হনুমান্ বলিলেন, সকল রামমন্ত্রের মধ্যে ষড়ক্ষর মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র একধা, দ্বেধা, ত্রেধা, চতুর্ধা, পঞ্চধা, ষড়্‌ধা, সপ্তধা, এইরূপ বহুপ্রকারে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য একমাত্র শিব জানেন।

২। শ্রীরামমন্ত্ররাজস্য সম্যগর্থোঽয়মুচ্যতে। নারায়ণাষ্টাক্ষরে চ শিবপঞ্চাক্ষরে তথা। সার্থকার্ণদ্বয়ং রামো রমন্তে যত্র যোগিনঃ॥

শ্রীরামমন্ত্ররাজের অর্থ সম্যক্‌রূপে বলিতেছি। "ওঁ নমো নারায়ণায়" নারায়ণের এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে এবং "নমঃ শিবায়" শিবের এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে, যে সার্থকতা, তদপেক্ষাও "রাম" এই মন্ত্রাক্ষরদ্বয়ে সার্থকতা অধিক, কারণ যোগিগণ যাঁহাকে পাইয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করেন, তিনিই রাম।

৩। রকারো বহ্নিবচনঃ প্রকাশঃ পর্য্যবস্যতি॥ সচ্চিদানন্দরূপোঽস্য পরমাত্মার্থ উচ্যতে। ব্যঞ্জনং নিষ্কলং ব্রহ্ম প্রাণো মায়েতি চ স্বরঃ॥ ব্যঞ্জনৈঃ স্বরসংযোগং বিদ্ধি তৎপ্রাণযোজনম্। রেফো

জ্যোতির্ম্ময়ঃ তস্মিন্ কৃতমাকারযোজনম্॥ মকারোঽভ্যুদয়ার্থত্বাৎ স মায়েতি কীর্ত্ত্যতে। সোঽয়ং বীজং স্বকং যস্মাৎ সমায়ং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥

রকার বহ্নির বাচক সুতরাং প্রকাশ উহার ফল,বস্তুতঃ রকারের অর্থ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম। ব্যঞ্জনবর্ণ নিষ্কল ব্রহ্মের বোধক, স্বরবর্ণ প্রাণ এবং মায়া উভয়ের বাচক, সুতরাং ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যোগ অর্থই ব্রহ্ম ও প্রাণের একত্র সমাবেশ জানিবে। রেফ (রকার) বহ্নিবোধক বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়, উহাতে আকার (স্বর) যোগ করিলে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সহিত প্রাণোপাধিক আত্মার সমাবেশ হয়; রাম শব্দের অন্তর্গত মকার অভ্যুদয়ার্থের প্রকাশক, সুতরাং মায়া নামে কীর্ত্তিত। অতএব যেহেতু 'রাম' এইরূপ স্বকীয় বীজমন্ত্র, সেই জন্য রাম মায়োপহিত চৈতন্যনামে অভিহিত।

৪। স বিন্দুঃ সোঽপি পুরুষঃ শিবসূর্য্যেন্দুরূপবান্। জ্যোতিস্তস্য শিখা রূপং নাদঃ সপ্রকৃতির্ম্মতিঃ॥ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ সমায়াদ্ব্রহ্মণঃ স্মৃতৌ। বিন্দুনাদাত্মকং বীজং বহ্নিসোমকলাত্মকম্॥ অগ্নীষোমাত্মকং রূপং রামবীজে প্রতিষ্ঠিতম্॥

তিনি বিন্দুস্বরূপ এবং শিব, সূর্য্য, চন্দ্রসদৃশ পুরুষও তিনিই। তাঁহার জ্যোতিঃ শিখাস্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া নাদরূপে অভিব্যক্ত। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই মায়ার সহিত অবস্থিত ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। বিন্দু ও নাদস্বরূপ বীজমন্ত্র অগ্নি ও চন্দ্রকলাসদৃশ, তাঁহার রূপও অগ্নি চন্দ্রস্বরূপ এবং তিনি স্বয়ং রামবীজে প্রতিষ্ঠিত।

৫। যথৈব বটবীজস্থঃ প্রাকৃতশ্চ মহান্ দ্রুমঃ ॥ তথৈব রাম-বীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্। বীজোক্তমুভয়ার্থত্বং রামনামনি দৃশ্যতে ॥ বীজং মায়াবিনির্মুক্তং পরং ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে। মুক্তিদং সাধকানাং চ মকারো মুক্তিদো মতঃ ॥ মারূপত্বাদতো রামো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥

যেরূপ পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে ক্ষুদ্র বটবীজের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান ছিল, সেইরূপ এই চরাচর জগৎ রামবীজা-ভ্যন্তরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। রামনামে এই বীজোক্ত মায়া ও ব্রহ্ম এই উভয় ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই রামবীজই মায়াবিনির্ম্মুক্ত হইলে পরম ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হন। তখন ইহা সাধকের মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকে, কারণ রাম-বীজান্তর্গত মকার মুক্তিপ্রদ এবং ইহা লক্ষ্মীস্বরূপ বলিয়া ভোগপ্রদও বটে, সুতরাং রাম ভোগ ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করিয়া থাকেন।

৬। আদ্যো রা তৎপদার্থঃ স্যান্মকারস্ত্বংপদার্থবান ॥ তয়োঃ সংযোজনমসীত্যর্থে তত্ত্ববিদো বিদুঃ। নমস্ত্বমর্থো বিজ্ঞেয়ো রামস্তৎ-পদমুচ্যতে ॥ অসীত্যর্থে চতুর্থীস্যাদেবং মন্ত্রেষু যোজয়েৎ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং তু কেবলং মুক্তিদং যতঃ ॥ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং চৈতস্মাদপ্যতিরিচ্যতে ॥

প্রথমতঃ তৎপদপ্রতিপাদ্য 'রা' 'ত্বং' পদপ্রতিপাদ্য 'ম' এবং অসি এই অর্থে রা ও ম এই উভয়ের সংযোগ হইয়াছে বলিয়া তত্ত্ববিদ্গণ বলেন; অর্থাৎ 'রাম' শব্দ 'তত্ত্বমসি' এই বেদান্তপ্রতিপাদ্য মহাবাক্যও প্রতিপাদন করিতেছে। অথবা নমঃ শব্দ 'ত্বং' পদের অর্থ, রাম তৎপদের এবং চতুর্থী বিভক্তি অসি এই পদের অর্থ প্রকাশ

করিতেছে। অর্থাৎ 'রামায় নমঃ' এই রাম মন্ত্রও 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের বোধক, সুতরাং রামমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত অর্থের যোজনা করিবে। শুধু তাহাই নহে, তত্ত্বমস্যাদি বাক্য জন্য জ্ঞান কেবলমাত্র মুক্তি প্রদান করে, কিন্তু রামমন্ত্র ভোগ ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং রামমন্ত্র তত্ত্বমস্যাদি বাক্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

৭। মনুষ্যেষ্বেতেষু সর্ব্বেষামধিকারোঽস্তি দেহিনাম্। মুমুক্ষূণাং বিরক্তানাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্। প্রণবত্বাৎ সদা ধ্যেয়ো যতীনাং চ বিশেষতঃ। রামমন্ত্রার্থবিজ্ঞানী জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

যাঁহারা বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা মুক্তি অভিলাষী, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ আশ্রমাবলম্বী, তাঁহাদের, এমন কি দেহধারী মাত্রেরই রামমন্ত্রে অধিকার আছে। এই মন্ত্র প্রণবতুল্য বলিয়া সন্ন্যাসিগণেরও বিশেষভাবে ধ্যানযোগ্য। ফলকথা—যিনি রামমন্ত্রের তত্ত্বার্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, এবিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় নাই।

৮। য ইমামুপনিষদমধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি। স বায়ুপূতো ভবতি। সুরাপানাৎ পূতো ভবতি। স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি। ব্রহ্মহত্যাৎ পূতো ভবতি। স রামমন্ত্রাণাং কৃতপুরশ্চরণো রামচন্দ্রো ভবতি। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। সদা রামোঽহমস্মীতি তত্ত্বতঃ প্রবদন্তি যে। ন তে সংসারিণো নূনং রাম এব ন সংশয়ঃ॥

ওঁ সত্যমিত্যুপনিষৎ॥ ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ॥ ইতি শ্রীরামরহস্যোপনিষৎ সমাপ্তা॥

যে ব্যক্তি এই রামরহস্যনামক উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন, তিনি অগ্নিসংস্পর্শে পবিত্রের ন্যায় পবিত্র হন, তিনি বায়ুপূত হন, তিনি সুরাপানজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন, তিনি ব্রাহ্মণসুবর্ণাপহরণ এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি যদি রামমন্ত্রের পুরশ্চরণ করেন, তবে রামচন্দ্রতুল্য হইতে পারেন। এই কথা ঋক্‌মন্ত্রদ্বারাও অভিহিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রটি এই,— আমিই রাম, এই কথা যিনি যথার্থরূপে অবগত হইয়া বলিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ সংসারী নহেন, তিনিই রামচন্দ্র, ইহাতে কোনই সংশয় নাই।

ওঁ সত্যম্ ইতি উপনিষৎ [সমাপ্তা]।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ। এই মন্ত্র দ্বারা শান্তি পাঠ করিবে।

শ্রীরামরহস্যোপনিষৎ সমাপ্ত।

———

গোপালপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ

ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥

যিনি অনায়াসে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী ; সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ যাঁহার স্বরূপ, সেই পরমগুরু কৃষ্ণের উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি।

১। ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ, কঃ পরমো দেবঃ ? কুতো মৃত্যুর্বিভেতি ? কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং ভাতি ? কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি।

মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—১মপ্রশ্ন—শ্রেষ্ঠদেবতা কে ? ২য় প্রশ্ন—কোন্ বস্তু হইতেই বা যম ভীত হন ? অর্থাৎ কাহাকে জানিলে মৃত্যুভয় থাকে না ? ৩য় প্রশ্ন—কাহার দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয় ? ৪র্থ প্রশ্ন—কে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন ?

১-ক। তদু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ। শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং, গোবিন্দাৎ মৃত্যুর্বিভেতি, গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্‌জ্ঞাতং ভবতি, স্বাহেদং সংসরতীতি।

ব্রহ্মা সেই প্রশ্নচতুষ্টয়ের মধ্যে এক একটি করিয়া উত্তর দিতেছেন। ১ম—পরমাত্মস্বরূপ সেই কৃষ্ণই পরম দেবতা। ২য়—মৃত্যু, আনন্দস্বরূপ গোবিন্দ হইতে ভয় পাইয়া থাকে। ৩য়—জগদাত্মা

গোপীজনবল্লভকে জানিতে পারিলে এই দৃশ্যমান জগৎকে জানা যায়। ৪র্থ—ইঁহার মায়া-শক্তিই এই বিশ্বসংসারকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১-খ। তদু হোচুঃ ; কঃ কৃষ্ণঃ ? গোবিন্দশ্চ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ ? কা স্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ—পাপকর্ষণো, গোভূমিবেদবিদিতো বেদিতা, গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরকঃ, তন্মায়া চেতি।

সেই মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—কৃষ্ণ কে ? গোবিন্দ কে ? গোপীজনবল্লভই বা কে ? কাহাকেই বা স্বাহা বলা হইয়াছে ? ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন, ১ম—যিনি পাপ কর্ষণ করেন, অর্থাৎ যিনি পাপরাশি সমূলে উচ্ছেদ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। ২য়—গো, ভূমি এবং বেদরাশি হইতে যাঁহার মাহাত্ম্য জানা যায়, তিনিই গোবিন্দ। ৩য়—যিনি গোপীদিগের কামাদি অবিদ্যা সমূলে নির্ম্মূল করেন, তিনিই গোপীজনবল্লভ। ৪র্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা স্বাহাই মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে।

১-গ। সকলং পরং ব্রহ্মৈতদ্ যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি, সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতীতি।

এই চারিটি নামই কৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ইহার ধ্যান করেন এবং নাম উচ্চারণ করিয়া ভজনা করেন, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হন।

২। তে হোচুঃ কিং তদ্রূপং ? কিং রসনং ? কথং বাহো তদ্ভজনং ? তৎ সর্ব্বং বিবিদিষতামাখ্যাহীতি তদু হোবাচ :—হৈরণ্যো গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতং। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি—

মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, সেই কৃষ্ণের রূপ কি ? তিনি কি নামে অভিহিত হন ? কিরূপেই বা তাঁহার উপাসনা করিতে হয় ? এই সকল আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন, যিনি গোপবেশধারী, চিরযুবক, নবজলধরের ন্যায় যাঁহার আভা, সেই পরমারাধ্য কৃষ্ণ সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পবৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া আছেন। সে বিষয়ে মন্ত্রও আছে।

২-ক। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥

বিকসিত শ্বেত-পদ্মের ন্যায় যাঁহার নয়ন-যুগল, নব জলধরের ন্যায় যাঁহার আভা এবং পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র বিদ্যুদ্বর্ণ, সেই দ্বিভুজ, বনমালাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-অঙ্গুলিদ্বয় হৃদয়ে সংস্থাপন-পূর্ব্বক বামজানুর উপরে বামহস্ত রাখিয়া জ্ঞানমুদ্রা-যুক্ত হইয়া আছেন। তাঁহার ধ্যান করিলে মানব অচিরে মুক্তি লাভ করে।

২-খ। গোপীগোপগবা বীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥

যিনি গোপ, গোপী ও গোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন, যিনি কল্পবৃক্ষের অধোভাগ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই রত্নখচিত কর্ণিকার উপরে উপবিষ্ট কৃষ্ণকে ধ্যান করিলে সাধক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

২-গ। কালিন্দীজলকল্লোলাসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥ ইতি

যমুনাজল হইতে উত্থিত তরঙ্গমালার সঙ্গে প্রবাহিত বায়ু শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতেছে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি মনে মনে ধ্যান করেন, তিনি এই সংসার হইতে মুক্ত হন।

২-ঘ। তস্য পুনা রসনভঞ্জনভূমীন্দুসংপাতঃ কামাদি কৃষ্ণায়েত্যেকং পদং, গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং, গোপীজনেতি তৃতীয়ং, বল্লভায়েতি তুরীয়ং, স্বাহেতি পঞ্চমমিতি। পঞ্চপদীং প্রজপন্ পঞ্চাঙ্গং দ্যাবাভূমী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নী তদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সংপদ্যতে ব্রহ্ম সংপদ্যত ইতি।

শ্রুতি সেই কৃষ্ণের মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় বলিতেছেন;—চন্দ্র যেমন অস্থির জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপ ধারণ করে, কৃষ্ণও সেইরূপ পৃথিবীতে বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম হইতে স্থাবরাদি পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তুতে স্বীয় ভাবের বিকাশ করেন। প্রথমে তাঁহার মন্ত্রের বিষয় বলিতেছেন।—কামবীজ অর্থাৎ "ক্লীং" শব্দ প্রথমে বিন্যাস করিয়া "কৃষ্ণায়" শব্দ যোগ করিবে, এইটি প্রথম পদ। "গোবিন্দায়" এইটী দ্বিতীয় পদ। "গোপীজন" এইটি তৃতীয় পদ। "বল্লভায়" এইটি চতুর্থ পদ এবং "স্বাহা" এইটি পঞ্চম পদ। এই পঞ্চপদী মন্ত্র হৃদয়াদি পঞ্চাঙ্গে অভেদরূপে কল্পনা করিয়া স্বর্গাদি পঞ্চরূপ ভাবনা-পূর্ব্বক উপাসনা করিবে। "ক্লীং কৃষ্ণায়" এই পদ দ্যুলোকস্বরূপ হৃদয়, "গোবিন্দায়" এই পদ ভূমিস্বরূপ শিরঃ, "গোপীজন" এই পদ সূর্য্যস্বরূপ শিখা, "বল্লভায়" এই পদ চন্দ্রমাস্বরূপ কবচ এবং "স্বাহা" এই পদ সাগ্নীস্বরূপ অস্ত্র। এই পঞ্চপদী মন্ত্রের ভাবনা করিলে সাধক স্বর্গাদি ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে।

৩। তদেষ শ্লোকঃ—ক্লীমিত্যেবাদাবাদায় কৃষ্ণায় যোগং

গোবিন্দায়েতি চ, গোপীজনবল্লভায় বৃহদ্‌ভানং শ্যামং তদপ্যুচ্চরেদ্ যো গতিস্তস্যাস্তি মঙ্‌ক্ষু, নান্যা গতিঃ স্যাদিতি।

প্রথমে "ক্লীঁ" এই পদের সঙ্গে "কৃষ্ণায়" পদ যোগ করিয়া, "গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায়" পদদ্বয় যোগ করিবে; পরে "স্বাহা" এই পদ সংযোজনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ মন্ত্রটি যিনি জপ করিবেন, তিনি শীঘ্রই কৃষ্ণ-পদ লাভ করিবেন। তাঁহার আর কখনও সংসার-গতি হইবে না।

৩-ক। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনৈবামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্।

ইহলোকের এবং পরলোকের ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া ঐ কৃষ্ণে ভক্তি রাখাই সন্ন্যাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

৩-খ। কৃষ্ণং সন্তং বিপ্রা বহুধা যজন্তি গোবিন্দং সন্তং বহুধা রসন্তি।
গোপীজনবল্লভো ভুবনানি দধ্রে স্বাহাশ্রিতো জগদৈজৎ সুরেতাঃ।

ব্রাহ্মণগণ সৎস্বরূপ কৃষ্ণরূপী গোবিন্দকে যজ্ঞাদি বহু প্রকারে পূজা এবং জপাদি দ্বারা ধ্যান করিয়া থাকেন। গোপীজনবল্লভ চতুর্দ্দশ ভুবন ধারণ করিয়া আছেন। তিনি স্বীয় মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই শক্তিশালী হন এবং নানারূপে এই বিশ্ব-সংসার রচনা করেন।

৩-গ। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব।
কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতীতি॥

যেরূপ এক বায়ু জগতে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক প্রাণীতে

প্রাণাদি ভেদে পঞ্চ নামে অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ কৃষ্ণ এক হইলেও জগতের হিতসাধনের জন্য নিমিত্ত ভেদে ঐ প্রকার পাঁচটি পদে অভিহিত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার নাম পঞ্চপদ।

৪। তে হোচুরুপাসনমেতস্য পরমাত্মনো গোবিন্দস্যাখিলাধারিণো ব্রূহীতি। তান্ উবাচ ব্রহ্মা, যত্তস্য পীঠং হৈরণ্যমষ্টপলাশমম্বুজম্।

অনন্তর মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, অখিল পদার্থের আধারস্বরূপ পরমাত্মা গোবিন্দের উপাসনা-প্রণালী কিরূপ? তাহা আমাদের নিকট বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন, সুবর্ণময় অষ্টদল পদ্মই শ্রীকৃষ্ণের পূজাপীঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

৪·ক। তদন্তরালিকানলাস্রযুগং তদন্তরাংহ্ব্যার্ণং বিলিখীত। কৃষ্ণায় নম ইতি বীজাঢ্যং সব্রাহ্মণমাধায়ানঙ্গমনু গায়ত্রীং যথাবদ্ব্যাসজ্য ভূমণ্ডলং মূলবেষ্টিতং কৃত্বাঽঙ্গবাসুদেবাদিরুক্মিণ্যাদিস্বশক্তীন্দ্রাদিবসুদেবাদিপার্থাদিনিধ্যাবীতং যজেৎ সন্ধ্যাসু প্রতিপত্তিভিরুপচারৈস্তেনাস্যাখিলং ভবত্যখিলং ভবতীতি।

সেই অষ্টদল পদ্মের মধ্যস্থিত কর্ণিকায় ছয়টী কোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণের পিণ্ডবীজ অর্থাৎ "গ্লৌঁ" মন্ত্র লিখিবে। তাহার পর ককারযুক্ত "ক্লীং" এই মন্ত্রের সহিত "কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্রটি ছয়টি কোণে সন্নিবেশ করিবে। কামবীজের অর্থাৎ "ক্লীং" এই মন্ত্রের পরে, অষ্টদল পদ্মের অষ্টপত্রে কামদেবের গায়ত্রী যথাক্রমে সন্নিবেশ করিয়া, "ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র ভূমণ্ডলের অর্থাৎ গ্লৌঁ এই পিণ্ডবীজের চতুর্দ্দিকে বিন্যাস করিবে। পরে পূজাপীঠে

শ্রীকৃষ্ণের শিরঃ প্রভৃতি পঞ্চাঙ্গ; রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টমহিষী; বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি; শান্তি, শ্রী, রতি ও সরস্বতী এই চারি শক্তি; অষ্টদিগ্‌গজ ও বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতা; বসুদেব, দেবকী ও নন্দ গোপ প্রভৃতি; অর্জ্জুনাদি পঞ্চপাণ্ডব, বিদুর, সাত্যকি ও জয়ন্ত এই আট জন এবং নবরত্নের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। যিনি ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিসহকারে গুণস্তুতির সহিত ষোড়শাদি উপচারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তিনি তাহার ফলে সকল অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

৫। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি—

একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী বিশ্ববশকারী কৃষ্ণই পূজ্য। যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হন, সেই পূজাপীঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পূজা করিবেন, তাঁহারা নিত্য-সুখ লাভের অধিকারী হইবেন। অপরে সে সুখভাগী হইতে পারিবে না।

৫-ক। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠগং যেঽনুযজন্তি বিপ্রা-
স্তেষাং সিদ্ধিং শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

নৈয়ায়িকদিগের অভিমত, নিত্য আকাশাদির মধ্যে যিনি নিত্য, বৌদ্ধগণের অভিমত চেতন চিত্তাদির মধ্যে যিনি চেতন, অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় এবং যিনি সকলের সকল কামনার

ফলদাতা, সেই পীঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে যে ধীরগণ পূজা করেন, তাঁহাদের নিত্য-সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অপর লোকে তাহার অধিকারী হয় না।

৫-খ। এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যো-
দ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামাৎ।
তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ
প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব॥

সর্ব্বদা দেব-যজনোৎসাহী ব্যক্তি কোন কামনা করিয়া ভগবানের মুক্তিপ্রদ চরণযুগল ভজনা করেন না। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনতিবিলম্বে সযত্নে নিষ্কাম পূজার ফলস্বরূপ তাঁহাদের নিকটে স্বরূপে প্রকাশিত হন।

৫-গ। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ॥

সৃষ্টির প্রথমে যে কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকেই সমস্ত বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই দেবরূপী কৃষ্ণ স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ বলিয়া মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন।

৫-ঘ। ওঁকারেণান্তরিতং যো জপতি গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তম্।
তস্মৈবাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মান্মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশান্ত্যৈ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দের সেই পঞ্চপদী মন্ত্র ওঁকারের দ্বারা পৃথক্ করিয়া (অর্থাৎ প্রত্যেক পদের প্রথমে ওঁ যোগ করিয়া) জপ করেন, ভগবান্ তাঁহাকে আত্মরূপ দর্শন করান, সেইজন্য মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভের জন্য মন্ত্রজপ অভ্যাস করিবেন।

৫ ঙ। এতস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্ গোবিন্দস্য মনবো মানবানাম্।
দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সংক্রন্দনাদ্যৈরভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ॥

মানবদিগের হিতসাধনের জন্য এই পঞ্চপদীমন্ত্র ভিন্ন গোবিন্দের অপরাপর দশাক্ষরাদি মন্ত্র আছে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ঐশ্বর্য্য-কামনায় সেই সকল মন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক নিয়মানুসারে উপাসনা করিয়াছিলেন।

৫-চ। তদেতস্য স্বরূপার্থং বাচা বেদয়তি। তে পপ্রচ্ছুস্তদু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ, অনবরতং ময়া ধ্যাতস্ততঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্বভূব ততঃ প্রণতো ময়া।

মুনিগণ এই সকল শুনিয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রার্থ আমাদের নিকট বলুন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন, আমি তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য বহুদিন নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্ম পরিমাণের পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত করিয়াছিলাম। পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি তাঁহার ধ্যান করিতেছি। তখনই সেই গোপবেশধারী কৃষ্ণ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, আমিও তাঁহাকে নমস্কার করিলাম।

৫-ছ। অনুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বান্তর্হিতঃ, পুনঃ সিসৃক্ষা মে প্রাদুরভূৎ তেষু অক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়ং-স্তদাহ তদাহ।

তিনি জগন্নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমাকে করুণহৃদয়ে তাঁহার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। পরে আমার মনে জগৎ-নির্ম্মাণ করিবার বাসনা জন্মিল। আমি সেই

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হইতে ভাবী আকাশাদি দৃশ্য জগৎ প্রকটিত করিয়া, ক্রমশঃ জগতের স্বরূপ এবং তদ্বিষয়ক সমস্তই প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

৬। আকাশাদাপো জলাৎ পৃথ্বী ততোঽগ্নির্বিন্দোরিন্দুঃ, তৎসংপাতাদর্কঃ, ইতি ক্লীংকারাদস্জম্। কৃষ্ণাদাকাশং খাদ্বায়ুরিত্যুত্তরাৎ সুরভিবিদ্যাঃ প্রাদুরকার্ষম্। তদুত্তরাত্তু স্ত্রীপুম্যাদি চ, ইদং সকলমিদং সকলমিতি।

আমি আকাশ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে স্থূলাগ্নি, জলের কণা হইতে চন্দ্র এবং পৃথিবী, জল ও তেজের সংযোগে সূর্য্য, সেই মন্ত্রের আদ্যবীজ "ক্লীং" হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। কৃষ্ণপদ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, তৎপরবর্ত্তী গোবিন্দপদ হইতে সুরভিবিদ্যা অর্থাৎ গো-বিদ্যা, গোপীজন-পদ হইতে স্ত্রীপুরুষাদি এবং স্বাহা পদ হইতে পরিদৃশ্যমান বস্তুসকল সৃষ্টি করিয়াছি।

৭। এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহমাত্মানং বেদয়িত্বা ওঙ্কারান্তরালিকং মনুমাবর্ত্তয়ন্, সঙ্গরহিতোঽভ্যাপতৎ, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্। তস্মাদেতন্নিত্যমভ্যসেন্নিত্যমভ্যসেদিতি।

চন্দ্রধ্বজ নামক রাজা শ্রীকৃষ্ণপূজায় স্বীয় আত্মাকে মিথ্যাজ্ঞান-রহিত জানিয়া, ওঁকারের দ্বারা পুনরায় ঐ মন্ত্রকে পুটিত করিয়া জপ করিয়াছিলেন। যেমন আকাশে বিস্তৃত চক্ষুঃ কেবল আকাশই দর্শন করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরম-মোক্ষপ্রদ পদকে সর্ব্বদা অবলোকন করিয়া থাকেন। সেই জপের ফলে তিনিও নিঃসঙ্গ হইয়া

এবং এই সংসার ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর সেই মোক্ষপ্রদ পদ লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সতত জপ করিবে।

৮। তদাহুরেকে যস্য প্রথমপদাদ্ভূমির্দ্বিতীয়পদাজ্জলং তৃতীয়পদাত্তেজশ্চতুর্থাদ্বায়ুশ্চরমাদ্ব্যোমেতি বৈষ্ণবং পঞ্চ ব্যাহৃতিময়ং মন্ত্রং কৃষ্ণাবভাসং কৈবল্যস্যৈত্যৈ সততমাবর্ত্তয়েদিতি।

পঞ্চপদ হইতে জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, কৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রথম পদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজঃ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পঞ্চভূতময় অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণপ্রকাশক মন্ত্র, কৈবল্য প্রাপ্তির সাধন বলিয়া সতত জপ করিবে।

৮-ক। তদত্র গাথাঃ—

যস্য পূর্ব্বপদাদ্ভূমির্দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ।
তৃতীয়াত্তেজ উদ্ভূতং চতুর্থাদ্ গন্ধবাহনঃ॥
পঞ্চমাদম্বরোৎপত্তিস্তমেবৈকং সমভ্যসেৎ।
চন্দ্রধ্বজোঽগমদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ম্॥

যে মন্ত্রের প্রথম পদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজঃ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই একমাত্র অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই জপ করিবে। চন্দ্রধ্বজনামক নরপতি এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভগবান্ বিষ্ণুর অক্ষয় পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন।

৮-খ। ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদি নিরস্তসঙ্গম্।
যত্তৎ পদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥

সেইজন্য এই পবিত্র, নির্ম্মল, শোক-রহিত, অসঙ্গ এবং অশেষ লোভনীয় পঞ্চপদ মন্ত্রই ব্রহ্মরূপ। যাহা হইতে অপর কিছুই নাই, সেই ব্রহ্মাত্মক মন্ত্রস্বরূপ বাসুদেবই উপাস্য।

৮-গ। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনে সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি।

সেই অদ্বিতীয় পঞ্চপদমন্ত্ররূপ সচ্চিদানন্দ-গোবিন্দ বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন। উনপঞ্চাশৎ বায়ুর সহিত আমি তাঁহাকে (উনপঞ্চাশ বায়ুর সাহায্যে) মুখ্য-স্তবে সতত তুষ্ট করিব।

১। ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ-স্বরূপ গোবিন্দ জগৎরূপে স্বীয় মহিমা ব্যক্ত করিয়া সকলের ঈশ্বর হইয়াছেন। তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

২। নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

যে চৈতন্য-স্বরূপ আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ গো, বেদ ও গোপীগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা, সেই গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

৩। নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥

যে পদ্মলোচন, পদ্মনাভ, লক্ষ্মীপতি ভক্তদত্ত পদ্মমালা ধারণ করিয়া ভক্তের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ-বর্দ্ধন করেন, সেই ভক্ত-মনোহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

৪। বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

যিনি শিখিপুচ্ছচূড়া ধারণ করিয়া দর্শকবৃন্দের মনঃ হরণ করেন এবং লক্ষ্মীদেবীর চিত্তসরোবরে হংসের ন্যায় বিচরণ করিয়া প্রীতি উৎপাদন করেন, সেই অপ্রতিহত ধারণাবতী-বুদ্ধিশালী রামরূপী গোবিন্দকে আমি নমস্কার করি।

৫। কংসবংশবিনাশায় কেশিচাণূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥

যিনি কংসবংশধ্বংসকারী, কেশী ও চাণূর দৈত্যের সংহারক এবং অর্জ্জুনের সারথি, সেই জগৎপূজ্য শিব-বন্দনীয় গোবিন্দকে নমস্কার করি।

৬। বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥

যিনি বেণুবাদনকারী, কালীয়দর্পহারী, যমুনাতট-বিচরণশীল-চঞ্চলকুণ্ডলধারী, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

৭। বল্লবীনয়নাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥

যিনি গোপরমণীদিগের নয়নপদ্মাবলীকে মালারূপে ধারণ করিবার অভিলাষী হইতেন এবং নৃত্য করিতেন, সেই প্রণতপালক শ্রীকৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি।

৮। নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে॥

যে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনধারী, পাপহারী, পূতনা ও তৃণাবর্ত্তনিধনকারী, তাঁহাকে নমস্কার করি।

৯। নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥

যিনি অখণ্ড, মোহশূন্য, অদ্বিতীয়, সর্ব্বপ্রধান, পবিত্র এবং অপবিত্র ব্যক্তির শত্রু, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করি।

১০। প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥

হে পরমানন্দ! হে পরমেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমাকে আধিব্যাধিরূপ সর্পে দংশন করিয়াছে, অতএব হে প্রভো! আমাকে উদ্ধার করুন।

১১। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো॥

হে রুক্মিণীকান্ত, হে গোপীজনমনোহর, হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি সংসাররূপ সমুদ্রে নিমগ্ন, অতএব হে জগদ্‌গুরো, আমাকে ত্রাণ কর।

১২। কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥

হে ক্লেশহর নারায়ণ, হে পরমানন্দ গোবিন্দ, হে জনার্দ্দন, হে কেশব, হে মাধব, আমাকে রক্ষা কর।

৮-ঘ। অথ হৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি। তে যূয়ং তথা পঞ্চপদং জপন্তঃ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথেতি স হোবাচ হৈরণ্যঃ। অমুং পঞ্চপদং মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্ যঃ স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎ অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষদিতি।

ব্রহ্মা বলিলেন, পরে আমি উপাসনার দ্বারা প্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছি। তোমরাও সেইরূপ পঞ্চপদ মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে রত হও এবং এই অসার সংসার অতিক্রম কর। যিনি ঐ পঞ্চপদ মন্ত্র জপ করেন, তিনি অনায়াসে মনঃ হইতেও বেগবত্তর স্থির ও শুদ্ধ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। মনঃ হইতেও বেগবত্তর অদ্বিতীয় পরমাত্মা কখনই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হন না।

৮-ঙ। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ রসেৎ তং ভজেৎ তং ভজেদিতি ওঁ তৎসদিতি।

ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাঁহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভজনা এবং ধ্যান করিবে; 'তিনিই ওঁকারস্বরূপ সদ্রূপী ব্রহ্ম।

———

গোপালোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ

১। ওঁ একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ব্বরীমুষিত্বা সর্ব্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণং হি তা উচিরে। উবাচ তাঃ কৃষ্ণমনুঃ, কস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভৈক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি দুর্ব্বাসসেতি।

একদিন সেই ব্রজরমণীগণ কামক্রীড়াসক্ত হইয়া, সমস্ত রাত্রি ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে তাঁহারা অনন্ত বিশ্বেশ্বর গোপালক কৃষ্ণকে ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া বলিলেন, এই ভিক্ষাদি কাহাকে দান করিব? ধর্ম্মোপদেষ্টা মনুর ন্যায় কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, দুর্ব্বাসাকে দান করিবে।

১-ক। কথং যাস্যামোঽতীর্ত্বা জলং যমুনায়াঃ, যতঃ শ্রেয়ো ভবতি। কৃষ্ণেতি কৃষ্ণো ব্রহ্মচারীত্যুক্ত্বা মার্গং বো দাস্যত্যুত্তানা ভবতি। যং মাং স্মৃত্বা অগাধা গাধা ভবতি; যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পূতো ভবতি, যং মাং স্মৃত্বাঽব্রতী ব্রতী ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা নিষ্কামঃ সকামো ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা; শ্রুত্বা তদ্বাচং হ বৈ স্মৃত্বা তদ্বাক্যেন তীর্ত্বা তাং সৌর্য্যাং হি বৈ গত্বাশ্রমং পুণ্যতমং নত্বা মুনিশ্রেষ্ঠতমং হি রৌদ্রং চেতি দত্ত্বাস্মৈ ব্রাহ্মণায় ক্ষীরময়ং ঘৃতময়ং মিষ্টতমং, হি বা ইষ্টতমঃ স তুষ্টঃ স্নাত্বা ভুক্ত্বাশিষং প্রযোজ্যাজ্ঞামদাৎ কথং যাস্যামোঽতীর্ত্বা সৌর্য্যাম্।

গোপীগণ বলিলেন, হে কৃষ্ণ! আমরা কিরূপে অগাধ-জলশালিনী

যমুনা পার না হইয়া দুর্ব্বাসার নিকটে গমন করিব এবং কিরূপেই বা আমাদের মঙ্গল সাধিত হইবে? তাহা বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী" এই বাক্য বলিয়া তোমরা যমুনাতটে উপস্থিত হইলেই, যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন। যদি যমুনার পথ প্রদানের অভিলাষ থাকে, তবে তিনি তাহা অবশ্যই প্রদান করিবেন, অভিলাষ না থাকিলে স্ফীত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু সে আশঙ্কার কারণ নাই। অগাধ যমুনা নিশ্চয়ই জলশূন্যা হইবেন। কেন না, আমাকে স্মরণ করিলে অপবিত্রও পবিত্র হয়, অব্রতীও ব্রতী হয়, সকামও নিষ্কাম হয়, অবেদজ্ঞও বেদজ্ঞ হয় এবং জ্ঞানী সংসারমুক্ত হন। কৃষ্ণ এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তাঁহার কথা চিন্তা করিতে করিতে যমুনা-তটে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট বাক্যমাহাত্ম্যে যমুনা পার হইয়া দুর্ব্বাসা মুনির পবিত্র আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তদুদ্দেশে নমস্কার করিয়া, তাঁহারা মুনিশ্রেষ্ঠ রুদ্রাবতার দুর্ব্বাসার নিকটে গমনপূর্ব্বক বার বার নমস্কার করিলেন এবং দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি গব্যজাত মিষ্টান্ন তাঁহাকে অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রিয়দর্শন মুনি দুর্ব্বাসা, স্নান করিয়া, সন্তুষ্ট-চিত্তে গোপীপ্রদত্ত মিষ্টান্ন ভোজনপূর্ব্বক "চিরজীবিনী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রস্থানের আদেশ দিলেন। গোপীগণ বলিলেন, আমরা কিরূপে যমুনা পার হইব?

১-খ। স হোবাচ; মুনির্দুর্ব্বাশিনং মাং স্মৃত্বা বো দাস্যতীতি মার্গং। তাসাং মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী হোবাচ সহৈবতাভিরেবং বিচার্য্য;

কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং দুর্ব্বাসিনো মুনিস্তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্ব্বমনু কৃত্বা তূষ্ণীমাস্তুঃ।

মুনি বলিলেন, আমি উপবাসী, যমুনা ইহা জানিলে তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন। এই কথা শুনিয়া গোপীগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে তাঁহাদের মধ্যে গান্ধর্ব্বী নাম্নী গোপী অপরাপর সকল গোপীদের সহিত এ বিষয়ের সমালোচনপূর্ব্বক বলিলেন, যে কৃষ্ণ আমাদের সহিত সমস্ত রাত্রি ক্রীড়ারত ছিলেন, কিরূপে ধারণা করিব বা বিশ্বাস করিব যে, সেই কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং যে ঋষি আমাদের সাক্ষাতে আমাদেরই প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন, কিরূপে মনে করিব যে, সেই মুনি উপবাসী। গোপীগণ এইরূপ ভাবিয়া সেই গান্ধর্ব্বী নাম্নী গোপীকে অগ্রণী করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের বিশেষ বিচারপূর্ব্বক মৌনাবলম্বনে রহিলেন।

১-গ। শব্দবান্ আকাশঃ শব্দাকাশাভ্যাং ভিন্নস্তস্মিন্নাকাশে তিষ্ঠত্যাকাশস্তং ন বেদ, স হ্যাত্মাঽহং, কথং ভোক্তা ভবামি?

মুনি তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন যে, আকাশ শব্দগুণযুক্ত, কিন্তু আত্মা আকাশ এবং শব্দ হইতে ভিন্ন, আত্মা আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত থাকিলেও, আকাশ সেই আত্মাকে জানিতে পারে না; সেই আত্মাই আমি, অতএব আমি কিরূপে ভোক্তা হইব?

২। স্পর্শবান্ বায়ুঃ, স্পর্শবায়ুভ্যাং ভিন্নস্তস্মিন বায়ৌ তিষ্ঠতি, বায়ুর্ন বেদ তং, স হ্যাত্মাঽহং কথং ভোক্তা ভবামি? রূপবদিদং

তেজো রূপাগ্নিভ্যাং ভিন্নস্তস্মিন্নগ্নৌ তিষ্ঠত্যগ্নির্ন বেদ তং, হি স হ্যাত্মাহহং, কথং ভোক্তা ভবামি ?

বায়ু স্পর্শগুণযুক্ত ; পরমাত্মা, বায়ু এবং তাহার স্পর্শগুণ হইতে ভিন্ন হইয়াও ভৌতিক বায়ুতে অবস্থান করেন। অথচ বায়ু তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। সেই আত্মা আমি, সুতরাং কিরূপে আমি ভোক্তা হইব ? তেজঃ রূপবিশিষ্ট, আত্মা সেই তেজঃ ও রূপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়াও অগ্নিতে অবস্থিত আছেন, অথচ তেজঃ তাঁহাকে অবগত হইতে পারে না। সেই আত্মা আমি, সুতরাং কিরূপে কর্ম্মফল ভোক্তা হইব ?

৩। রসবত্য আপো, রসাদ্ভ্যো ভিন্নস্তাস্বপ্সু তিষ্ঠতি। আপো ন বিদুস্তং হি, স হ্যাত্মাহহং, কথং ভোক্তা ভবামি ?

জল রসযুক্ত ; আত্মা, জল ও রস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়াও জলে অধিষ্ঠিত আছেন ; কিন্তু জল তাঁহাকে জানিতে পারে না ; সেই আত্মাই আমি, সুতরাং কিরূপে ভোক্তা হইব ?

৪। গন্ধবতী ভূমির্গন্ধভূমিভ্যাং ভিন্নস্তস্যাং ভূমৌ তিষ্ঠতি, ভূমির্ন বেদ তং, হি স হ্যাত্মাহহং, কথং ভোক্তা ভবামি ?

পৃথিবী গন্ধগুণযুক্তা ; কিন্তু আত্মা, গন্ধ এবং পৃথিবী হইতে ভিন্ন, তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন বলিয়া পৃথিবী তাঁহাকে অবগত হইতে পারে না ; সেই আত্মাই আমি, সুতরাং কিরূপে ভোক্তা হইব ?

৫। ইদং হি মনস্তেষেবং হি মন্যুতে তানিদং গৃহ্ণাতি। যত্র হি সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তত্র বা কুত্র মনুতে ক্ব বা গচ্ছতীতি স হ্যাত্মাহহং কথং ভোক্তা ভবামি ?

এই মনঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ের ন্যায় আকাশাদি বিষয়কে চিন্তা করিয়া আবার আকাশাদি বিষয়ের তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। সুপ্তাবস্থায়-অথবা মুক্তাবস্থায় জ্ঞানী ও অজ্ঞানদিগের বিষয়েন্দ্রিয়সকল ব্রহ্মভাবাপন্ন হয় বলিয়া, সেই সময় কোন বিষয়ে চিন্তা করা বা কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না; কারণ তখন কোন ভেদ থাকে না। সেই আত্মাই আমি, সুতরাং কিরূপে ভোক্তা হইব?

৬। অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি পৃষ্টঃ শরীরদ্বয়কারণং ভবতি। দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো, ব্রহ্মণোঽংশভূতস্তথেতরো ভোক্তা ভবতি। অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি।

তোমরা যে কৃষ্ণ-বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছ, সেই কৃষ্ণ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের কারণ; আবার তিনিই এই দেহ-বৃক্ষে দুইটী পক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। একটী, ব্রহ্মের অংশস্বরূপে দেহে জীবরূপে থাকিয়া কর্ম্মফলের ভোক্তা; অপরটী শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও সুখদুঃখভাগী নহেন, কেবল সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন।

৭। বৃক্ষধর্ম্মে তৌ তিষ্ঠতোঽভোক্তৃভোক্তারৌ, পূর্ব্বো হি ভোক্তা ভবতি, তথেতরোঽভোক্তা কৃষ্ণো হি ভবতীতি যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যাময়ো যঃ স কথং বিষয়ী ভবতীতি?

তিনি জীবদেহে ভোক্তা এবং অভোক্তা, অর্থাৎ জীব ও সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বে যাঁহাকে ব্রহ্মের অংশের ন্যায় বলা হইয়াছে, তিনি ভোক্তা, অর্থাৎ জীব, আর যিনি অভোক্তা, অর্থাৎ সাক্ষিরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছেন, তিনিই কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণে বিদ্যা এবং অবিদ্যা ইহার কোনটী স্থান পায় না; যিনি বিদ্যা এবং অবিদ্যা

হইতে ভিন্ন বলিয়া কেবল নিত্যজ্ঞানরূপে প্রকাশিত, তিনি কোনরূপেই বিদ্যা-অবিদ্যার বিষয়ীভূত বা তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত নহেন।

৮। যো হি বৈ কামেন কামান্ কাময়তে, স কামী ভবতি; যো হি বৈ ত্বকামেন কামান্ ন কাময়তে, সোঽকামী ভবতীতি।

যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কমনীয় বস্তুর কামনা করেন, তিনিই কামী। আর যিনি কাম্য পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করেন না, তিনিই নিষ্কাম।

৮-ক। জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ, স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্। যোঽসৌ সূর্য্যে তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি, যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ সর্ব্বেষু দেবেষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে, যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেম্বাবিশ্য তিষ্ঠতি, ভূতানি চ বিদধাতি, স বো হি স্বামী ভবতীতি।

পরমাত্মার জরা বা জন্ম নাই, এই পরমাত্মা স্থির অথচ অচ্ছেদ্য। যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া গো-গণের অভ্যন্তরেও বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি গোকুলবাসী গোপগণের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়া, তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন, যাঁহাকে সমস্ত বেদে চিন্ময়, নিত্যানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে চিন্ময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবতাগণের হৃৎপদ্মে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং সমস্ত স্থাবর, জঙ্গমের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া চতুর্ব্বিধ ভৌতিক সৃষ্টি করিতেছেন; সেই কৃষ্ণই তোমাদের স্বামী।

৯। সা হোবাচ গান্ধর্ব্বী, কথং বাঽস্মাসু জাতোঽসৌ গোপালঃ? কথং বা জ্ঞাতোঽসৌ ত্বয়া মুনে কৃষ্ণঃ? কো বাঽস্য মন্ত্রঃ? কিং বাঽস্য স্থানং? কথং বা দেবক্যাং জাতঃ?

সেই গান্ধর্ব্বী নাম্নী গোপী বলিলেন, কি নিমিত্ত আমাদের মত নারীর গর্ভে গোপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? হে মুনে! কিরূপেই বা তুমি সেই কৃষ্ণকে জানিতে পারিলে? ইহার মন্ত্রই বা কি? কোথায়ই বা ইহাঁর স্থান? কি কারণেই বা কৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

৯-ক। কো বাঽস্য জ্যায়ান্ রামো ভবতি? কীদৃশী পূজাঽস্য গোপালস্য ভবতি? সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরয়োরয়মাত্মা গোপালঃ কথমবতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ।

এই গোপালের জ্যেষ্ঠ যে রাম, তিনি কে? এই গোপালের পূজার বিধানই বা কিরূপ? মায়া এবং জীব এই গোপালেরই স্বরূপ মাত্র, অতএব কি জন্য তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

১০। স হোবাচ তাং হি বা, একো বৈ পূর্ব্বং নারায়ণো দেবো। যস্মিল্লোঁকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ, তস্য হৃৎপদ্মাজ্জাতোঽব্জ-যোনিঃ। স পিতা তস্মৈ হ বরং দদৌ। স কামপ্রশ্নমেব বব্রে, তং হাস্মৈ দদৌ। স হোবাচাব্জযোনিরবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কো ভবতি? যেন লোকাস্তুষ্টা দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি, যং স্মৃতা বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ ভবন্তি কথং বা অস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি?

তখন দুর্ব্বাসা মুনি গান্ধর্ব্বীকে বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ভগবান্ নারায়ণদেব বিদ্যমান ছিলেন। যাঁহাতে এই চতুর্দ্দশ ভুবন ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, সেই নারায়ণের হৃৎপদ্ম হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। তাহার পর জগৎপিতা নারায়ণ ব্রহ্মার প্রার্থিত বর প্রদান করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। ব্রহ্মা তাহা

বুঝিতে পারিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন। পরে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দেবতাদিগের মধ্যে যাঁহারা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? যাঁহার অবতারে মানবগণ এবং দেবতাগণ পরমানন্দ অনুভব করিবে এবং যাঁহাকে ধ্যান করিয়া এই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে, সেই অবতারের ব্রহ্মভাব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?

১১। স হোবাচ, তং হি নারায়ণো দেবঃ সকাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্ত পুর্য্যো ভবন্তি, তথা হি নিষ্কাম্যাঃ সকাম্যাশ্চ ভূলোকচক্রে সপ্ত পুর্য্যো ভবন্তি, তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হীতি সকাম্যা নিষ্কাম্যা চ দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং চ ভবতি।

তখন চিন্ময় ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি কামপ্রদ সপ্তনগরী বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ এই ভূমণ্ডলেও কাম ও মোক্ষপ্রদা অযোধ্যাদি সপ্তপুরী বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের নগরীকে দেব ও ভূতগণের কাম-মোক্ষ-প্রদা বলিয়া জানিবে।

১২। যথা হি বৈ সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি, তথা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতীতি। চক্রেণ রক্ষিতা হি বৈ মথুরা তস্মাদ্গোপালপুরী হি ভবতীতি।

সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া যেরূপ তাহার শোভাবর্দ্ধন করে, সেইরূপ পৃথিবীতে সুদর্শনচক্র-রক্ষিত মথুরানগরী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য

বিকাশ করিতেছে। ভগবান গোপালের সুদর্শন-রক্ষিত পুরী বলিয়া ইহাকে গোপালপুরী বলিয়া থাকে।

১২-ক। বৃহদ্বৃহদ্বনং, মধোর্মধুবনং, তালস্তালবনং, কাম্যঃ কামবনং, বহুলো বহুলবনং, কুমুদঃ কুমুদবনং, খদিরঃ খদিরবনং, ভদ্রো ভদ্রবনং, ভাণ্ডীর ইতি ভাণ্ডীরবনং, শ্রীবনং, লোহবনং, বৃন্দয়া বৃন্দাবনমেতৈরাবৃতা পুরী ভবতি।

বৃহৎ নামক কোন ব্যক্তির নামানুসারে তাঁহার স্থাপিত বনের নাম যেমন বৃহদ্বন, সেইরূপ ব্যক্তি-বিশেষের স্থাপিত বনের নাম যথাক্রমে মধুবন, কাম্যবন, বহুলবন এবং কুমুদবন। যে বনে অসংখ্য পরিমাণে খদির বৃক্ষ আছে, সেই বনের নাম খদির বন। এইরূপ ভদ্রবন (স্নুহী বৃক্ষের বন), তালবৃক্ষের বন এবং বৃন্দাবন (তুলসী বন)। মথুরাপুরী এই দ্বাদশ বনের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিদ্যমান আছে।

১৩। তত্র তেষেবং গহনেষ্বেব দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা নাগাঃ কিন্নরা গায়ন্তীতি নৃত্যন্তীতি।

এই সকল বনে দেবগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ এবং কিন্নরগণ নৃত্যগীত করিয়া থাকেন।

১৩-ক। তত্র দ্বাদশাদিত্যা, একাদশরুদ্রা, অষ্টৌ বসবঃ, সপ্ত মুনয়ো, ব্রহ্মা নারদশ্চ পঞ্চ বিনায়কা, বীরেশ্বরো রুদ্রেশ্বরোঽম্বিকেশ্বরো গণেশ্বরো নীলকণ্ঠবিশ্বেশ্বরো গোপালেশ্বরো ভদ্রেশ্বর এতদাদ্যানি লিঙ্গানি চতুর্বিংশতির্ভবন্তি। দ্বে বনে স্তঃ, কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং, তয়োরন্তর্দ্বাদশবনানি পুণ্যানি পুণ্যতমানি; তেষেব

দেবাস্তিষ্ঠন্তি, সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাস্তত্র হি রামস্য রামা মূর্ত্তিঃ, প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিরনিরুদ্ধস্যানিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণমূর্ত্তির্বনেষ্বেব মথুরাস্বেব দ্বাদশমূর্ত্তয়ো ভবন্তি।

সেই দ্বাদশ বনে দ্বাদশাদিত্য, একাদশরুদ্র, অষ্টবসু, গৌতমাদি সপ্ত ঋষি, পঞ্চ বিনায়ক, ব্রহ্মা এবং নারদপ্রমুখ দেবগণ ও ঋষিগণ সতত বাস করিয়া থাকেন। আর বীরেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, অম্বিকেশ্বর, গণেশ্বর, নীলকণ্ঠ-বিশ্বেশ্বর, গোপালেশ্বর ও ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি নামে চতুর্ব্বিংশতি শিবলিঙ্গ স্থাপিত রহিয়াছেন। ঐ দ্বাদশবন ব্যতীত কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন নামে দুইটী বন আছে, তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বন। ঐ দ্বাদশ বনের মধ্যে কোন কোন বন পুণ্যপ্রদ এবং কোন কোনটী তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্যপ্রদ বলিয়া দেবগণও তথায় অবস্থান করেন। সেই সকল বনের কোন্‌টীতে ভগবান্ বলদেবের রমণীয়মূর্ত্তি, কোনটীতে প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি, কোনটীতে অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি, কোনটীতে বা কৃষ্ণের কৃষ্ণমূর্ত্তি। সিদ্ধগণ সকল মূর্ত্তিকে ভগবানের স্বরূপ আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। মথুরার অন্তর্গত এই দ্বাদশ বনে দ্বাদশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

১৪। একাং হি রুদ্রা যজন্তি, দ্বিতীয়াং হি ব্রহ্মা যজতি, তৃতীয়াং হি ব্রহ্মজা যজন্তি, চতুর্থীং মরুতো যজন্তি, পঞ্চমীং বিনায়কা যজন্তি, ষষ্ঠীং বসবো যজন্তি, সপ্তমীমৃষয়ো যজন্ত্যষ্টমীং গন্ধর্ব্বা যজন্তি, নবমীমপ্সরসো যজন্তি, দশমী হি দিবোঽন্তর্দ্ধানে তিষ্ঠত্যেকাদশ্যন্তরিক্ষপদং গতা দ্বাদশী তু ভূম্যাং তিষ্ঠতি, তা হি যে যজন্তি, তে মৃত্যুং তরন্তি, মুক্তিং লভন্তে, গর্ভজন্মজরামরণতাপত্রয়াত্মকং দুঃখং তরন্তি।

সেই দ্বাদশমূর্ত্তির মধ্যে একাদশ রুদ্র প্রথম, ব্রহ্মা দ্বিতীয়, সনকাদি দেবর্ষিগণ তৃতীয়, মরুদ্গণ চতুর্থ, বিনায়কগণ পঞ্চম, বসুগণ ষষ্ঠ, ঋষিগণ সপ্তম, গন্ধর্ব্বগণ অষ্টম ও অপ্সরোগণ নবম মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। দশম মূর্ত্তি স্বর্গলোক দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় দেখা যায় না, একাদশ মূর্ত্তি অন্তরিক্ষ লোকে অবস্থিত, আর পৃথিবীতে দ্বাদশ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। যাঁহারা সেই সকল মূর্ত্তির পূজাদি করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষপদ লাভ করেন। গর্ভ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া ব্যাধি, মৃত্যু, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি দুঃখসমূহ অতিক্রম করিয়া থাকেন।

১৫। তদপ্যেতে শ্লোকাঃ—

প্রথমাং মধুরাং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গরক্ষিতাং মুশলাদিভিঃ ॥

তদ্বিষয়ে এই সকল মন্ত্রও আছে :—ভগবান্ বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও মুশলাদি-রক্ষিত রমণীয় মধুরাপুরীকে সর্ব্বপ্রধানা নগরী বলিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণও পূজা করিয়া থাকেন।

১৫-ক। অত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥
চতুঃশব্দো ভবেদেকো হোঙ্কারঃ সমুদাহৃতঃ।

এই মধুরা নগরীতে সর্ব্বব্যাপী কৃষ্ণ স্বীয়শক্তি রুক্মিণী, রাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নের সহিত ধ্যানমগ্নভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি এক হইয়াও বাসুদেবাদি চারি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

১৫-খ। তস্মাদেব পরোরজস ইতি সোঽহমিত্যবধার্য্য গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ।

সেইজন্য রজোগুণাতীত পরমারাধ্য দেবতাকে নমস্কার করিতেছি এবং সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠই "আমি" এই মনে করিবে। পরে "আমিই গোপাল কদাচ দুঃখভাগী নই" এইরূপ ভাবনা করিবে।

১৫-গ। স মোক্ষমশ্নুতে, স ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি।

যিনি "ব্রহ্মরূপী গোপালই আমি"-এইরূপ ধ্যান করিবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

১৫-ঘ। গোপান্ জীবান্ বা আত্মত্বেনাসৃষ্টিপর্য্যন্তমালাতি স গোপালো ভবতি, হোং তদ্ যত্তৎ সৎ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ সোঽহম্; ওঁ তদ্গোপালদেব এবং পরং সত্যমবাধিতম্। সোঽহমিত্যাত্মানমাদায় মনসৈক্যং কুর্য্যাৎ।

যিনি ইন্দ্রিয়পালক, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত সৃষ্টির স্থিতিপর্য্যন্ত আত্মরূপে গ্রহণ করেন, তিনিই গোপাল। তিনিই প্রণবপদবাচ্য। সেই ওঁকারবাচ্য যিনি, তিনিই সদ্রূপ কৃষ্ণরূপী পরব্রহ্ম। ইঁহারই অপর একটী নাম নিত্যানন্দ। "সেই গোপালই আমি" এই মনে করিয়া গোপালের সহিত নিজের একত্ব (অভিন্নতা) সম্পাদন করিবে।

১৫-ঙ। আত্মনো গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ স এবাব্যক্তোঽনন্তো নিত্যো গোপালঃ।

যিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে "গোপালই আমি" এইরূপ

ধারণা করেন, তাঁহাকেই অপরিসীম, সর্ব্বগত, অব্যক্ত গোপাল বলিয়া জানিবে।

১৫-চ। মথুরায়াং স্থিতির্ব্রহ্মন্ সর্বদা মে ভবিষ্যতি।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাযুতস্ত বৈ॥
চিৎস্বরূপং পরং জ্যোতিঃস্বরূপং রূপবর্জ্জিতম্।
সদা মাং সংস্মরন্ ব্রহ্মন্ মৎপদং যাতি নিশ্চিতম্॥

হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বদা মথুরায় অবস্থান করিব। কিন্তু আমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালাধারিরূপসত্ত্বেও যিনি আমাকে রূপহীন, প্রকাশস্বরূপ, চিদাত্মক এবং সর্ব্ব প্রধান বলিয়া ধ্যান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন।

১৫-ছ। মথুরামণ্ডলে যস্তু জম্বুদ্বীপস্থিতোঽপি বা।
যোঽর্চয়েৎ প্রতিমাং প্রীত্যা স মে প্রিয়তরো ভুবি॥

যিনি জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) বাস করিয়া মথুরামধ্যস্থিত পাষাণাদিনির্ম্মিত আমার মূর্ত্তিসকলকে প্রীতিসহকারে অর্চ্চনা করেন, তিনি এই পৃথিবীতে আমার প্রিয়তর।

১৬। তস্যামধিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণরূপী পূজ্যস্ত্বয়া সদা।
চতুর্ধা চাস্যাধিকারিভেদত্বেন যজন্তি মাম্॥
যুগানুবর্ত্তিনো লোকা যজন্তীহ সুমেধসঃ।
গোপালং সানুজং রামং রুক্মিণ্যা সহ তৎপরম্॥

হে চতুরানন! তোমার সহিত আমি কৃষ্ণরূপে প্রতিমায় অধিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বদাই পূজিত হইয়া থাকি। আমার কৃষ্ণরূপ চারিপ্রকারে কল্পনা করিয়া ভক্তগণ পূজা করিয়া থাকেন।

প্রতিযুগেই অধিকারিভেদে রূপের পার্থক্যবশতঃ, নিত্যজ্ঞান-সম্পন্ন শ্যামাদিরূপযুক্ত গোপাল, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং সঙ্কর্ষণ, এই চারি অবতারের এক এক অবতার এক এক যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। পৃথিবীবাসী লোকেরা এই চারিরূপেই পূজা করেন। কলিযুগে শ্যামবর্ণ গোপাল, দ্বাপরে পীতবর্ণ অনিরুদ্ধ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ প্রদ্যুম্ন এবং সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ সঙ্কর্ষণের পূজা করিবে। রুক্মিণীর সহিত রুক্মিণীপ্রিয় কৃষ্ণের পূজাও অবশ্য করণীয়।

১৬-ক। গোপালোঽহমজো নিত্যঃ প্রদ্যুম্নোঽহং সনাতনঃ।
রামোঽহং হ্যনিরুদ্ধোঽহমাত্মানমর্চয়েদ্ বুধঃ ॥
ময়োক্তেন স্বধর্ম্মেণ নিষ্কামেন বিভাগশঃ।
তৈরয়ং পূজনীয়ো বৈ ভদ্রকৃষ্ণো নিবাসিভিঃ ॥

আমি জন্মমৃত্যুরহিত বাসুদেব। আমিই সনাতন প্রদ্যুম্ন। সঙ্কর্ষণ ও অনিরুদ্ধরূপে আমি বিরাজ করি। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি আমার এই সকল রূপতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মার উপাসনা করিবেন। লোকে আমার দ্বারা উক্ত বেদচতুষ্টয়ের অর্থ অবগত হইয়া সত্যাদি যুগ-ধর্ম্মানুসারে নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মানুযায়ী আচারাদি দ্বারা "এই আত্মাই ভদ্রবনস্থ কৃষ্ণ" এইরূপে পূজা করিবে। ভদ্রবন-বাসীরাও অবশ্য আমার অর্চ্চনা করিবে।

১৬-খ। তদ্ধর্মগতিহীনা যে তস্যাং ময়ি পরায়ণাঃ।
কলিনা গ্রসিতা যে বৈ তেষাং তস্যামবস্থিতিঃ ॥

যাহারা উক্ত ধর্ম্মের ফললাভ করিতে না পারিয়া মথুরায় বাস করিতে করিতে আমাতে একান্ত অনুরক্ত হয়, আর যাহারা কলির

কবলে পতিত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করে, তাহারা মধুরায় বাস করিবে।

১৬-গ। যথা ত্বং সহ পুত্রৈস্তু যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ।
যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ॥

তোমার পুত্র নারদাদি ঋষিগণের প্রতি তোমার যেরূপ মমতা, গণদেবতাগণের প্রতি রুদ্রের যেরূপ প্রীতি, লক্ষ্মীর প্রতি আমি যেরূপ প্রীত, সেইরূপ ভক্তও আমার প্রিয়। অথবা—পুত্রগণের সহিত তুমি আমার যেরূপ প্রিয়, গণদেবতাগণের সহিত রুদ্র যেরূপ আমর প্রীতিভাজন, আমি লক্ষ্মীতে যেরূপ অনুরক্ত, সেইরূপ ভক্তও আমার প্রিয়।

১৭। স হোবাচাব্জযোনিশ্চতুর্ভির্দেবৈঃ কথমেকো দেবঃ স্যাৎ? একমক্ষরং যদ্বিশ্রুতং হ্যনেকাক্ষরং কথং ভূতং? স হোবাচ তং হি বৈ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাসুদেবাদি চারিদেবতা কিরূপে একদেবতা হইবে? যে ওঁকার এক অক্ষর, সে কিরূপেই বা অনেকাক্ষর হইবে? অথবা—যে একাক্ষর ব্রহ্ম শ্রুত হইয়াছে, সেই একাক্ষর কিরূপে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রাদিভেদে অনেকাক্ষর হইবে? নারায়ণ বলিলেন—যেরূপে হইতে পারে, তাহা বলিতেছি।

১৭-ক। পূর্বং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাঽসীত্তস্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরান্মহতো বা অহঙ্কারস্তস্মাদেবাঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি।

সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্রই বর্ত্তমান ছিলেন। সেই ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মভাবাপন্না ব্রহ্মশক্তিরূপিণী প্রকৃতি প্রকাশিতা হইলেন।

সেই প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি এবং বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্রাদি হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়। সেই ভূতগণ অক্ষরকে বেষ্টন করিয়া বিদ্যমান আছে।

১৭-খ। অক্ষরোঽহম্। ওঁকারোঽহম্। অজরোঽভয়োঽমৃতো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ স মুক্তোঽহমস্ম্যক্ষরোঽহমস্মি।

আমিই ওঁকাররূপ অক্ষর। ওঁকার নিত্য এবং জরাভয়রহিত। ইহা অভয় ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়। আমি সেই ব্রহ্মরূপী নারায়ণ। আমি বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও ওঁকারপদবাচ্য হইয়াছি।

১৭-গ। সত্তামাত্রং বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথা।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ম্॥

স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এক হইয়াও বিশ্বরূপের বিশুদ্ধ-সত্তা বিকাশ করিয়া যাবতীয় পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন; ইঁহারই শক্তিরূপিণী মায়া দ্বারা রূপচতুষ্টয় প্রকল্পিত হইয়াছে।

১৭-ঘ। রোহিণীতনয়ো রামো অকারাক্ষরসম্ভবঃ।
তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ॥
প্রজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥

ওঁকার এক অক্ষর। ইহার বিভক্ত বর্ণ—অকার, উকার এবং মকার। ইহাদের এক এক বর্ণ হইতে যথাক্রমে বিশ্বরোহিণী-পুত্র রাম, স্বপ্নপ্রমাতা তৈজস প্রদ্যুম্ন এবং সুষুপ্তি-অভিমানী প্রাজ্ঞ

অনিরুদ্ধ নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। আর যাহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনিই অর্দ্ধমাত্রাত্মক অব্যক্ত কৃষ্ণ।

১৮-ঙ। কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরুক্মিণী।
ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসংগত—
প্রণবেন প্রকৃতিত্বং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

বেদবিদ্ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, জগৎকর্ত্রী কৃষ্ণস্বরূপা রুক্মিণীই মূল প্রকৃতি। যে সকল শ্রুতিতে ব্রজস্ত্রীগণের স্বরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মরূপী কৃষ্ণ-প্রতিপাদক প্রণবের দ্বারাও রুক্মিণীর প্রকৃতিত্ব অবধারিত হইয়াছে।

১৭-চ। তস্মাদোঙ্কারসম্ভূতো গোপালো বিশ্বসংস্থিতিঃ।
ক্লীমোঙ্কারং চ একত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্মোক্ষমশ্নুতে॥

সেইজন্য জগতের স্থিতি-কারণ কৃষ্ণ, প্রণব-প্রতিপাদ্য। বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ তদীয় "ক্লীং ও ওঁ" এই মন্ত্রদ্বয়ের সহিত প্রণবের একতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ মথুরায় অবস্থান করিয়া এই মন্ত্রের দ্বারা আমাকে বিশেষরূপে ধ্যান করিতে করিতে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন।

১৭-ছ। অষ্টপত্রং বিকসিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতম্।
দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম্।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়া যুতম্॥

জীবহৃদয়ে যে বিকসিত অষ্টদলপদ্ম আছে, সেই পদ্মে দিব্য

ছত্রপতাকাঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল, তাঁহার হৃদয়স্থ শ্রীবৎসচিহ্ন এবং সপ্রভ কৌস্তুভমণির ধ্যান করিবে।

১৭-জ। চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্ঙ্গপদ্মগদান্বিতম্।
সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালাসুশোভিতম্॥
দ্যুমৎ কিরীটমভয়ং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়াভয়প্রদম্।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরং তু বা॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধনুর্যুক্ত চারি হস্ত, কেয়ূরশোভিত বাহু, মালা সুশোভিত কণ্ঠ, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী মুকুট এবং মকরচিহ্নিত চঞ্চল কুণ্ডলের ধ্যান করিবে। অঙ্গ এবং অঙ্গাভরণ ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়হর তপ্তকাঞ্চননিভ রমণীয় দেহ এবং নিজ ভক্তের অভয়দাতা যে আমি, আমাকে সতত মনে মনে ধ্যান করিবে। অথবা বেণুগিরি-ধারী ঘন শ্যাম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে।

১৭-ঝ। মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে।
অষ্টদিক্‌পালিভির্ভূমিপদ্মং বিকসিতং জগৎ॥

যে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশ্বসংসার মন্থন করিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মরূপী কৃষ্ণ যে পুরীতে বাস করেন, তাহাকেই মথুরাপুরী বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে, মথুরা পদ্ম সদৃশ। সম্প্রতি তাহারই উৎকর্ষসাধনাভিলাষে শ্রুতি বলিতেছেন, অষ্টদিক্‌পালগণের দ্বারা এই বিশ্বরূপ ভূমিপদ্ম বিকসিত হইয়াছে।

১৭-ঞ। সংসারার্ণবসঞ্জাতং সেবিতং সমমানসৈঃ।
চন্দ্রসূর্য্যাম্বরৌচিত্যা ধ্বজো মেরুর্হিরণ্ময়ঃ।
আতপত্রং ব্রহ্মলোকং মমোর্দ্ধচরণঃ স্মৃতম্॥

সেই মথুরারূপপদ্ম সংসারসাগরে উৎপন্ন হইয়াছে। সমদর্শী বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরাই ইহার আরাধনা করিয়া থাকেন। ঐ পুরীর সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত ধ্বজদণ্ড, আকাশ সেই ধ্বজদণ্ডের শুভ্র বস্ত্র, চন্দ্র সূর্য্য চামর এবং আমার উর্দ্ধপদ-ব্রহ্মলোক ছত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

১৭-ট। শ্রীবৎসং চ স্বরূপং চ বর্ত্ততে লাঞ্ছনৈঃ সহ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং তস্মাৎ কথ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥

তাঁহার হৃদয়ের উজ্জলত্বাদিলক্ষণ শ্রীবৎসচিহ্নে প্রকাশ পাইতেছে। সেই ব্রহ্মরূপী শ্রীবৎসচিহ্ন তাঁহার হৃদয়ে আছে বলিয়া বেদবিদ্‌গণ তাঁহাকে শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলিয়া থাকেন।

১৭-ঠ। যেন সূর্য্যাগ্নিবাক্ চন্দ্রতেজসা স্বস্বরূপিণা।
বর্ত্ততে কৌস্তভমণিং তং বদন্তীশমানিনঃ॥

কৌস্তভমণি বাক্য, অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য্যের তেজের সহিত ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্ আছে, সেইজন্য ভগবদ্‌ভক্তগণ ইহাকে কৌস্তভমণি বলিয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত তেজকে অভিভূত করিতে সমর্থ বলিয়া ইহাকে কৌস্তভ বলা হইয়াছে।

১৭-ড। সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চতুর্বিধঃ।
পঞ্চভূতাত্মকঃ শঙ্খঃ পরোরজসি সংস্থিতঃ॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার (তিনটী) এবং আমিই সকল, আমা ভিন্ন কিছুই নাই, এই গুণাতীত অহঙ্কার (একটী) এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারই পঞ্চভূতাত্মক শঙ্খ। সেই শঙ্খই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সংস্থিত রহিয়াছে।

১৭-চ। চলস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে।
আদ্যা মায়া ভবেচ্ছার্ঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতম্॥
আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করে শ্রিতা।
ধর্ম্মার্থকামকেয়ূরৈর্দিব্যৈর্নিত্যমবারিতৈঃ।

এইরূপ মূল-প্রকৃতিরূপে ধনুঃ, বিশ্বরূপে হস্তস্থিত পদ্ম, বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে গদা এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপে ভগবানের অপ্রতিহতহস্তস্থিত অলৌকিক কেয়ুরের ধ্যান করিবে।

১৭-ণ। কণ্ঠং তু নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে মায়য়াজয়া।
মালা নিগদ্যতে ব্রহ্মংস্তব পুত্রৈস্তু মানসৈঃ॥

গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ কণ্ঠ জন্মরহিত মায়াকে ধারণ করিয়া আছে। হে ব্রহ্মন্! সেইজন্য তোমার মানস-পুত্রেরা সেই মায়াকে মালারূপে নির্দ্দেশ করেন।

১৭-ত। কূটস্থস্য স্বরূপং চ কিরীটং প্রবদন্তি মাম্।
অক্ষরোত্তমং প্রস্ফুরত্তৎ কুণ্ডলং যুগুলং স্মৃতম্।
ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি॥
স মুক্তো ভবতি তস্মৈ চ আত্মানং দদামীতি।
এতৎ সর্ব্বং ভবিষ্যতি ময়া প্রোক্তং বিধে তব।
স্বরূপং দ্বিবিধং চৈব সগুণং নির্গুণং তথা।

যাঁহারা আমাকে কিরীটে নির্ব্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ আরোপ করিয়া অভেদরূপে উপাসনা করেন, কুণ্ডলদ্বয়কে দীপ্যমান ওঁকার বলিয়া ধ্যান করেন, তাঁহারা আমার প্রিয় হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হন। আর যিনি মুক্ত জীব, তিনি সগুণ-নির্গুণ উভয় প্রকার ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন।

১৮। স হোবাচাজযোনির্ব্যক্তানাং মূর্ত্তীনাং প্রোক্তানাং কথং বাহবধারণা ভবন্তি? কথং বা দেবা যজন্তি? রুদ্রা যজন্তি? ব্রহ্মা যজতি? বিনায়কা যজন্তি? দ্বাদশাদিত্যা যজন্তি? বসবো যজন্তি? অপ্সরসো যজন্তি? গন্ধর্ব্বা যজন্তি? স্বপদং গতান্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি? কাং মনুষ্যা যজন্তি? স হোবাচ, তং তু হ বৈ নারায়ণো দেবঃ।

ব্রহ্মা বলিলেন, পূর্ব্বোক্ত অপ্রত্যক্ষ মূর্ত্তিগুলিকে কিরূপে ধারণা করা যাইবে? কিরূপেই বা একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, অষ্টবসু, অষ্ট বিনায়ক, ব্রহ্মা, দেবগণ, অপ্সরোগণ এবং গন্ধর্ব্বগণের পূজা করিবে? ইঁহারা নিজ নিজ স্থানে অপ্রত্যক্ষভাবে আছেন, সুতরাং মনুষ্যগণেই বা কাহাকে অর্চ্চনা করিবে? তদুত্তরে দেবদেব নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—

১৮-ক। আত্মা অব্যক্তা দ্বাদশমূর্ত্তয়ঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু দেবেষু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু তিষ্ঠতি।

উক্ত দ্বাদশ আদিমূর্ত্তি ইন্দ্রিয়ের অগোচর চতুর্দ্দশ ভুবনে সমস্ত দেবতায় এবং মনুষ্যে বিদ্যমান আছে।

১৮-খ। রুদ্রেষু রৌদ্রী, ব্রহ্মণ্যেব ব্রাহ্মী, দেবেষু দৈবী, মানসেষু

মানসী, বিনায়কে বিঘ্ননাশিন্যাদিত্যেষু জ্যোতির্গন্ধর্ব্বেষু গান্ধর্ব্যপ্সরঃ-স্বেবং গৌর্বসুম্বেবং কাম্যান্তর্দ্ধানে প্রকাশন আবির্ভাবা কেবলা তু স্বপদে তিষ্ঠতি।

রুদ্রগণে রৌদ্রী, চতুরাননে ব্রাহ্মী, দেবগণে দৈবী, মনঃসমূহে মানসী, বিনায়কে বিঘ্ননাশিনী, আদিত্যগণে জ্যোতিঃ, গন্ধর্ব্বগণে গান্ধর্ব্বী, অপ্সরোগণে গৌ এবং বসুগণে কাম্যা—এই সকল ভগবন্মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠে একমাত্র মূর্ত্তি বিদ্যমান্। সেই মূর্ত্তি অন্তর্ধ্যানের উদ্দেশে তিরোভাব এবং প্রকাশমান থাকার উদ্দেশ্যে আবির্ভাব হইয়া থাকেন।

১৮-গ। তামসী সাত্ত্বিকী রাজসী মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিগুণময়ী মানুষী মূর্ত্তি মানুষে অবস্থিতা আছেন। আর সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মবিষয়ক ভক্তিযোগে আনন্দস্বরূপ বিজ্ঞানমূর্ত্তি প্রকাশিত আছেন।

১। ওঁ টাং প্রাণাত্মনে টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ প্রাণাত্মনে নমো নমঃ।

"প্রাণাত্মনে" মন্ত্রের প্রথমে ওঁ টাং এবং শেষে টাং বীজ যোগ করিয়া সম্পুটিত করিবে। এইরূপে প্রত্যেক মন্ত্র সম্পুটিত করিতে হইবে। অন্তরীক্ষলোক, স্বর্গলোক যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই সম্পুটিত মন্ত্রোক্ত প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি।

২। ওঁ টাং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকাত্মক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। সেই গোপীজনবল্লভ গোপালক পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

৩। ওঁ টামপানাত্মনে টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মা অপানাত্মনে নমো নমঃ।

যিনি ত্রিলোকস্বরূপ কৃষ্ণরূপী ব্রহ্ম, সেই অপানবায়ুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

৪। ওঁ টাং কৃষ্ণায় প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

যিনি ত্রিলোকস্বরূপ ব্রহ্মরূপী কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণস্বরূপ অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্নকে নমস্কার।

৫। ওঁ টাং ব্যানাত্মনে টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ ব্যানাত্মনে নমো নমঃ।

যিনি ত্রিলোকস্বরূপ পরমাত্মা কৃষ্ণ, তিনিই ব্যানবায়ুস্বরূপ, অতএব সেই ব্যানবায়ুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

৬। ওঁ টাং কৃষ্ণায় রামায় টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

ত্রিলোক যাঁহার স্বরূপ, যিনি ব্রহ্মরূপী কৃষ্ণ, সেই রামাবতার কৃষ্ণকে নমস্কার করি।

৭। ওঁ টামুদানাত্মনে টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মা উদানাত্মনে নমো নমঃ।

যিনি ত্রিলোকস্বরূপ, তিনিই সদ্রূপী কৃষ্ণ, অতএব সেই উদানবায়ুরূপী কৃষ্ণকে নমস্কার করি।

৮। ওঁ টাং কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

ত্রিলোক যাঁহার স্বরূপ এবং যিনি দেবকীনন্দন জগৎকারণ কৃষ্ণ; তাঁহার উদ্দেশে আমি নমস্কার করি।

৯। ওঁ টাং সমানাত্মনে টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ সমানাত্মনে নমো নমঃ।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং অন্তরিক্ষলোক যাঁহার স্বরূপ, যিনি এই ত্রিলোকস্থিত প্রাণিসমূহের সমষ্টি, সমানবায়ুর একমাত্র আশ্রয়, সেই সমানবায়ুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

১০। ওঁ টাং গোপালায় নিজস্বরূপায় টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং অন্তরিক্ষলোকের দ্বারা উপলক্ষিত (চিহ্নিত) ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার স্বরূপ, সেই ব্রহ্মরূপী গোপালকে নমস্কার করি।

১১। ওঁ টাং যোঽসৌ প্রেয়ানাত্মা গোপালঃ টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

যে আত্মা পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অতিশয় প্রিয়, সেই আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই গোপাল; তাহা হইতে এই অখিল সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সেই পরমাত্মস্বরূপ গোপালকে নমস্কার করি।

১২। ওঁ টাং যোঽসাবিন্দ্রিয়াত্মা গোপালঃ টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার স্বরূপ, তিনিই পরমাত্মা, পরমাত্মাই গোপাল; তাঁহা হইতে এই ত্রিজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সেই পরমাত্ম-স্বরূপ গোপালকে নমস্কার করি।

১৩। ওঁ টাং যোঽসৌ ভূতাত্মা গোপালঃ টাং তৎসদ্ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

পঞ্চভূত অথবা প্রাণিসকল যাঁহার স্বরূপ, তিনি পরমাত্মরূপী গোপাল; তাঁহা হইতেই এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব পরব্রহ্মস্বরূপ গোপালকে নমস্কার করি।

১৪। ওঁ টাং সোঽসাবুত্তমপুরুষো গোপালঃ টাং তৎসদ্ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

যাহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়, তিনিই পরমাত্মা, পরমাত্মাই গোপাল। তাঁহা হইতে ত্রিলোকাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব পুরুষোত্তম গোপালকে নমস্কার করি।

১৫। ওঁ টাং যোঽসৌ পরব্রহ্মগোপালঃ টাং তৎ সদ্ভুর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

যিনি পরমাত্মস্বরূপ গোপাল, তিনিই এই ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে আমার নমস্কার।

১৬। ওঁ টাং যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপালঃ টাং তৎসদ্ভুর্ভুর্বঃ-স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

যিনি সমস্ত জীবের আত্মা এবং যাঁহা হইতে এই ত্রিলোক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরমাত্মস্বরূপ গোপালকে আমি নমস্কার করি।

১৭। ওঁ টাং যোঽসৌ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিমতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ টাং তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের অতীত হইয়া চতুর্থ অবস্থাকেও অতিক্রম করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্ম গোপাল হইতে ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়াছে ; অতএব তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার।

১৯। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

যিনি অদ্বিতীয় এবং স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, যাঁহার স্বরূপ সর্ব্বভূতে অপ্রকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান, যাঁহাকে সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়া জানা যায় ; যিনি ক্রিয়াসাক্ষী এবং জীব সাক্ষিরূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, সেই নির্গুণ শুদ্ধ চৈতন্যকেই গোপালরূপী নারায়ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

১৯-ক। রুদ্রায় নম আদিত্যায় নমো বিনায়কায় নমঃ সূর্য্যায় নমো বিদ্যায়ৈ নমঃ ইন্দ্রায় নমোঽগ্নয়ে নমঃ পিত্রে নমো নির্ঋতয়ে নমো বরুণায় নমো মরুতে নমঃ কুবেরায় নম ঈশানায় নমো ব্রহ্মণে নমঃ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

রুদ্র, আদিত্য, বিনায়ক, সূর্য্য, দুর্গা, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান এবং ব্রহ্মা, এমন কি, সকল দেবতার উদ্দেশে আমার নমস্কার। ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বদেবময়, তাঁহার পূজায় সকল দেবতার পূজা হয়।

১৯-খ। দত্ত্বা স্তুতিং পুণ্যতমাং ব্রহ্মণে স্বস্বরূপিণে।
কর্ত্তৃত্বং সর্ব্বলোকানামন্তর্দ্ধানে বভূব সঃ॥

তিনি সপ্তদশমন্ত্রাত্মিকা পুণ্যতমা স্তুতি এবং ত্রিলোকের কর্তৃত্ব— এই দুইটী সর্ব্বদেবরূপী ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়া, অপ্রত্যক্ষভাবে স্বরূপে অবস্থান করেন এবং মায়িকজন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

১৯-গ। ব্রহ্মণো ব্রহ্মপুত্রেভ্যো নারদাত্তু শ্রুতং যথা।
তথা প্রোক্তং তু গান্ধর্বি গচ্ছ ত্বং স্বালয়ান্তিকং ॥
গচ্ছ ত্বং স্বালয়ান্তিকমিতি ॥

ইত্যথর্ব্ববেদোপনিষদি গোপালোত্তরতাপনীয়োপনিষদ্ সমাপ্তা ॥

ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাপুত্র নারদের নিকটে আমি যেরূপ শুনিয়াছি, হে গান্ধর্ব্বি! তোমাকে তাহাই বলিলাম। অতএব তুমি উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য এই আত্মতত্ত্বের চিন্তা করিতে করিতে নিজালয়ের সমীপবর্তিনী হও, (অর্থাৎ ব্রহ্মপদ লাভ কর) দুর্ব্বাসা এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন।

গোপালোত্তরতাপনীয়োপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

কৌষীতক্যুপনিষৎ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবির্ময়োঽভূর্ব্বেদস্য মৎসাঽণীশ্রুতং মা মা হিংসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রাৎসংবসাম্যগ্ন ইড়া নম ইড়া নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বোঽস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃড়ীকা সরস্বতী মা তে ব্যোম সংদৃশি। অদধ্বং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ।

হে দেবী সরস্বতি! আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মনঃ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি মূর্ত্তিমতী জ্ঞানরূপিণীরূপে আবির্ভূতা। আমার নিকট হইতে তুমি শব্দস্বরূপে দিগ্ব্যাপিনী হইয়াছ; অতএব সত্য নষ্ট করিও না। বর্ত্তমান অধ্যয়নেই যেন দিন রাত্রি একই ভাবে অবস্থান করিতে পারি। হে অগ্নে! তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার। মন্ত্রপ্রয়োজক ঋষিগণকে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার। মন্ত্রপতি দেবগণ! তোমাদিগকেও নমস্কার। সরস্বতী আমাদিগের প্রতি বিশুদ্ধা কল্যাণময়ী এবং সুখদায়িনী হউন। আমি যেন শূন্যময় না দেখি। সূর্য্য যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কখনও ইহার অন্যথা হয় না, সেইরূপ আমাদের মনঃ নির্ম্মল এবং চক্ষুঃ ইষ্টদর্শী হউক। ইহার অন্যথা করিও না।

১। চিত্রো হ বৈ গার্গ্যায়ণির্যক্ষ্যমাণ আরুণিং বব্রে, স হ পুত্রং শ্বেতকেতুং প্রজিঘায় যাজয়েতি তং হাসীনং পপ্রচ্ছ গৌতমস্য পুত্রাস্তি সংবৃতং লোকে যস্মিন্ মা ধাস্যস্যন্যমুতাহো বাধ্বা তস্য মা লোকে ধাস্যসীতি।

গার্গ্যের পুত্র চিত্রনামক নরপতি যজ্ঞ করিবার জন্য আরুণিকে বরণ করিলেন। আরুণি, "চিত্রনরপতিকে যজ্ঞকার্য্য করাও" এই আদেশ দিয়া নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে প্রেরণ করিলেন। শ্বেতকেতু চিত্রগৃহে গমন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলে চিত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গৌতমপুত্র! জগতে কোন সুগুপ্ত স্থান আছে, যে স্থানে সর্ব্বজগতের অংশস্বরূপ আমাকে স্থাপন করিবেন? অথবা আমি সর্ব্বজগৎ হইতে পৃথগ্‌ভূত, আমাকে বন্ধন করিয়া সেই স্থানে স্থাপন করিবেন? পক্ষান্তরে সেইস্থান হইতে অসংবৃত রূপহীন কোন স্থান আছে কি না, যে সেই স্থানে আমাকে স্থাপন করিবেন?

১-ক। স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ, হন্তাচার্য্যং পৃচ্ছানীতি স হ পিতরমাসাদ্য পপ্রচ্ছেতীতি মাঽপ্রাক্ষীৎ কথং প্রতিব্রবাণীতি স হোবাচাহমপ্যেতন্ন বেদ, সদস্যেব বয়ং স্বাধ্যায়মধীত্য হরামহে। যন্নঃ পরে দদত্যেহ্যুভৌ গমিষ্যাব ইতি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, আমি ইহা জানি না। বেশ, ইহা আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি। অনন্তর শ্বেতকেতু পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্র আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছে, উহার কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? আরুণি বলিলেন, আমিও এ বিষয় জানি না। আমরা চিত্রের সভায় গমন করিয়া বেদের যে

অংশে এই বিষয় আছে, সেই অংশ পাঠ করতঃ চিত্রের নিকট হইতে অবগত হইব। যখন আমাদিগকে অন্য সকলেই বিদ্যাধন দান করেন, তখন চিত্রও অবশ্য দান করিবেন। এস, আমরা উভয়েই চিত্রের সভায় গমন করিব।

১-খ। স হ সমিৎপাণিশ্চিত্রং গার্গ্যায়ণিং প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচ, ব্রহ্মার্ঘোঽসি গৌতম, যো ন মানমুপাগা এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি।

অনন্তর আরুণি চিত্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমিধ্ হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনি উৎকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, এই জন্য আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিলাম। চিত্র বলিলেন, হে গৌতম-গোত্রজ! আপনি পরব্রহ্মের ন্যায় পূজনীয়, আপনি এমন বিদ্বান্ হইয়াও যখন আমার নিকটে এই বিষয় অবগত হইবার জন্য আসিয়াছেন, তখন জানিলাম, আপনার কোন অভিমান নাই। অতএব আসুন; আপনাকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিব।

২। স হোবাচ, যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি। তেষাং প্রাণৈঃ পূর্ব্বপক্ষ আপ্যায়তে তানপরপক্ষে ন প্রজনয়তি।

চিত্র প্রথমতঃ ভেদদর্শী কর্ম্মিগণের গুপ্তস্থানের বিষয় বলিতেছেন;—যাঁহারা স্বর্গফল কামনা করিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকাম কর্ম্মিগণ দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন, এই চন্দ্রমণ্ডলেরই অপর নাম স্বর্গ। রাজা যেরূপ প্রজাদির নিকট করগ্রহণ করিয়া প্রীতি লাভ করেন, সেইরূপ চন্দ্রও কর্ম্মিগণের

প্রাণ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। রাজার অর্থক্ষয় হইলে, তিনি যেমন পরিবারবর্গের প্রীতি জন্মাইতে পারেন না, সেইরূপ কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র ক্ষীণ হন বলিয়া, স্বর্গবাসিগণের তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন না।

২-ক। এতদ্বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যশ্চন্দ্রমাস্তং যঃ প্রত্যাহ তমতিসৃজতেঽথ য এনং ন প্রত্যাহ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি ॥

[পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্বর্গগামী ব্যক্তিগণ চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, কিন্তু শাস্ত্রে আছে, স্বর্গকামনা করিয়া হোমাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, এইজন্য বলিতেছেন] এই প্রসিদ্ধ চন্দ্রমণ্ডলই স্বর্গলোকের দ্বার। এই স্থান দিয়াই স্বর্গে গমন করিতে হয়। যে অভিমানাদিশূন্য অধিকারী বলেন, "আমি দক্ষিণমার্গনামক চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিব না, এই স্থানে গমন করিলে বারবার ভূলোকে পতিত হইতে হয়," সেই অধিকারী চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া বিদ্যুদাদিলোকে উপস্থিত হন, তদনন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করেন। পক্ষান্তরে যে কর্ম্মী বলেন, আমি স্বর্গলোকেই গমন করিব, (চন্দ্রমা) সেই স্বর্গবাসী সকাম কর্ম্মীকে অবশিষ্ট কর্ম্মফলানুসারে বৃষ্টিধারারূপে পুনরায় এই ভূলোকে প্রেরণ করেন।

২-খ। স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বাঽন্যো বৈ তেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম যথাবিদ্যম্।

বৃষ্টিধারারূপে আগত সেই অনুতপ্ত কর্ম্মী, স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্ম এবং বিদ্যানুসারে এই জগতে স্থাবর অথবা জঙ্গমরূপে

জন্মগ্রহণ করে। নিতান্ত কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার স্থাবরত্ব এবং তদপেক্ষা কর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলে জঙ্গমত্ব প্রাপ্তি হয়। এইরূপে কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জঙ্গমের মধ্যেও কেহ কীট, কেহ পতঙ্গ, কেহ পক্ষী, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ সিংহ, কেহ মৎস্য, কেহ বা দুষ্ট সর্পাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। সৎ এবং অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মানুষ্ঠান-ফলে মনুষ্য এবং তাহারও তারতম্যানুসারে স্ত্রী বা ক্লীবরূপে জন্ম-গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে আবার সৎকর্ম্মবাহুল্যহেতু ব্রাহ্মণত্বাদি প্রাপ্ত হয়।

২-গ। তমাগতং পৃচ্ছতি কোঽসীতি তং প্রতিব্রূয়াদ্বিচক্ষণা-দৃতবো রেত আভৃতং পঞ্চদশাৎ প্রসূতাৎ পিত্র্যবতস্তন্মা পুংসি কর্ত্তর্য্যেরয়ধ্বম্।

অভিমানাদিশূন্য আত্মা স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে যখন স্বর্গ হইতে ভূলোকে আগমন করেন, তখন, তাহার অধিক পুণ্যফল থাকিলে পরম কৃপালু পরমাত্মা গুরুচ্ছলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কে"? সেই শিষ্যরূপী আত্মা প্রত্যুত্তর করেন, "আমি নানারূপ ভোগপ্রদ বসন্তাদি ঋতুবিরাজিত পঞ্চদশ-কলাত্মক প্রকৃতিবিকাররূপী পিতৃলোক-স্থান চন্দ্রলোক হইতে আগত শুক্ররূপী। দেবগণ রেতোরূপী। আমাকে শুক্র নিষেককারী পুরুষে প্রেরণ করুন।"

২-ঘ। পুংসা কর্ত্রা মাতরি মা নিষিক্ত স জায় উপজায়মানো দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাসো দ্বাদশত্রয়োদশেন পিত্রাসং তদ্বিদে-প্রতিতদ্বিদেঽহং তন্ম ঋতবো অমর্ত্ত্যব আভরধ্বম্।

সেই দেবগণ আমাকে পিতার দ্বারা মাতৃগর্ভস্থ করিয়াছেন।

আমি কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া শরীর ধারণ করিয়াছি। আমার জীবন দ্বাদশমাসবিশিষ্ট বৎসর দ্বারা পরিমিত হইয়াছে। উক্তরূপ সংবৎসরকাল দ্বারা পরিমিত জনকের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ মরণশীল হইয়াছি। আমার জন্ম ব্রহ্মজ্ঞান অথবা তদ্বিপরীত জ্ঞানের নিমিত্ত (তাহা জানি না)। তথাপি হে দেব! ব্রহ্মজ্ঞানপরিপূরণের জন্য আমার জীবনকাল নির্দ্ধারিত হউক। অর্থাৎ আমি পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কাল পর্য্যন্ত যেন জীবিত থাকিতে পারি।

২-ঙ। তেন সত্যেন তেন তপসা ঋতুরস্ম্যার্ত্তবোঽস্মি কোঽস্মি ত্বমস্মীতি তমতিসৃজতে।

আমি পূর্ব্বে যে সত্য বাক্য বলিয়াছি এবং চন্দ্রগমন হইতে আরম্ভ করিয়া যোনিনির্গমন কাল পর্য্যন্ত যে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারই ফলে মানবরূপে শুক্রশোণিতসম্বন্ধজন্য জড়শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কে? তুমিই কি আমি? তোমা হইতে আমার কোনই প্রভেদ নাই। জীবাত্মার যখন এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন গুরুরূপী পরমাত্মা সেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে তাহাকে সংসার হইতে বিমুক্ত করেন।

৩। স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং।

দেবগণের বিষয় পরে বলা হইবে। ব্রহ্মজ্ঞ আত্মা প্রাণপরিত্যাগ কালে সুষুম্না নাড়ীদ্বারা মস্তক ভেদ করতঃ নির্গত হইয়া, দেবযানপথে

প্রথমে অগ্নিলোকে গমন করেন, তথা হইতে ক্রমশঃ দিবস-শুক্লপক্ষ-উত্তরায়ণ-ষণ্মাস-সম্বৎ-সরাভিমানী দেবলোকে উপস্থিত হন। অনন্তর বায়ু ও আদিত্যলোকে এবং ক্রমে চন্দ্রলোক ও বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হন। তথা হইতে অমানব পুরুষের সাহায্যে ক্রমে বরুণলোক ও ইন্দ্রলোকে গমন করেন। অতঃপর ইন্দ্রের সাহায্যে প্রজাপতি লোক ও মোক্ষধাম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

৩-ক। তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরো হ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিজরা নদীল্যো বৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানমপরাজিতমায়তনমিন্দ্রপ্রজাপতি দ্বারগোপৌ।

[সেই ব্রহ্মলোকের বর্ণনা করিতেছেন] ব্রহ্মজ্ঞ আত্মা যে ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মলোকের বিষয় স্মরণ করেন, সেই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মলোকের প্রবেশ-দ্বার-নিরোধক 'আর' নামে একটী হ্রদ আছে, (উহা কাম-ক্রোধাদি অরি দ্বারা বিরচিত বলিয়া উহার নাম আর হইয়াছে)। ঐ হ্রদের পরপারে মুহূর্ত্তাভিমানী দেবগণ বাস করেন, তাঁহারা কামক্রোধাদি প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপায় উপাসনারূপ ইষ্টবিষয় নষ্ট করেন, এই জন্য উহাদিগকে 'ইষ্টিহা' বলে। ঐস্থানে বিজরা নামে এক নদী আছে। ইল্যনামক বৃক্ষ তথায় অবস্থান করিতেছে। (অন্যস্থানে এই বৃক্ষকে অশ্বত্থ বলে) তীরসমীপে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ ধনুকের আকারে বিবিধদ্রব্য-সজ্জিত বহুজনাকীর্ণ পত্তনসমূহ রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মলোকে সৌন্দর্য্যে অনভি-ভূত, পরমরমণীয় গৃহসমুদয় শোভিত হইতেছে। ইন্দ্র এবং প্রজাপতি ঐ পুরীর দ্বাররক্ষক।

৩-খ। বিভুপ্রমিতং বিচক্ষণাহসন্দ্যমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ প্রিয়াচ মানসী প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী পুষ্পাণ্যাবয়তৌ চৈ চ জগাম্ভম্বাশ্চাম্বায়বীশ্চাপ্সরসঃ। অম্বয়া নদাঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মলোকের সভাস্থান, বুদ্ধি প্রভৃতি ঐ সভার মধ্যবেদি। অতিবলসম্পন্ন প্রাণ ব্রহ্মার আসন-মঞ্চক। মনের কারণভূত তেজোময়ী প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ প্রকৃতি ভার্য্যা। ভূতসমূহ পুষ্প এবং বস্ত্রযুগল। জগজ্জননী শ্রুতি এবং শ্রুতিবুদ্ধিসমূহ সাধারণ স্ত্রী এবং উপাসনা উহার নদী।

৩-গ। তমিত্থংবিদা গচ্ছতি তং ব্রহ্মাহহাভিধাবত মম যশসা বিজরাং বা অয়ং নদীং প্রাপন্ন বা অয়ং জরয়িষ্যতীতি।

ব্রহ্মবিৎ এইরূপে ব্রহ্মলোকের বিষয় অবগত হইয়া তথায় আগমন করেন। ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মজ্ঞকে উদ্দেশ করিয়া নিজ পরিচারক এবং অপ্সরোগণকে বলেন, তোমরা যেরূপ সম্মানের সহিত আমার পূজা কর, সেইরূপভাবে উহারও পূজা কর। কারণ ঐ ব্রহ্মবিৎ বিজরা—জরাহারিণী নদী প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং আর জরাপ্রাপ্ত হইবেন না, জরা-মৃত্যু জন্ম প্রভৃতি পরিগ্রহ করিবেন না।

৪। তং পঞ্চ শতান্যপ্সরসাং প্রতিয়ন্তি শতং চূর্ণহস্তাঃ শতং বাসোহস্তাঃ শতং ফলহস্তাঃ শতমাঞ্জনহস্তাঃ শতং পাল্যহস্তাস্তং ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কুর্ব্বন্তি স ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মাভিপ্রৈতি স আগচ্ছত্যারং হ্রদং তং মনসাহত্যেতি।

ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে পাঁচশত অপ্সরা সেই ব্রহ্মজ্ঞের সম্মুখে আগমন করেন, তাহাদের মধ্যে একশত অপ্সরা হরিদ্রাচুর্ণাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে লইয়া, একশত নানারূপ বস্ত্র লইয়া, একশত বিবিধ ফল লইয়া, একশত বহুপ্রকার অলঙ্কার লইয়া এবং শত সংখ্যক অপ্সরা মালা হস্তে লইয়া ব্রহ্মার উপযুক্ত অলঙ্কারের দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞকে অলঙ্কৃত করেন। সেই ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মালঙ্কারের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি তাঁহাদের সহিত আর নামক হ্রদ মনে মনেই অতিক্রম করিয়া আগমন করেন। (কেন না ঐ আর হ্রদ কামাদি অরি-বিনির্ম্মিত, ব্রহ্মজ্ঞ কামাদি অরি-জয় করিয়াছেন, সুতরাং মনঃ ব্যতীত তাঁহার অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই)।

৪-ক। তমিত্বা সংপ্রতিবিদো মজ্জন্তি স আগচ্ছতি মুহূর্ত্তান্যেষ্টিহাংস্তেঽস্মাদপদ্রবন্তি স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি॥

পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন অজ্ঞ-লোকের অনর্থের বিষয় বলিতেছেন; যাহারা ব্রহ্ম-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ, কেবল বৈষয়িক সুখে অভিজ্ঞ, তাহারা ঐ "আর" হ্রদে গমন করিয়াই মগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্, "আর" হ্রদ অতিক্রম করিয়া ইষ্টিহা নামক কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির উৎপাদক মুহূর্ত্তাভিমানী দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা ঐ ব্রহ্মজ্ঞের নিকট হইতে পলায়ন করেন। তিনি বিজরা নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া মনে মনেই তাহাকে অতিক্রম করেন।

৪-খ। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে। তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতং, তদ্ যথা রথেন ধাবয়ন্ রথচক্রে পর্য্যবেক্ষেত,

এবমহোরাত্রে পর্য্যবেক্ষত, এবং সুকৃতদুষ্কৃতে, সর্ব্বাণি চ দ্বন্দ্বানি, স এব বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি।

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সময় নিজকৃত পাপ এবং পুণ্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রিয় আত্মীয়গণ পুণ্য এবং অপ্রিয় ব্যক্তিগণ পাপ গ্রহণ করেন। [কর্ত্তাই কৃতকার্য্যের ফলভোগ করেন অন্যে করিবে কেন? এইজন্য বলিতেছেন] ব্রহ্মজ্ঞানী পাপপুণ্যফল স্বয়ং ভোগ করেন না, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—রথারূঢ় ব্যক্তি ভূমিতে রথ চালন করিয়া অবলোকন করেন যে, রথের চক্র দুইটাই ভূমির সহিত সংযোগ ও বিয়োগরূপ ফলভোগ করিতেছে, তিনি স্বয়ং ঐ ফলভোগ করেন না। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ দিন এবং রাত্রি, পাপ এবং পুণ্য, শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বভাব মাত্র অবলোকন করেন; কিন্তু তাহার ফলভাগী হন না। সেই উপাসক এইরূপে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া পাপ-পুণ্যরহিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

৫। স আগচ্ছতীল্যং বৃক্ষং তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি স আগচ্ছত্যপরাজিতমায়তনং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি।

সেই উপাসক, বিজরা-নদী উত্তীর্ণ হইয়া, ইল্যনামক বৃক্ষের সমীপে আগমন করেন, তখন অননুভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মগন্ধ তাঁহাতে প্রবেশ করে, ক্রমে তিনি সালজ্য নামক পত্তনে উপস্থিত হন। তখন ব্রহ্মরস তাঁহাতে প্রবেশ করে এবং তিনি অপরাজিতনামক গৃহে গমন করেন, তখন ব্রহ্মতেজঃ তাঁহাতে প্রবেশ করে।

৫-ক। স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ, তাবস্মাদপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভুপ্রমিতং, তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি বিচক্ষণামাসন্দীম্। বৃহদ্রথন্তরে সামনী পূর্ব্বৌ পাদৌ ; শ্যৈতনৌধসে চাপরৌ ; বৈরূপবৈরাজে অনূচ্যে শাক্বররৈবতে তিরশ্চী ; সা প্রজ্ঞা প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি।

সেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মতেজা ইন্দ্র প্রজাপতিনামক দ্বাররক্ষকদ্বয়ের নিকট গমন করেন, তখন ঐ রক্ষকদ্বয় তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করেন। অনন্তর তিনি বিভুনামক সভাস্থলে উপস্থিত হন, তখন তাঁহাতে পুনরায় ব্রহ্মতেজঃ প্রবেশ করে। অতঃপর তিনি বিচক্ষণানাম্নী সভামধ্যবেদির নিকট গমন করেন। বৃহদ্রথন্তর নামক সামদ্বয় এই বেদির পূর্ব্বপাদ, শ্যৈতনৌধসনামক সামদ্বয় ইহার অপর পাদ, বৈরূপবৈরাজনামক সামদ্বয় ইহার উত্তর দক্ষিণকোণ এবং শাক্বর ও রৈবতনামক সামদ্বয় ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম কোণ ; এইরূপ চতুষ্কোণবেদিই প্রজ্ঞা বা আত্মবুদ্ধি। উপাসক এই প্রজ্ঞাদ্বারা বিবিধ বিশ্বকে দর্শন করেন।

৫-খ। স আগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্য্যঙ্কং ; স প্রাণস্তস্য ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পূর্ব্বৌ পাদৌ ; শ্রীশ্চেরা চাপরৌ ; বৃহদ্রথন্তরে অনূচ্যে ; ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়ে শীর্ষণ্যে ; ঋচশ্চ সামানি চ প্রাচীনাতানানি ; যজূংষি তিরশ্চীনানি ; সোমাংশব উপস্তরণমুদ্গীথ উপশ্রীঃ ; শ্রীরূপবর্হণং ; তস্মিন্ ব্রহ্মাস্তে ; তমিত্থংবিৎ পাদেনৈবাগ্র আরোহতি।

ব্রহ্মবিদ্, প্রজ্ঞালাভের পর "অমিতৌজা" নামক পর্য্যঙ্কের নিকট আগমন করেন, প্রাণই সেই পর্য্যঙ্ক। অতীত এবং ভাবী বিশ্ব এই

পর্য্যঙ্কের পূর্ব্বপাদদ্বয়; লক্ষ্মী এবং পৃথিবী ইহার অপর পাদদ্বয়; বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয় ইহার উত্তর ও দক্ষিণ দীর্ঘ খট্বাঙ্গ; ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক সামদ্বয় ইহার পূর্ব্বপশ্চিম হ্রস্ব খট্বাঙ্গ; ঋক্ এবং সাম পূর্ব্বপশ্চিমে, উপরি অধোভাগে বর্ত্তমান দীর্ঘবস্ত্র; প্রসিদ্ধ যজুঃসমূহ উহাতে বক্রভাবে বস্ত্ররূপে রহিয়াছে; চন্দ্রকিরণাবলী উহার শয্যা; উদ্গীথনামক সামবিশেষ ঐ শয্যার আবরণ-বস্ত্র (চাদর); লক্ষ্মী শিরোধান অর্থাৎ বালিশ; ঐ পর্য্যঙ্কে ব্রহ্মা উপবেশন করেন। ব্রহ্মবিদ্ অগ্রে পদ-স্থাপন করিয়া ঐ পর্য্যঙ্কে আরোহণ করেন।

৫-গ। তং ব্রহ্মা পৃচ্ছতি, কোঽসীতি? তং প্রতিব্রূয়াৎ।

যে সময়ে ব্রহ্মবিদ্ পর্য্যঙ্কে আরোহণ করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কে?" উপাসক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দেন।

৬। ঋতুরস্ম্যার্ত্তবোঽস্ম্যাকাশাদ্ যোনেঃ সম্ভূতো ভার্য্যা এতৎ সংবৎসরস্য তেজো ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্যাত্মা।

আমি বসন্তাদি ঋতুস্বরূপ, এবং আমিই ঋতুসম্বন্ধী। উপাদান-কারণভূত, অব্যাকৃত, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতে আমি উৎপন্ন। সুতরাং এই সংবৎসরের তেজঃ অতীত-কারণস্বরূপ চেতন এবং অচেতন চতুর্ব্বিধ প্রাণী এবং পঞ্চ মহাভূতের আত্মা—অধিষ্ঠানস্বরূপ আমিই।

৬-ক। ত্বমাত্মাসি, যস্ত্বমসি সোঽহমস্মীতি; তমাহ, কোঽহমস্মীতি, সত্যমিতি ব্রূয়াৎ॥ কিং তদ্ যৎ সত্যমিতি। যদন্যদ্দেবেভ্যশ্চ প্রাণেভ্যশ্চ তৎ সৎ অথ যদ্দেবাশ্চ প্রাণাশ্চ তত্ত্যং, তদেতয়া বাচাঽভিব্যাহ্রিয়তে, সত্যমিত্যেতাবদিদং। সর্ব্বমিদং সর্ব্বমসি।

[আত্মা কে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন] পূর্ব্বোক্ত আত্মা তুমি, তুমি যে, আমিও সেই। পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—"আমি কে ?" উপাসক উত্তর করিলেন, "তুমি সত্য।" ব্রহ্মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি ?" উপাসক বলিলেন, অগ্ন্যাদিদেবগণ এবং প্রাণাদির সহিত ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ভিন্ন বস্তুই "সৎ"; দেবগণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ "ত্য," স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এই সত্যরূপ বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষদৃশ্য সমস্ত জগৎ সত্যস্বরূপ এবং তুমিই ব্রহ্মরূপী পঞ্চভূতাত্মক নিখিল বিশ্ব।

৬-খ। ইত্যেবৈনং তদাহ; তদেতদৃক্শ্লোকেনাভ্যুক্তম্।

যজূদরঃ সামশিরা অসাবৃঙ্মূর্ত্তিরব্যয়ঃ।

স ব্রহ্মেতি স বিজ্ঞেয় ঋষির্ব্রহ্মময়ো মহানিতি।

তমাহ কেন মে পৌংস্থানি নামান্যাপ্নোষীতি প্রাণেনেতি ব্রূয়াৎ।

উপাসক, ব্রহ্মার মঞ্চকসমীপে গমনকালে তাঁহাকে বলিলেন, "ঋগ্বেদীয় শ্লোকেও এই প্রকার উক্ত হইয়াছে যে, যজুর্ব্বেদ যাঁহার উদর, সামবেদ যাঁহার মস্তক, ঋগ্বেদ যাঁহার মূর্ত্তি, তিনিই অব্যয় ব্রহ্মা, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ মহান্ ঋষি।" অনন্তর ব্রহ্মা উপাসককে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি প্রকারে আবার পুংলিঙ্গ নাম সকল অবগত হও ? উপাসক উত্তর করেন, প্রাণদ্বারা।

৬-গ। কেন স্ত্রীনামানীতি বাচেতি; কেন নপুংসকানীতি মনসেতি; কেন গন্ধানিতি প্রাণেনেত্যেব ব্রূয়াৎ।

ব্রহ্মা উপাসককে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কিরূপে আমার স্ত্রীলিঙ্গনামসকল অবগত হও'? উপাসক উত্তর করেন, বাক্যের

দ্বারা। ব্রহ্মার প্রশ্ন—তুমি কিরূপে আমার ক্লীবলিঙ্গ নাম সকল অবগত হও? উত্তর—মনঃ দ্বারা। প্রশ্ন—তুমি কিরূপে গন্ধ অবগত হও? উত্তর—প্রাণদ্বারাই।

৬-ঘ। কেন রূপাণীতি চক্ষুষেতি; কেন শব্দানিতি শ্রোত্রেণেতি; কেনান্নরসানিতি জিহ্বয়েতি; কেন কর্ম্মাণীতি হস্তাভ্যামিতি; কেন সুখদুঃখে ইতি শরীরেণেতি; কেনানন্দং রতিং প্রজাতিমিত্যুপস্থেনেতি।

প্রশ্ন—কিরূপে রূপ অবগত হও? উত্তর—চক্ষুর দ্বারা। প্রশ্ন—কি প্রকারে শব্দ অবগত হও? উত্তর—কর্ণের দ্বারা। প্রশ্ন—কিরূপে অন্নরস অবগত হও? উত্তর—জিহ্বা দ্বারা। কিরূপে কর্ম্মসকল অবগত হও? উত্তর—হস্তদ্বয় দ্বারা। প্রশ্ন—কিরূপে সুখদুঃখ জানিতে পার? উত্তর শরীরদ্বারা। প্রশ্ন—কিরূপে মৈথুনাবসানে উপজাতসুখ, রমণজন্য সুখ ও পুত্রকন্যাদিরূপ প্রজার উৎপাদন সুখ অবগত হও? উত্তর—উপস্থ দ্বারা।

৬-ঙ। কেনেত্যা ইতি পাদাভ্যামিতি; কেন ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানিতি প্রজ্ঞয়েতি ব্রূয়াৎ তমাহ।

প্রশ্ন—কি প্রকারে গতির বিষয় অবগত হও? উত্তর—পদদ্বয় দ্বারা। প্রশ্ন—কিরূপে বুদ্ধিবৃত্ত, বুদ্ধির বিষয়ীভূত পদার্থ এবং বিবিধ অভিলাষ সকল অবগত হও? উত্তর—প্রজ্ঞা বা আত্মবোধ দ্বারা। [যদিও প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্তই জানিতে পারা যায়, তথাপি নাম উচ্চারণে বাক্, দর্শনে চক্ষুঃপ্রভৃতিই সাক্ষাৎকরণস্বরূপ, এইজন্য প্রত্যেকের

পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ হইয়াছে।] অনন্তর ব্রহ্মা সেই উপাসককে বলেন ;—

৬-চ। আপো বৈ খলু মে হ্যসাবয়ং তে লোক ইতি। সা যা ব্রহ্মণো জিতির্যা ব্যষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি, তাং ব্যষ্টিং ব্যশ্নুতে। য এবং বেদ য এবং বেদ।

লোক এবং বেদে প্রসিদ্ধ জলই আমার নিশ্চিত বাসস্থান। যখন এই জল আমার বাসস্থান, তখন এই জলময় লোক তোমারও বাসস্থান। যে উপাসক পূর্ব্বোক্তরূপ পর্য্যঙ্কস্থিত ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি সেই ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ জয় এবং ব্যাপ্তিকেও নিজের আয়ত্ত করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব লাভ করেন।

কৌষিতকীব্রাহ্মণারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

১। প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ কৌষীতকিঃ। তস্য হ বা প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো দূতং, বাক্ পরিবেষ্ট্রী, চক্ষুর্গোপ্তৃ। শ্রোত্রং সংশ্রাবয়িতৃ, তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে এতাঃ সর্ব্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি।

পূর্ব্বকালে কৌষীতকিনামক প্রসিদ্ধ ঋষি বলিয়াছিলেন, প্রাণই ব্রহ্ম এবং উহাই মহারাজস্বরূপ। অন্তঃকরণ উহার সংবাদবাহক দূত।

বাগিন্দ্রিয় উহার পরিবেষণকর্ত্রী বিশ্বস্তা রমণীর ন্যায়। চক্ষুঃ উহার রক্ষক, কর্ণ উহার সংবাদশ্রাবক প্রতীহারী। ঐ প্রাণরূপ ব্রহ্ম প্রার্থনা না করিলেও মনঃপ্রভৃতি দেবতাগণ উহাকে বলি উপহার প্রদান করেন।

১-ক। তথো এবাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি অযাচমানায়ৈব বলিং হরন্তি য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদিতি।

প্রাণই ব্রহ্ম, মনঃ উহার দূত ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যিনি প্রাণের উপাসনা করেন, তিনি প্রার্থনা না করিলেও নিখিল স্থাবর-জঙ্গমই তাঁহাকে বলি প্রদান করে। প্রাণোপাসক কখনও কাহার নিকট যাচ্ঞা করিবে না, ইহাই এই উপাসকের উপনিষৎ—গূঢ় রহস্য।

১-খ। তদ্ যথা; গ্রামং ভিক্ষিত্বাহলব্ধ্বোপবিশেন্নাহমতো দত্ত-মশ্নীয়ামিতি।

যাচ্ঞা করিবে না, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। যেমন কোন ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য গ্রামে গৃহে গৃহে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভিক্ষা না পাইয়া "অতঃপর এই গ্রামে কেহ ভিক্ষা প্রদান করিলেও, আমি তাহা ভোজন করিব না" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক অবস্থান করেন।

১-গ। য এবৈনং পুরস্তাৎ প্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি। এষ ধর্ম্মো যাচিতো ভবতি।

তাহা হইলে যে সমস্ত লোক পূর্ব্বে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারাই আবার এই অযাচককে "তোমাকেই আমরা ভিক্ষা দান করিব" বলিয়া আহ্বান করে। যাচকের ইহাই ধর্ম্ম।

১-ঘ। অন্ততস্ত্বেবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি। প্রাণোব্রহ্মেতি হ স্মাহ পৈঙ্গ্যস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো বাক্‌পরস্তাচ্চক্ষুরারুন্ধে, চক্ষুঃ পরস্তাচ্ছোত্রমারুন্ধে, শ্রোত্রং পরস্তান্মন আরুন্ধে, মনঃ পরস্তাৎ-প্রাণ আরুন্ধে, তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণ এতাঃ সর্ব্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি। তথো এবাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যযাচমানা-য়ৈব বলিং হরন্তি য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদিতি তদ্‌যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বাঽলব্ধ্বোপবিশেন্নাহমতো দত্তমশ্নীয়ামিতি। য এবৈনং পুরস্তাৎ প্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইত্যেষ ধর্ম্মো যাচিতো ভবত্যন্ততস্ত্বেবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি।

পক্ষান্তরে যিনি নিস্পৃহ, প্রসন্নবদন এবং অযাচক, তাঁহাকেই লোকে "দান করিব" বলিয়া আহ্বান করে। (সুতরাং যাচ্‌ঞা না করাই সঙ্গত)। পৈঙ্গ্যনামক ঋষিও এই কথা বলিয়াছিলেন— প্রাণই ব্রহ্ম, এই প্রাণরূপ ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় অভ্যন্তরবর্ত্তী, দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রবণেন্দ্রিয় অভ্যন্তরবর্ত্তী, শ্রবণেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তঃকরণ অভ্যন্তরবর্ত্তী এবং অন্তঃকরণ অপেক্ষা প্রাণ অভ্যন্তরবর্ত্তী। এই বাক্‌প্রকৃতি দেবতাগণ প্রাণরূপ ব্রহ্মকে অযাচিতভাবে বলি প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণোপাসক প্রার্থনা না করিলেও স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন। সুতরাং যিনি এই প্রাণব্রহ্মের উপাসনা অবগত আছেন, 'যাচ্‌ঞা করিবে না' এই রহস্য তিনিই জানেন। যেমন কোন ভিক্ষুক ভিক্ষার নিমিত্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা না পাইলে ক্রুদ্ধ হয় এবং এই গ্রামে কেহ কিছু প্রদান করিলেও তাহা ভোজন করিব

না, এইরূপ সঙ্কল্প-পূর্ব্বক অবস্থান করে। অতঃপর প্রত্যাখ্যানকারি-গণ "দান করিব" বলিয়া পুনরায় তাহাকেই আহ্বান করে, ইহাই লোকের ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে লোকে নিস্পৃহ, প্রসন্নবদন অযাচককেও "দান করিব" বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। সেইরূপ প্রাণোপাসক যাচ্ঞা না করিলেও স্থাবরজঙ্গম তাঁহার উপহার সংগ্রহ করিয়া থাকে, সুতরাং প্রাণোপাসক কখনও যাচ্ঞা করিবে না।

২। অথাত একধনাবরোধনং। যদেকধনমভিধ্যায়াৎ। পৌর্ণমাস্যাং বামাবাস্যায়াং বা শুদ্ধপক্ষে বা পুণ্যে নক্ষত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় পরিসমু(মূ)হ্য পরিস্তীর্য্য পর্য্যুক্ষ্যোৎপূয় দক্ষিণং জান্বাচ্য স্রুবেণ বা চমসেন বা কংসেন বৈতা আজ্যাহুতীর্জুহোতি।

[যিনি প্রাণব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা হইলে কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিতেছেন]। প্রাণ-ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও যদি ধনেচ্ছা জন্মে, তাহা হইলে প্রাণরূপ একমাত্র ধনকে একস্থানে স্থাপন বা চিন্তা করিবে। যদি উপাসক প্রাণ-ব্রহ্মরূপ একমাত্র ধনকে সর্ব্বতোভাবে ধ্যান করেন, তাহা হইলে, ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ণিমা, অমাবস্যা, শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষে অশ্বিনী প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অনুকূল নক্ষত্রে, কুণ্ডে বেদবিহিত অথবা স্মৃতিবিহিত অগ্নিস্থাপন করিবে। অতঃপর তৃণাদি সম্যগ্‌রূপে অপসারিত করিয়া কুশসমূহ আস্তীর্ণ করিবে। তদনন্তর মন্ত্রঃপূত জল দ্বারা পর্য্যুক্ষণ (পরিসেচন) ও আজ্যসংস্কার করিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক স্রুব, চমস অথবা কাংস্যনির্ম্মিত হাতা দ্বারা নিম্নলিখিত ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে।

২-ক। বাঙ্‌নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং

তস্মৈ স্বাহা। প্রাণো নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাৎ তস্মৈ স্বাহা। চক্ষুর্নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাৎ তস্মৈ স্বাহা।

বাক্‌নাম্নী দেবতা উপাসকের অভীষ্ট বিষয় সম্পাদন করেন। ঐ দেবতা, আমার অভীষ্ট অর্থসম্পাদকের নিকট হইতে, আমার ঈপ্সিত বিষয় সম্পাদন করুন; ঐ দেবতার উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইল। প্রাণনাম্নী দেবতা উপাসকের অভীষ্ট বিষয় সম্পাদন করেন, তিনি অর্থস্বামীর নিকট হইতে আমার অভিলষিত অর্থ প্রাপ্তি সম্পাদন করুন; তাঁহার উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইল। চক্ষুনাম্নী দেবতা উপাসকের অভীষ্ট বিষয় সম্পাদন করেন। তিনি অর্থস্বামীর নিকট হইতে আমার অভিলষিত অর্থ প্রাপ্তি সম্পাদন করুন; তাঁহার উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইল।

২-খ। শ্রোত্রং নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাৎ তস্মৈ স্বাহা। মনো নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাৎ তস্মৈ স্বাহা। প্রজ্ঞানামদেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাৎ তস্মৈ স্বাহেত্যথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াজ্যলেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রব্রজ্যার্থং ব্রুবীত দূতং বা প্রহিণুয়াল্লভতে হৈব।

শ্রোত্রনাম্নী দেবতা উপাসকের অভীষ্ট বিষয় সম্পাদন করেন। তিনি অর্থস্বামীর নিকট হইতে আমার অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করুন; তাঁহার উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইল। প্রজ্ঞানাম্নী দেবতা অভীষ্টবিষয় সম্পাদন করেন। তিনি অর্থস্বামীর নিকট হইতে আমার অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করুন; তদুদ্দেশে এই আহুতি

প্রদত্ত হইল। এইরূপে আহুতি প্রদান করিয়া হোমধূমগন্ধের আঘ্রাণ লইবে। তদনন্তর হোমবিশিষ্ট ঘৃত অঙ্গে বিলেপনপূর্ব্বক মৌনী হইয়া অর্থস্বামীর নিকট গমন করিবে এবং 'তোমার নিকট হইতে আমার অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হউক' এই প্রার্থনা করিবে। অর্থস্বামী দূরদেশে অবস্থান করিলে পুত্রভৃত্যাদি দূত প্রেরণ করিবে, তাহাদের অভাব ঘটিলে নিজ বাক্যকে প্রেরণ করিবে। এইরূপে নিশ্চিতই অভীষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইবে।

৩। অথাতো দৈবঃ স্মরঃ। যস্য প্রিয়ো বুভূষেদ্‌যস্যৈ বা এষাং বৈ তেষামেবৈকস্মিন্ পর্ব্বণ্যগ্নিমুপসমাধায়ৈতয়ৈবাবৃতৈতা আজ্যাহুতী-র্জুহোতি। বাচং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রাণং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। চক্ষুস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। শ্রোত্রং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। মনস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রজ্ঞাং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহেত্যথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াজ্যলেপেনাঙ্গান্যনু-বিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রব্রজ্য সংস্পর্শং জিগমিষেদপি বাতাদ্বা সম্ভাষ-মাণস্তিষ্ঠেৎ প্রিয়ো হৈব ভবতি স্মরন্তি হৈবাস্য।

অনন্তর উপাসকের বাক্‌প্রভৃতি দেবতা দ্বারা অভিলাষ-সিদ্ধির উপায় কথিত হইতেছে। প্রাণবিদ্ যদি কোন পুরুষের, কোন স্ত্রীর অথবা এই প্রত্যক্ষ রাজাদির বা বাগধিষ্ঠাতা অগ্নিপ্রভৃতি দেবের প্রিয় হইতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কোন পর্ব্বদিবসে অগ্নিস্থাপন করিয়া এই ঘৃতাহুতিগুলি প্রদান করিবেন। যথা—তুমি আমার প্রীতি সম্পাদন করিবে বলিয়া তোমার বাক্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতেছি,

আমার ঐ কামনা সিদ্ধ হউক। আমার প্রীতির নিমিত্ত তোমার প্রাণ হোম করিতেছি, আমার ঐ কামনা সিদ্ধ হউক। আমার প্রীতির নিমিত্ত তোমার চক্ষুঃ হোম করিতেছি, আমার ঐ কামনা সিদ্ধ হউক। আমার প্রীতির জন্য তোমার শ্রোত্র হোম করিতেছি, আমার ঐ কামনা সিদ্ধ হউক। আমার প্রীতির নিমিত্ত তোমার মনঃ হোম করিতেছি, আমার ঐ কামনা সিদ্ধ হউক। আমার প্রীতির নিমিত্ত তোমার প্রজ্ঞা হোম করিতেছি, আমার ঐ কামনা সিদ্ধ হউক। এইরূপে হোম করিয়া হোমধূমগন্ধের আঘ্রাণ লইবে। তদনন্তর দেহে ঘৃত বিলেপনপূর্ব্বক মৌনী হইয়া অভীষ্ট ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া তাহার সংস্পর্শ লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, অথবা বায়ুর দ্বারা আলাপ করিয়া অবস্থান করিবে, অর্থাৎ বায়ুদ্বারা শব্দ সকল তাহার কর্ণরন্ধ্রে, যাহাতে প্রবেশ করে, এরূপ ভাবে অবস্থান করিবে। এইরূপ করিলে উপাসক নিশ্চিতই অভীষ্ট ব্যক্তির প্রিয় হইবেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে স্মরণ করিবেন।

৪। অথাতঃ সাংযমনং প্রাতর্দ্দনমান্তরমগ্নিহোত্রমিতি চাচক্ষতে, যাবদ্বৈ পুরুষে ভাষতে, ন তাবৎপ্রাণিতুং শক্নোতি ; প্রাণং তদা বাচি জুহোতি, যাবদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবদ্ভাষিতুং শক্নোতি বাচং তদা প্রাণে জুহোতি।

অনন্তর উপাসক যদি অসামর্থ্য-হেতু কিংবা অনিচ্ছাবশতঃ বাহ্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে হিংসাদিশূন্য, প্রতর্দ্দনকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবেন।

এজন্য সেই বিষয় বলিতেছেন—পুরুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্য বলেন, ততক্ষণ প্রাণব্যাপার অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, সেই সময় বাক্যে প্রাণের হোম করেন। আবার তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বাসকার্য্য সম্পাদন করেন, ততক্ষণ বাক্য বলিতে পারেন না, সেই সময় প্রাণে বাক্যের হোম করেন। অর্থাৎ যখন যে ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, তখন তাহাই প্রবল থাকে, এইজন্য বাক্যোচ্চারণের সময় শ্বাস ত্যাগ করিতে অথবা শ্বাসত্যাগের সময় বাক্যোচ্চারণ করিতে পারা যায় না।

৪-ক। এতে অনন্তে অমৃতাহুতী জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সন্ততমব্যবচ্ছিন্নং জুহোত্যথ যা অন্যা আহুতয়োঽন্তবত্যস্তাঃ কর্ম্মময্যো হি ভবন্ত্যেতদ্ হ বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাংচক্রুঃ।

[অনন্তর অগ্নিহোত্রের বিষয় বলিতেছেন] উপাসক অসংখ্য ব্যাপারের আধার ও অন্তশূন্য; সেইজন্য তিনি অমৃতস্বরূপ বাক্য এবং প্রাণরূপ আহুতিদ্বয়কে জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে হোম করেন। দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা অন্য যে সব আহুতি প্রদত্ত হয়, সে সমস্তই বিনাশী, যেহেতু সে সমস্তই কর্ম্মময় অর্থাৎ দৈহিক কার্য্যবিশেষের দ্বারা সম্পাদিত। যাঁহারা বাক্য এবং প্রাণরূপ আহুতির বিষয় অবগত ছিলেন, সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই, অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন।

৪-খ। উক্থং ব্রহ্মেতি হ স্মাহ শুষ্কভৃঙ্গারস্তদৃগিত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়াভ্যর্চ্চন্তে। তদ্ যজুরিত্যুপাসীত সর্ব্বাণি

হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যুজ্যন্তে। তৎ সামেত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় সংনমন্তে। তচ্ছ্রীরিত্যুপাসীত, তদ্ যশ ইত্যুপাসীত, তত্তেজ ইত্যুপাসীত।

[কাণ্বপ্রভৃতি বেদশাখাতে উক্‌থশব্দই প্রাণরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তদনুরোধে শ্রুতি উক্‌থশব্দের দ্বারা প্রাণের নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদনের জন্য 'শুষ্ক ভৃঙ্গার' নামক ঋষির মত বলিতেছেন] শুষ্ক ভৃঙ্গার নামক কোন ঋষি উক্‌থশব্দের প্রতিপাদ্য প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। উঁহারই ঋগ্‌বুদ্ধিতে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিখিল ভূতবর্গ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পূজা করে। ঐ উক্‌থেরই যজুর্ব্বুদ্ধিতে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি যজুর্ব্বুদ্ধিতে উক্‌থোপাসনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত নিখিল ভূত তাঁহার প্রতি যত্নবান্ হন। ঐ উক্‌থেরই সামবুদ্ধিতে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি তাহা করেন, সমগ্র ভূত তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রণাম করেন। ঐ উক্‌থেরই শ্রীবুদ্ধিতে, যশোবুদ্ধিতে এবং তেজোবুদ্ধিতে উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

৪-গ। তদ্ যথৈতচ্ছস্ত্রাণাং শ্রীমত্তমং যশস্বিতমং তেজস্বিতমং ভবতি তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রীমত্তমো যশস্বিতমস্তেজস্বিতমো ভবতি।

(যিনি উক্‌থশব্দাভিধেয় প্রাণকেই শ্রী, যশঃ এবং তেজঃ-বুদ্ধিতে উপাসনা করেন, তিনি কিরূপ ফললাভ করেন, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন)। খড়্গ, পট্টিশ এবং তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের মধ্যে ধনুক যেরূপ, এই উক্‌থশব্দবাচ্য প্রাণও সেইরূপ

সর্ব্বাপেক্ষা বিভূতিসম্পন্ন, তেজোবিশিষ্ট এবং বীর্য্যযুক্ত। যে উপাসক প্রাণকেই সকলের মূল বলিয়া জানেন, তিনিই সমস্ত ভূতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীমান্, যশস্বী ও তেজস্বী হইয়া থাকেন।

৪-ঘ। তমেতমৈষ্টকং কর্ম্মময়মাত্মানমধ্বর্য্যুঃ সংস্করোতি। তস্মিন্ যজুর্ম্ময়ং প্রবয়তি। যজুর্ম্ময় ঋঙ্ময়ং হোত ঋঙ্ময়ে সামময়মুদ্গাতা স এষ সর্ব্বস্যৈ ত্রয়ীবিদ্যায়া আত্মৈষ উ এবাস্যাত্মা। এতদাত্মা ভবতি য এবং বেদ।

অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক্ ঐ উক্‌থশব্দবাচ্য ঋগাদি বুদ্ধির অবলম্বন ইষ্টকাসম্বন্ধি কর্ম্মস্বরূপ মুখগহ্বরান্তর্বর্ত্তী প্রাণবুদ্ধিতে আত্মার সংস্কার করেন। অর্থাৎ প্রাণ ঋগাদিস্বরূপ বলিয়া ইষ্টকাসমূহে কর্ম্মনিষ্পাদন করিবার জন্য ঋঙ্‌মন্ত্রে যে অগ্নিসংস্কৃত হয়, তাহাও প্রাণাত্মক। ঋত্বিক মনে করেন, ঋগাদিসাধ্য কর্ম্মনিষ্পাদক আমি এবং এই ঋগাদিস্বরূপ সর্ব্বাত্মা প্রাণও আমি; সুতরাং এই অগ্নিও আত্মারই স্বরূপ, এইরূপে আত্মার সংস্কার করেন। পূর্ব্বোক্ত অধ্বর্য্যু প্রাণবুদ্ধিতে সংস্কৃত সেই অগ্নিস্বরূপ আত্মাতে যজুর্ব্বেদসাধ্য কর্ম্মসমূহ নিষ্পাদন করেন। হোতা অর্থাৎ ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিক্, ঐ যজুঃসাধ্য কর্ম্মসমূহে ঋক্‌সাধ্য কর্ম্মসমূহ নিষ্পাদন করেন। উদ্গাতা অর্থাৎ সামবেদীয় ঋত্বিক্, ঋক্‌সাধ্য কর্ম্মসমূহে সামসাধ্য কর্ম্মসমূহ নিষ্পাদন করেন। এই মুখ-বিবরান্তর্গত, সংস্কারকারণ অধ্বর্য্যুরূপ প্রাণ, ঋগ্-যজুঃ-সামরূপ সমস্ত বিদ্যার আত্মা; ইহাই ঐ ত্রয়ীবিদ্যার আত্মা, এতদ্ভিন্ন অন্য কেহ নহে। যিনি পূর্ব্বোক্তরূপ সংস্কারের বিষয় জানেন, তিনিই প্রাণরূপ আত্মস্বরূপ লাভ করেন।

৫। অথাতঃ সর্ব্বজিতঃ কৌষীতকে স্ত্রীণ্যুপাসনানি ভবন্তি। যজ্ঞোপবীতং কৃত্বাপ আচম্য ত্রিরুদপাত্রং প্রসিচ্যোদ্যন্তমাদিত্যমুপতিষ্ঠেত। বর্গোঽসি পাপ্মানং মে বৃঙ্‌ধীত্যেভয়ৈবাবৃতা মধ্যে সন্তমুদ্বর্গোঽসি পাপ্মানং মে উদ্বৃঙ্‌ধীত্যেতয়ৈবাবৃতাঽস্তং যন্তং সংবর্গোঽসি পাপ্মানং মে সংবৃঙ্‌ধীতি।

[অনন্তর কৌষীতকিকর্ত্তৃক উপাসকের সর্ব্বজয়ী নির্দ্দিষ্ট ত্রিবিধ উপাসনার বিষয় বর্ণিত হইতেছে]। যথানিয়মে যজ্ঞোপবীতধারণ করিয়া আচমনপূর্ব্বক শুদ্ধজল দ্বারা জলপাত্র তিনবার ধৌত করিবে। অনন্তর জলপূর্ণ জলপাত্র গ্রহণ করিবার মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উদয়োন্মুখ সূর্য্যের উপাসনা করিবে। মন্ত্র যথা—"তুমি আত্মজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগৎকে তৃণতুল্যবোধে পরিত্যাগ কর, এইজন্য তোমার নাম বর্গ। তুমি আমার অতীত ও আগামী পাপসমূহ বিনাশ কর।" এইপ্রকারে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের উপাসনা করিবে। মন্ত্র যথা—"তুমি উদ্বর্গ, তুমি আমার অতীত ও আগামী পাপসকল সর্ব্বতোভাবে বিনাশ কর।" এইরূপে অস্তগামী সূর্য্যের উপাসনা করিবে। মন্ত্রঃ—"তুমি সংবর্গ, আমার অতীত ও আগামী পাপসকল সম্যক্‌রূপে বিনাশ কর।"

৫-ক। যদহোরাত্রাভ্যাং পাপং করোতি সং তদ্বৃঙ্‌ক্তে। অথ মাসি মাসি অমাবস্যায়াং পশ্চাচ্চন্দ্রমসং দৃশ্যমানমুপতিষ্ঠেতৈতয়ৈবাবৃতা হরিততৃণাভ্যাং বাক্ প্রত্যস্যতি।

যে উপাসক উক্তরূপে বারত্রয় সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করেন, তিনি দিবাভাগে এবং রাত্রিতে যে সমস্ত পাপ করেন, তাহার ফলভোগ

করেন না। অতঃপর প্রতিমাসে অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যের পশ্চাদ্‌ভাগস্থিত সুষুম্নানামক রশ্মিতে বর্ত্তমান শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ চন্দ্রমার উপাসনা করিবে। এই প্রকারে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নবজাত হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাঙ্কুরদ্বয় চন্দ্রমণ্ডলের উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিবে।

৫-খ। যত্তে সুসীমং হৃদয়মধি চন্দ্রমসি শ্রিতং তেনামৃতত্বস্যেশানে মাহহং পৌত্রমঘং রুদমিতি। ন হাস্মাৎ পূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি নু জাতপুত্রস্যাথাজাতপুত্রস্যাপ্যায়স্ব; সমেতু তে, সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজা, যমাদিত্যা অংশুমাপ্যায়য়ন্তীত্যেতাস্তিস্র ঋচো জপিত্বা মাস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়িষ্ঠাঃ।

হে মোক্ষসাধনকারিণি সোমপ্রকৃতি! তোমার পরম মর্য্যাদাযুক্ত আনন্দপূর্ণ আত্মস্বরূপ হৃদয়, চন্দ্রমণ্ডল অধিকার করিয়া বিরাজমান। অতএব তোমার প্রসাদে যেন আমাকে পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখে রোদন করিতে না হয়। অনন্তর যাহাদের পুত্র হইয়াছে, তাহাদের উপাসনার বিষয় বলিতেছেন—সপুত্রক উপাসকগণ প্রার্থনা করিবেন, যেন তাঁহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাদের পুত্রাদির মৃত্যু না হয়, আর অপুত্রক উপাসকগণ প্রার্থনা করিবেন, হে সোমাত্মিকা প্রকৃতি! মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য তোমার নিকট উপস্থিত হউক। তাহা দ্বারা তুমি আপ্যায়িত হও, অন্নোপজীবী তনয়গণ তোমার ক্ষীর সম্যকরূপে প্রাপ্ত হউক। আদিত্য অর্থাৎ অগ্ন্যাত্মক পুরুষগণ স্ত্রীরূপ চন্দ্রকে আপ্যায়িত করুক। এই তিনটী ঋগ্বেদীয় মন্ত্রপাঠ করিয়া উপাসক প্রার্থনা করিবেন,—হে চন্দ্র! আমাদের প্রাণ, পুত্র অথবা পশুগণের দ্বারা শত্রুগণকে আনন্দিত করিও না।

৫-গ। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়স্বেতি দৈবীমাবৃতমাবর্ত্ত আদিত্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ত্ততে।

উপাসক পুনরায় বলিবেন—যাহারা আমাদের হিংসা করে, অথবা আমরা যাহাদের হিংসা করি, তাহাদিগের প্রাণ, প্রজা এবং পশুসকল দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত কর। আমি তোমার পূর্ব্বোক্ত সঞ্চরণক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করি এবং তদনন্তর অগ্নীষোমাত্মক সূর্য্যের সঞ্চরণক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করি। এই সমস্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া পূর্ব্বে চন্দ্রের অভিমুখে স্থাপিত দক্ষিণ বাহুর নিঃসারণ করিবে।

৬। অথ পৌর্ণমাস্যাং পুরস্তাচ্চন্দ্রমসং দৃশ্যমানমুপতিষ্ঠেতৈতয়ৈবাবৃতা। সোমো রাজাঽসি, বিচক্ষণঃ পঞ্চমুখোঽসি, প্রজাপতির্ব্রাহ্মণস্ত একং মুখং। তেন মুখেন রাজ্ঞোঽৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। রাজা ত একং মুখং, তেন মুখেন বিশোঽৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। শ্যেনস্ত একং মুখং, তেন মুখেন পক্ষিণোঽৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং কুর্ব্বগ্নিষ্ট একং মুখং, তেন মুখেনেমং লোকমৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। ত্বয়ি পঞ্চমং মুখং, তেন মুখেন সর্ব্বাণি ভূতান্যৎসি, তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষেষ্ঠা। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষায়স্বেতি দৈবীমাবৃতমাবর্ত্ত আদিত্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ত্ততে।

[সোমের তৃতীয় উপাসনার বিষয় বলা হইতেছে] অনন্তর উপাসক পূর্ণিমা তিথিতে উক্তপ্রকারে সম্মুখে দৃশ্যমান চন্দ্রের উপাসনা

করিবেন। তুমি বিশ্বপ্রকৃতি উমার সহিত বর্ত্তমান রাজা সোম। তুমি সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যে কুশল এবং পঞ্চবদনবিশিষ্ট। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের পালয়িতা ব্রাহ্মণ তোমার এক মুখ, তুমি ঐ মুখদ্বারা ক্ষত্রিয়সকলকে ভোজন কর, ঐ মুখের দ্বারা আমাকে অন্নভক্ষক কর। রাজা তোমার অপর এক মুখ, তুমি ঐ মুখ দ্বারা বৈশ্যসকলকে ভোজন কর, ঐ মুখদ্বারা আমাকে অন্ন-ভক্ষক কর। শ্যেননামক ক্রূর পক্ষী তোমার অন্য এক মুখ, ঐ মুখদ্বারা কপোতাদি সমস্ত পক্ষীকে ভোজন কর, ঐ মুখদ্বারা আমাকে অন্নভক্ষক কর। অগ্নি তোমার চতুর্থ মুখ, ঐ মুখদ্বারা তুমি এই বিশ্বকে ভোজন কর, ঐ মুখদ্বারা আমাকে অন্নভক্ষক কর। এতদ্ভিন্ন তোমাতেই পঞ্চম মুখ রহিয়াছে, ঐ মুখের দ্বারা স্থাবর-জঙ্গম ভূতগণকে ভোজন কর; ঐ মুখের দ্বারা আমাকে অন্ন-ভক্ষক কর; আমাদের প্রাণ, প্রজা এবং পশুগণের দ্বারা আমাদের বন্ধুগণের ক্ষয় করিও না। যে আমাদের হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা করি, তাহার প্রাণ, প্রজা এবং পশুসমূহ আমাদের শত্রুবন্ধু ক্ষয় কর। আমি তোমার সঞ্চরণক্রিয়া অনু-বর্ত্তন করি, অনন্তর আদিত্যের সঞ্চরণক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করি। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণবাহু নিঃসারণ করিবে।

৬-ক। অথ সংবেশ্যঞ্জায়ায়ৈ হৃদয়মভিমৃশেদ্ যত্তে সুসীমে হৃদয়ে হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং। তেন মাহং পৌত্রমঘং রুদমিতি ন হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি।

অনন্তর সোমোপাসক আনন্দ, রতি ও প্রজার নিমিত্ত ভার্য্যার

সহিত উপবেশন করিতে যাইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহার হৃদয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—হে শোভন-গাত্রে! তুমি সোমরূপা স্ত্রী, আমি তোমার হৃদয়মধ্যে অন্ত শরীরের কারণস্বরূপ যে সুখ প্রজাপতি-রূপে স্থাপন করিয়াছি, সেই প্রজাপতিরূপে নিহিত সোমোপাসক আমার আত্মাকে সমস্ত শাস্ত্রার্থে অভিজ্ঞ বলিয়া অবগত আছি। সুতরাং আমাকে যেন পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখে রোদন করিতে না হয়। আমাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদের পুত্রাদির যেন মৃত্যু না হয়।

৭। অথ প্রোষ্যাহয়ন্ পুত্রস্য মূর্দ্ধানমভিমৃশেৎ। অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি, হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা ত্বং পুত্র মাহবিথ, স জীব শরদঃ শতম্ অসাবিতি নামাস্য গৃহ্লাতি। অশ্মা ভব, পরশুর্ভব। হিরণ্যম-স্তৃতং ভব, তেজ বৈ পুত্রনামাসি, স জীব শরদঃ শতমসাবিতি নামাস্য গৃহ্লাতি।

[পুত্রবান্ সোমোপাসকের পুনরায় কার্য্যান্তরের বিষয় বলিতেছেন।] অনন্তর প্রবাসে গমন করিয়া তথা হইতে প্রত্যা-গমন করিয়া করদ্বারা পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—হে পুত্র! তুমি আমার সমস্ত গাত্র হইতে নির্গত হইয়াছ, তুমি হৃদয় হইতে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছ। হে পুত্র! তুমি আমার আত্মা, তুমি আমাকে পুৎনামক নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ, তুমি শতবর্ষ জীবিত থাক। তুমি অমুক, এই বলিয়া পুত্রের নাম গ্রহণ করিবে। হে পুত্র! তুমি প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হও, অর্থাৎ রোগাদির দ্বারা তোমার শরীরের যেন ক্ষয় না হয়। তুমি কুঠারের ন্যায় শত্রুরূপ বৃক্ষসমূহের ছেদনকারী

হও, তুমি সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত সুবর্ণের তুল্য হও, অর্থাৎ প্রজাগণ সুবর্ণের ন্যায় তোমাকে ভালবাসুক। হে পুত্র! তুমি তেজঃ, অর্থাৎ সর্ব্বগাত্রের সারভূত—সংসার-বৃক্ষের বীজস্বরূপ। তুমি শতবৎসর জীবিত থাক। তুমি অমুক, এই বলিয়া পুত্রের নাম গ্রহণ করিবে।

৭-ক। যেন প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পর্য্যগৃহ্লাদরিষ্ট্যৈ তেন ত্বা পরিগৃহ্লাম্যসাবিতি নামাস্য গৃহ্লাতি অথাস্য দক্ষিণে কর্ণে জপত্যস্মে প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিতীন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহীতি সব্যে। মা চ্ছিথা মা ব্যথিষ্ঠাঃ শতং শরদ আয়ুষো জীব। পুত্র তে নাম্না মূর্দ্ধানমবজিঘ্রাম্যসাবিতি ত্রিমূর্দ্ধানমবজিঘ্রেদ্‌গবাং ত্বা হিঙ্কারেণাভি হিং করোমীতি ত্রিমূর্দ্ধানমভি হিং কুর্য্যাৎ।

[তৃতীয়বার নামগ্রহণে তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন।] প্রজাপতি প্রজাগণের অবিনাশের নিমিত্ত যে তেজোদ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন, আমি সেই তেজঃদ্বারা তোমাকে গ্রহণ করি, তোমার নাম অমুক। (মস্তক আঘ্রাণের মন্ত্র বলিতেছেন) তুমি আমার সন্তান ধ্বংস করিও না এবং শরীর, মনঃ ও বাক্যের দ্বারা ব্যথিত হইও না। তুমি শতবর্ষ জীবিত থাক। হে পুত্র! আমি তোমার নামে মস্তকাঘ্রাণ করি। আমি তোমার পিতা, আমার নাম অমুক, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার মস্তকাঘ্রাণ করিবে। গাভীসকল যে "হিং" শব্দের দ্বারা তাহাদের বৎস সকলকে আহ্বান করে, আমিও তোমাকে সেই "হিং" শব্দের দ্বারা আহ্বান করিতেছি। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের মস্তকে তিনবার "হিং" শব্দ উচ্চারণ করিবে।

৮। অথাতো দৈবঃ পরিমর এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে

যদগ্নির্জ্বলত্যথৈতন্ ম্রিয়তে যন্ন জ্বলতি তস্যাদিত্যমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদাদিত্যো দৃশ্যতেঽথৈতন্ ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে তস্য চন্দ্রমসমেব তেজো গচ্ছতি, বায়ুং প্রাণঃ।

[এইরূপে কৌষীতকির উপাসনাত্রয়ের বিষয় বলিয়া সংবর্গ-বিদ্যারূপে প্রচ্ছন্ন প্রাণের প্রকৃত ব্রহ্মত্ব বলিতে ইচ্ছা করিয়া অন্য ফলের নিমিত্ত অন্য নাম বলিতেছেন।] অনন্তর নিজ-বৈরি-মরণা-ভিলাষহেতু অগ্ন্যাদি দেবসম্বন্ধী ব্রহ্মরূপ প্রাণই পরিমরনামে কথিত হয়। যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন এই প্রসিদ্ধ সত্যজ্ঞানাদিরূপ প্রাণোপাধিক ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। যখন অগ্নি প্রজ্বলিত না হয়, তখন এই ব্রহ্ম মৃত হন, অর্থাৎ প্রকাশিত হন না; সেই অগ্নির তেজঃ সূর্য্যে এবং প্রাণবায়ুতে গমন করে। যখন এই সূর্য্য দৃষ্ট হন, তখন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, যখন সূর্য্য দৃষ্ট না হন, তখন ব্রহ্মও দীপ্ত হন না, ঐ আদিত্যের তেজঃ চন্দ্রে এবং প্রাণবায়ুতে গমন করে।

৮-ক। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চন্দ্রমা দৃশ্যতে। অথৈতন্ ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে তস্য। বিদ্যুতমেব তেজো গচ্ছতি, বায়ুং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বিদ্যুদ্বিদ্যোততে অথৈতন্ ম্রিয়তে যন্ন বিদ্যোততে তস্য বায়ুমেব তেজো গচ্ছতি, বায়ুং প্রাণঃ।

যখন চন্দ্রমা আকাশে দৃষ্ট হন, তখন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, যখন চন্দ্রমা দৃষ্ট না হন, তখন ব্রহ্মও প্রদীপ্ত হন না, ঐ চন্দ্রমার তেজঃ বিদ্যুতে এবং প্রাণবায়ুতে গমন করে। যখন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, তখন ব্রহ্মও দীপ্ত হন, যখন বিদ্যুৎ প্রকাশিত না হয়, তখন ব্রহ্মও

প্রকাশিত হন না, ঐ বিদ্যুতের তেজঃ এবং প্রাণ উভয়ই বায়ুতে গমন করেন।

৮-খ। তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতা বায়ুমেব প্রবিশ্য বায়ৌ ভূত্বা ন মূর্চ্ছন্তে। তস্মাদেব উ পুনরুদীরত ইত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্ম-মেতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বাচা বদত্যথৈতন্ম্রিয়তে, যন্ন বদতি; তস্য চক্ষুরেব তেজো গচ্ছতি, প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চক্ষুষা পশ্যত্যথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন পশ্যতি তস্য শ্রোত্রমেব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণোত্যথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন শৃণোতি তস্য মন এব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যন্মনসা ধ্যায়ত্যথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন ধ্যায়তি তস্য প্রাণমেব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণস্তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণমেব প্রবিশ্য প্রাণে ভূত্বান মূর্চ্ছন্তে তস্মাদেব উ পুনরুদীরতে।

পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ অগ্ন্যাদি দেবতাগণ প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন, বিনষ্ট হন না। আবার তাহা হইতেই পুনর্ব্বার প্রকাশিত হন। এই প্রকারে দেবতাকে অধিকার করিয়া উক্ত হয় বলিয়া ইহাকে অধিদৈবত বলে। অনন্তর অধ্যাত্ম উক্ত হইতেছে, ইহা আত্মাকে অধিকার করে বলিয়া ইহার নাম অধ্যাত্ম। অগ্নি যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন এই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন; বাক্যোচ্চারণ না করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন না এবং ঐ বাক্যের তেজঃ সূর্য্যের দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, প্রাণ প্রাণে প্রবেশ করে। যখন আদিত্য চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, তখন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন; দর্শন না করিলে ব্রহ্মও প্রকাশিত হন না। তখন

চক্ষুর তেজঃ চন্দ্রের শ্রবণেন্দ্রিয়ে এবং প্রাণ প্রাণে প্রবেশ করে। যখন চন্দ্র কর্ণদ্বারা শ্রবণ করেন, তখন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন; শ্রবণ না করিলে ব্রহ্মও প্রকাশিত হন না, তখন ঐ শ্রবণেন্দ্রিয়ের তেজঃ বিদ্যুতের মনে এবং প্রাণ প্রাণে প্রবেশ করে। যখন বিদ্যুৎ মনের দ্বারা ধ্যান করেন, তখন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন; ধ্যান না করিলে ব্রহ্মও প্রকাশিত হন না; তখন ঐ মনের তেজঃ বায়ুর প্রাণে এবং প্রাণ প্রাণে প্রবেশ করে। এই বাক্‌প্রভৃতি দেবতা প্রাণে প্রবেশ করিয়া প্রাণেই বিলীন হন; কিন্তু বিনষ্ট হন না। আবার এই প্রাণ হইতেই ইহারা উদিত হন।

৮-গ। তদ্ যদি হ বা এবং বিদ্বাংস উভৌ পর্ব্বতাবভি-প্রবর্ত্তেয়াতাং। তুস্তূর্ষমাণৌ দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চ ন হৈবৈনং স্তৃণ্বীয়াতাম্। অথ য এনং দ্বিষন্তি যাংশ্চ স্বয়ং দ্বেষ্টি ত এনং সর্ব্বে পরিম্রিয়ন্তে।

যে সকল ব্যক্তির দৈবপরিমর-বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উত্তরকুরু প্রভৃতি দেশস্থিত উত্তর-পর্ব্বত এবং ভারতাদি দেশস্থিত দক্ষিণ-পর্ব্বতকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত অথবা অধো-ভূমিতে প্রবেশ করাইতে পারেন। এই পর্ব্বতদ্বয় দৈবপরিমরজ্ঞ-ব্যক্তিগণকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ দৈবপরিমরজ্ঞ ব্যক্তিগণ এত অধিক বলসম্পন্ন হন যে, তাঁহারা পর্ব্বতকেও চালিত করিতে সমর্থ হন; কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ বলে অতিক্রম করিতে পারে না। যাহারা এই দৈবপরিমরজ্ঞ ব্যক্তির হিংসা করে, অথবা এই দৈবপরিমরজ্ঞ ব্যক্তি যাহাদের দ্বেষ করেন, সেই দ্বেষী এবং দ্বেষ্য ব্যক্তিগণ সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৯। অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানং। সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ অস্মাচ্ছরীরাদুচ্চক্রমুস্তদ্দারুভূতং শিশ্যেঽথৈনদ্বাক্ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্ছিশ্য এব।

[অনন্তর ফলান্তরের অপেক্ষায় প্রাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোক্ষগুণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেইজন্য এই আখ্যায়িকা বলিতেছেন।] বাক্ প্রভৃতি দেবতাগণ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের নিমিত্ত বিরাজ করিয়া এই স্থূল শরীর হইতে নির্গত হইলেন। ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত নির্গমন করায় সেই স্থূলশরীর চিতাকাষ্ঠের ন্যায় অস্পৃশ্য এবং সর্ব্বকার্য্যশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। অনন্তর সেই কাষ্ঠবৎ শরীরে বাগিন্দ্রিয় প্রবেশ করিল। সেই শরীর বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাক্যোচ্চারণ করিয়া শয়ন করিয়াই রহিল।

৯-ক। অথৈনচ্চক্ষুঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছিশ্য এবাথৈনচ্ছ্রোত্রং প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণ্বচ্ছিশ্য এবাথৈনন্মনঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণ্বন্মনসা ধ্যায়চ্ছিশ্য এবাথৈনৎ প্রাণঃ প্রবিবেশ তত্তত এব সমুত্তস্থৌ তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মানমভিসম্ভূয় সহৈতৈঃ সর্ব্বৈরস্মাল্লোকাদুচ্চক্রমুঃ।

অনন্তর চক্ষুঃ এই শরীরে প্রবেশ করিল, সেই শরীর বাক্যোচ্চারণ এবং চক্ষুঃদ্বারা দর্শন করিয়াও শয়ন করিয়াই রহিল। অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় শরীরে প্রবেশ করিল, সেই শরীর বাক্‌প্রভৃতির দ্বারা কথনাদি কার্য্য এবং শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়াও শয়ন করিয়াই রহিল। অতঃপর মনঃ শরীরে প্রবেশ করিল,

তখন শরীর পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্য এবং মনঃ দ্বারা ধ্যান করিয়াও শয়ন করিয়াই রহিল। অনন্তর প্রাণ শরীরে প্রবেশ করিল, প্রাণ প্রবেশ করিবামাত্রই সেই শরীর সমুত্থিত হইল। তখন বাগাদি দেবতাগণ প্রাণেরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ অবগত হইয়া প্রজ্ঞাস্বরূপ প্রাণের সহিত মিলিত হইল এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান, সকলের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যক্ষ শরীর হইতে নির্গত হইল।

৯-খ। তে বায়ুপ্রতিষ্ঠা আকাশাত্মানঃ স্বরীয়ুস্তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মানমভিসংভূয় সহৈতৈঃ সর্ব্বৈরস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি। স বায়ুপ্রতিষ্ঠ আকাশাত্মা স্বরেতি। স তদ্ভবতি। যত্রৈতে দেবাস্তৎপ্রাপ্য তদমৃতো ভবতি যদমৃতা দেবাঃ।

পূর্ব্বোক্ত বাক্‌প্রভৃতি দেবগণ বায়ুস্বরূপ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বায়ুস্বরূপ প্রাণই মোক্ষ, ইহা অবগত হইয়া এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া অগ্ন্যাদিস্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইল। যিনি উক্তরূপে মোক্ষবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর প্রজ্ঞাস্বরূপ প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া, এই প্রাণাদির সহিত শরীর হইতে বহির্গত হন; অর্থাৎ শরীরাভিমান পরিত্যাগ করেন। সেই উপাসক বায়ুস্বরূপ প্রাণকেই মোক্ষ জ্ঞান করিয়া আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হন এবং পরে স্বর্গে গমন করেন। অতঃপর সেই উপাসক প্রাণ-স্বরূপ হন। বাক্‌প্রভৃতি দেবতাগণ যে প্রাণরূপে অমরত্ব লাভ করেন, উপাসকও সেই প্রাণরূপেই অমরত্ব লাভ করেন।

১০। অথাতঃ পিতাপুত্রীয়ং সম্প্রদানমিতি চাচক্ষতে। পিতা পুত্রং প্রেষ্যন্নাহ্বয়তি নবৈস্তৃণৈরগারং সংস্তীর্য্যাগ্নিমুপসমাধায় উদকুম্ভং সপাত্রমুপনিধায় আহতেন বাসসা সম্প্রচ্ছন্নঃ স্বয়ং শ্বেত এত্য। পুত্র উপরিষ্টাদভিনিপদ্যতে।

[অধুনা প্রাণজ্ঞের সম্প্রদান কর্ম্ম বলিতেছেন] অনন্তর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া পুত্রের প্রতি পিতার সম্প্রদানের বিষয় এই প্রকারে বলিতেছেন। পিতা মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া নূতন কুশাদি দ্বারা গৃহাচ্ছাদন করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবেন। অতঃপর ব্রীহিপূর্ণ পাত্রসহিত জলপূর্ণ পাত্র নিকটে রাখিয়া নূতন বস্ত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিবেন; পরে শুভ্রবস্ত্র এবং মাল্য দ্বারা নিজদেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে আহ্বান করিবেন। পুত্র উপস্থিত হইলে তাহার সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইবেন।

১০-ক। ইন্দ্রিয়ৈরস্যেন্দ্রিয়াণি সংস্পৃশ্যাপি বাঽস্যাভিমুখত এবাসীত। অথাস্মৈ সম্প্রযচ্ছতি বাচং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, বাচং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। প্রাণং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, প্রাণং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। চক্ষুর্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, চক্ষুস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। শ্রোত্রং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, শ্রোত্রং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। অন্নরসান্ মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, অন্নরসাংস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। কর্ম্মাণি মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, কর্ম্মাণি তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। সুখদুঃখে মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, সুখদুঃখে তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। আনন্দং রতিং প্রজাতিং মে ত্বয়ি দধানীতি

পিতা, আনন্দং রতিং প্রজাতিং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। ইত্যা মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, ইত্যাস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামান্ মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামাংস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ।

পিতা নিজ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পুত্রের ইন্দ্রিয়সকল স্পর্শ করতঃ তাহার সহিত সম্মিলিত হইবেন, অথবা পুত্রের সম্মুখে উপবেশন করিবেন। অনন্তর পুত্রকে এইরূপ বিধিতে নিজ বাগাদি সম্প্রদান করিবেন;—যথা—পিতা বলিবেন—আমার বাক্য—বাগিন্দ্রিয় তোমাতে অর্পণ করি, পুত্র বলিবেন, আমি আপনার বাক্য—বাগিন্দ্রিয় ধারণ করিতেছি। পিতা—আমার প্রাণ তোমাতে অর্পণ করি, পুত্র—আপনার প্রাণ আমি ধারণ করিতেছি। পিতা—আমার চক্ষুঃ তোমাতে অর্পণ করি, পুত্র—আপনার চক্ষুঃ আমাতে ধারণ করিতেছি। পিতা—আমার শ্রোত্র তোমাতে অর্পণ করি, পুত্র—আপনার শ্রোত্র আমাতে ধারণ করিতেছি। পিতা—আমার মধুরাদি অন্নরস তোমাতে অর্পণ করি, পুত্র—আপনার অন্নরস আমাতে ধারণ করিতেছি। পিতা—আমার কর্ম্মসকল তোমাতে অর্পণ করি, পুত্র—আপনার কর্ম্ম আমাতে ধারণ করিতেছি। পিতা—শরীরের দ্বারা উপভোগ্য আমার সুখ, দুঃখ তোমাতে অর্পণ করিতেছি, পুত্র—আপনার সুখ, দুঃখ আমাতে ধারণ করিতেছি। পিতা—আমার আনন্দ, রতি এবং পুত্রাদি তোমাতে অর্পণ করি, পুত্র—আপনার আনন্দ, রতি এবং পুত্রাদি আমাতে ধারণ করিতেছি। পিতা—আমার গতি তোমাতে অর্পণ করিতেছি, পুত্র—আপনার

গতি আমাতে ধারণ করিতেছি। পিতা—আমার বুদ্ধি, বোদ্ধব্য-বিষয় এবং অভিলাষসমূহ তোমাতে অর্পণ করিতেছি, পুত্র—আপনার বুদ্ধি, বোদ্ধব্যবিষয় এবং অভিলাষসমূহ আমাতে ধারণ করিতেছি।

১০-খ। অথ দক্ষিণাবৃৎ প্রাঙুপনিষ্ক্রামতি। তং পিতানুমন্ত্রয়তে যশো ব্রহ্মবর্চ্চসমন্নাদ্যং কীর্ত্তিস্ত্বা জুষতামিতি। অথেতরঃ সব্যমংসমন্ববেক্ষতে পাণিনাঽন্তর্দ্ধায় বসনান্তেন বা প্রচ্ছাদ্য স্বর্গাল্লোঁকান্ কামান্ আপ্নুহীতি। যদ্যগদঃ স্যাৎ পুত্রস্যৈশ্বর্য্যে পিতা বসেৎ পরি বা ব্রজেদ্। যদ্যু বৈ প্রেয়াদ্যদেবৈনং সমাপয়তি তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি, তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি।

ইতি ঋগ্‌বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অনন্তর পুত্র পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিবে। পিতা তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিবেন, হে পুত্র, তুমি লৌকিক কীর্ত্তি, ব্রহ্মতেজঃ, অন্নপ্রভৃতি এবং শাস্ত্রীয় যশঃ লাভ কর। পিতা এইরূপ বলিলে, পুত্র নিজ বামবাহুর মূল দর্শন করিয়া হস্ত অথবা বস্ত্রান্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পিতাকে বলিবেন, আপনি স্বর্গলোক হইতে ভোগ্যসমূহ প্রাপ্ত হউন। যদি পিতা নীরোগ হন, তাহা হইলে তিনি গৃহে থাকিয়া পুত্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবেন, অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। আর যদি পরলোক গমন করেন, তাহা হইলে পুত্র পিতৃপ্রদত্ত বাক্‌প্রভৃতি সমস্তই সেইরূপে প্রাপ্ত হইবেন।

কৌষিতক্যুপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১। ওঁ প্রতর্দ্দনো হ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ। তং হেন্দ্র উবাচ। প্রতর্দ্দন বরং তে দদানীতি। স হোবাচ প্রতর্দ্দনঃ, ত্বমেব মে বৃণীষ্ব যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি।

[যে ব্রহ্মবিদ্যার নিমিত্ত নানাগুণবিশিষ্ট পর্য্যঙ্কোপাসনা এবং প্রাণোপাসনা কথিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধা জন্মাইবার নিমিত্ত, দেবগণ হইতেও অধিক বলশালী লক্ষ্মীসম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্যার্থী কাশিরাজপুত্র প্রতর্দ্দনকে শিষ্য এবং সত্যপাশনিবদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যাকথনে অনিচ্ছুক দেবরাজ ইন্দ্রকে গুরুস্বরূপ করিয়া আখ্যায়িকা বলিতেছেন।] কাশিরাজ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ এবং পৌরুষ দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় ধাম স্বর্গে গমন করিলেন। (এইস্থলে যুদ্ধশব্দের অর্থ যজ্ঞ, অর্থাৎ বিবিধ সৈন্য, পশুর আহুতি দ্বারা প্রদীপ্তশস্ত্রানল সম্পাদিত যুদ্ধ-যজ্ঞ) ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, হে প্রতর্দ্দন! আমি তোমাকে বরদান করিব। প্রতর্দ্দন বলিলেন, আপনি মনুষ্যগণের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর বিবেচনা করেন, আমার নিমিত্ত সেই বরই প্রার্থনা করুন।

১-ক। তং হেন্দ্র উবাচ, ন বৈ বরোঽবরস্মৈ বৃণীতে ত্বমেব বৃণীষ্বেত্যেবমবরো বৈ কিল ম ইতি হোবাচ প্রতর্দ্দনোঽথো খল্বিন্দ্রঃ সত্যাদেব নেয়ায়। সত্যং হীন্দ্রঃ স হোবাচ।

ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন, কেহ অন্যের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করে না, ইহাই লৌকিক নিয়ম। অতএব তুমি নিজের নিমিত্ত বর প্রার্থনা কর। অনন্তর প্রতর্দ্দন ইন্দ্রকে বলিলেন, তাহা হইলে আমাকে আপনার বর প্রদান করা হয় না, কারণ আমি কখনও বর প্রার্থনা করি না, আপনি পূর্ব্বে বরদান করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া এক্ষণে আমার নিমিত্ত বর প্রার্থনা না করিলে সত্যভ্রষ্ট হইবেন। ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যভ্রষ্ট হইলেন না, অর্থাৎ প্রতর্দ্দনের নিমিত্ত বরদাতা হইয়া নিজে বরপ্রার্থনা করিলেন। সত্যস্বরূপ ইন্দ্র, অর্থাৎ সত্যপাশবদ্ধ ইন্দ্র বলিলেন।

১-খ। মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে, যন্মাং বিজানীয়াৎ।

আমাকে অবগত হও, আমাকে অবগত হওয়াই মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর বিবেচনা করি।

১-গ। ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনমরুন্মুখান্ যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্, বহ্বীঃ সন্ধা অতিক্রম্য দিবি প্রহ্লাদীয়ানতৃণমহমন্তরিক্ষে পৌলোমান্ পৃথিব্যাং কালখাঞ্জান্। তস্য মে তত্র নলোম চ মা মীয়তে।

[যদি কেহ বলেন, তোমাতে এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, তোমাকে জানিলেই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল হইবে, সেইজন্য বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানই অদ্বৈতজ্ঞান এবং ইহা সর্ব্বপাপধ্বংসকারক।] আমি বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছি। যে সকল সন্ন্যাসী কখনও মুখে বেদোচ্চারণ করে না, তাহাদিগকে

বন্য-কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি, বহুসংখ্যক সন্ধি অতিক্রম করিয়া স্বর্গে প্রহ্লাদপক্ষীয় অসুরদিগকে, ভুবর্লোকে পুলোম-সম্বন্ধীয় অসুরগণকে এবং পৃথিবীতে কালখঞ্জপক্ষীয় অসুরসমূহকে বিনাশ করিয়াছি। কিন্তু আমি সেই সব ক্রূর কর্ম্ম করিলেও তাহাতে আমার একটী মাত্র কেশও বিনষ্ট হয় নাই।

১-ঘ। স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে। ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া নাস্য পাপং চন চকৃষো মুখান্নীলং বেতীতি।

দেবতা অথবা মনুষ্যই হউক—যে আনন্দাত্মস্বরূপ আমাকে অবগত হয়, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, চৌর্য্য এবং বেদপাঠনিরত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হত্যা প্রভৃতি কোনও পাপজনক কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সুকৃত ফল বিনষ্ট হয় না। সেই ব্যক্তি পাপ করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহার মুখকান্তি কখন ম্লান হয় না।

২। স হোবাচ, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা ; তং মামায়ুরমৃতমিত্যু-পাসস্ব। আয়ুঃ প্রাণঃ। প্রাণো বা আয়ুঃ। প্রাণ এবামৃতম্।

ইন্দ্র ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, আমিই প্রাণ এবং আমিই প্রজ্ঞাত্মা। আমাকে আয়ুঃ, অর্থাৎ প্রাণিগণের জীবনকারণ এবং অমৃতস্বরূপে উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ এবং প্রাণই আয়ুঃ, প্রাণই অমৃত।

২-ক। যাবৎ হি অস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ। প্রাণেন হেবামুষ্মিল্লোঁকেঽমৃতত্বমাপ্নোতি।

[প্রাণই আয়ুঃ এবং প্রাণই অমৃত, এই বিষয় প্রতিপাদন করিতেছেন] প্রাণ যতদিন এই শরীরে বাস করে, ততদিনই আয়ুঃ, সুতরাং প্রাণই আয়ুঃস্বরূপ। প্রাণের দ্বারা স্বর্গাদিলোকে সুখ প্রাপ্তি হয় বলিয়া প্রাণই অমৃত।

২-খ। প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পম্।

[প্রাণই যদি আয়ুঃ এবং অমৃতস্বরূপ হয়, তাহা হইলে প্রাণের ক্রিয়াশক্তি হইতেই সমস্ত সম্পাদিত হউক, প্রজ্ঞার প্রয়োজন কি? এই জন্য বলিতেছেন] প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি দ্বারাই উপাসক অভিলষিত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

২-গ। স যো মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্তে সর্ব্বমায়ুরস্মিঁল্লোঁক এতি। আপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে।

[অনন্তর আয়ুঃ ও অমৃতস্বরূপ প্রাণোপাসনার ফল বলিতেছেন] যে উপাসক আমাকে আয়ুঃ ও অমৃতস্বরূপে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে শতবৎসর আয়ুঃ প্রাপ্ত হন এবং স্বর্গলোকে অক্ষয় সুখলাভ করিয়া থাকেন।

২-ঘ তদ্ধৈক আহুরেকভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তীতি। ন হি কশ্চন শক্নুয়াৎ সকৃদ্বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দং মনসা ধ্যাতুমিত্যেকভূয়ং বৈ প্রাণাঃ।

[প্রতর্দ্দন প্রাণশব্দ শ্রবণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্রিয়সমূহের একত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন] ইন্দ্রিয়সকল একত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এক হইয়া যায়, এই কথা কোন কোন বিদ্বান্ বলিয়া থাকেন। যেহেতু, কোন লোক একই সময়ে বাক্য দ্বারা নামোচ্চারণ করিতে,

চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিতে, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিতে এবং মন দ্বারা ধ্যান করিতে পারে না ; অতএব তখন ইন্দ্রিয়সকল এক হয়। [একই সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকেই একভাব অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সহায়তা লাভ করে]।

২-ঙ। একৈকমেতানি সর্বাণ্যেব প্রজ্ঞাপয়ন্তি। বাচং বদন্তীং সর্ব্বে প্রাণা অনুবদন্তি। চক্ষুঃ পশ্যৎ সর্বে প্রাণা অনুপশ্যন্তি ; শ্রোত্রং শৃণ্বৎ সর্ব্বে প্রাণা অনুশৃণ্বন্তি মনো ধ্যায়ৎ সর্ব্বে প্রাণা অনু ধ্যায়ন্তি। প্রাণং প্রাণন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনু প্রাণন্তীতি।

প্রতর্দ্দন বলিলেন, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রত্যেকে রূপরসাদির এক একটী অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু বাগিন্দ্রিয় নিজ কার্য্য করিলে, চক্ষুঃ দর্শন করিলে, কর্ণ শ্রবণ করিলে, মনঃ ধ্যান করিলে এবং প্রাণ নিজ কার্য্য করিলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের অনুমোদন করে।

২-চ। এবমু হৈতদিতি হেন্দ্র উবাচ অস্তিত্বেব প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সমিতি। জীবতি বাগপেতো, মূকান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি চক্ষুরপেতোঽন্ধান্ হি পশ্যামো ; জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামঃ ; জীবতি মনোপেতো বালান্ হি পশ্যামঃ ; জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবতি উরুচ্ছিন্ন ইতি। এবং হি পশ্যাম ইতি।

ইন্দ্রিয়সমূহ একই সময়ে স্বস্ব কার্য্য করিতে পারে না, এই বিষয়ে প্রতর্দ্দন যাহা বলিয়াছিলেন, ইন্দ্রও তাহা সমর্থন করিয়া বলিলেন :— পঞ্চবৃত্তি প্রাণের শরীর ধারণ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে। বাক্‌শক্তিবিহীন লোক জীবিত থাকে, যেহেতু

আমরা মূকগণকে দেখিতে পাই। দৃষ্টিশক্তিরহিত লোকও জীবিত থাকে, যেহেতু আমরা অন্ধগণকে দেখিতে পাই। শ্রবণশক্তিহীন লোকও জীবিত থাকে, যেহেতু আমরা বধিরগণকে দেখিতে পাই। চিন্তাশক্তিবিহীন লোকও জীবিত থাকে, যেহেতু আমরা বালকগণকে দেখিতে পাই। হস্তপদরহিত লোকও জীবিত থাকে, যেহেতু আমরা তাহাদেরও জীবন দেখিতে পাই।

৩। অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি। তস্মাদেতদেবোকৃথমুপাসীত। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।

যেহেতু প্রজ্ঞাস্বরূপ প্রাণই এই প্রত্যক্ষ শরীরকে "ইহাই আমি" অথবা "ইহা আমার" এইরূপ স্বীকার করিয়া শয্যা প্রভৃতি ইহাতে উঠাইয়া দেন, অর্থাৎ ক্রিয়াবিশিষ্ট করেন, সেই জন্য তাঁহাকেই উকৃথ, অর্থাৎ উত্থাপয়িতা বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা; যিনি প্রজ্ঞা, তিনিই প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণোপাধিক পরমাত্মা।

৩-ক। সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতস্তস্যৈষৈব দৃষ্টিঃ। এতদ্বিজ্ঞানম্, যত্রৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।

[এই একমাত্র উকৃথই কিরূপে আপনার উপাধিস্বরূপ হয়, তাহা বলিতেছেন] এই প্রজ্ঞা ও প্রাণসম্মিলিত হইয়া এই শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়াই শরীর হইতে নির্গত হন; এই প্রাণোপাধিক পরমাত্মাকে এইরূপেই অবগত হইতে হয়। যে

অবস্থায় পুরুষ সুপ্ত হইয়া অন্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানশূন্য হন এবং জগদ্বাসনারূপ কোন পদার্থকেই স্বপ্নে দর্শন করেন না—তখন এই প্রাণেই একত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ হইয়া থাকেন। ইহাই প্রাণবিজ্ঞানের হেতু।

৩-খ। তদৈনম্ বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেত্তি।

[পুরুষ যখন প্রাণের সহিত এক হইয়া যান, তখন অন্য ইন্দ্রিয় কোথায় যায়, তাহা বলিতেছেন] সেই সময়ে বাক্ সমস্ত নামের সহিত, চক্ষুঃ সমস্ত রূপের সহিত, কর্ণ সমস্ত শব্দের সহিত এবং মনঃ সমস্ত চিন্তার সহিত এই প্রাণেই বিলীন হয়।

৩-গ। স যদা প্রতিবুধ্যতে। যথাঽগ্নের্জ্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্ এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।

[যদি প্রাণেই সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিলয় হইল, তাহা হইলে পুনরায় কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি হয়, তাহা বলিতেছেন] যখন সেই প্রাণোপাধিক পুরুষ জাগরিত হন, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রকাশিত হয়। [জাগরণের সময় এই প্রাণ হইতে যে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন] যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতেই বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব স্থান জিহ্বাদি প্রাপ্ত হয়। ঐ বাক্

প্রভৃতি হইতে অগ্ন্যাদি দেবগণ এবং অগ্ন্যাদি দেবগণ হইতে নামাদি বিষয় সকল প্রকাশিত হয়।

৩-ঘ। তস্যৈষৈব সিদ্ধিঃ। এতদ্বিজ্ঞানম্। যত্রৈতৎ পুরুষ আর্ত্তো মরিষ্যন্ আবল্যং ন্যেত্য সংমোহং ন্যেতি তদাহুঃ। উদক্রমীচ্চিত্তম্।

[পুরুষ জীবিত অবস্থাতে যেরূপ প্রাণোপাধিক, মরণেও যে সেইরূপ, তাহা বলিতেছেন] সেই পুরুষের প্রাণোপাধি বিষয়ে এইরূপ মরণাবস্থাই প্রসিদ্ধি, সর্ব্বপ্রত্যক্ষ মরণই ইহার প্রমাণ। [সেই মরণের বিষয় বলিতেছেন] রোগ জরা প্রভৃতির বশীভূত হইয়া মানব-দেহধারী প্রত্যক্ষ পুরুষের মৃত্যু আসন্ন হয়, পরে হস্তপদাদি অত্যন্ত অবশ হইলে আত্মীয় বন্ধুগণকে একেবারেই চিনিতে পারে না, তখন নিকটবর্ত্তী লোকসকল বলেন, ইহার মনঃ দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে।

৩-ঙ। ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন ধ্যায়ত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, যদা প্রতিবুধ্যতে যথাঽগ্নের্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।

[মনঃ বহির্গত হইলে তাহার বন্ধুবর্গ যে সমস্ত চিহ্ন দেখিতে পান, তাহাই বলিতেছেন] এই পুরুষ আর শ্রবণ, দর্শন, বাক্যোচ্চারণ অথবা চিন্তা করে না, কেবল প্রাণের সহিত মিলিত হয়। তখন

বাক্ সমস্ত নামের সহিত, চক্ষুঃ সমস্তরূপের সহিত, কর্ণ সমস্ত শব্দের সহিত, এবং মনঃ সমস্ত চিন্তার সহিত এই প্রাণেই বিলীন হয়। যখন সেই প্রাণোপাধিক পুরুষ প্রতিবুদ্ধ হয়, অর্থাৎ অন্য শরীর গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলও উৎপন্ন হয়। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে বাগাদি নিজ নিজ স্থান জিহ্বাদি প্রাপ্ত হয়। ঐ বাগাদি হইতে অগ্ন্যাদি দেবগণ এবং ঐ দেবগণ হইতে নামাদি বিষয় সকল প্রকাশিত হয়।

৪। স যদাঽস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি। সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি বাগস্মাৎ সর্ব্বাণি নামান্যভিবিসৃজতে। বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি। প্রাণোঽস্মাৎ সর্বান্ গন্ধানভিবিসৃজতে প্রাণেন সর্ব্বান্ গন্ধানাপ্নোতি। চক্ষুরস্মাৎ সর্ব্বাণি রূপাণ্যভিবিসৃজতে চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি। শ্রোত্রমস্মাৎসর্বাঞ্ছব্দানভিবিসৃজতে শ্রোত্রেণ সর্বান্ শব্দানাপ্নোতি। মনোঽস্মাৎ সর্বাণি ধ্যানান্যভিবিসৃজতে মনসা সর্ব্বাণি ধ্যানান্যাপ্নোতি। সৈষা প্রাণে সর্ব্বাপ্তিঃ।

যখন সেই মুমূর্ষু পুরুষ এই শীর্ণাঙ্গ দেহ হইতে নির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকলও দেহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। বাগিন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইয়া স্ববিষয় পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ স্ববিষয়ের কার্য্য হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়। সুতরাং পুনরায় ভোগপ্রদান করে না। [যদি বাগিন্দ্রিয় এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্ব বিষয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে স্বয়ং প্রাণে বিলীন হইয়া স্ববিষয়রহিত

হইতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন] প্রাণ বাক্যের সহিত সমস্ত নাম প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় স্ববিষয়ের সহিতই প্রাণে বিলীন হয়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও স্ব স্ব বিষয়ের সহিত প্রাণে বিলীন হয়। প্রাণ এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত গন্ধকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, প্রাণ প্রাণের সহিত সমস্ত গন্ধ প্রাপ্ত হয়। চক্ষুঃ দেহ হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত রূপ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, প্রাণ চক্ষুর সহিত ঐ সমস্ত রূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্র এই শরীর হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত শব্দ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, প্রাণ শ্রোত্রের সহিত ঐ সমস্ত শব্দ প্রাপ্ত হয়। মনঃ এই শরীর হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করে, প্রাণ মনের সহিত ঐ সমস্ত চিন্তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণোপাধিক আত্মায় এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং বিষয়সমূহের গতি হয়।

৪-ক। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রাণঃ সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ।

[কেবল যে এই প্রাণ পঞ্চবৃত্তিমাত্র তাহা নহে, কিন্তু ইহাই ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিক অহং, এবং জ্ঞানশক্ত্যুপাধিক আত্মা। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন] যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ। এই প্রাণ এবং প্রজ্ঞা মিলিত হইয়া শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হন।

৪-খ। অথ খলু যথাস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যেকং ভবন্তি তদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

[যদি প্রাণেই সমস্ত ভূতের মিলন হইয়া প্রজ্ঞাতে না হয়, তাহা হইলে কিরূপে প্রাণ এবং প্রজ্ঞার সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হয়, এই সন্দেহ

করিয়া প্রজ্ঞারও প্রাণের স্থায় সর্ব্ববিষয়ে ঐক্য বর্ণনা করিবার জন্ত বলিতেছেন]। অনন্তর স্থাবর ও জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণী এবং বিষয়ের সহিত বাগাদি ইন্দ্রিয় এই প্রজ্ঞাতে প্রাণের স্থায় যেরূপে মিলিত হয়, তাহাই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিব।

৫। বাগেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তস্যৈ নাম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; প্রাণ এবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তস্য গন্ধঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; চক্ষুরেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তস্য রূপং পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; শ্রোত্রমেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তস্য শব্দঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; জিহ্বৈবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তস্যা অন্নরসঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; হস্তাবেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তয়োঃ কর্ম্ম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; শরীরমেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তস্য সুখদুঃখে পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; উপস্থ এবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তস্যানন্দো রতিঃ প্রজাতিঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; পাদাবেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তয়োরিত্যাঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ; প্রজ্ঞৈবাস্যা একমঙ্গমদূহ্.ঠ.ঠং তস্যৈ ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামাঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

[ঐক্য-স্বীকার করিয়া প্রথমতঃ প্রজ্ঞার বিভাগ বর্ণনা করিতেছেন] বাগিন্দ্রিয় এই প্রজ্ঞার একভাগ নিজের আয়ত্ত করিয়াছে। সেই বাক্যের বহির্দেশে বিনির্ম্মিত বক্তব্য শব্দসমূহ তাহার ভূতভাগ। প্রাণ এই প্রজ্ঞার একভাব স্বায়ত্ত করিয়াছে, সেই প্রাণের বহির্বিনির্ম্মিত গন্ধ তাহার ভূতমাত্র। চক্ষুঃ ইহার

এক অঙ্গ স্বায়ত্ত করিয়াছে, রূপ ঐ চক্ষুর বহির্দ্দেশে বিনির্ম্মিত ভূতভাগ। শ্রবণেন্দ্রিয় ইহার এক অঙ্গ স্বায়ত্ত করিয়াছে, শব্দ তাহার বহির্দ্দেশে বিনির্ম্মিত ভূতভাগ। জিহ্বা এই প্রজ্ঞার এক অঙ্গ স্বায়ত্ত করিয়াছে, অন্নরস উহার পরবর্ত্তী ভূতভাগ। হস্তদ্বয় এই প্রজ্ঞার একভাগ স্বায়ত্ত করিয়াছে, ঐ হস্তদ্বয়ের পর বিনির্ম্মিত কর্ম্ম উহাদের ভূতভাগ। শরীর ইহার একভাগ স্বায়ত্ত করিয়াছে, পর-বিনির্ম্মিত সুখ দুঃখ উহার ভূতভাগ। জননেন্দ্রিয় ইহার এক অংশ স্বায়ত্ত করিয়াছে, তৎপর বিনির্ম্মিত আনন্দ, রতি এক প্রজাতি উহার ভূতভাগ। পদদ্বয় ইহার এক অঙ্গ স্বায়ত্ত করিয়াছে, গতি উহার পরবর্ত্তী বিনির্ম্মিত ভূতভাগ। প্রজ্ঞা স্বয়ং ইহার একভাগ আয়ত্ত করিয়াছে, উহার পরবিনির্ম্মিত বুদ্ধি, জ্ঞাতব্য বিষয় এবং কামনাসমূহ উহার ভূতভাগ।

৬। প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়া প্রাণং সমারুহ্য প্রাণেন সর্ব্বান্ গন্ধানাপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়া শ্রোত্রং সমারুহ্য শ্রোত্রেণ সর্ব্বান্ শব্দানাপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়া জিহ্বাং সমারুহ্য জিহ্বয়া সর্ব্বানন্নরসা-নাপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যাপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য শরীরেণ সুখ দুঃখে আপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়োপস্থং সমারুহ্যোপস্থেনানন্দং রতিং প্রজাতিমাপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য পাদাভ্যাং সর্ব্বা ইত্যা আপ্নোতি ; প্রজ্ঞয়ৈব ধিয়ং সমারুহ্য প্রজ্ঞয়ৈব ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামনাপ্নোতি।

[পূর্ব্বোক্তরূপে প্রজ্ঞা হইতে সবিষয় ইন্দ্রিয়সমূহের ভেদের

বিষয় বলিয়া ইদানীং তাহার সহিত অভেদের বিষয় বলিতেছেন]
প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা দ্বারা বাগিন্দ্রিয়কে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ উহার সহিত অভিন্ন হইয়া, ঐ বাগিন্দ্রিয় দ্বারাই বক্তব্যবিষয়সমূহ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ প্রজ্ঞাব্যতিরেকে বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং যে বস্তু, যে বস্তু ব্যতিরেকে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা তদাত্মক, অতএব বাগিন্দ্রিয়ও প্রজ্ঞাস্বরূপ। এইরূপে প্রাণাদি ইন্দ্রিয় এবং গন্ধাদি বিষয়ও প্রজ্ঞাস্বরূপ, ইহাই বলিতেছেন ;— প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রাণকে আশ্রয় করিয়া ঐ প্রাণ দ্বারা সমস্ত গন্ধ গ্রহণ করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা চক্ষুকে আশ্রয় করিয়া ঐ চক্ষুর দ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া ঐ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত শব্দ শ্রবণ করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা জিহ্বাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত অন্নরস আস্বাদন করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা হস্তদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ঐ হস্তদ্বয়ের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরকে আশ্রয় করিয়া ঐ শরীরের দ্বারা সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হন। প্রজ্ঞা দ্বারা উপস্থকে আশ্রয় করিয়া ঐ উপস্থ দ্বারা আনন্দ, রতি এবং প্রজা লাভ করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা পদদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ঐ পদদ্বয়ের দ্বারা সমস্ত গতি প্রাপ্ত হন। প্রজ্ঞা দ্বারা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া ঐ প্রজ্ঞা দ্বারাই বুদ্ধি জ্ঞাতব্যবিষয় এবং কামনাসমূহকে প্রাপ্ত হন।

৭। ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ্‌নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ।

[সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইয়াই কি নিজ নিজ

বিষয় অবগত হয়? এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বজনীন অনুভবের দ্বারা বলিতেছেন,] বাগ্‌ইন্দ্রিয়প্রভৃতি প্রজ্ঞারহিত হইলে, তাহাদের নিজ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা বুঝাইতে পারে না, (প্রজ্ঞাবিরহিত বাগিন্দ্রিয় কাহাকেও কোন বিষয় অবগত করাইতে পারে না, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিরহিত বাগ্‌-ইন্দ্রিয় নিজ কার্য্য করে না, করিলেও অনভিপ্রেত অথবা সম্বন্ধশূন্য বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে)। [তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন] ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিল।

৭-ক। নাহমেতন্নাম প্রাজ্ঞাসিষমিতি, ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাণো গন্ধং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতং গন্ধং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষ রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতদ্রূপং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং শ্রোত্রং শব্দং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতং শব্দং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতা জিহ্বাঽন্নরসং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতমন্নরসং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ হস্তৌ কর্ম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতামন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতৎ কর্ম প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতং শরীরং সুখং দুঃখং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতৎ সুখং দুঃখং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেত উপস্থ আনন্দং রতিং প্রজাতিং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতমানন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি পাদবিত্যাং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতামন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতা

প্রাজ্ঞাসিষমিতি। ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাচন সিধ্যেৎ। ন প্রজ্ঞাতব্যং প্রজ্ঞায়েত॥

[মনকে অন্য বিষয়ে আসক্ত করিলে কি হয়, ইহা বলিতেছেন] তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি (ইন্দ্রিয়স্বামী) ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত প্রাণ কোন গন্ধ প্রকাশ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট ছিল, আমি এই 'গন্ধ' বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত চক্ষুঃ কোন রূপ অবলোকন করাইতে পারে না, ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট ছিল, আমি এই 'রূপ' ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই। প্রজ্ঞা-রহিত শ্রবণেন্দ্রিয় কোন শব্দ অবগত করাইতে পারে না, ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ বিষয়ান্তরে সন্নিবিষ্ট ছিল, আমি এই 'শব্দ' ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। প্রজ্ঞারহিত জিহ্বা খাদ্যের কোন আস্বাদন অবগত করাইতে পারে না, ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিল, আমি এই 'অন্নরস' ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। প্রজ্ঞারহিত হস্তদ্বয় কোন কর্ম্ম অবগত করাইতে পারে না, ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট ছিল, আমি এই 'কর্ম্ম' ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন শরীর কোন সুখ অথবা দুঃখ অবগত করাইতে পারে না, ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিল, আমি এই 'সুখ দুঃখের' বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। প্রজ্ঞারহিত জননেন্দ্রিয় কোন আনন্দ, রতি এবং প্রজা জন্মাইতে পারে না,

ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিল, আমি এই 'আনন্দ, রতি অথবা প্রজার বিষয়' ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। প্রজ্ঞারহিত পদদ্বয় কোন গতি অবগত করাইতে পারে না, ইন্দ্রিয়স্বামী বলেন, আমার মনঃ বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিল, আমি এই গতির বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। প্রজ্ঞারহিত কোন অন্তঃকরণবৃত্তিই অবগত হওয়া যায় না এবং কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ও জানিতে পারা যায় না।

৮। ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত; বক্তারং বিদ্যাৎ। ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত, ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ। ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ। ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যান্নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীতান্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্ন। কর্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত কর্ত্তারং বিদ্যান্ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত সুখদুঃখয়োর্বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্নানন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীতানন্দস্য রতেঃ প্রজাতের্বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্নেত্যাং বিজিজ্ঞাসীতৈতারং বিদ্যাৎ। ন মনো বিজিজ্ঞাসীত মন্তারং বিদ্যাৎ।

[ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রজ্ঞার যদি কোন পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে "প্রজ্ঞাত্মস্বরূপ আমাকে আয়ুঃ এবং অমৃত বলিয়া উপাসনা কর" এই স্থলে বাচনিক রীতিতে বাকই উপাস্য হউক; এইজন্য বলিতেছেন] বাগিন্দ্রিয়কে অবগত হইতে হইবে না, বাগিন্দ্রিয়-প্রেরক সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ, আত্মাকে অবগত হইতে হইবে। [পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিষয়সমূহ অবগত না হইয়া তত্তৎ বিষয়সম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের আত্মাকে অবগত হইতে হইবে] গন্ধ জানিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রেরক আত্মাকে জানিতে

হইবে। রূপ জানার প্রয়োজন নাই; কিন্তু রূপজ্ঞ আত্মাকে অবগত হইতে হইবে। শব্দ জানিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের চালক আত্মাকে জানিতে হইবে। অন্নরস জানার প্রয়োজন নাই; কিন্তু অন্নরসজ্ঞ আত্মাকে জানিতে হইবে। কর্ম্ম জানার প্রয়োজন নাই; কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রেরক আত্মাকে জানিতে হইবে। সুখ দুঃখ জানার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সুখ-দুঃখজ্ঞ আত্মাকে জানিতে হইবে। আনন্দ, রতি অথবা প্রজা জানিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এ সমস্ত বিষয় যিনি জানেন, সেই আত্মাকে অবগত হইতে হইবে। গতি না জানিয়া গমনকারী আত্মাকে অবগত হইবে। মনঃ না জানিয়া মননকারী আত্মাকে অবগত হইবে।

৮-ক। তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ।

[পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিষয়সাক্ষী আত্মার জ্ঞানের বিষয় বলিয়া অনন্তর "সকল অনর্থের কারণস্বরূপ সংসারচক্র পরস্পর-সাপেক্ষ ইন্দ্রিয় এবং তদ্বিষয়ের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ঐ দুইটার একটার অভাবে অপরটী হয় না" এই প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন] সংসার-চক্রের মূলস্বরূপ বক্তব্য নামাদি সেই দশটী ভূতমাত্রা প্রজ্ঞা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে বলিয়া 'অধিপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হয় এবং দশটী প্রজ্ঞামাত্রা অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়ভূত নামাদি বিষয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বলিয়া 'অধিভূত'

নামে কথিত হয়। যদি নামাদি বিষয় না থাকে, তাহা হইলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ও থাকিবে না, পক্ষান্তরে বাগাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে নামাদি বিষয়ও থাকিবে না।

৮-খ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো এতন্নানা।

ইন্দ্রিয় এবং বিষয়, এই দুইটীর একটী হইতেই বিষয় অথবা ইন্দ্রিয় কিছুই সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ বিষয়কে বিষয়ের দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অবগত হইতে পারা যায় না; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় এবং বিষয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায়। [যদি বিষয় এবং ইন্দ্রিয় পরস্পর সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ইহাদের পরস্পর বিভিন্নতা-হেতু প্রজ্ঞারও বিভিন্নতা ঘটে এবং প্রজ্ঞাতে সমস্ত ভূতই বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি স্বীকারোক্তিও বিফল হয়, সেইজন্য বলিতেছেন] এই বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পর ভেদবিশিষ্ট নহে, পরন্তু একই।

৮-গ। তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।

[দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সমর্থন করিয়া বলিতেছেন] যেমন রথচক্রের তীক্ষাগ্র দীর্ঘ কাষ্ঠগুলিতে নেমি অর্থাৎ পরিধিস্বরূপ গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড স্থাপিত হয় এবং নাভি অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত ছিদ্রযুক্ত গোলাকার কাষ্ঠে দীর্ঘ তীক্ষাগ্র কাষ্ঠগুলি স্থাপিত হয়, সেইরূপ নেমিস্থানীয় নামাদি বিষয়গুলিও অরস্থানীয় ইন্দ্রিয়সমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অরস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও নাভিস্বরূপ প্রাণে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, ইহাই আনন্দস্বরূপ এবং জরামরণরহিত।

৮-ঘ। ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। এষ লোকপালঃ। এষ লোকাধিপতিঃ। এষঃ সর্ব্বেশঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ, স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।

এই আত্মা শাস্ত্রবিহিতকর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যদ্বারা অধিক হন না, অথবা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা ন্যূন হন না। যেহেতু এই প্রাণপ্রজ্ঞা উপাধি-বিশিষ্ট আত্মাই স্বর্গাভিলাষী যে জীবকে এই প্রত্যক্ষ লোক হইতে উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম (ধর্ম্ম) করান এবং এই আত্মাই যে পাতকী জীবকে এই প্রত্যক্ষ লোক হইতে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ কর্ম্ম করান। এই আত্মাই লোকপাল অর্থাৎ সাধু লোককে সুখ এবং অসাধু লোককে দুঃখ প্রদান করেন। এই লোক-পাল আত্মাই সর্ব্বনিয়ন্তা, এই সর্ব্বেশত্বগুণসম্পন্ন আত্মাই আমার (ইন্দ্রের) স্বরূপ, ইঁহাকেই অবগত হইতে হয়। উক্ত আত্মাকেই আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

১। অথ গার্গ্যো হ বৈ বালাকিরনূচানঃ সংস্পৃষ্ট আস। সোঽবসদুশীনরেষু স বসন্মৎস্যেষু কুরুপঞ্চালেষু কাশিবিদেহেষ্বিতি স হাজাতশত্রুং কাশ্যমেত্যোবাচ। ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি।

[পূর্ব্ব অধ্যায়ে "আত্মা প্রাণোপাধিক" ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে "প্রাণই চৈতন্য-বিশিষ্ট আনন্দাদিগুণ সম্পন্ন আত্মা" এইরূপ ভ্রম কাহারও হইতে পারে, সেই ভ্রম নিবারণের জন্য সুষুপ্তাবস্থ বাহ্য-চৈতন্যশূন্য প্রাণেরও পরবর্ত্তী আনন্দাদিস্বরূপ চেতন আত্মার বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়া "অভিমান প্রভৃতি পরিত্যাগ না করিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ অতি দুর্লভ" ইহাই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা দেখাইবার নিমিত্ত আখ্যায়িকা বলিতেছেন] বালাকের পুত্র গার্গ্য সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই গার্গ্য উশীনরদেশে বাস করিতেন। তিনি কীর্ত্তিকামনায় মৎস্য-কুরুপঞ্চাল-কাশীবিদেহপ্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি কোন সময় কাশীদেশাধিপতি অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আমি তোমাকে ব্রহ্ম-বিষয় বলিব।

১-ক। তং হোবাচাজাতশত্রুঃ। সহস্রং দদ্মস্ত ইত্যেতস্যাং বাচি জনকো জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি।

গার্গ্য এইরূপ বাক্য বলিলে, রাজা অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে ব্রহ্ম-বিষয় বলিব" কেবল আপনার এই

বাক্যটির নিমিত্তই আপনাকে সহস্রগাভী দান করিব। লোকে মিথিলাধিপতি জনককে ব্রহ্ম-বিদ্যার দাতা এবং তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিগ্রহীতা জানিয়া তাঁহার নিকট গমন করে। (আমি তাহার সদৃশ অথবা তাহা হইতেও অধিক, লোকে ইহা জানে না)।

২। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদিত্যে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ।

অনন্তর সেই বালাকি বলিলেন—সূর্য্যমণ্ডলে যে প্রসিদ্ধ পুরুষ বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি, অজাতশত্রু বলিলেন, ঐ পুরুষের অর্থাৎ ঐ পুরুষবিষয়ে উপদেশের নিমিত্ত আপনি গুরু এবং আমি শিষ্য এইরূপ ধারণা করিয়া কথোপকথন করিবেন না।

৩। বৃহন্ পাণ্ডরবাসা অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা ভবতি।

[যদিও তুমি এই পুরুষকে জান, তথাপি তাঁহার গুণের উপাসনা এবং ফল জান না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন] সেই পুরুষ অতি মহান্, শুক্লগুণরূপ উজ্জ্বলবস্ত্র-বিশিষ্ট; তিনি সর্ব্বভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের শীর্ষস্থানীয়। আপনি যে পুরুষের কথা বলিলেন, আমি এইরূপেই তাঁহার উপাসনা করি, যে উপাসক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে এই গুণসম্পন্ন পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বভূতকে অতিক্রম করেন এবং সমস্ত ভূতের শীর্ষস্থানীয় হন।

৪। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ চন্দ্রমসি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। সোমো রাজাহন্নস্যাত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তেঽন্নস্যাত্মা ভবতি।

বালাকি বলিলেন, চন্দ্রমণ্ডলে যে পুরুষ বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, ঐ পুরুষ বিষয়ে উপদেশের নিমিত্ত আপনি গুরু এবং আমি শিষ্য, এইরূপ মনে করিয়া কথা কহিবেন না, অর্থাৎ ঐ পুরুষবিষয়ে আমাদের দুইজনেরই জ্ঞান সমান। ঐ পুরুষ প্রিয়দর্শন, দীপ্তিমান এবং চর্বচোষ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ খাদ্যস্বরূপ, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে গুণ-সম্পন্ন পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি অন্নস্বরূপ হন।

৫। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বিদ্যুতি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাস্তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো-হৈতমেবমুপাস্তে তেজস আত্মা ভবতি।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ বিদ্যুতে অবস্থান করেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, ঐ পুরুষবিষয়ে গুরু ও শিষ্যের ন্যায় কথা কহিবেন না। ঐ পুরুষই তেজের আত্মা, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। যিনি ঐ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি তেজঃস্বরূপ হন।

৬। স হোবাচ বালাকির্যঃ এবৈষ স্তনয়িত্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। শব্দস্যাত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে শব্দস্যাত্মা ভবতি।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ মেঘ-মণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ঐ পুরুষ-বিষয়ে আমার সহিত গুরুশিষ্যের ন্যায় কথা কহিবেন না। আমি ঐ শব্দ-স্বরূপ পুরুষেরই উপাসনা করি; যিনি ঐ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি শব্দস্বরূপ হন।

৭। সহোবাচ বালাকির্য এবৈষ আকাশে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। পূর্ণম-প্রবর্ত্তি ব্রহ্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ। নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরা কালাৎ প্রবর্ত্ততে।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ আকাশে বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ঐ পুরুষ-বিষয়ে আমার সহিত গুরুশিষ্যের ন্যায় কথা কহিবেন না। সেই পূর্ণ, ক্রিয়াশূন্য, ব্রহ্মস্বরূপ, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। যিনি এই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি বহু প্রজা এবং পশু লাভ করেন, আর যিনি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি স্বয়ং বা তাঁহার পুত্রাদি শত বৎসরের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।

৮। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বায়ৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি; তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হ বা অপরাজয়িষ্ণুঃ অন্যতস্ত্যজায়ী ভবতি।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ বায়ুতে বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ঐ পুরুষ-বিষয়ে আমার সহিত গুরুশিষ্যের ন্যায় কথা কহিবেন না। ঐ পুরুষ পরম-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ অপ্রতিরোধ্য এবং অপরাজিত সেনাস্বরূপ, আমি উঁহারই উপাসনা করি! যিনি ঐ পুরুষকে ইন্দ্রস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি জয়শীল হন, যিনি বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ অন্যের অপ্রতিরোধ্য জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাকে অন্যে কখনও জয় করিতে পারে না, যিনি অপরাজিত সেনাস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি অন্যত্র উৎপন্ন শত্রুগণকেও জয় করিয়া থাকেন।

৯। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽগ্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি ; স যো হৈতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হৈবান্যেষ ভবতি।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ অগ্নিতে বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ঐ পুরুষ-বিষয়ে আমাকে শিষ্য মনে করিয়া গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবেন না। ঐ পুরুষ সমস্তই সহ্য করেন, অথবা (অত্যন্ত তেজস্বী বলিয়া) অন্যে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারে না, আমি ঐ পুরুষেরই উপাসনা করি। যিনি ঐ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি উপাসনার পর ঐরূপ সহনশীলই হইয়া থাকেন।

১০। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽপ্সু পুরুষস্তমেবাহমুপাস

ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। নাম্ন আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি ; স যো হৈতমেবমুপাস্তে নাম্ন আত্মা ভবতীত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মম্।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমাকে শিষ্য মনে করিয়া গুরুর ন্যায় কথা কহিবেন না। ঐ পুরুষ নামস্বরূপ, আমি উঁহারই উপাসনা করি। যিনি ঐ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি নামস্বরূপ হন। ইহা দেবতাবিষয়ে বলা হইল বলিয়া ইহার নাম 'অধিদৈবত'। অনন্তর অধ্যাত্ম বলা হইতেছে।

১১। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদর্শে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপো হৈবাস্য প্রজায়ামাজায়তে নাপ্রতিরূপঃ।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ আদর্শ অর্থাৎ জ্যোতিষ্মান্ পদার্থে বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, আপনি আমাকে শিষ্য মনে করিয়া গুরুর ন্যায় কথা কহিবেন না। ঐ পুরুষ দীপ্তিশীল ; আমি ঐ পুরুষের উপাসনা করি। যিনি ঐ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি সন্তানের নিমিত্ত তাঁহার প্রতিরূপই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার অসদৃশ-রূপ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন না।

১২। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ প্রতিশ্রুৎকায়াং পুরুষস্তমেবাহ-মুপাস ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ।

দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে বিন্দতে বা দ্বিতীয়াৎ, দ্বিতীয়বান্ ভবতি।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ প্রতি শ্রবণজ্ঞানে অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, ঐ পুরুষ বিষয়ে আমাকে শিষ্য মনে করিয়া গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবেন না। ঐ পুরুষই দ্বিতীয় এবং গমনরহিত, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। যে উপাসক দ্বিতীয়গুণবিশিষ্ট পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয় অর্থাৎ ভার্য্যাশরীর হইতে পুত্রাদি-রূপে দ্বিতীয়ত্ব লাভ করেন এবং যিনি নিশ্চল গুণবিশিষ্ট পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি দ্বিরীয়বান্ হন, অর্থাৎ তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি কখনও বিনষ্ট হয় না।

১৩। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শব্দঃ পুরুষমন্বেতি তমেবাহমুপাস ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে, নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরা কালাৎ সম্মোহমেতি।

বালাকি বলিলেন, এই ধ্বনিস্বরূপ শব্দ যে গমনশীল পুরুষের অনুগমন করে, আমি সেই পুরুষের উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, সেই পুরুষবিষয়ে আমার সহিত গুরুশিষ্যের ন্যায় কথা কহিবেন না। সেই পুরুষই জীবনহেতু, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। যিনি সেই পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার পুত্রাদি শতবৎসরের পূর্ব্বে বিনষ্ট হন না।

১৪। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ চ্ছায়াপুরুষস্তমেবাহমুপাস

ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স যে হৈতমেবমুপাস্তে, নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরা কালাৎ প্রমীয়তে।

বালাকি বলিলেন, এই যে ছায়াস্বরূপ পুরুষ, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, এই পুরুষ-বিষয়ে আমাকে শিষ্য মনে করিয়া গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবেন না। সেই পুরুষই মৃত্যুর হেতু, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। যিনি ঐ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি স্বয়ং বা তাঁহার পুত্রাদি শত বৎসরের পূর্ব্বে বিনষ্ট হন না।

১৫। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শারীরঃ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। প্রজাপতিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে, প্রজায়তে প্রজয়া পশুভিঃ।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ শরীরে স্থিত, আমি তাঁহার উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, এই পুরুষ বিষয়ে আমাকে শিষ্য মনে করিয়া গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবেন না। এই পুরুষ প্রজাপালক। আমি ইঁহারই উপাসনা করি। যিনি এই পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহার প্রজা ও পশু বর্দ্ধিত হয়।

১৬। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ প্রাজ্ঞ আত্মা যেনৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নায়া চরতি তমেবাহমুপাস ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ যমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস, ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে, সর্ব্বং হাস্মা ইদং শ্রৈষ্ঠ্যায় যম্যতে।

বালাকি বলিলেন, যিনি নিত্য প্রজ্ঞাযুক্ত প্রাণোপাধিক আত্মা, যে পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একত্বলাভের নিমিত্ত সুপ্ত হইয়া স্বপ্ন অনুভব করেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, এই বিষয়ে আপনি আমাকে শিষ্য মনে করিয়া গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবেন না। সেই প্রাজ্ঞ আত্মার স্বরূপ পুরুষই যমরাজ, আমি ইঁহারই উপাসনা করি। যিনি ইঁহার উপাসনা করেন, তিনি স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের নিমিত্ত নিয়মাদি পালন করিয়া থাকেন।

১৭। স-হোবাচ বালাকির্য এবৈষ দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তমেবাহ-মুপাস ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। নাম্ন আত্মাঽগ্নেরাত্মা জ্যোতিষ আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্ত, এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতি।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ দক্ষিণ নেত্রে বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, এই পুরুষ-সম্বন্ধে আমাকে শিষ্য মনে করিয়া গুরুর ন্যায় উপদেশ দিবেন না। এই পুরুষ বর্ণময় শব্দ, অগ্নি এবং জ্যোতিষ্মান্ পদার্থমাত্রেরই স্বরূপ, আমি ইঁহারই উপাসনা করি। যিনি ইঁহার উপাসনা করেন, তিনি এই নাম, অগ্নি এবং জ্যোতিঃপদার্থসকলেরই স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

১৮। স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ সব্যেঽক্ষন্ পুরুষস্তমেবাহ-মুপাস ইতি ; তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। সত্যস্যাত্মা বিদ্যুত আত্মা তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স যো হৈতমেবমুপাস্ত, এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতীতি।

বালাকি বলিলেন, যে পুরুষ বাম চক্ষুতে বর্ত্তমান আছেন, আমি

তাঁহারই উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, এই পুরুষ-সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিতে হইবে না। ঐ পুরুষ প্রাণরূপ সত্য, বিদ্যুৎ এবং জ্যোতিঃপদার্থমাত্রেরই স্বরূপ। আমি উহারই উপাসনা করি। যিনি ঐ পুরুষের উপাসনা করেন, তিনি সত্যাদি সকলেরই স্বরূপ হন।

১৯। তত উ হ বালাকিস্তূষ্ণীমাস ; তং হোবাচাজাতশত্রুঃ।

অনন্তর বালাকি নীরব হইলেন, অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন।

১৯-ক। এতাবান্নু বালাকাতই ইত্যেতাবদ্ধীতি হোবাচ বালাকিস্তং হোবাচাজাতশত্রুর্মৃষা বৈ কিল মা সমবাদয়িষ্ঠা ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি।

হে বালাকে! এই পর্য্যন্তই তোমার জ্ঞান, না আর কিছু আছে? [যদিও ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা করা অনুচিত, তাহা হইলেও তাঁহার গর্ব্বনাশের জন্য ভৎর্সনা করায় কোন দোষ নাই। গর্ব্বই বালাকির পরমপুরুষার্থনাশকারী কণ্টকস্বরূপ। এই কণ্টক উদ্ধার করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ; এই জন্যই তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন] বালাকি বলিলেন, এই পর্য্যন্তই ; ব্রহ্মবিষয়ে ইহার অধিক আমি কিছুই জানি না। অজাতশত্রু গর্ব্বশূন্য বালাকিকে বলিলেন, তুমি আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবে বলিয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়াছিলে।

১৯-খ। স হোবাচ ; যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্য ইতি। তত উ হ বালাকিঃ

সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেবং তৎ স্যাদ্‌যৎক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ।

অজাতশত্রু আরও বলিলেন, হে বালাকে! তুমি ব্রহ্ম বলিয়া যাঁহার প্রস্তাব করিতেছ, তিনি এই আদিত্যাদি পুরুষগণেরও উৎপাদক এবং এই বিশ্ব তাঁহারই কর্ম্ম। তাঁহাকেই শ্রবণমননাদি উপায় দ্বারা অবগত হইতে হইবে। অনন্তর বালাকি সমিৎ হস্তে লইয়া, "আপনি আদেশ করুন, আমি আপনাকে গুরুত্বে বরণ করি" এই বলিয়া ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট আগমন করিলেন। অজাতশত্রু, গর্ব্বশূন্য এবং দীনভাবাপন্ন ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ন্যূনবর্ণ ক্ষত্রিয় উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিবে, ইহা বিরুদ্ধ কথা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়াদিকে উপদেশ দিবেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতে পারেন না।

১৯-গ। এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং হ পাণাবভিপদ্য প্রবব্রাজ। তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুস্তং হাজাতশত্রুরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে। বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি।

এই জনসমাজ হইতে কোন নিভৃত স্থানে আসুন, আমি আপনাকে বিশেষরূপেই বলিব, অর্থাৎ যাহা আমি জানি, তাহা আপনাকে বলিব, এ বিষয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিব না। এই বলিয়া অজাতশত্রু সস্নেহে বালাকির হস্ত ধারণ করিয়া সভাস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। অনন্তর রাজা এবং বালাকি উভয়ে পরিশ্রমাকুল সুপ্ত কোন রাজপুরুষের নিকট গমন করিলেন। অজাতশত্রু সেই সুপ্ত পুরুষকে "হে সর্ব্বাধিকপ্রাণ। হে বারিবসনধারী প্রাণ।

হে সোমাত্মকপ্রাণ। হে দীপ্তিবিশিষ্টপ্রাণ।” এই বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

১৯-ঘ। স উ হ তূষ্ণীমেব শিষ্যে। তত উ হৈনং যষ্ট্যাবিচিক্ষেপ। স তত এব সমুত্তস্থৌ। তং হোবাচাজাতশত্রুঃ, ক্বৈষ এতদ্ বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক্বৈতদভূৎ। কুত এতদাগাৎদিতি।

“বৃহন্” ইত্যাদি নাম দ্বারা সম্বোধিত সেই প্রাণ নীরব হইয়াই শয়ন করিয়া রহিল। অনন্তর অজাতশত্রু এই শয়ান পুরুষকে যষ্টি দ্বারা বিশেষরূপে তাড়না করিলেন, তখন সেই শয়ান পুরুষ গাত্রোত্থান করিলেন। অজাতশত্রু বালাকিকে বলিলেন, হে বালাকে! প্রাণাদির স্বামী, চেতনস্বরূপ এই পুরুষ সর্ব্ব-চৈতন্য-রহিত হইয়া কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন? সেই শয়ন-স্থানই বা কোথায়? কোন স্থান হইতেই বা ইনি জাগরিত হইলেন? তাহা বিচার করিয়া বলুন।

১৯-ঙ। তত উ হ বালাকির্বিজজ্ঞে। তং হোবাচাজাতশত্রু-র্যত্রৈষ এতদ্ বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট যত্রৈতদভূদ্‌যত এতদাগাদিতি।

রাজা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, বালাকি তাহা জানিতেন না। তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে বালাকে। এই পুরুষ যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, যে স্থানে ইঁহার শয়ন প্রদেশ এবং যে স্থান হইতে ইনি জাগরিত হইলেন, তাহা আমি বলিতেছি।

১৯-চ। হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যো হৃদয়াৎপুরীততমভিপ্রতন্বন্তি তদ্ যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিতস্তাবদণ্ব্যঃ পিঙ্গলস্যাণিম্না তিষ্ঠন্তি। শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্যেতি তাসু তদা ভবতি।

প্রাণিগণের হিতের হেতু হিতা-নামে অভিহিত কতকগুলি শিরা হৃদয়পদ্ম হইতে নির্গত হইয়া অন্ত্রময় হৃদয়-বেষ্টনীকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়াছে। একটী কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে উহা যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, ঐ শিরাগুলিও সেইপ্রকার সূক্ষ্ম। উহারা পিঙ্গল, শুভ্র, কৃষ্ণ, পীত এবং রক্তবর্ণের রস দ্বারা পূর্ণ হইয়া অবস্থিত আছে। পুরুষ শয়নকালে ঐ নাড়ীগুলিতেই বর্ত্তমান থাকেন।

১৯-ছ। যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে। যথাঽগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বদা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।

যে অবস্থায় পুরুষ সুপ্ত হইয়া অন্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞানশূন্য হন এবং কোন পদার্থকেই স্বপ্নে দর্শন করেন না, তখন প্রাণেই একত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ হইয়া থাকেন। সেই সময় বাক্য সমস্ত নামের সহিত, চক্ষুঃ সমস্ত রূপের সহিত, কর্ণ সমস্ত শব্দের সহিত এবং মনঃ সমস্ত চিন্তার সহিত এই প্রাণেই বিলীন হয়। যখন সেই প্রাণোপাধিক পুরুষ জাগরিত হন, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র কণাসকল চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্বস্থান জিহ্বাদি প্রাপ্ত হয়। ঐ বাক্-প্রভৃতি হইতে অগ্ন্যাদি দেবগণ এবং অগ্ন্যাদি দেবগণ হইতে নামাদি

বিষয়সকল প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ বহুশিরার মূলাধার হৃদয়পদ্মে যে আকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, চেতনস্বরূপ পুরুষ-জীব ঐ আকাশের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিক আনন্দস্বরূপ আত্মাতে সুষুপ্তি লাভ করিয়া তাহা হইতেই আবার জাগরিত হন। ব্রহ্মা বলিলে যাঁহাকে বুঝায়—সেই বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ পুরুষই তিনি। প্রাণাদি অধিদৈবত বা অধ্যাত্ম ইহাদের কেহই ব্রহ্ম নহেন।

২০। তদ্‌যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাৎ। বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায় এবমেবৈষ প্রজ্ঞ আত্মেদংশরীরমাত্মানমনুপ্রবিষ্টঃ। আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ।

[ব্রহ্মশব্দের প্রতিপাদ্য এই পুরুষকে কিরূপে বুঝিতে পারা যায়, বালাকির মনোগত এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন,] যেমন ক্ষুর ক্ষুরাধার চর্ম্মপাত্রাদির মধ্যে স্থাপিত হয়, অথবা অগ্নি অগ্ন্যাধার অরণীতে নিহিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রাজ্ঞ আত্মা এই শরীরে, অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মাতে, বাগাদি ইন্দ্রিয়রূপ নখ হইতে লোম পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন।

২০-ক। তমেতমাত্মানমেত আত্মানোঽন্ববস্যন্তি যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাঃ। তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠি স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে। এবং বৈ তমাত্মানমেত আত্মানো ভুঞ্জন্তি।

[স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং জাগরণাবস্থাতে প্রাণাদি হইতেও অধিকগুণ-সম্পন্ন আত্মা এবং সর্ব্বশরীরে ও হৃদয়ে সামান্য ও বিশেষভাবে তাঁহার ব্যাপ্তির বিষয় বলিয়া অধুনা তাঁহার প্রভুত্ব বর্ণনা করিবার নিমিত্ত

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন] যেমন কোন গৃহস্থের জ্ঞাতিপ্রভৃতি আত্মীয়গণ গৃহস্থেরই প্রাধান্য নিশ্চয় করে, সেইরূপ এই বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধিসাক্ষী আনন্দস্বরূপ সেই আত্মারই প্রাধান্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। [নিশ্চয়ে প্রাধান্য বলিয়া ভোগেও প্রাধান্য দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন] যেমন কোন গৃহস্থ নিজ জ্ঞাতি-প্রভৃতির সহিত অন্নভোজন করেন এবং জ্ঞাতিপ্রভৃতিও সেই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া ভোগ করেন, সেইরূপ এই প্রজ্ঞাত্মা প্রতিপ্রাণিস্থিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ করেন এবং বাগাদি ইন্দ্রিয়ও ঐ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া ভোগ করে। [আত্মীয়বিহীন গৃহস্থ ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও ভোগ করিতে পারে না, কারণ অন্যে তাহার দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে পারে। এইরূপ—অনাসক্ত, উদাসীন, জ্ঞানস্বরূপ, আত্মারও ইন্দ্রিয়-ব্যতিরেকে ভোগ হয় না। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে প্রধান গৃহস্থ যেমন আত্মীয় জ্ঞাতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পরে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন, আত্মাও সেইরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত কার্য্য করেন]।

২০-খ। স যাবদ্ধ বা ইন্দ্র এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞে তাবদেনমসুরা অভিবভূবুঃ স যদা বিজজ্ঞেঽথ হত্বাঽসুরান্ বিজিত্য সর্ব্বেষাং দেবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পরীয়ায় তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ য এবং বেদ।

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[এই আত্মজ্ঞানের দ্বারা কি ফল হইয়াছে, বালাকির এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য অজাতশত্রু বলিলেন,] ত্রৈলোক্যপতি ইন্দ্র যতদিন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবলম্বনস্বরূপ আনন্দাত্মাকে বিশেষরূপে জানিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন বিরোচনাদি অসুরগণ তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছিল। অনন্তর যখন তিনি আত্মাকে বিশিষ্টরূপে জানিলেন, তখন অসুরগণকে বিনাশ করিয়া ত্রৈলোক্য জয়পূর্ব্বক অগ্নিপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ এই প্রজ্ঞাত্মার বিষয় যিনি অবগত হন, তিনি সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণিগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্য লাভ করেন।

কৌষীতক্যুপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অমৃতবিন্দূপনিষৎ

১। মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ। অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্॥

[ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্ব জ্ঞান হইতে সকল অনর্থের নিবৃত্তি এবং আনন্দাত্মার প্রাপ্তি হয়, ইহাই সকল উপনিষদের সিদ্ধান্ত; আবার সেই ব্রহ্মজ্ঞান মনঃসংযুক্ত শ্রবণাদির দ্বারাই হয়। মনুষ্য-গণের মনঃ মত্তহস্তীর ন্যায় দুর্দ্দমনীয়। সেইজন্য প্রথমে সেই বিষয়ই বলিতেছেন]।

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বলেন, মনঃ দুই প্রকার; শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। বিষয়াভিলাষযুক্ত মনঃ অশুদ্ধ এবং বিষয়াভিলাষশূন্য মনঃ শুদ্ধ।

২। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

[মনঃ দুই প্রকারের হইলেও তাহার অশুদ্ধত্বেই বা কি দোষ এবং শুদ্ধত্বেই কি লাভ, এইজন্য বলিতেছেন] অন্তঃকরণই মনুষ্য-গণের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ। পণ্ডিতগণ অবগত হইয়াছেন যে, অন্ন-পান-মাল্য-চন্দন এবং বনিতাপ্রভৃতিতে অত্যন্তাভিলাষযুক্ত মনঃ বন্ধনের হেতু এবং পূর্ব্বোক্তবিষয়াভিলাষশূন্য মনঃ মুক্তির হেতু হইয়া থাকে।

৩। যতো নির্ব্বিষয়স্থাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
অতো নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা ॥

[মনঃ যাহাতে বিষয়াভিলাষ শূন্য হয়, তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে, এইজন্য বলিতেছেন] যেহেতু মনঃ বিষয়াভিলাষশূন্য হইলেই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই জন্য যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা সকল সময়েই মনকে বিষয়াভিলাষশূন্য করিবেন।

৪। নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদায়াত্যাত্মনো ভাবং তদা তৎ পরমং পদম্ ॥

[মনোনিরোধের ফল বলিতেছেন] বিষয়াভিলাষ হইতে নির্মুক্ত-হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ অন্তঃকরণ যখন আত্মভাব অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জীব ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন সেই জ্ঞানরূপ পরম প্রাপ্য বস্তুই মনোনিরোধের ফলস্বরূপ হইয়া থাকে। [ইহার অতিরিক্ত ফল আর কিছুই নাই]।

৫। তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদি গতং ক্ষয়ম্।
এতজ্জ্ঞানং চ ধ্যানং চ শেষো ন্যায়শ্চ বিস্তরঃ ॥

[কতদিন পর্য্যন্ত কি পরিমাণে মনোনিরোধ করিতে হইবে, তাহাই বলিয়া ইহার পুরুষার্থতার বিষয় বলিতেছেন] যে পরিমাণে এবং যতদিনে মনঃ হৃদয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানশূন্য হয়, ততদিন এবং সেই পরিমাণে মনের নিরোধ করিতে হয়। [আপনি জ্ঞান অথবা ধ্যানের বিষয় কিছুই উপদেশ দিলেন না, কেবল মনের নিরোধই বলিতেছেন, কিন্তু কেবল মনোনিরোধই পুরুষের প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,

মোক্ষ নহে, যদি কেহ এইরূপ প্রশ্ন করে, সেইজন্য বলিতেছেন,] এই মনোনিরোধই জ্ঞান, ইহাই ধ্যান এবং ইহাই অন্যপ্রকার সাধন-স্বরূপ। [অতএব ইহার ন্যায় পুরুষার্থ আর কিছুই নাই।] এই মনোনিরোধ ভিন্ন অন্য যাহা কিছু, তাহা কেবল বিবাদকারী অভিযোক্তাদিগের অভিযোগের বিষয় মাত্র, তাহার উচ্চারণ কেবল কণ্ঠশ্রম। গ্রন্থমধ্যে ইহা ভিন্ন অন্য যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল শব্দঃরাশিমাত্র।

৬। নৈব চিন্ত্যং ন চাচিন্ত্যং ন চিন্ত্যং চিন্ত্যমেব তৎ।
পক্ষপাতবিনির্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

[মনোনিরোধ হইলে কিরূপে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, এইজন্য বলিতেছেন] যেহেতু মনোনিরোধের সময় উহা চিন্তাযোগ্য শব্দাদিরূপ অভীষ্ট কোন বিষয়কেই প্রাপ্ত হয় না, দুষ্টশব্দাদিরূপ চিন্তার অযোগ্য কোন বিষয়কেও প্রাপ্ত হয় না, অথবা বৈষয়িক সুখস্বরূপ চিন্তাযোগ্য কোন বিষয়কেও প্রাপ্ত হয় না। কেবল চিন্তার যোগ্য, সত্যজ্ঞানাদি-লক্ষণসম্পন্ন, হস্তী হইতে ক্ষুদ্র মক্ষিকা-পর্য্যন্ত সমস্ত জীবদেহে একই রূপে বর্ত্তমান, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল এবং সর্ব্ববস্তুব্যাপী সেই ব্রহ্মকেই সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহাই পরম পুরুষার্থ।

৭। স্বরেণ সন্ধ্যয়েদ্ যোগমস্বরং ভাবয়েৎ পরম্।
অস্বরেণানুভাবেন ভাবো বাঽভাব ইষ্যতে॥

[মনের নিরোধকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া সেই বিষয়ে উপায় বলিতেছেন] প্রথমতঃ প্রণব দ্বারা সম্যক্ যোগ ধারণ করিবে, অর্থাৎ

অকারাদি মাত্রা দ্বারা উপদেশানুসারে ধ্যান করিবে, অনন্তর নীরবে প্রণব চিন্তা করিবে। পরে যে চিন্তাদ্বারা "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অনুভূতি হয়, সেইরূপ নীরব চিন্তা করিলেই তাহা দ্বারা মায়া এবং তজ্জনিত কার্য্যের অভাব এবং পক্ষান্তরে বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের বিদ্যমানতা উপলব্ধ হইবে।

৮-৯। তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম্॥
নির্ব্বিকল্পমনন্তং চ হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিতম্।
অপ্রমেয়মনাদিং চ যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥

[ব্রহ্ম কিরূপ ভাবে বর্ত্তমান আছেন, এখন তাহাই বলিতেছেন] বিকল্পরহিত, অনন্ত, সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণযুক্ত, অনুমানের দ্বারা অজ্ঞেয়, কোনরূপ প্রমাণের দ্বারা অনবগম্য, আদিবর্জ্জিত, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন, তিনিই অবয়বশূন্য, নির্ব্বিকল্প অবিদ্যাদিতমোবিরহিত ব্রহ্ম। "আমিই সেই ব্রহ্ম" এইরূপ অবগত হইয়া উপাসক সেই বিনাশরহিত ব্রহ্মকেই সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন।

১০। ন বিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

[মনঃপ্রভৃতির বিনাশ এবং উৎপত্ত্যাদি বাস্তবিক কিছুই নহে, ইহাই বলিতেছেন] মনঃ অথবা শরীরাদির বিনাশ এবং উৎপত্তি বাস্তবিক নহে, [আমি বদ্ধ, কি সাধক, কি মুমুক্ষু, কি মুক্ত ইত্যাদি বিশ্বাস দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এইজন্য বলিতেছেন] আমি

মায়াপাশবদ্ধও নই, সন্ন্যাস অথবা ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনের অনুষ্ঠানকারীও নই, মোক্ষাভিলাষীও নই, কিংবা অবিদ্যাপাশ হইতে মুক্তও নই। মনঃ, আত্মা অথবা অন্যের যে বিনাশ এবং উৎপত্তি প্রভৃতি প্রতীত হয়, তাহা সকলই মিথ্যা, কিছুই বাস্তবিক নহে। এই প্রকারে যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রকৃত পরমার্থ।

১১। এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

[আত্মা জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হন, কিন্তু এক অবিকৃত আত্মারই ঐ তিন অবস্থা হইতে পারে না, তাহা হইলে কিরূপে তাহার বিনাশ, উৎপত্তিপ্রভৃতির অভাব ঘটে, এইজন্য বলিতেছেন] যে অবস্থায় লোকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়জ্ঞান লাভ করে, সেই জাগরণাবস্থায় যাহাতে কেবলমাত্র বাসনা দ্বারা বিষয়োপভোগ হয়, সেই স্বপ্নাবস্থায় এবং যখন সর্ব্ববিধজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটে, সেই সুষুপ্ত্যবস্থায় আত্মাকে বিকাররহিত বলিয়া জানিবে। উক্ত অবস্থাত্রয়কে অতিক্রম করিলে কোন স্থানে, কোন সময়ে, কোনরূপে, কাহারও পুনরায় উৎপত্তি হয় না।

১২। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

[আত্মা যদি একই হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একাধিক বোধ হয় কেন, এই জন্য বলিতেছেন] যেমন চন্দ্র একই, কিন্তু শরা, ঘটী, বাটী প্রভৃতির জলে যখন তাঁহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন অনেকগুলি বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ববিধ জীবের

একই আত্মা নানা শরীরে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি এক হইলেও আমরা তাঁহাকে নানারূপ দেখিতে পাই।

১৩। ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটো যথা।
ঘটো নীয়তে নাকাশং তথা জীবো নমোপমঃ॥

[এখন জীবাত্মা যে কেবল প্রাণিশরীরে আরোপিত, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন] জীবাত্মা ঘটসংবৃত আকাশের তুল্য। যেমন ঘটকে স্থানান্তরে লইয়া যাইলে কেবল ঘটই যায়, তাহার সহিত আকাশ গমন করে না; সেইরূপ প্রাণীর প্রাণ পরলোকে নীত হইলেও আকাশতুল্য জীবাত্মা তাহার সহিত গমন করেন না।

১৪। ঘটবদ্ বিবিধাকারং ভিদ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
তদ্ ভগ্নং ন চ জানাতি স জানাতি চ নিত্যশঃ॥

[আত্মাকে আকাশের তুল্য বলা হইল, কিন্তু আকাশ অচেতন, অতএব আত্মাও কি অচেতন? এইজন্য বলিতেছেন] ঘটাদি বার বার বিনষ্ট হয়, কিন্তু আকাশ সর্ব্বগত, তাহা বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ দেহাদিরও বার বার বিনাশ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু আত্মা সর্ব্বগত, তাঁহার বিনাশ নাই। প্রভেদের মধ্যে এই যে, ঘটাদি বিনষ্ট হইলে আকাশ তাহা অবগত হয় না, কিন্তু দেহাদি বিনষ্ট হইলে আত্মা সকল সময়েই তাহা অবগত হন। অতএব আকাশ অচেতন হইলেও আত্মা সচেতন।

১৫। শব্দমায়াবৃতো নৈব তমসা যাতি পুষ্করে।
ভিন্নে তমসি চৈকত্বমেক এবানুপশ্যতি॥

[জীবাত্মা যদি এইরূপ সর্ব্বজ্ঞই হন, তাহা হইলে কি জন্য সকল

সময়ে পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন না, এইজন্য বলিতেছেন] জীবাত্মা শব্দরূপা মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সেই পবিত্র, আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বগত পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন না। যখন সেই অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়, তখন পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইয়া জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব অবগত হন, অর্থাৎ কোন লোকের উজ্জ্বল দর্শনশক্তি এবং সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও, সে যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন পুষ্করক্ষেত্র, দেশ অথবা বস্তুর নিকটে থাকিয়াও যেমন তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু প্রদীপাদির আলোক দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট হইলেই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা মায়াচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞানতা হেতুই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন না, কিন্তু "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

১৬। শব্দাক্ষরং পরং ব্রহ্ম তস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরম্।
তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্ যদিচ্ছেচ্ছান্তিমাত্মনঃ॥

[প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত যোগের ফল সমাপ্ত করিয়া পুনরায় যোগের বিষয় বলিতেছেন] বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি নিজ মুক্তি কামনা করেন, তাহা হইলে ওঁকাররূপ শব্দাক্ষরকে পরব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়া প্রথম তাঁহারই ধ্যান করিবেন, অনন্তর সেই শব্দাক্ষর ক্ষীণ হইলে বিনাশরহিত আনন্দাত্মস্বরূপ যে অক্ষর বিদ্যমান থাকেন, "আমিই সেই অক্ষরস্বরূপ" এইরূপে চিন্তা করিবেন।

১৭। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

[জ্ঞানার্থী পরব্রহ্ম জ্ঞানের নিদানীভূত শব্দ-ব্রহ্মকে অবশ্য অবগত হইবেন, এই জন্য বলিতেছেন] মুক্তিকাম পুরুষ দুইটি বিদ্যাই অবগত হইবে। একটী বেদরূপ ব্রহ্ম এবং অন্যটী আনন্দাত্ম স্বরূপ পরব্রহ্ম। যিনি বেদরূপ ব্রহ্মের তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে অবগত হন, তিনি "আমি সেই ব্রহ্ম" এইরূপে অবগত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

১৮। গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥

[শব্দব্রহ্ম হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়, "একমাত্র শব্দ সম্যকরূপে জ্ঞাত এবং সুপ্রযুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে অভীষ্টফল দান করে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা একমাত্র শব্দের জ্ঞান এবং প্রয়োগই পুরুষার্থের নিদান বলিয়া দর্শিত হইয়াছে, সুতরাং শব্দরাশি দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন] যাঁহার ধান্যে প্রয়োজন আছে, তিনি যেমন ধান্যের শস্যশূন্য কাণ্ডপ্রভৃতিকে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞান এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ বিজ্ঞান-লাভে আসক্ত, মেধাবী ব্যক্তি শব্দব্রহ্মস্বরূপ বাক্যরাশি অভ্যাস করিয়া পরে ঐ শব্দরাশিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।

১৯। গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা॥

[বেদ নানা শাখাভেদে বিভিন্ন, এখন কোন্ শাখার বচন ব্রহ্ম-জ্ঞানের নিদান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন, বিভিন্ন শাখার বিষয় এক হইলে, যে কোন

একটী শাখার অথবা একাধিক শাখার বচনও গ্রহণ করা যাইতে পারে] শুক্ল, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের গাভী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদের দুগ্ধের বর্ণ একইরূপ, গাভীর বর্ণ অনুসারে দুগ্ধের বর্ণ শুক্ল, কৃষ্ণ অথবা লোহিত হয় না ; উহা সকল সময়েই শুক্লবর্ণ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, সেইরূপ সাংখ্যায়ন, কৌষীতকী, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি নানাশাখাবিশিষ্ট ঋগাদি বেদকে গাভীর ন্যায় বিভিন্ন দর্শন করেন, কিন্তু তন্নির্গত ব্রহ্মজ্ঞানকে একবর্ণ দুগ্ধের ন্যায় একইরূপ অবগত হন।

২০। ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থ ভঙ্গ মনসা মন্থানভূতেন॥

[সমস্ত শ্রুতিই পূর্ব্বোক্তরূপে বিজ্ঞানের কারণ বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু স্বাধীন মনের অভাবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, এই অভিপ্রায়ে পুনরায় বলিতেছেন] দুগ্ধের মধ্যে নবনীতপিণ্ড যেরূপ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে এবং দুগ্ধ মন্থন করিলেই তাহা হইতে ঐ নবনীতপিণ্ড উত্থিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা প্রতিশরীরে অদৃশ্যভাবে বাস করেন। হে পরমার্থলাভার্থিন্! তুমি মনোরূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা সেই বিজ্ঞান-নবনীত নিরন্তর মন্থন কর, অর্থাৎ সতত একাগ্রচিত্তে তাঁহার চিন্তা কর।

২১। জ্ঞাননেত্রং সমাদায় উদ্ধরেদ্ বহ্নিবৎ পরম্।
নিষ্কলং নিশ্চলং শান্তং তদ্ ব্রহ্মাহমিতি স্মৃতম্॥

[সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণস্থিত সেই আত্মাকে নিধির ন্যায় লাভ করিবে, ইহাই বলিতেছেন,] জ্ঞাননেত্র অবলম্বন করিয়া অগ্নিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণের ন্যায় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে অবগত হইবে।

"আমি সেই অবয়বরহিত, নির্ব্বিকার, অবিদ্যাদিদোষবর্জ্জিত ব্রহ্ম" এইরূপে বিদ্বান ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া থাকেন।

২২। সর্ব্বভূতাধিবাসং যদ্ ভূতেষু চ বসত্যপি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবস্তদস্ম্যহং বাসুদেব ইতি॥

ইত্যথর্ব্ববেদেঽমৃতবিন্দুপনিষৎ সমাপ্তা॥

[ব্রহ্ম বলিলে যাঁহাকে বুঝায়, আত্মা বলিলেও তাঁহাকেই বুঝায়, এই কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্ম এবং বাসুদেবশব্দের সমানার্থতা স্বীকার করিয়া বাসুদেবশব্দের অর্থ প্রদর্শনকরতঃ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবিষয় সমাপ্ত করিতেছেন] যে ব্রহ্ম সকলকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং নিখিল স্থাবরজঙ্গম প্রাণীর আবাসস্থান-স্বরূপ হইয়াও সর্ব্বভূতে বাস করেন, আমি বাসুদেব অর্থাৎ বিশ্বরূপ-দেবস্বরূপ সেই ব্রহ্ম। অর্থাৎ নিখিলভূত আমাতে বাস করে এবং আমিও সর্ব্বভূতে বাস করি।

অমৃতবিন্দুপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একটী শাখার অথবা একাধিক শাখার বচনও গ্রহণ করা যাইতে পারে] শুক্ল, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের গাভী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদের দুগ্ধের বর্ণ একইরূপ, গাভীর বর্ণ অনুসারে দুগ্ধের বর্ণ শুক্ল, কৃষ্ণ অথবা লোহিত হয় না ; উহা সকল সময়েই শুক্লবর্ণ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, সেইরূপ সাংখ্যায়ন, কৌষীতকী, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি নানাশাখাবিশিষ্ট ঋগাদি বেদকে গাভীর ন্যায় বিভিন্ন দর্শন করেন, কিন্তু তন্নির্গত ব্রহ্মজ্ঞানকে একবর্ণ দুগ্ধের ন্যায় একইরূপ অবগত হন।

২০। ঘটমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থ ভঙ্গ মনসা মন্থানভূতেন ॥

[সমস্ত শ্রুতিই পূর্ব্বোক্তরূপে বিজ্ঞানের কারণ বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু স্বাধীন মনের অভাবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, এই অভিপ্রায়ে পুনরায় বলিতেছেন] দুগ্ধের মধ্যে নবনীতপিণ্ড যেরূপ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে এবং দুগ্ধ মন্থন করিলেই তাহা হইতে ঐ নবনীতপিণ্ড উত্থিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা প্রতিশরীরে অদৃশ্যভাবে বাস করেন। হে পরমার্থলাভার্থিন্। তুমি মনোরূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা সেই বিজ্ঞান-নবনীত নিরন্তর মন্থন কর, অর্থাৎ সতত একাগ্রচিত্তে তাঁহার চিন্তা কর।

২১। জ্ঞাননেত্রং সমাদায় উদ্ধরেদ্ বহ্নিবৎ পরম্।
নিষ্কলং নিশ্চলং শান্তং তদ্ ব্রহ্মাহমিতি স্মৃতম্ ॥

[সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণস্থিত সেই আত্মাকে নিধির ন্যায় লাভ করিবে, ইহাই বলিতেছেন,] জ্ঞাননেত্র অবলম্বন করিয়া অগ্নিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণের ন্যায় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে অবগত হইবে।

"আমি সেই অবয়বরহিত, নির্ব্বিকার, অবিদ্যাদিদোষবর্জ্জিত ব্রহ্ম" এইরূপে বিদ্বান ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া থাকেন।

২২। সর্ব্বভূতাধিবাসং যদ্ ভূতেষু চ বসত্যপি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবস্তদস্ম্যহং বাসুদেব ইতি॥

ইত্যথর্ব্ববেদেঽমৃতবিন্দুপনিষৎ সমাপ্তা॥

[ব্রহ্ম বলিলে যাঁহাকে বুঝায়, আত্মা বলিলেও তাঁহাকেই বুঝায়, এই কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্ম এবং বাসুদেবশব্দের সমানার্থতা স্বীকার করিয়া বাসুদেবশব্দের অর্থ প্রদর্শনকরতঃ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবিষয় সমাপ্ত করিতেছেন] যে ব্রহ্ম সকলকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং নিখিল স্থাবরজঙ্গম প্রাণীর আবাসস্থান-স্বরূপ হইয়াও সর্ব্বভূতে বাস করেন, আমি বাসুদেব অর্থাৎ বিশ্বরূপ-দেবস্বরূপ সেই ব্রহ্ম। অর্থাৎ নিখিলভূত আমাতে বাস করে এবং আমিও সর্ব্বভূতে বাস করি।

অমৃতবিন্দুপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

কালিকোপনিষৎ

১। অথ হৈনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাম্।

ব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী কালিকাকে ব্রহ্মরন্ধ্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। ত্রিগুণমুক্তা কামরেফেন্দিরাবিন্দুমেলনরূপা সমষ্টিরূপিণী।

তিনি সত্ত্বরজস্তমোগুণবিবর্জ্জিতা ও ককার-রকার-ঈকার ও অনুস্বারের মেলনরূপা, তিনি সমষ্টিরূপিণী অর্থাৎ জীবসমূহরূপা অথবা ক্রীং এই অক্ষরসমূহরূপা।

৩। এতত্রিগুণিতমাদৌ তদনুকূর্চ্চদ্বয়ং কূর্চ্চবীজস্তু ব্যোম-ষষ্ঠস্বরবিন্দু-মেলনরূপম্। তদেব দ্বিরুচ্চার্য্য ভুবনাদ্বয়ং ভুবনা তু ব্যোম-জ্বলনেন্দিরাশূন্য-মেলনরূপা তদ্দ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে ইত্যাভিমুখ্যতা, তদনুবীজসপ্তকমুচ্চার্য্য বৃহদ্ভানুজায়ামুচ্চরেৎ। মন্ত্রী শিবময়ো ভবেৎ।

প্রথমতঃ ক্রীং এই বীজ বারত্রয় (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) উচ্চারণ করিয়া তাহার পর কূর্চ্চবীজ অর্থাৎ হকার, উকার ও অনুস্বারের মেলনরূপ হুং এই বীজ বারদ্বয় উচ্চারণ করিবে। পরে ভুবনাবীজ অর্থাৎ হকার, রকার, ঈকার ও অনুস্বারের মেলনরূপ হ্রীং এই বীজ বারদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক "দক্ষিণে কালিকে" এই বলিয়া তাঁহাকে সম্মুখীভূতা করিতে হইবে। ঐ হ্রীং বীজের সহিত সপ্তবীজ উচ্চারণ করিয়া অগ্নিপত্নী স্বাহা মন্ত্র সংযোগ করিবে, (যথা ক্রীং ক্রীং ক্রীং

হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে-কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ইতি) এই মন্ত্র জপ করিলে সাধক শিবময় হন।

৪। গতিস্তস্যাস্তি নান্যস্য স তু নরেশ্বরঃ। স তু দেবেশ্বরঃ স তু সর্ব্বেশ্বর ইতি। অভিনবজলধরসঙ্কাশা ঘনস্তনী কুটীলদংষ্ট্রা শবাসনা কালিকা ধ্যেয়া।

যে সাধক এই স্বাহাযুক্ত সপ্তবীজ জপ করিয়া সিদ্ধ হন, তিনিই শিবময় হন। তাঁহারই সদ্‌গতি লাভ হয়, অপরের হয় না। সেই সাধক নরশ্রেষ্ঠ, দেবশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হন। যিনি নবমেঘতুল্য, নিবিড়স্তনী, করালবক্রদশনা ও শবাসনা পরাপ্রকৃতি, সেই কালিকাকে নিয়ত ধ্যান করিবে।

৫। ত্রিকোণং নবকোণপদ্মং তস্মিন্ দেবীং ষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্চ্য তদিদং সর্ব্বাঙ্গম্।

ত্রিকোণ বা নবকোণপদ্মোপরি ষড়ঙ্গন্যাস দ্বারা প্রকাশশীলা পরা প্রকৃতিকে অর্চ্চনা করিবে। তাঁহার দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইবে।

৬। ওঁ কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা উগ্রা উগ্রপ্রভা দীপ্তা নীলা ঘনা বলাকা মাত্রা মুদ্রা মৃতা বৈ পঞ্চদশকোণগা।

কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, নীলা, ঘনা, বলাকা, মাত্রা, মুদ্রা, মৃতা বা অমৃতা এই পঞ্চদশ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী পঞ্চদশ কোণে অবস্থিতা আছেন।

৭। ওঁ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী চামুণ্ডা কৌমারী অপরাজিতা

বারাহী নারসিংহী চাষ্টপত্রগা। দ্বি-ত্রি-চতুঃষড়্দ্বাদশাষ্টাদশচতুর্দ্দশ-ষোড়শ-স্বরভেদেন প্রণবেনামন্ত্রণং বিদ্যাৎ। অঙ্গে তন্মূলেনাবাহনং তেনৈব পূজনং বিদুঃ।

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী, নারসিংহী, ইঁহারা পদ্মের অষ্টদলস্থিতা দেবী। দুই, তিন, চারি, ছয়, দ্বাদশ, অষ্টাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শস্থানীয় স্বরবিশেষ দ্বারা প্রণবের সহিত ইহাদের আমন্ত্রণ করিতে হয় এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা অঙ্গদেবতার আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারাই পূজা করিতে হয়।

৮। য এনং মন্ত্ররাজং নিয়মেনানিয়মেন বা লক্ষং লক্ষম্ আবর্ত্তয়তি স পাপ্মানং তরতি। স দুষ্কৃতানি তরতি। স ব্রহ্মত্বভাগ্ ভবতি। স সর্ব্বলোকং তরতি। স চায়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং লভতে সদা।

যে সাধক এই মন্ত্রসমূহ নিয়মিত কিংবা অনিয়মিতরূপে লক্ষ লক্ষ জপ করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। তাঁহার আর দুষ্কৃতি হয় না, তাঁহার ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে। তিনি ভূরাদি লোক হইতে মুক্ত হইয়া আয়ুঃ, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ অধিকারী হইবেন।

৯। পঞ্চমকারেণ পূজয়েৎ। সদাভক্তো ভক্তো ভবেৎ। প্রচ্ছন্নতাদ্বিপত্তির্মহত্ত্বং ভুক্তিমুক্তী চ সিদ্ধমন্ত্রস্য জাপিনাং সিদ্ধয়োঽণিমাদ্যা ভবন্তি। স জীবন্মুক্তঃ, স সর্ব্বপ্রত্যয়কারী ভবতি।

পঞ্চমকারের (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন) বেদসম্মত আধ্যাত্মিক অর্থ অবগত হইয়া তাঁহার আরাধনা করিবে, যিনি সতত

ভজনশীল, তিনিই ভক্ত। তাঁহার প্রচ্ছন্নতা দূরীভূত হইয়া মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি লাভ করিয়া সংসারপাশ হইতে চিরমুক্ত হন। সিদ্ধমন্ত্রজাপক সাধকের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। তিনি জীবন্মুক্ত, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বা সর্ব্বজ্ঞতালাভের অধিকারী এবং সমস্ত জীবের বিশ্বাসপাত্র হন, অর্থাৎ তাঁহার হিংসাবৃত্তি না থাকায় কোন প্রাণীই তাঁহাকে আর অবিশ্বাস করে না।

১০। রাজোনো দাসতাং যান্তি সিদ্ধমন্ত্রস্য জাপিনাম্।
যন্মেদং যচ্চ পাশ্চাত্যং তন্ময়ং শিব এব হি ॥

জপ্ত্বা সর্ব্বদৈবতং মন্ত্রং বীজং যঃ স্বয়ং শিব এবায়ং অণিমাদিবিভূতীনামীশ্বরঃ কালিকাং লভেৎ।

আবয়োঃ পাত্রভূতোহসৌ সুকৃতী ত্যক্তকল্মষঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো যঃ স্মরেদ্ ঘোরদক্ষিণাম্ ॥

সিদ্ধমন্ত্রজাপকের নিকট অতি প্রভাবশালী ব্যক্তিও ভৃত্যস্বরূপ হয়। সেই সাধক বিশ্বাতীত পরাৎপর আনন্দময় শিবস্বরূপ হন। যিনি এই সর্ব্বদেবাত্মক বীজমন্ত্র জপ করেন, তিনি শিবস্বরূপ হন এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রভুত্ব লাভ করিয়া পরা তারাকে লাভ করিতে সমর্থ হন। শিব বলিয়াছেন, হে দেবি, যিনি এই ঘোরা দক্ষিণা কালিকাকে ধ্যান করেন, তিনি কৃতকর্ত্তব্য, নিষ্পাপ, আমাদের উভয়েরই কৃপাপাত্র এবং জীবন্মুক্ত।

১১। দশাংশং হোময়েৎ তদনু তর্পয়েৎ। অয়হৈকেষু যান্ কামান্ বাহয়তি, উষয়তি অনিরুদ্ধজ্ঞানাদনিরুদ্ধসরস্বতী। অথ হৈনং কালিকামন্ত্রং জপেদ্ যঃ সদা শ্রদ্ধাত্মা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তঃ। শান্তঃ

সদা পূজনরতঃ সন্ বা দিবা ব্রহ্মচারী রাত্রৌ নগ্নঃ সদা মৈথুনাসক্ত-মানসো জপপূজাদিনিয়মো যোষিৎসু প্রিয়করঃ।

জপের দশমাংশ হোম করা কর্ত্তব্য, তাহাতেই কালিকার তৃপ্তি সাধিত হইবে, ইহাতে জ্ঞান নিরুদ্ধ হয় না ; কেন না দেবী সরস্বতীও অনিরুদ্ধা হইয়া অনুদিন নিখিল কামনা পূরণ করেন। যে সাধক শ্রদ্ধাসহকারে এই কালিকামন্ত্র জপ করেন, তিনি জ্ঞানযুক্ত হইয়া চিরমুক্ত হন। শান্তচিত্তে সর্ব্বদা কালিকাপূজায় নিরত থাকিয়া দিবাকালে ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ, রাত্রিকালে উলঙ্গ (কৌপিনধারী), মৈথুনে আসক্তমনঃ, অর্থাৎ আত্মরমণপরায়ণ ও পূজা নিয়মতৎপর হইয়া যোষিদ্‌গণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। "স্ত্রীমাত্রেই মাতৃ-অংশ" এই ধারণা করিয়া তাঁহাদের প্রিয়কর কার্য্য প্রতিপালন করিবে, অথবা শ্রদ্ধাভক্তিপ্রভৃতি রমণীগণের আজ্ঞাবহ হইবে।

১২। সুভগোদকেন তর্পণম্। তেনৈব পূজনম্। সর্ব্বদা কালীরূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ। স সর্ব্বযোষিদাসক্তো ভবতি। স সর্ব্বহত্যাং তরতি। অথ পঞ্চমকারেণ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং পশুং ধনং ধান্যং সর্ব্বঞ্চ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্ম্মায় তৎসর্ব্বং ভূতং ভব্যং যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্যাদৃশ্যমানং স্থাবরজঙ্গমম্। তৎ সর্ব্বং কালিকাতন্ত্রে তু প্রোক্তং বৈদেয়ং যৎ স্মৃতং শ্রুতং মনুজাপী স পাপ্মানং তরতি। স অগম্যাগমনং তরতি। স ভ্রূণহত্যাং তরতি। স সর্ব্বপাপং তরতি। স সর্ব্বসুখমাপ্নোতি। স সর্ব্বং জানাতি। স সর্ব্বত্যাসী ভবতি। স বিবিক্তো ভবতি। স সর্ব্ববেদাধ্যায়ী ভবতি। স সর্ব্বমন্ত্রজাপী ভবতি। স সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ভবতি। স

সর্ব্বযজ্ঞাধিকারী ভবতি। আবয়োর্মিত্রভূতো ভবতি। ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ।

তাহার পর নির্ম্মল সলিলে তর্পণ ও পূজা করিবে এবং সর্ব্বদা আত্মাকে কালীরূপে চিন্তা করিবে। সকল স্ত্রীতে অনুরক্ত হইবে, তাহাতেই যাবতীয় হত্যা-পাপ (পঞ্চপাপ প্রভৃতি) হইতে মুক্ত হইবে। তাহার পর পঞ্চ-মকারের দ্বারা অর্থাৎ মদ্যমাংসাদি সাধন-প্রণালীর দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে ধন, ধান্য, পশু ও বিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইবে। দেবী কালীভিন্ন আর মোক্ষ জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। অতীত, ভবিষ্যৎ এবং যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গম দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু আছে, সেই সমস্তই কালিকার কলামাত্র। ইহা কালিকাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, তিনি শ্রবণীয়, জ্ঞাতব্য, স্মরণীয় বা ধ্যানযোগ্য। শিব বলিয়াছেন যে, দেবি! এই কালিকামন্ত্রজপকারী অগম্যাগমন-পাপ ও ভ্রূণহত্যা-পাপ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বসুখভাগী হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্ব-ত্যাগী, নিঃসঙ্গ, নির্ম্মলবুদ্ধি, সর্ব্ববেদাধ্যয়নপর, সর্ব্বমন্ত্রজাপক, সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞানী ও সর্ব্বযজ্ঞকারী হইয়া তোমার ও আমার অত্যন্ত প্রিয় হন।

১৩। নির্ব্বিকল্পেন মনসা সঃ সর্ব্বং করোতি। অথ হৈনং মূলাধারং স্মরেদ্দিব্যম্ ত্রিকোণং তেজসাং নিধিং তস্যাগ্নিরেখামানীয় অধ ঊর্দ্ধং ব্যবস্থিতম্।

শিব আরও বলিয়াছেন যে, সাধক সংশয়শূন্য হইয়া সমুদায় কর্ম্মকে মনের দ্বারা সম্পাদন করিবেন এবং তাহার পর অপূর্ব্ব

জ্যোতির্ম্ময় ত্রিকোণ মূলাধারকে চিন্তা করিয়া সেই মূলাধারের অধঃ ঊর্দ্ধে সুষুম্নাকে স্থাপন করিবেন।

১৪। নীলতোয়দমধ্যস্থং তড়িল্লেখেব ভাস্বরাম্।
নীলাং বিচিন্ত্য সুপীতাং ভাস্করবদনুপমাম্॥

তস্যাঃ শিখামধ্যে পরমোর্দ্ধব্যবস্থিতাম্। স ব্রহ্মা স শিবঃ স স্বরঃ সর্ব্বপাপৈর্বিমুচ্যতে। মহাপাতকেভ্যঃ পূতো ভূত্বা সর্ব্বমন্ত্রসিদ্ধিং কৃত্বা কৈবল্যং ভজন্তি। ভৈরবোঽস্য ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো কালিকা দেবতা লজ্জা বীজং বধূঃ শক্তিঃ কবিত্যর্থে বিনিয়োগঃ। ইত্যেবং ঋষিশ্ছন্দোদৈবতং জ্ঞাত্বা সমন্ত্রফলসাকল্যমশ্নুতে। অথ সর্ব্বাং বিদ্যাং প্রথমমেকং দ্বয়ং ত্রয়ং বা নামত্রয়পুটিতং কৃত্বা বা জপেৎ। গতিস্তস্যাস্তীতি নান্যস্য ইহ গতিঃ। ওঁ তৎসৎ।

নীলমেঘমধ্যস্থিতা, দীপ্তিশালিনী, বিদ্যুল্লেখাসমা, সূর্য্যসদৃশী অতুলিতা, নীলা ও পীতাদেবীকে স্মরণ করিবে ও শিখামধ্যে সর্ব্বোর্দ্ধ বিরাজিতা কালিকাকে ধ্যান করিবে। তাহা হইলে সাধক সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিব ব্রহ্মস্বরূপ হইবেন এবং সকল মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া কৈবল্য (মুক্তি) লাভ করিবেন। ঐ মন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা কালিকা, বীজ লজ্জা, শক্তি বধূ এবং কবিত্বের নিমিত্তই প্রয়োগ হইয়া থাকে। সাধক এইরূপে ঋষি ও ছন্দঃ জানিয়া সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রফল লাভ করেন এবং যিনি এই সর্ব্ববিদ্যা প্রথমে এক, দুই বা তিন নামে পুটিত করিয়া জপ করিবেন, তিনিই সদ্গতি প্রাপ্ত হন, অন্যে প্রাপ্ত হয় না।

১৫। অথ হৈনং গুরুং পরিতোষ্য গোভূমিহিরণ্যাদিভির্গৃহ্ণীয়াৎ মন্ত্ররাজম্। গুরুস্তমপি শিষ্যায় সৎকুলীনায় বিদ্যাভক্তায় শুশ্রূষবে। স্ত্রিয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বয়ং পরিপূজ্য নিশায়াং বিহরেৎ একাকী শিবগেহে লক্ষং তদর্দ্ধং বা জপ্ত্বা দেয়ম্। ওঁওঁওঁ সত্যং সত্যং নান্যপ্রকারেণ সিদ্ধির্ভবতীহ কালিকামনোর্বা শ্রাবয়তি। ত্রিপুরামনোর্ব্বা সর্ব্বস্ব দুর্গামনোর্বা সর্ব্বস্ব দুর্গামনোর্বাহং ব্যোং শিবোং ওঁ তৎসৎ।

ইত্যথর্ব্বণসৌভাগ্যকাণ্ডে কালিকোপনিষৎ সমাপ্তা।

গো, ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা গুরুকে তুষ্ট করিয়া এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গ্রহণ করিবে। গুরুও এই মন্ত্র কুলীন, বিদ্যাভক্ত, শুশ্রূষাপরায়ণ শিষ্যকে প্রদান করিবেন। স্ত্রীদিগকে স্পর্শ ও পূজা করিয়া রাত্রিতে শিবমন্দিরে একাকী বাস করিয়া লক্ষ বা তদর্দ্ধ মন্ত্র জপ করিবে ও তাহার পর সেই শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করিবে। ইহা নিশ্চয় যে, কালিকা মন্ত্র, ত্রিপুরামন্ত্র বা দুর্গা মন্ত্র ব্যতীত কখনই সিদ্ধি লাভ হয় না। আমিই দুর্গা ও আমিই শিব। ওঁ তৎসৎ।

ইতি কালিকোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সর্ব্বসারোপনিষৎ

১। ওঁ কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ ; কাঽবিদ্যা কা বিদ্যেতি জাগ্রৎ স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়ং চ কথমন্নময়ঃ প্রাণময়ো বিজ্ঞানময় আনন্দময়ঃ কথং ; কর্ত্তা জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষী কূটস্থোঽন্তর্য্যামী কথং ; প্রত্যগাত্মা পরমাত্মাঽত্মা মায়া চেতি ? কথমাত্মেশ্বরোঽনাত্মনো দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্যতে, সোঽভিমান আত্মনো বন্ধস্তন্নিবৃত্তির্মোক্ষ-স্তদভিমানং কারয়তি যা ; সাঽবিদ্যা, সোঽভিমানো যয়াঽভিনিবর্ত্ততে সা বিদ্যা। মনআদি চতুর্দশকরণৈঃ পুস্কলৈরাদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদোপলভতে তদাত্মনো জাগরণং তদ্বাসনা-রহিতশ্চতুর্ভিঃ করণৈঃ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান্ শব্দাদীন্ যদোপ-লভতে তদাত্মনঃ স্বপ্নম্। চতুর্দশকরণোপরমাদ্বিশেষবিজ্ঞানাভাবাদ্ যদা তদাত্মনঃ সুষুপ্তম্।

[প্রশ্ন] কিরূপে আত্মার বন্ধন হয়, কিরূপে মুক্তি হয় ? অবিদ্যা কি ? বিদ্যা কাহাকে বলে ? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় অবস্থা কি ? অর্থাৎ ইহাদের লক্ষণ কি ? অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোশ কাহাকে বলে ? কর্ত্তা, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, সাক্ষী, কূটস্থ এবং অন্তর্য্যামী কাহাকে বলে ? প্রত্যগাত্মা, পরমাত্মা, আত্মা ও মায়া কিরূপ ? আত্মা কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন ? এই ত্রয়োবিংশতি প্রশ্নের উত্তর ক্রমে প্রদত্ত হইতেছে। [উত্তর] দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে

আত্মাভিমান অর্থাৎ আত্মা বলিয়া জানার নাম বন্ধ এবং দেহ, ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানের নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলা লয়। যে দেহাদিতে আত্মাভিমান জন্মায়, তাহাকে অবিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অভিমান নিবৃত্ত হয়, তাহাকে বিদ্যা বলা যায়। জীব যে অবস্থায় চন্দ্র, অচ্যুত, শঙ্কর, চতুর্ম্মুখ, দিক্‌, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও ব্রহ্মা এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বারা অনুগৃহীত, যথাক্রমে মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষুঃ, রসনা, ঘ্রাণ, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ,—এই চতুর্দ্দশ করণের দ্বারা সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বক্তৃ, মুখব্যাদান, গমন, মলমূত্রত্যাগ এবং আনন্দ রূপ স্থূল বিষয়সমূহের উপভোগ করে, তাহাকে আত্মার জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয়। যখন জীব জাগ্রৎ বাসনা রহিত হইয়া থাকে, শব্দাদি বিষয়সমূহ বিদ্যমান না থাকিলেও মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটি আন্তরকরণের দ্বারা বাসনাময় শব্দাদিকে উপলব্ধি করে, তখন আত্মার স্বপ্নাবস্থা। যে অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ করণ স্বকারণ অবিদ্যাতে লয় প্রাপ্ত হয়, শব্দাদিবিষয়ের বিশেষ জ্ঞান থাকে না, কেবল মাত্র অবিদ্যা বৃত্তি বিদ্যমান থাকে, তাহাকে আত্মার সুষুপ্তাবস্থা বলে। জাগ্রৎ অবস্থায় অন্তঃকরণচতুষ্টয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক এই চতুর্দ্দশ করণ বিদ্যমান থাকে এবং বিষয়ের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঘটে। স্বপ্নাবস্থায় কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় অবস্থান করে। সুষুপ্তিকালে উক্ত চতুর্দ্দশ করণ স্বকারণ অবিদ্যাতে লয় প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাই পরস্পর অবস্থার পার্থক্য।

২। অবস্থাত্রয়ভাবাভাবসাক্ষি স্বয়ং ভাবাভাব-রহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈক্যং যদা তদা তত্তুরীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতেঽন্নকার্য্যাণাং ষণ্ণাং কোশানাং সমূহোঽন্নময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে। প্রাণাদিচতুর্দশবায়ুভেদা অন্নময়ে কোশে যদা বর্ত্তন্তে তদা প্রাণময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যত এতৎ কোশদ্বয়সংযুক্তো মনআদিচতুর্ভিঃ করণৈরাত্মা শব্দাদিবিষয়ান্ সংকল্পাদিধর্ম্মান্ যদা করোতি তদা মনোময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোশত্রয়সংযুক্তস্তদগতবিশেষাবিশেষজ্ঞো যদাঽবভাসতে তদা বিজ্ঞান-ময় কোশ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোশচতুষ্টয়ং স্বকারণজ্ঞানে বটকণি-কায়ামিব গুপ্তবটক্ষো যদা বর্ত্ততে তদানন্দময়কোশ ইত্যুচ্যতে। সুখদুঃখবুদ্ধ্যাশ্রয়ো দেহান্তঃ কর্ত্তা যদা তদেষ্টবিষয়ে বুদ্ধিঃ সুখবুদ্ধিরনিষ্ট-বিষয়ে বুদ্ধির্দুঃখবুদ্ধিঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ সুখদুঃখহেতবঃ। পুণ্য-পাপকর্ম্মানুসারী ভূত্বা প্রাপ্তশরীরসন্ধির্যোগমপ্রাপ্তশরীরসংযোগমিব কুর্ব্বাণো যদা দৃশ্যতে তদোপহিতত্বাজ্জীব ইত্যুচ্যতে। মনআদিশ্চ প্রাণাদিশ্চ সত্ত্বাদিশ্চেচ্ছাদিশ্চ পুণ্যাদিশ্চৈতে পঞ্চবর্গা ইত্যেতেষাং পঞ্চবর্গাণাং ধর্ম্মো ভূতাত্মজ্ঞানাদৃতে ন বিনশ্যতি। আত্মসন্নিধৌ নিত্যত্বেন প্রতীয়মান আত্মোপাধির্যস্তল্লিঙ্গং শরীরং হৃদ্‌গ্রন্থিরিত্যুচ্যতে তত্র যৎ প্রকাশতে চৈতন্যং স ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে।

যখন আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা হইতে বিমুক্ত হন, সমস্ত পদার্থের সাক্ষী, অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃরূপে অবস্থান করেন, স্বয়ং লেপশূন্য বলিয়া 'ভাব' পদার্থ হইতে পৃথক এবং সকলের স্বরূপ বলিয়া 'অভাব' পদার্থ হইতে ভিন্ন, যখন কোন ব্যবধায়ক বস্তু থাকে না, কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় প্রকাশরূপে বিদ্যমান

থাকেন, তখন আত্মার 'তুরীয়' অবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার পর বলিয়া ইহার নাম তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, ত্বক্, মাংস ও মেদঃ এই ছয়টি কোশ অন্নের বিকার, অর্থাৎ অন্ন হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয়; তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিনটী পিতার শুক্র হইতে উৎপন্ন, পরোক্ত তিনটী মাতার শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ছয়টী কোশের সমূহই দেহ, তাহার নাম অন্নময় কোশ। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, এই পাঁচটী বায়ু; নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পাঁচটী এবং বৈরম্ভণ, স্থানমুখ্য, প্রদ্যোত ও প্রাকৃত এই চারিটি, এই সমস্ত মিলিত চতুর্দ্দশ বায়ু এবং পূর্ব্বোক্ত অন্নময় কোশ—'প্রাণময়' কোশ-নামে উক্ত হয়। যখন চতুর্দ্দশ বায়ু অন্নময়কোশনামক দেহে স্থান লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় 'প্রাণময়কোশ'। যখন আত্মা অন্নময় ও প্রাণময় কোশে সংযুক্ত হ'ন, মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটী অন্তঃকরণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী বিষয় এবং অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম-সঙ্কল্প, নিশ্চয়, অভিমান ও স্মরণ রূপ বৃত্তির উপলব্ধি করে, তখন তাহা 'মনোময়'-কোশ নামে অভিহিত হয়। যখন আত্মা অন্নময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়, এই তিনটী কোশে সংযুক্ত হইয়া, কোশগত সঙ্কল্পাদির সামান্য ধর্ম্ম মনুষ্যত্বাদি এবং বিশেষধর্ম্ম ব্রাহ্মণত্বাদিকে জানেন, তখন তাহাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলা হয়। বটের ক্ষুদ্রবীজে যেমন বৃহৎ বটবৃক্ষ অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ উক্ত চারিটী কোশ যখন তাহাদের কারণস্বরূপ অজ্ঞানে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহাকে 'আনন্দময়' কোশ বলে। যখন আত্মা 'আমার সুখ হউক' এইরূপ সুখবুদ্ধির এবং 'আমার দুঃখ না হউক' এইরূপ দুঃখ জ্ঞানের

জ্ঞাতা হন এবং যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর আত্মার উপাধি হয়, তখন তাহার নাম কর্ত্তা। [সুখ-বুদ্ধি ও দুঃখ-বুদ্ধি কি, তাহা বলিতেছেন] অভিলষিত বস্তু বিষয়ে যে বুদ্ধি, তাহাকে 'সুখ বুদ্ধি' এবং অনভিলষিত বস্তুতে যে বুদ্ধি তাহাকে 'দুঃখ বুদ্ধি' বলা হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়, ইহারা সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। আত্মা অসঙ্গ, তাঁহার সংযোগ ও বিয়োগ কিছুই নাই, কিন্তু আত্মা যখন পুণ্য, পাপ, জ্ঞান ও সংস্কারানুসারে শরীরের সহিত সংযুক্ত বিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধ শরীরে উপাধিভূত হইয়া থাকেন, তখন তাহাকে জীব বলা যায়। মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটী মনঃ আদি বর্গ (শ্রেণী), প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, প্রাণাদি বর্গ, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ সত্ত্বাদিবর্গ, এবং কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভী ও ধী এই কয়টী ইচ্ছাদিবর্গ; পুণ্য, পাপ, জ্ঞান ও সংস্কার এই চারিটী পুণ্যাদিবর্গ; এই পাঁচটী বর্গের ধর্ম্মী, যথার্থ আত্মজ্ঞান ব্যতীত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আত্মা নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত অনিত্য, লিঙ্গশরীর আত্মার উপাধি, তাহা অনিত্য; কিন্তু আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ তাহা নিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই আত্মার উপাধি—লিঙ্গশরীরে আর একটী 'হৃদয়গ্রন্থি'। সেই লিঙ্গশরীরে যে চৈতন্য প্রকাশ পায়, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ।

৩। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ানামাবির্ভাবতিরোভাবজ্ঞাতা স্বয়মেবাবির্ভাবতিরোভাবহীনঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ স সাক্ষীত্যুচ্যতে ব্রহ্মাদিপিপীলিকাপর্য্যন্তং সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিষ্ববিশিষ্টতয়োপলভ্যমানঃ সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিস্থো যদা

স্তয়া কূটস্থ ইত্যুচ্যতে। কূটস্থাদ্যুপহিতভেদানাং স্বরূপলাভহেতুর্ভূত্বা মণিগণসূত্রমিব সর্বক্ষেত্রেষ্বনুস্যূতত্বেন যদা প্রকাশত আত্মা তদাঽন্তর্যামীত্যুচ্যতে। সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তঃ সুবর্ণবদ্বিজ্ঞানঘনশ্চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মা স্বতন্ত্রো যদাঽবভাসতে তদা ত্বংপদার্থঃ প্রত্যগাত্মেত্যুচ্যতে। সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম সত্যমবিনাশি নামদেশকালবস্তুনিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যত্যবিনাশি তৎ সত্যমিত্যুচ্যতে। জ্ঞানমিত্যুৎপত্তিবিনাশরহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে।

যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান এবং বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত আছেন, নিজে উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে 'সাক্ষী' বলা হয়। এই চৈতন্য সাক্ষাৎ নিজেতে অধ্যস্ত সমস্ত বিষয়ের দ্রষ্টা, তজ্জন্য ইহার নাম সাক্ষী। যখন আত্মা ব্রহ্ম হইতে পিপীলিকা-পর্য্যন্ত [সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধিতে] অবিশেষভাবে (চৈতন্যমাত্ররূপে) উপলব্ধ হইয়া সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকেন, তখন তিনি 'কূটস্থ' বলিয়া অভিহিত হন। যখন কূটস্থপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্বরূপলাভের হেতু হন—সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ যিনি সর্ব্ব প্রাণীর শরীরে অনুগত ভাবে প্রকাশ পান, তখন তিনি 'অন্তর্য্যামী' বলিয়া কথিত হন। 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যে শোধিত ত্বং পদার্থ আত্মা যখন সমস্ত উপাধিসম্বন্ধরহিত হন, সুবর্ণপিণ্ডের ন্যায় বিজ্ঞানমূর্ত্তি, কেবল চৈতন্যস্বরূপে প্রকাশ পান, তখন তিনি 'প্রত্যগাত্মা' নামে অভিহিত হন। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দস্বরূপই ব্রহ্ম। সত্য অবিনাশী, অর্থাৎ নাম, দেশ, কাল, বস্তু ও নিমিত্ত

এই পাঁচটী বিনষ্ট হইলেও যাহা কখনও নাশ প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে 'সত্য' বলা হয়। উৎপত্তি ও বিনাশরহিত চৈতন্যকে 'জ্ঞান' বলা যায়।

৪। অনন্তং নাম মৃদ্বিকারেষু মৃদিব সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব তন্তুকার্য্যেষু তন্তুরিবাব্যক্তাদিসৃষ্টিপ্রপঞ্চে পূর্ব্বং ব্যাপকং চৈতন্যমনন্ত-মিত্যুচ্যত আনন্দো নাম সুখচৈতন্যস্বরূপোঽপরিমিতানন্দসমুদ্রোঽ-বিশিষ্টসুখরূপশ্চানন্দ ইত্যুচ্যত এতদ্বস্তুচতুষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশকাল-বস্তুনিমিত্তেষ্বব্যভিচারি স তৎপদার্থঃ পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। ত্বংপদার্থাদৌপাধিকাত্তৎপদার্থাদৌপাধিকাদ্বিলক্ষণ আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ কেবলঃ সত্তামাত্রোঽসিপদার্থঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মেত্যুচ্যতেঽতৎ-পদার্থশ্চাত্মেত্যুচ্যতে। অনাদিরন্তর্বত্নী প্রমাণাপ্রমাণসাধারণা ন সতী নাসতী ন সদসতী স্বয়মবিকারাদ্বিকারহেতৌ নিরূপ্যমাণেঽসতী। অনিরূপ্যমাণে সতী লক্ষণশূন্যা সা মায়েত্যুচ্যতে।

ইত্যথর্ব্বোপনিষদি সর্ব্বসারোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

যেমন মৃত্তিকাকার্য্য ঘট-শরাবাদিতে মৃত্তিকা ব্যাপিয়া থাকে, যেরূপ সুবর্ণবিকার কুণ্ডল-কেয়ূরাদিতে সুবর্ণ ব্যাপকভাবে থাকে, যেমন সূত্রকার্য্য বস্ত্রাদিতে সূত্র ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ মায়াসৃষ্ট প্রপঞ্চে কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান "চৈতন্য," "অনন্ত" নামে অভিহিত হয়। যে চৈতন্য সুখস্বরূপ, যাহা অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ সমুদ্রস্বরূপ, যাহার সহিত চৈতন্যের কোন ভেদ নাই, তাহা "আনন্দ" শব্দবাচ্য। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দ এই চারিটী যাহার লক্ষণ, যাহার স্বরূপ কোন দেশে, কোন কালে, কোন নিমিত্তে, অন্যরূপ না

হয়, সেই চৈতন্য, পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। যিনি ঔপাধিক 'ত্বং'-পদার্থ এবং ঔপাধিক 'তৎ'-পদার্থ হইতে বিলক্ষণ (ভিন্ন) আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম, শুদ্ধ সত্তামাত্র, তত্ত্বমসিবাক্যের 'অসি'-পদ-প্রতিপাদ্য, স্বপ্রকাশ, তিনি আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। যাহা অনাদি ও কার্য্যোৎপাদনে সমর্থা, প্রমাণ ও অপ্রমাণ-সাধারণ, সৎ নহে, অসৎ নহে কিংবা সৎ ও অসদ্রূপ নহে, কারণ দুইটী বিরুদ্ধপদার্থ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী ; সমস্ত বিকারের হেতুভূত বলিয়া নিরূপিত না হইলে মায়া অসতী হয়। আর যতকাল মায়া বিকারহেতু বলিয়া নিরূপিত না হয়,- ততকাল সে সতী, সুতরাং তাহার কোন লক্ষণই নাই, অর্থাৎ এরূপ—সেরূপ—বলিয়া তাহাকে নির্ণয় করা যায় না ; অতএব তাহাকে মায়া বলা যায়। মায়া শব্দে দুইটি পদ আছে, একটি 'মা' অপরটি 'যা', মা—শব্দের অর্থ নিষেধ অর্থাৎ না, 'যা'—শব্দের অর্থ প্রাপ্তি, অর্থাৎ যাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে না, তাহার নাম মায়া।

ইতি সর্ব্বসারোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

———

অমৃতনাদোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

১। শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্মবিদ্যায়া উল্কাবন্নান্যথোৎসৃজেৎ ॥

মেধাবী ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং উহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ বিদ্যুৎ-উন্মেষের ন্যায় চঞ্চল জীবনকে বৃথা কামব্যসন প্রভৃতি দ্বারা অতিবাহিত করিবে না। অথবা আত্ম-জ্ঞান লাভ না করিয়া ব্রহ্মবিদ্যোপার্জ্জনের উপায় অধ্যয়ন, দীপের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ গৃহে প্রবেশ না করিয়া যেরূপ অন্ধকারে কেহ দীপ ত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্ম-সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকারের উপায়স্বরূপ অধ্যয়ন ত্যাগ করিবে না।

২। ওঁকারং রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বা তু সারথিম্।
ব্রহ্মলোকপদান্বেষী রুদ্রারাধনতৎপরঃ ॥

অকার, উকার ও মকার এই বর্ণতিনটির যোগে ওঁকারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ওঁকারই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ এবং সর্ব্বমন্ত্রের সারভূত। সেই ওঁকাররূপ রথে অরোহণ করিয়া অর্থাৎ ওঁকার অবলম্বন করিয়া, উহার অন্তর্গত উকারের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিষ্ণুকে সারথি করিয়া (বিষ্ণুই ভববন্ধন-চ্ছেদনপূর্ব্বক মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন), মকারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা রুদ্রের আরাধনপরায়ণ হইয়া

মকারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার ধাম ব্রহ্মলোকে গমনের পথ অনুসন্ধান করিবে।

৩। তাবদ্রথেন গন্তব্যং যাবদ্রথপথি স্থিতঃ।
স্থিত্বা রথপথস্থানং রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি॥

যে পর্য্যন্ত রথে, পথে অবস্থিতি করিতে হয়, সেই পর্য্যন্তই ওঁকাররূপ রথে গমন করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন রথ-পথের নিবৃত্তি হইয়া যায়, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তখন ওঁকার-রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিবে। অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বপর্য্যন্তই সাধ্যসাধনভাব বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং ওঁকারসাধন অবলম্বন করিয়া সাধ্য আত্মসাক্ষাৎকারের পথে ধাবিত হইতে হয়, কিন্তু যখন আত্মদর্শন লাভ হয়, তখন আর কে কাহার সাধন করিবে? সুতরাং ওঁকার-রথ পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে।

৪। মাত্রালিঙ্গপদং ত্যক্ত্বা শব্দব্যঞ্জনবর্জিতম্।
অস্বরেণ মকারেণ পদং সূক্ষ্মং চ গচ্ছতি॥

ওঁকার-রথ পরিত্যাগের উপায় বলিতেছেন। জাগরিতস্থান অর্থাৎ বহিষ্প্রজ্ঞ আমি নহি, (আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতিরিক্ত তুরীয় ব্রহ্ম) এইরূপে চিন্তা করিয়া স্বর ব্যঞ্জন-বর্জ্জিত অর্থাৎ বাক্যের অতীত স্বয়ংপ্রকাশমান আনন্দস্বরূপ দুজ্ঞের্য় ব্রহ্মকে অকার উকার-রহিত, কেবলমাত্র মকার বা বিন্দুস্বরূপে ভাবনা করিবে।

৫। শব্দাদিবিষয়াঃ পঞ্চ মনশ্চৈবাতিচঞ্চলম্।
চিন্তয়েদাত্মনো রশ্মীন্ প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ—এই পাঁচটি-ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়-ব্যাপী চঞ্চল মনঃ ইহাদিগকে সূর্য্যস্থানীয় আত্মার রশ্মিস্বরূপে অর্থাৎ অভিন্নভাবে ভাবনা করিবে। আত্মার সহিত ইহাদের অভিন্ন ভাবনার নামই প্রত্যাহার।

অমৃতনাদোপনিষদের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

৬। প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে ॥

হৃদয়পদ্ম, মূর্দ্ধজ্যোতিঃ, নাসিকাগ্র প্রভৃতিস্থানে অথবা বাহ্য দেবপ্রতিমাদিতে চিত্তের যে ধ্যেয়াকারে একাগ্রতা অর্থাৎ একমাত্র ধ্যেয়ের ভাবনা, তাহার নাম ধ্যান এবং সেই সেই স্থানে চিত্ত-সমাবেশের নাম ধারণা। নিয়মিতরূপে শ্বাস ও প্রশ্বাস এবং উহাদের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ কুম্ভকের নাম প্রাণায়াম। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, তর্ক, মনন এবং সমাধি—এই ছয়টী যোগের অঙ্গ। (যম, নিয়ম ও আসন—এই তিনটী বাহ্য অঙ্গ বলিয়া ইহাদের উল্লেখ এই স্থানে হয় নাই)।

৭। যথা পর্ব্বতধাতূনাং দহ্যন্তে ধমনান্মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়কৃতাঃ দোষাঃ দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ॥

যেরূপ অগ্নিসংযোগ করিলেই পর্ব্বতখনি হইতে সংগৃহীত ধাতুর মল দগ্ধীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুৎপন্ন দোষসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৮। প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
কিল্বিষং হি ক্ষয়ং নীত্বা রুচিরং চৈব চিন্তয়েৎ॥

প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান দ্বারা রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি দোষসমূহ বিনাশ করিবে এবং প্রত্যাহার, ধারণা ও মননের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপসমূহ দগ্ধীভূত অর্থাৎ বিদূরিত করিবে। এইরূপে পাপ বিনাশ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া গুরুর উপদিষ্ট রূপের চিন্তা করিবে।

৯। রুচিরে রেচকং চৈব বায়োরাকর্ষণং তথা।
প্রাণায়ামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা রেচকপূরককুম্ভকাঃ॥

এইরূপে গুরূপদিষ্ট রূপের চিন্তা করিতে করিতে রেচক অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থিত বায়ুব বাহিরে নিঃসারণ এবং বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ ও তাহার গতিরোধ করিবে। ইহারই নাম প্রাণায়াম। ইহা ক্রমশঃ রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই ত্রিবিধরূপে কথিত হইয়াছে।

১০। সব্যাহৃতিং স প্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥

প্রাণবায়ুর নিরোধ অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া প্রণবসংযুক্ত সপ্তব্যাহৃতি (ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুব, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং) এবং

প্রণবসংযুক্ত গায়ত্রী শিরঃ অর্থাৎ ওঁ আপোজ্যোতী-রসোঽমৃতং ব্রহ্ম-ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ এই মন্ত্রের সহিত প্রণবসংযুক্ত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিবে। ইহারই নাম প্রাণায়াম।

অমৃতনাদোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

১১। উৎক্ষিপ্য বায়ুমাকাশং শূন্যং কৃত্বা নিরাত্মকম্।
শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াদ্রেচকস্যেতি লক্ষণম্॥

বায়ু ঊর্দ্ধে চালনা অর্থাৎ নাসিকাপথে বহির্গত করিয়া উদর বায়ুশূন্য করিতে হইবে। এইরূপে প্রাণবায়ু শূন্য অবস্থায় অবস্থিতির নাম রেচক। ইহাই রেচকের লক্ষণ।

১২। নোচ্ছ্বসেন্নানুচ্ছ্বসেন্নৈব গাত্রাণি চ ন চালয়েৎ।
এবং বায়ুর্গ্রহীতব্যঃ পূরকস্যেতি লক্ষণম্॥

শরীরাভ্যন্তরের বায়ু নিঃসারণ করিবে না এবং বাহিরের বায়ু গ্রহণ করিবে না, এরূপ নহে, অর্থাৎ বাহিরের বায়ু অভ্যন্তরে পূরণ করিবে। অঙ্গচালনা না করিয়া এইরূপে বায়ুগ্রহণের নাম পূরক। ইহাই পূরকের লক্ষণ।

১৩। বক্ত্রেণোৎপলনালেন বায়ুং কৃত্বা নিরাশ্রয়ম্।
এবং বায়ুর্গ্রহীতব্যঃ কুম্ভকস্যেতি লক্ষণম্॥

পদ্মের মৃণালে যেরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, মুখ ঐরূপ সূক্ষ্ম-ছিদ্রযুক্ত করিয়া তাহা দ্বারা বায়ু বহির্দ্দেশে নিঃসারণপূর্ব্বক অবস্থানের নাম কুম্ভক। অথবা ঐরূপ মুখের দ্বারা বাহিরের বায়ু অভ্যন্তরে পূর্ণ করিয়া অবস্থান করার নাম কুম্ভক। (এই দ্বিবিধ উপায়েই কুম্ভক হইতে পারে)।

১৪। অন্ধবৎ পশ্য রূপাণি শৃণু শব্দমকর্ণবৎ।
কাষ্ঠবৎ পশ্য তে দেহং প্রশান্তস্যেতি লক্ষণম্॥

(প্রত্যাহার এবং প্রাণায়ামের লক্ষণ বলিয়া পরে ধারণার লক্ষণ বলিতে যাইয়া প্রথমতঃ শান্তের লক্ষণ বলিতেছেন)। কারণ অন্তঃকরণ প্রশান্ত না হইলে ধারণা সম্ভব হইতে পারে না, সেইজন্য শ্রুতি মাতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিতেছেন। (হে বৎস!) অন্ধের ন্যায় দ্রব্যের রূপ দেখিও। অর্থাৎ রূপ যেরূপ অন্ধের বিকার জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ যেন তোমারও চিত্ত-বিকার না জন্মায়। বধিরের ন্যায় শব্দ শ্রবণ করিবে, অর্থাৎ সুমধুর শব্দশ্রবণে বিহ্বল হইবে না। নিজের শরীর কাষ্ঠের ন্যায় দেখিবে, অর্থাৎ তুচ্ছবোধে উহাতে আত্মীয়াভিমান স্থাপন করিবে না। ইহাই প্রশান্তের লক্ষণ।

১৫। মনঃ সঙ্কল্পকং ধ্যাত্বা সংক্ষিপ্যাত্মনি বুদ্ধিমান্।
ধারয়িত্বা তথাত্মানং ধারণা পরিকীর্ত্তিতা॥

বুদ্ধিমান্ সঙ্কল্পবিকল্পকারী মনকে ধ্যানের দ্বারা স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাতে নিক্ষেপ করিবে, অর্থাৎ বাহ্যবিষয় পরিহার করিয়া একমাত্র আত্মাতেই লিপ্ত করিবে। এইরূপে নির্ব্বিষয় হইয়া একমাত্র আত্মা অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতির নাম ধারণা।

১৬। আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে ॥
যং লব্ধাঽপ্যবমন্যেত স সমাধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

রেচক, পূরক, কুম্ভক, ধারণা—এই চারিটীর লক্ষণ বলিয়া তর্ক ও সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন। শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ আলোচনার নাম তর্ক এবং যাহা লাভ করিতে পারিলে অন্য অভিলষিত বস্তুতে অবজ্ঞা বুদ্ধির উদয় হয়, তাহার নাম সমাধি।

অমৃতনাদোপনিষদের তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

১৭। ভূমিভাগে সমে রম্যে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
কৃত্বা মনোময়ীং রক্ষাং জপ্ত্বা চৈবাথ মণ্ডলম্ ॥

ভূমিভাগ সমতল, কেশকীটাদিদোষবিহীন ও মনোহর করিয়া মনের বিকারোৎপন্ন ভূত-প্রেতাদির ভয়নিবারক রক্ষামন্ত্র ও আদিত্য যাহার দেবতা, এইরূপ মণ্ডল জপ করিতে করিতে আসন রচনা করিয়া সমাসীন হইবে।

১৮। পদ্মকং স্বস্তিকং বাপি ভদ্রাসনমথাপি বা।
বদ্ধা যোগাসনং সম্যগুত্তরাভিমুখস্থিতঃ ॥

পদ্মাসন (উরুদ্বয়ের উপরে পাদদ্বয় সংস্থাপন করিয়া হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত

দ্বারা বাম পাদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ), স্বস্তিবাসন (জানু এবং উরুর অভ্যন্তরে পদতলস্থাপন), ভদ্রাসন (পাদের গুল্‌ফদ্বয় সম্মুখভাগে গুহ্যের ঊর্দ্ধদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক বাহুদয় দ্বারা ঐ পাদদ্বয়ের বন্ধন) করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক গুরুর উপদেশ অনুসারে যোগানুষ্ঠানের জন্য আসন রচনা করিবে।

১৯। নাসিকাপুটমঙ্গুল্যা পিধায়ৈকেন মারুতম্।
আকৃষ্য ধারয়েদগ্নিং শব্দমেবাভিচিন্তয়েৎ॥

নাসিকার একছিদ্র অঙ্গুলীদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অপর ছিদ্র দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া অভ্যন্তরে পূরণ করিবে এবং তেজোময় শব্দব্রহ্ম ওঁকারের ধ্যান করিবে।

অমৃতনাদোপনিষদের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

২০। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকেন রেচয়েৎ।
দিব্যমন্ত্রেণ বহুশঃ কুর্য্যাদাত্মমলচ্যুতিম্॥

পূর্ব্বশ্লোকে শব্দচিন্তার কথা বলা হইয়াছে, সেই শব্দটি কি, তাহা বলিতেছেন। বায়ু পূরণের কালে ব্রহ্মবাচক ওঁ এই এক অক্ষরের চিন্তা করিবে এবং ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্র দ্বারাই রেচন বায়ু ত্যাগ

করিবে। এই দিব্যমন্ত্র ওঁকার বারংবার জপ করিয়া শরীরের মলনাশ, অর্থাৎ নাড়ীশুদ্ধি করিবে। প্রণবচিন্তা সহকারে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে নাড়ী মলবিদূরিত হয়, তখন ঐ নাড়ীপথে বায়ুর অবাধ গতি হইয়া থাকে। অথবা আত্মমলনাশ করিবে, অর্থাৎ পাপ প্রক্ষালন করিবে।

২১। পশ্চাদ্ধ্যায়েৎ পূর্ব্বোক্তং ক্রমশো মন্ত্রবিদ্ বুধঃ।
স্থূলাতিস্থূলমাত্রায়াং নাতিমূর্দ্ধমতিক্রমঃ॥

অনন্তর ষড়ঙ্গযোগজ্ঞ ও প্রণবতত্ত্বজ্ঞ ক্রমশঃ বায়ুর বিধারণ ও জ্যোতির্ম্ময় আত্মস্বরূপ পূর্ব্বকথিত শব্দব্রহ্ম প্রণবের ধ্যান করিবে, কিন্তু প্রাণায়ামকালে প্রণবের মাত্রা অতিশয় স্থূল করিবে না, অর্থাৎ বায়ুরোধ করিয়া এক উপক্রমে অশীতিবারের অধিক আবৃত্তি করিবে না, উহাতে বায়ুর ব্যতিক্রম ঘটে। বায়ুর ব্যতিক্রমে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরোবেদনা, কর্ণবেদনা প্রভৃতি নানা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

২২। তির্য্যগূর্দ্ধমধো দৃষ্টিং বিনির্দ্ধার্য্যমহামতিঃ।
স্থিরঃ স্থায়ী বিনিষ্কম্পং তদা যোগং সমভ্যসেৎ॥

বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া যোগী যখন অগ্রে, আকাশে অথবা চরণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নিশ্চল ও দৃঢ়ভাবে আসনে উপবেশন করিতে পারিবেন, তখন বিনিষ্কম্পযোগের অভ্যাস হইবে। (কম্পহীন, কম্পযুক্ত ও স্বেদ (ঘর্ম্ম)-যুক্ত—এই ত্রিবিধযোগের মধ্যে বিনিষ্কম্প কম্পহীন যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট)।

২৩। তালা মাত্রা তথা যোগো ধারণা যোজনং তথা।
দ্বাদশমাত্রো যোগস্ত কালতো নিয়তঃ স্মৃতঃ॥

তালা অর্থাৎ বাহিরের বায়ুর অভ্যন্তরে পূরণ এবং অভ্যন্তরের বায়ুর নিরোধ উভয়ই নিয়তকাল অনুষ্ঠান করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে যে পরিমাণে কাল অনুষ্ঠিত হইয়াছে, পরের দিনেও সেই পরিমাণ কালই অনুষ্ঠান করিবে। প্রাণায়ামে জপ মাত্রা ও নিয়তকাল অনুষ্ঠেয়, যথা—পূরণে ষোড়শ (১৬), কুম্ভকে চতুঃষষ্টি (৬৪) ও রেচকে দ্বাত্রিংশৎ (৩২)। সেইরূপ সমাধি ও নিয়মিতকাল অনুষ্ঠেয়। অন্যথা কল্পপর্য্যন্ত ভূগর্ভে সমাহিত হইয়া অবস্থান করিলে বিদেহ কৈবল্যের সম্ভবই হইতে পারে না। এইরূপ ধারণা, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ এবং প্রাথমিক যোগীর দ্বাদশসংখ্যক প্রণবের অথবা নাদবিন্দুক্ত দ্বাদশমাত্রা প্রণবের জপ, যোগ ও নিয়মিত কালেই আচরণ করিবে।

২৪। অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরং চ অকণ্ঠতাল্বোষ্ঠমনাসিকং চ।
অরেফজাতমুভয়োষ্ঠবর্জিতং যদক্ষরং ন ক্ষরতে কদাচিৎ॥

প্রণবদ্বারা চিন্তনীয় আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন। তিনি ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত ধ্বনিব্যঞ্জক বর্ণ নহেন, তিনি ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ, কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ ও অনুনাসিক বর্ণ নহেন এবং তিনি রেফ, অথবা দন্ত্য বর্ণ নহেন। তিনি কখনও ক্ষরিত বা বিনষ্ট হন না বলিয়া অক্ষর নামে অভিহিত।

অমৃতনাদোপনিষদের পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

———

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

২৫। যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাণস্তেন হি গচ্ছতি।
অতঃ সমভ্যসেন্নিত্যং সন্মার্গগমনায় বৈ ॥

সেই আত্মপ্রদেশে কিরূপে প্রাণপরিচালিত করা যায়, তাহার উপায় বলিতেছেন। যোগী মনে মনে যে স্থান গন্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, প্রাণ ও মনের সহিত সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হন, সুতরাং মনই প্রাণের পরিচালক, এইজন্য সর্ব্বদা সুষুম্না পথে মনকে পরিচালিত করিতে অভ্যাস করিবে।

২৬। হৃদ্দারং বায়ুদ্বারং চ উর্দ্ধদ্বারমতঃ পরম্।
মোক্ষদ্বারবিলং চৈব সুষিরং মণ্ডলং বিদুঃ ॥

কোন্ পথে মনঃ ও প্রাণ পরিচালিত হয়, তাহা বলিতেছেন। সুষুম্নানামক উর্দ্ধদ্বারই মনঃ ও প্রাণের প্রবেশ-পথ। ইহার উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির দ্বার বর্ত্তমান আছে; উহা মস্তক ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডল সচ্ছিদ্র বলিয়া আত্মদর্শী জ্ঞানী ঐ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে সমর্থ।

২৭। ভয়ং ক্রোধমথালস্যমতিস্বপ্নাতিজাগরম্।
অত্যাহারমনাহারং নিত্যং যোগী বিবর্জয়েৎ ॥

যোগী ভয়, ক্রোধ, আলস্য, অধিক নিদ্রা, অধিক জাগরণ, অধিক আহার এবং অধিক উপবাস সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন।

২৮। অনেন বিধিনা সম্যঙ্ নিত্যমভ্যসতঃ ক্রমাৎ।
স্বয়মুৎপদ্যতে জ্ঞানং ত্রিভির্মাসৈর্ন সংশয়ঃ॥

এই প্রকারে যথাযথরূপে সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ তিনমাসের মধ্যেই উপদেশ ভিন্নও জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

২৯। চতুর্ভিঃ পশ্যতে দেবান্ পঞ্চভিস্তুল্যবিক্রমঃ।
ইচ্ছয়াপ্নোতি কৈবল্যং ষষ্ঠে মাসি ন সংশয়ঃ॥

চতুর্থ মাসে দেবত্বলাভ করিতে পারিবে। পঞ্চম মাসে দেবতুল্য বিক্রমশালী হইবে, অর্থাৎ দেবতাগণের ন্যায় ইচ্ছামাত্র কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইবে। মুক্তিকাম হইলে ষষ্ঠ মাসে অবশ্যই কৈবল্যলাভে সমর্থ হইবে।

অমৃতনাদোপনিষদের ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

৩০। পার্থিবঃ পঞ্চমাত্রাণি চতুর্মাত্রাণি বারুণঃ।
আগ্নেয়স্ত্র ত্রিমাত্রাণি দ্বিমাত্রো বায়বস্তথা ॥

পৃথিবীর তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত প্রণবের উপাসনা করিতে হইলে উহার পঞ্চমাত্রার উপাসনা করিবে। এইরূপ জলতত্ত্ব-জ্ঞানের নিমিত্ত চারিমাত্রায়, অগ্নিতত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত ত্রিমাত্রায় এবং বায়ুতত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত দ্বিমাত্রায় উপাসনা করিবে।

৩১। একমাত্রস্তথাকাশো হ্যর্ধমাত্রং তু চিন্তয়েৎ।
সিদ্ধিং কৃত্বা তু মনসা চিন্তয়েদাত্মনাত্মনি ॥

আকাশ-তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত একমাত্রা উপাস্য। ইহার পরে নিরপেক্ষরূপে অর্দ্ধমাত্রায় উপাসনা করিবে। এইরূপে মাত্রাভেদে প্রণবের উপাসনা দ্বারা সেই সেই ভূত-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সেইগুলিকে স্বয়ং স্বীয় বুদ্ধিস্বরূপে চিন্তা করিবে।

৩২। ত্রিংশৎপর্বাঙ্গুলপ্রাণো যত্র প্রাণিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
এষঃ প্রাণ ইতি খ্যাতো বাহ্যপ্রাণঃ স গোচরঃ ॥

প্রাণায়ামে এক প্রাণ ও অগ্নিহোত্র-উপাসনায় এক প্রাণের কথা বলা হইয়াছে, এই উভয় প্রাণের কোনও পার্থক্য আছে কি না, তাহার মীমাংসা করিতেছেন। অঙ্গুলীর ত্রিশপর্ব্ব পরিমিত যে প্রাণ-বায়ু সর্ব্বদা বহমান হইতেছে, সেই প্রাণবায়ু যাঁহাকে আশ্রয়

করিয়া আছে, তিনিই প্রসিদ্ধ প্রাণ নামে খ্যাত, অর্থাৎ পরমাত্মারূপে উপাস্য। অপর প্রাণ বাহ্য ও দৃশ্য, উহা উপাস্য নহে।

৩৩। অশীতিঃ ষট্‌শতং চৈব সহস্রাণি ত্রয়োদশ।
লক্ষশ্চৈকোঽপি নিঃশ্বাসো অহোরাত্র প্রমাণতঃ॥

[বাহ্য প্রাণের ক্রিয়া নির্ণয় করিতেছেন] প্রত্যেক অহোরাত্রে অর্থাৎ দিবা-রাত্রির মধ্যে বাহ্য প্রাণের ক্রিয়া-নিশ্বাস এক লক্ষ তের হাজার ছয়শত আশী বার সম্পাদিত হয়।

৩৪। প্রাণ আদ্যো হৃদি স্থানে অপানস্তু পুনর্গুদে।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ॥

পঞ্চপ্রাণের মধ্যে প্রথম প্রাণবায়ু হৃদয়পুণ্ডরীকে অবস্থান করে। নিশ্বাসকারী অপান বায়ু গুহ্যদেশে অবস্থিত। ভুক্তদ্রব্য পরিপাচক সমানবায়ু নাভিদেশ এবং উর্দ্ধগামী উদানবায়ু কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে।

৩৫। ব্যানঃ সর্বেষু চাঙ্গেষু সদা ব্যাবৃত্য তিষ্ঠতি।
অথ বর্ণাস্তু পঞ্চানাং প্রাণাদীনামনুক্রমাৎ॥

নাড়ীসমূহে বিচরণকারী ব্যানবায়ু সর্ব্বদা সমগ্র অঙ্গ ব্যাপিয়া অবস্থিত। যথাক্রমে পঞ্চ প্রাণের বর্ণ বলা যাইতেছে।

অমৃতনাদোপনিষদের সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

৩৬। রক্তবর্ণমণিপ্রখ্যঃ প্রাণো বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপানস্তস্য মধ্যে তু ইন্দ্রগোপকসন্নিভঃ॥

প্রাণবায়ু রক্তবর্ণ মণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং অপানবায়ুর অভ্যন্তর ইন্দ্রগোপকীট অথবা ইন্দ্রগোপ মণির ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

৩৭। সমানস্তস্য মধ্যে তু গোক্ষীরস্ফটিকপ্রভঃ।
অপাণ্ডুর উদানস্তু ব্যানো হ্যর্চিসমপ্রভঃ॥

সমান বায়ুর অভ্যন্তরভাগ দুগ্ধ ও স্ফটীকের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শুভ্র। উদান বায়ু ঈষৎ পাণ্ডুর বর্ণ এবং ব্যান বায়ু অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল।

৩৮। যস্যৈষ মণ্ডলং ভিত্ত্বা মারুতো যাতি মূর্ধ্নি।
যত্র তত্র ম্রিয়েদ্বাপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে
ন স ভূয়োঽভিজায়তে ইতি।

ইত্যথর্ব্ববেদেঽমৃতনাদোপনিষৎ সমাপ্তা।

যে প্রাণোপাসকের এই প্রাণাদি বায়ু সহস্রদল কমল ভেদ করিয়া মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র পথে বহির্গত হয়, তিনি যে কোনও স্থানে কেন মৃত্যুমুখে পতিত হন না, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অর্থাৎ তিনি মুক্তিলাভ করেন। গ্রন্থসমাপ্তির জন্য "তিনি আর জন্মগ্রহণ করেন না" এই কথা বারদ্বয় বলা হইয়াছে। অথবা এই পুনরুক্তি দ্বারা এই কথার দৃঢ়তা সূচিত হইতেছে।

অমৃতনাদোপনিষদের অষ্টমখণ্ড সমাপ্ত।

অমৃতনাদোপনিষৎ সমাপ্ত।